দশম ভাগ

১। প্রভাস-যজ্ঞ, ২। শ্রীবৎস চিন্তা, ৩। ভোট-মঙ্গল, ৪। গোবরা, ৫। প্রলাপ না সত্য, ৬। বিবেকানন্দের সাধন, ৭। সৎনাম, ৮। নন্দ-দুলাল।

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

প্রকাশক ;—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বসুমতী কার্য্যালয়।

কলিকাতা ;

১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "বসুমতী ইলেক্ট্রিক মেসিন যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

১৩১৮

[মূল্য ২৲ দুই টাকা।

সূচীপত্র।

প্রভাস-যজ্ঞ

[নাটক]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নন্দ ... ... গোপরাজ।

বসুদেব ... ... শ্রীকৃষ্ণের পিতা।

শ্রীকৃষ্ণ }
বলরাম }

আয়ান ... ... জটিলার পুত্র।

মহাদেব, ব্রহ্মা, নারদ, উদ্ধব, বেতাল, রাখাল-বালকগণ, ব্রজবাসিগণ, দ্বাররক্ষিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

যশোদা ... ... গোপরাণী।

রাধিকা ... ... বৃষভানু নন্দিনী।

জটিলা ... ... ব্রজনারী।

কুটিলা ... ... জটিলার কন্যা।

বৃন্দা ... ... প্রধানা সখী।

সত্যভামা, অন্নপূর্ণা, পৌর্ণমাসী, বিদেশিনী, সখীগণ, ভৈরবীগণ ইত্যাদি।

সাওন মোল্লার—ঢিমে তেতালা।

এখনও এ প্রাণ আছে সই।
এলে সখি দেখা হ'ত কালা এল কই॥
যদি লো না দেখা হ'লো,
দেখা হ'লে ব'লো ব'লো,
দেখিতে সাধ ছিল মনে,
জানি না যে কৃষ্ণ বই।
ব্রজে যদি এসে কালা, গেঁথে দিও বনমালা,
বাজাতে ব'লো বাঁশী, রাধা ব'লে রসময়ই॥

ললিতা। হের বৃন্দে সই, রাই রসময়ী
পলে পলে চেতন হারায়;
হের কমলিনী, যেন ছিন্ন কমলিনী,
লুটায় ধরণীতলে,
বল সখি, কি করি কি করি,
মরে প্যারী শ্যামচাঁদ বিনা!
বৃন্দে, দে গো এনে রমানাথে;
আহা রাজার নন্দিনী—
কাঙ্গালিনী পথে পথে কেঁদে ফেরে,
এ দশায় দেখিয়া রাধায়,
প্রাণ আছে কায়—
তাই লো আশ্চর্য্য মানি।
আহা, কৃষ্ণপ্রাণা বিনোদিনী
শতবর্ষ কৃষ্ণহারা,
নিঠুর মুরারি,
গোপনারী মজাইয়ে গেল চ'লে।
বৃন্দে!
উঠ গো ত্বরায় যাও দ্বারিকায়,
সে ত আসিবার নয়,
ফিরে আন গোপীকার প্রাণ,
বুঝি লো বুঝি লো,
রাধা প্রাণে ম'ল এত দিনে।

বৃন্দা। সখি! শঠে সঁপে প্রাণ,
অপমান হয় সার।
কপট নির্দ্দয়,
অবলায় মজায়ে রহিল কোথা;
হলো না বন সুখকুঞ্জবন,
ধরাসনে কনকবরণী রাই।
কঠিন জীবন, বেঁচে আছি তাই,
প্রাণে বাজে তাঁর শ্রীমতীর দশা দে
নিঠুরে যদ্যপি সখি পাই,
শ্রীমতীরে বারেক দেখাই,
দেখি তার কতই কঠিন প্রাণ।

(দূরে বংশীরব)

একি সখি, রাধা রাধা নাম কে
দূরে? বীণা কি বাঁশরী বুঝিতে না
দূরে ধীরে করে রাধা-নাম-গান, অ
কে এল এ ব্রজে?

বিশাখা। সখি! বাঁশরী নিশ্চয়,
রাধা ব'লে বাজে বাঁশী।

ললিতা। বুঝি সখি এসেছে মাধব,
কুহুরব শোন কুঞ্জবনে,
শুন শুন ভ্রমর-গুঞ্জন,
কুঞ্জে ফোটে ফুলকলি;
বুঝি কানু
বেণু ত্যজি ধরিয়াছে বীণা,
বধিবারে ব্রজাঙ্গনা;
সখি!
এসেছে নাগর সাজাও বাসর,
মালতী তুলিয়ে গাঁথ মালা,
কুঙ্কুম চন্দন রাখ সখি থরে থরে,
শ্যাম-কলেবরে দিব সখি মিলি,
উঠ উঠ ব্রজেশ্বরি রাই,
বুঝি আসিয়াছে কানাই,
ওই শোন রাধা-নাম-গান,
মান ক'রে ব'স লো সজনি,
কথা ক'ও ধরাইয়ে পায়।

রাধা। কৈ লো, কৈ লো, দে লো দে লো
কৃষ্ণধন দে আমায়,
কৈ সই মদনমোহন?

ললিতা। শোন হেমাঙ্গিনি! কি শুনি না
বংশীরবে রাধা নাম কেবা গায়?
ধরি মৃদু রোল গগনে মিশায়ে যায়,
বল সখি কে এল এ বৃন্দাবনে?

রাধা। কৈ সই, বাঁশী এ তো নয়,
বীণা বাজে বংশীরবে;
যদি সই বাঁশরী বাজিত,
গগন ভরিত,
মুঞ্জরিত রসহীন তরু;

বুঝি লো সজনি,
কোন ভক্তজন—
হেরি দগ্ধ বৃন্দাবন,
বীণাস্বরে স্মরণ করিছে মোরে।

বৃন্দা। হের দূরে জটাজূট শিরে,
বীণা করে আসে কোন্ মহাজন,
বাজে মত্ত বীণা,—
রাধা নাম শুনে আপনি উন্মত্ত ঋষি :
কে আসে লো দেখ লো কিশোরি !

রাধা। সখি ! যাও ত্বরা করি,
আসিছে নারদ ঋষি ব্রজবাসী-দরশনে ;
মম পদ বিনে অন্য নাহি জানে,
ভক্ত-চূড়ামণি মুনি ।
আন শীঘ্র গিয়ে, ভক্তেরে হেরিয়ে
স্নিগ্ধ করি দাবদগ্ধ হিয়া,
মধুর বচনে আনিবে এখানে,
ব'লো ব'লো ডাকিছে রাধিকা।

[বৃন্দার প্রস্থান ।

সখি ! আমি কি কৃষ্ণকে ভুলেছি, কৃষ্ণ বিনে নইলে কেমনে জীবিত আছি ? আমার কালাচাঁদ কি কাছে ছিল ? দেখ, আমি আর নেই, সকলি কৃষ্ণময় ; রাধা আর কোথায় ? এই যে আমার কৃষ্ণ, এই যে আমার কৃষ্ণ !

ললিতা। সখি ! ঘোরতর বিরহ-বিকারে যে শ্রীমতী নিস্তার পান, এমন বোধ হয় না, হা নির্দ্দয় ! কি কর্‌লে ? কৃষ্ণ হে ! তুমি কোথায় ? ব্রজাঙ্গনা তোমা বিনা আর কিছুতে জানে না। কুঞ্জবিহারী ! কুঞ্জে প্যারী মরে, দেখে যাও। ছি ছি শ্যাম ! জেনে শুনে ভুলে আছ ?

বিশাখা। (গীত)

খাম্বাজ—একতালা।

ধূলায় লুটায় সোনার কিশোরী।
ভুলে আছ ভাল আছ,
দেখিতে হলো না হরি ॥
কমলিনী সরল প্রাণে,
কৃষ্ণ বিনে রাই না জানে,
চতুরে সরল প্রাণে,
প্রাণ সঁপেছে আহা মরি ॥
যদি শ্যামে না হেরিত,
প্যারী কি প্রাণে মরিত ;
মরিত কি ব্রজাঙ্গনা,
না বাজিলে বাঁশরী ॥

(নারদ ও বৃন্দার প্রবেশ।)

বৃন্দা। দেখ ঋষি ! কিশোরীর দশা,
অচেতনে দিবানিশি কেটে যায়,
কমল-আসনে
ব্যথা লাগে যে কোমল কায়,
হের মুনি ধূলায় লুটায়,
কভু কৃষ্ণ ব'লে করে হাহাকার,
মৃত্যুর লক্ষণ কর দরশন—
পবন না বহে নাসিকায়,
দেখ—দেখ—
কি দশায় রেখে গেছে শ্যাম,
জেনে শুনে কেমনে র'য়েছে ভুলে ?

রাধা। হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ !

নারদ। (প্রণাম করিয়া) ব্রজেশ্বরি ! কৃপা করি কিঙ্করকে চরণে স্থান দিন।

রাধা। ঋষিরাজ ! আমি কৃষ্ণবিরহিণী দুঃখিনী গোপনারী ;—আমায় নমস্কার ক'রে অকল্যাণ ক'র না। মুনিবর ! শুনেছি, তুমি কৃষ্ণময়প্রাণ ;—কৃষ্ণের কি সংবাদ জান ? আমায় বল, অবলা ব্রজবালার প্রাণ রাখ।

নারদ। ব্রজেশ্বরি ! মুরলীধর আপনার হৃদয়ে, কৃষ্ণের সংবাদ তোমা বিনে আর কে জানে ? তত্ত্বময়ি ! কৃষ্ণের তত্ত্ব আমি কেমন ক'রে জান্‌বো ?

রাধা। ঋষিরাজ ! আর কেন আমায় গঞ্জনা দাও ? আমি শতবর্ষ কৃষ্ণহারা, আর কি সে আমার হবে ?

(গীত)

গৌরী—আড়াঠেকা।

কোথায় আছে, যদি সে আমার।
কেন তবে কুঞ্জবনে হেন দশা রাধিকার

তরুলতা কেন শূন্য,বনপাখী শোক পূর্ণ,
কেন ব্রজ শূন্যাচ্ছন্ন, ওঠে কেন হাহাকার ॥
বাঁশরী ফিরায়ে দেছে,রাধা নাম ভুলে গেছে,
না হ'লে বাজিত বাঁশী রাধা ব'লে শতবার ॥

বৃন্দা। দেখ মুনি! চৈতন্য-রূপিণী আবার চৈতন্যহারা। আহা ঋষি! ব্রজের দশা একবার দেখ।

রাধা। ঋষিরাজ! তোমার সঙ্গে কি আমার কৃষ্ণের দেখা হবে? তাঁরে ব'লো, একবার দেখে যান,আমি ধ'রে রাখ্‌বো না। একবার দেখে যান,ঋষিরাজ! আমি কৃষ্ণ বিনে জানি না—আর কি তাঁরে দেখ্‌তে পাব না?

নারদ। আনন্দময়ি! কৃপা করুন,আমি আপনার আশীর্ব্বাদ ল'য়ে দ্বারকায় যাব মনে ক'রেছি, আমি সে নিঠুর নটবরকে ব্রজের দশা ব'ল্‌বো, দেখি তাঁর কঠিন প্রাণ বিগলিত হয় কি না? যদি আপনার চরণে আমার মতি থাকে, আমি রাধাকৃষ্ণ একত্রে দর্শন ক'র্‌ব।

রাধা। ঋষি! তোমার কৃষ্ণভক্তি হোক্; আমি অন্য আশীর্ব্বাদ জানি না। শতবর্ষ নিরাশ সাগরে মগ্ন! তোমার বচনে আমার প্রাণ আশ্বাসিত হ'ল। ঋষিবর! সত্য কি আমার কৃষ্ণকে এনে দেবে? সখি! তোমরা সকলে অতিথিসংকারের আয়োজন কর গে, কৃষ্ণপরায়ণ অতিথি কুঞ্জে উপস্থিত; যাও সখি যাও, আমি ঋষিরাজকে দুটো দুঃখের কথা বলি।

[সখীগণের প্রস্থান।

নারদ। কৃপাময়ি! আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌লেন,আমার সাধ ছিল, নির্জ্জনে আপনাকে দর্শন কর্‌বো; আমি ব্রহ্মার আজ্ঞায় বৃন্দাবনে এসেছি, শতবর্ষ শীঘ্র অতীত হবে, কিরূপে যুগলমিলন সন্দর্শন কর্‌বো—দয়াময়ি! দাসকে বলুন।

রাধা। নারদ! তুমি কি কৃষ্ণকে আন্‌তে পার্‌বে না?

নারদ। দেবি! আদ্যা প্রকৃতি! আমি কে, শক্তিরূপা কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে তোমা বিনে কে আছে?
ভুলাও না কমলিনী,
কৃষ্ণপ্রাণা ব্রহ্ম-সনাতনী
রাধা বিনে কৃষ্ণ আর কার?
কৃষ্ণ জানে তোমা,
তুমি জান কৃষ্ণের মহিমা,
আমি কি কহিব?
শ্রীকৃষ্ণেরে কেমনে আনিব,
রাস-রসময়ী তুমি না সদয়া হ'লে?
কহ কি কৌশলে যুগল-মিলন হবে,
কৃপায় তোমার মম কীর্ত্তি রবে,
পুলকে পূরিবে ত্রিভুবন।
কহ মোরে কেশব-মোহিনী,
মনোবাঞ্ছা কেমনে পূরিবে?

রাধা। শুন মুনি! যাও দ্বারিকায়,
আছি যে দশায়,
বলো গিয়ে কালাচাঁদে;
দেখে এস নন্দালয়ে গিয়ে,
শূন্য হিয়া নন্দ যশোমতী,
দিবারাতি নীলমণি বোলে কাঁদে,
শোকে শীর্ণ সদা অচেতন,
দু'নয়নে বহে শতধারা।
গোঠে ধটী ভ'রে তুলি বনফুল,
রাখালসকল ফুকারে কানাই বোলে,
ব'লো তাঁরে এ সব সংবাদ!
করি আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হোক্ মনের কামনা তব,
কর ব্রজবাসিগণে নূতন জীবন দান।

নারদ।— (স্তব)
হরিপ্রিয়া হেমাঙ্গিনী, নিধুবন-বিহারিণী
রাসরসে রঙ্গিণী কিশোরী।
মোহন-মোহিনী রাই, পদে যেন স্থান পাই
পদ-কোকনদ আশা করি ॥
আদ্যাশক্তি সনাতনী, ব্রজেশ্বরী বরানন
প্রেমময়ী প্রাণময়ী রাধা;—
আত্মারূপা আহ্লাদিনী, বনচারী বিনোদিনী
বিভূষণা বনফুল-হারে।
কৃষ্ণপ্রেম-আমোদিনী, কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়িনী
কৃষ্ণপ্রেম বিলাও আমারে ॥

(বৃন্দার প্রবেশ।)

বৃন্দা। রাধে! মুনিবরকে বলুন, আতিথ্যস্বীকার করেন।

রাধা। ঋষিরাজ! চলুন, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ক'রবেন।

[সকলের প্রস্থান।

(রাখালবালকগণের প্রবেশ।)

শ্রীদাম। ভাই রে, এ কুঞ্জবনে আমি বাঁশীস্বরে রাধা নাম শুনেছি, কানাই কি এল? আয় দেখি ভাই খুঁজি; সে তো অমনিই লুকতো. কানাই রে, তুই কোথায়? প্রাণ যায়, দেখে যা।

সুবল। চল ভাই, নন্দালয়ে যাই, যদি কানাই এসে থাকে ত মা যশোদার কাছে যাবেই। রাখালরাজ! রাখালরাজ! তুমি কি রাখালদের ভুলে গেলে? কানাই! তুমি তো নির্দ্দয় নও।

সকলে— (গীত।)

পাহাড়ী—যৎ।

এস রে কানাই কোথা আছ ভাই,
মরে রে রাখাল দেখ না দেখ না।
আয় রে গোপাল, ব্রজের রাখাল,
তোমা বিনে আর কিছু তো জানে না॥
চারিদিকে ঘেরি দিব করতালি,
গোঠে গিয়ে খেলি এস বনমালী,
লয়ে বনফল, চক্ষে বহে জল,
ওরে কানু তোরে আর কি পাব না॥
হাম্বারবে ধেনু ডাকিছে তোমায়,
সকাতরে চায় দূর যমুনায়,
তৃণ না পরশে আঁখিজলে ভাসে,
তুমি কি বেদনা বুঝ না বুঝ না॥

[রাখালবালকগণের প্রস্থান।

(জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ)

জটিলা। ও লো এদিকে আয়, এদিকে আয়, এদিকে আয়, ও লো নন্দের বেটা জটা রেখেছে।

কুটিলা। ও মা! সে কি গো? সে যে চুড়ো-বাঁধা মিনসে।

জটিলা। ও লো না লো,আমি দেখেছি,এখন আর বাঁশী বাজায় না, বীণা বাজায়, পাকা দাড়ী, পাকা জটা, বোয়ের সঙ্গে কথা কচ্ছিল।

কুটিলা। তবে নন্দের ব্যাটা কেন? সে আর কে বুড়ো।

জটিলা। ও লো না লো না, রাধা ব'লে বীণা বাজিয়ে এল, এখন বুড়ো হয়েছে,চুল পেকে গ্যাছে, তাই জটা করেছে; এই আমরা বুড়ো হ'লেম না।

কুটিলা। ও মা, অনাসৃষ্টি কথা বলিসনি! তুই যেন বুড়ো হলি, আমি আবার বুড়ো হলুম কবে লা?

জটিলা। নে নে, তুই সন্ধান নে—নন্দের বেটাই বটে, ঐ বৃন্দে ছুঁড়ী, গেছো মাগী, তাকে খাওয়াবার জন্যে ফল পাড়লে, সে মিন্সে রাধিকার পায়ে ধরলে নন্দের বেটা নয় ত কে? চল্ দেখি, দেখি গে।

কুটিলা। ও মা,সে আবার জটা পাকিয়ে এল, তবেই আর গোকুলে টেঁকালে। ছোঁড়া-বয়সেই এত ভিরকুটী, বুড়ো হয়ে কি আর দেশে মানুষ রাখবে?

জটিলা। ও লো! ঐ লো ঐ.ও মা! রাধার পায় ধূল নেয় কেন?

কুটিলা। কৈ গো? ও মা, সেই বুড়ো মড়া মুনি গো, বুড়ো মরা মুনি; পালাই চল, মায়ে ঝিয়ে এখনি কোঁদল বাধিয়ে দেবে।

জটিলা। আ মোলো, ও আবার মুনি কোথাকার? মুনি তো, রাধিকার পায়ে ধরলে কেন? ও সেই নন্দের বেটা।

কুটিলা। আ মোলো,বুড়ো হ'য়ে কি চখের মাথা খেয়েছ? দেখতে পাচ্ছ না, নারদমুনি।

জটিলা। এ্যাঁ, নারদমুনি! রাধার পায়ে ধরলে কেন?

কুটিলা। ও মড়া অমনি মরে।

জটিলা। ও লো,রাধিকাকে তবে আর কিছু বলিস্ নি। কি জানি মা.মুনি-ঋষি পায়ে ধরে।

কুটিলা। তুমি একটু বোয়ের চরামিত্তির খেও, আমি তা পারবো না, পাড়া-ঢলানী—ওর আবার পা আর মাথা।

জটিলা। মা লো, কিছু বলিস্ নে, কি জানি, যদি ভস্ম ক'রে ফেলে।

কুটিলা। ভীমরথী মাগী! আমি পালাই,—মুখপোড়া মিন্‌সে এদিকে এলেই কোঁদল বাধাবে।

[প্রস্থান।

জটিলা। ও কুটিলে! যাস নে, দাঁড়া লো, আমিও যাই; ও মা, ভস্ম করবে নাকি?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

নন্দালয়।

(যশোদা ও নন্দের প্রবেশ)

যশোদা। কোথায় গোপাল, কোথায় গোপাল—
কোথা তারে রেখে এলে,
কে রে কুহকিনি!
ভুলায়ে রেখেছে নীলমণি,
বাছা—কত কাঁদে আমা বিনে—
কে রে, ক্ষুধা পেলে
সে চাঁদ-বদনে নবনী তুলিয়ে দেয়।
কোথা—কোথা আছ বাপধন,
মরে তোর দুখিনী জননী,
এস কোলে অঞ্চলের মণি,
ধড়া চূড়া পর যাদুমণি,
শোন্, তোরে ডাকিছে রাখাল।
আরে রে গোপাল,
গোঠে কি যাবি নে আর,
ক্ষীরসর ল'য়ে আছি পথ চেয়ে,
খেয়ে যা রে দুখিনীর ধন,
মরে তোর দুখিনী জননী।
দেখে যা রে দেখে যা গোপাল,
এখন কি রয়েছে যামিনী,
নীলমণি যমুনার পারে
আন তাঁরে—মা ব'লে সে কাঁদে কত।
আহা—
কোন্ প্রাণে ফেলে এলে তারে,
মা ব'লে সে কাঁদে বারে বারে,
ক্ষুধা পেলে ননী কেবা দেবে,
কোথা আছ গোপাল আমার,
দেখা দাও মায়ে যাদুমণি।

(গীত।)

আলাহিয়া—একতালা।

অঞ্চলের মণি এস রে নীলমণি,
দেখিতে তোরে দেহে আছে প্রাণ।
পয়াণ বিদরে, মা ব'লে ডাক রে,
আয় রে করি কোলে হেরি চাঁদ-বয়ান॥
তোমা বিনে আর কে আছে আমার,
শূন্য ব্রজপুরী নেহারি আঁধার,
শোন অনিবার, ওঠে হাহাকার,
রোদনের ধার বহে রে উজান॥

নন্দ। আরে রে গোপাল,
এত যদি মনে ছিল তোর,
কেন রে বহিলি বাধা,
না জানি রে কি পাষাণে প্রাণের গঠন
চূড়া ধড়া দিলি রে যখন—
কেন প্রাণ না ফাটিল,
দেহে প্রাণ কি হেতু রহিল,
ওঃ হো! আমি যে গোপাল-হারা!
বল্ রে আসিয়ে
কি বলিয়া রাণীরে প্রবোধ দিব,
সে তো জানে না রে তোমা বিনে,
যদি রে নির্দ্দয়,
আমারে না দেখা দাও,
রাণীরে ভুলাও,
দেখে যাও সবাকারে ধরাতলে,
আরে স্বর্ণব্রজ গেলি শূন্য ক'রে,
তবু—
প্রাণ ধ'রে আছি তোরে দেখিবার আশে,
ব্রজে আয় ব্রজের দুলাল।

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। নন্দ যশোদা শোক-সাগরে নিমগ্ন বাহ্যজ্ঞানশূন্য; কৃষ্ণময় প্রাণে কৃষ্ণ-ধ্যানে দিবা-রজনী যাপন করছেন। বৃন্দাবন!

কৃষ্ণপ্রেম জীবকে তুমিই শিখাবে, তোমার অপার মহিমা! হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!

॥। কৈ, কে কোথায়? কৃষ্ণ ব'লে কে ডাকে? আরে রাখাল, গোপাল তো আমার ঘরে নাই।

রদ। গোপরাজ!

॥। গোপাল আমার গোপের রাজা, আমি ত নই? এ কি? মুনিবর! প্রণাম হই, কতক্ষণ আগমন? গোপাল আমার কোথা? মুনি! তুমি অনেক স্থানে যাও, আমার কৃষ্ণকে কি দেখেছ? দেখ মুনি! কৃষ্ণ বিনে আমার দশা দেখ, যশোদার দশা দেখ, মুনি! কি ব'লে ভোলাব? ও তো নীলমণি বিনে জানে না, সে তো আস্‌বে না, আমার চূড়ো-ধড়া দে ব'লেছিল,—

রদ। রাজা! ধৈর্য্য ধর, তোমার কৃষ্ণধন তুমি ত্বরায় পাবে।

দ। পাব আমার কৃষ্ণধন? যশোদা, যশোদা! কৃষ্ণধন পাব, মুনি ব'ল্‌ছেন।

রদ। রাজ! শান্ত হও।

দ। মুনিবর! নীলমণিকে কি পাব না?

রদ। পাবে, অবশ্যই পাবে।

দ। যশোদাকে কি ব'ল্‌বে না? মুনি! ওর অঞ্চলের ধন যমুনাপারে রেখে এসেছি।

রদ। অবশ্যই পাবে, কৃষ্ণ কখন তোমাদের ছাড়া নয়।

॥। মুনি! পাব, কবে পাব? কোলে ক'রে যশোদার কোলে তুলে কবে দেব মুনি? গোপাল আমার পাদুকা মাথায় বইত, সে কৃষ্ণ আমার কোথায়?

রদ। আহা! যশোমতীর কি দশা!

। আহা! ও যে ওর নীলমণি-হারা, কৃষ্ণ রে! একবার দেখে যা।

রদ। যশোমতি মা! ওঠো মা, মা, উঠো মা!

াদা। কারে মা ব'ল্‌লে?

রদ। মা, মা!

াদা। ওরে, ও রব তো আমার পুরে নাই, নীলমণি, নীলমণি! মা রব বহুদিন শুনিনি।

নন্দ। রাণি! উঠো, নারদমুনি এসেছেন।

যশোদা। নীলমণি, নীলমণি কৈ?

নারদ। যশোমতি মা! আমি নারদ।

যশোদা। আমার নীলমণি কি এসেছেন, এখন কি গোঠের বেলা যায়নি?

নন্দ। মুনিবর! অপরাধ মার্জ্জনা ক'রবেন, রাণি! দেখ দেবর্ষি নারদ।

যশোদা। মুনি! প্রণাম করি। আমার গোপাল নাই, পুরী শূন্য হয়েছে, মুনি! আমার নীলমণি কে ভুলিয়ে রেখেছে? তুমি যদি ভুলিয়ে এনে দাও। মুনি! রাত কি পোহাল? প্রভাত হ'লে নীলমণি আমার ননী পাবে না, তিনবার ননী না দিয়ে গোঠে পাঠাব না, মুনি! আমার নীলমণি কে ভুলিয়ে রেখেছে, এনে দাও, আমার নীলমণি ঘরে নাই, এতক্ষণ আমায় একশবার মা ব'লে ডাক্‌তো।

নারদ। মা গো—তোমার নীলমণি তুমি পাবে।

যশোদা। মুনি! ভুলিয়ে রেখেছে, এনে দাও, ওহো! সে বড় মায়াবিনী। মুনি! নীলমণি আমার এখানে নাচ্‌ত, এখান থেকে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে আস্‌ত, এখানে ব'সে তার চূড়ো বেঁধে দিতুম, এইখানে ননী খাওয়াতুম, মুনি! ননীর তরে বেঁধেছিলুম, তাই কি গোপাল আমার রাগ ক'রেছে? দেখ মুনি! গোপালকে আমি এইখানে লুকুতুম, গোঠে যেতে দিতুম না। আজ আমার গোপাল ঘরে নাই, ঋষি! দেখ, আমার প্রাণ শূন্য, পুরী শূন্য, ব্রজধাম একবার দেখে যাও।

দেখ গোপ গোপী সবে শবাকার,
বিনা হাহাকার কিছু নাহি আর,
নাচে না নীলমণি—
নাহি সেই নূপুরের ধ্বনি,
গোঠে নাই আনন্দের রোল,
বাজে না মুরলী—
ধবলী শ্যামলি হাম্বারবে নাহি ডাকে,
শুষ্কপ্রাণ ধেনু তৃণ না পরশে,
আঁখি ভাসে শূন্যপানে চায়।

শ্রীদাম সুদাম
অবিরাম ভাসে আঁখিজলে,
বাক্‌হীন কাঁদিছে রাখালগণে,
বিষন্নবদনে
পরস্পর চাহে মুখপানে,
কভু
শূন্যপ্রাণে ধায় দূর যমুনার পারে :
সদা হায় হায়, বলে প্রাণ যায়,
কোথা রে কানাই ভাই ?
কুঞ্জে নাহি ফুল, নীলমণি নাহি খেলে,
ব্রজ অন্ধকার—
আমার রতনমণি বিনা,
কোথা,—কোথা গোপাল আমার !

নারদ। নন্দরাণি ! শান্ত হও, তোমার নীলমণিকে তুমি পাবে।

যশোদা। মুনি ! আমার নীলমণিকে কোথায় দেখে এসেছ ? নীলমণি কি ননী খেতে পায় ?

নারদ। তিনি ভাল আছেন—দ্বারকায় রাজা হয়েছেন।

যশোদা। রাজা না, রাজা না আমার নীলমণি ! আমার দুধের গোপাল নীলমণি, তাকে দেখে এস না।

নারদ। মা ! কেঁদো না, তোমার নীলমণিকে এনে দেব।

যশোদা। কৈ ?—দাও, বহুদিন আমি নীলমণিহারা।

নন্দ। মুনি ! নীলমণি কবে আসবে ?

যশোদা। মুনি ! নীলমণিকে আজ কি আন্‌বে ?

নারদ। কৃষ্ণ অবশ্য আস্‌বেন। আমি এক্ষণে আসি, সায়ংসন্ধ্যার কাল উপস্থিত।

যশোদা। মুনি ! গোপাল কবে আস্‌বে ?

নন্দ। মুনি ! গোপালকে পাব তো ?

[নন্দ ও নারদের প্রস্থান।

যশোদা। (গীত।)

আশা-ভৈরবী—একতালা।

ভাবি মনে কপাল তেমন নয়।
নইলে কোথায় রইল গোপাল,
মা বিনে যে সারা হয় ॥
কোলে নিতে দেরী হ'লে,
বাহু তুলে ও মা ব'লে,
ভেসে যেত নয়ন-জলে,
দেখিত সে শূন্যময় ॥
বিদায় দেছি পাষাণ প্রাণে,
আসেনি কি অভিমানে,
মা ব'লে সে চাঁদ-বয়ানে,
আর কি জুড়াবে হৃদয় ॥

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—•—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:•:—

দ্বারকা।

(শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব)

কৃষ্ণ। দেখেছ নয়নে বৃন্দাবন,—
গোপ-গোপীগণে কি ভাবে আমারে ডা[illegible]
শোকে শীর্ণকায়,
দিবানিশি সমভাবে যায়,
আমারে বিদায় নাহি জানে অন্য কথা।
শতবর্ষ ত্যজে ব্রজধাম
ক'রেছি পয়াণ,
তবু অবিরাম কৃষ্ণনাম বৃন্দাবনে ;
শোকে বনপাখী সদা ঝরে আঁখি,
নিজস্বরে সকাতরে ডাকিছে আমায়।
সজল-নয়ন ধেনু-বৎসগণ,
হাম্বারবে ভেদিয়া গগন,
সঘনে আমারে ডাকে,
তাই বৃন্দাবন স্মরি,
দিবানিশি প্রাণ মম কাঁদে।

উদ্ধব। চিন্তামণি ! ব্রজ হেতু যদি চিন্তা মনে
কি কারণ ব্রজে নাহি যাও,
কিম্বা ব্রজবাসিগণে
কি কারণে দ্বারকায় নাহি আন ?

কৃষ্ণ। কার্য্যান্তরে
[illegible]

পূর্ণ হবে শ্রীদামের শাপ,
ঘুচে যাবে পৃথিবীর তাপ
হবে পুন ধর্ম্মের স্থাপন,
এই হেতু আগমন মম।
আমি একা,—একা আছে রাই
দেখা নাই শতবর্ষ
কব কত কি বেদনা প্রাণে ;
কিন্তু কি করিব,
নরলীলা করিব পূরণ,
যে শুনিবে এ বিচ্ছেদগান,
করুণায় পূর্ণ হবে প্রাণ,
ভবমায়া ভেসে যাবে শোকের প্রবাহে।
সহি এই বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা
জীবের কল্যাণ হেতু।

উদ্ধব। প্রভু ! সহ তুমি জীবের কল্যাণে,
কি কারণে সহে নন্দরাণী ?
নন্দ কেন শোকে নিমগন ?
কেন সহে ব্রজের রাখাল ?
আহা !
রাই কমলিনী কি কারণে বিমলিনী ?

কৃষ্ণ। ল'য়ে নিজগণ
আসিয়াছি লীলার কারণ,
স্বগণ-বিহনে কার সনে হবে লীলা ;
ত্রিসংসারে কার অধিকার,
করে করে বাঁধে মোরে,
নাচায় আমায় ;
ধড়ী দিয়া আমারে সাজায়,
ক্ষীর-সর আমারে অর্পণ করে,
কেবা সাধ্য ধরে
স্কন্ধে ধ'রে মোরে,
এঁটো ফল তুলে দেয় মুখে ;
আমি কার পায়ে ধরে সাধি,
কার মুখ না হেরিলে কাঁদি,
যোগী হই কার তরে,
গোলোকের স্বগণ-বিহনে।

উদ্ধব। কিন্তু কি কারণ, এ বিচ্ছেদ জ্বালা,
শ্রীদামের অভিশাপ
সেও তব সঙ্কল্প মায়াধীন।

কৃষ্ণ। গোলোক-লীলায়,
[illegible]

দেবদেবী ক্রিয়া,
মানবের হিয়া ধারণা করিতে নারে ;
নরলীলা বোঝে নরে,
দেখাই মানবে,
যে মায়ায় বদ্ধ আছে ভবে,
সেই মায়া আমারে অর্পণ কর,
নন্দ যশোদার প্রায়,
পুত্রভাবে বাঁধহ আমায়,
কিম্বা রাখালের সম,
সখ্য প্রেম কর দান,
হও যদি সখি, প্রাণ রাখি পদতলে,
মধুরে মধুরে বাঁধ রে আমারে,
মধুপ্রেম যেবা অভিলাষী ;
ব্রজবাসী শিক্ষা দেয় নরে
কি প্রেমের তরে,
গোধন চরাই ব্রজে ;
পরীক্ষায় নহে মম স্বগণ কাতর,
বিচ্ছেদ-জ্বালায় কাঁদে নিরন্তর,
তবু শুদ্ধ প্রাণে মনে মনে জানে
আমার আমার ধন।

উদ্ধব। প্রভু ! যদি তব স্বগণ বিহনে,
অন্য জনে না সম্ভবে হেন ভাব,
শিক্ষা তবে কোন্ প্রয়োজন ?

কৃষ্ণ। শিক্ষামাত্র ব্রজের, ব্রজের এভাব [illegible],
যে শুনিবে মধুময় ব্রজের এ লীলা,
রসাপ্লুত হবে তার প্রাণ,
দ্রব হবে কঠিন পাষাণ হিয়া,
প্রেমে ধৌত বিশুদ্ধ অন্তরে
নিরন্তর এ লীলা হেরিবে,
রসের সাগরে সাঁতার খেলিবে,
সে রসের নাহি শেষ।

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। (গীত)

কানেড়ামিশ্র—চৌতাল।

জয় গোবিন্দ কৃষ্ণচন্দ্র, মাধব মধুসূদন।
দীননাথ দেবকীসুত, দ্রৌপদীভয়বারণ ॥
প্রেমপীযূষপূর্ণ-মূরতি, জগদীশ্বর যাদবপতি,
করুণাময়, [illegible], কেশব কেশীমর্দ্দন ॥
জয় গোবিন্দের জয় !

কৃষ্ণ। আসুন, দেবর্ষি! আসুন্!

উদ্ধব। দেবর্ষি! প্রণাম।

নারদ। ইস্, আজ শিষ্টাচার বেশী, একবার দ্বারিকায় এলেম, ঠাকুর! তোমায় দেখ্‌তে এলেম।

কৃষ্ণ। আমার প্রতি তোমার এমনি কৃপাই বটে।

নারদ। আমি কৃপাময়ের দাস। বলি ঠাকুর! তুমি কেমন?

কৃষ্ণ। কি কেমন নারদ?

নারদ। বলি ব্রজবাসীদের কি একেবারে ভুলে গেছ?

কৃষ্ণ। চুপ্ চুপ্, ওখানে সত্যভামা আছে।

নারদ। অ্যাঁ, শুনতে পেয়েছেন নাকি?

উদ্ধব। না ঋষিরাজ! কেউ কোথাও নাই।

কৃষ্ণ। তবে বলুন।

নারদ। তবে কি সত্যি আছেন না কি?

কৃষ্ণ। উদ্ধব, বল হে --

উদ্ধব। ঋষিরাজ! না—উনি ছল ক'চ্চেন।

নারদ। বটে, এমন ছল, আমি ব্রজের কথা আর কিছু ব'ল্‌ব না।

কৃষ্ণ। ভাল ঋষিরাজ! কোথা হ'তে আগমন?

নারদ। সত্যভামা ঠাকৃরুন! এই ব্রজের কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্চেন।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! আর নারদ মুনি ব্রজের কথা বল্‌ছেন।

নারদ। কেন ঠাকুর! তোমার এত কিছু খাইনি যে, তুমি অমন করে চেঁচাও, বেড়িয়ে এলুম, একটু বসি, ও সত্যভামা ঠাক্‌রুণ আগুন হয়ে আছেন, সেই তুলট করা অবধি আমার উপর ঝেঁটা-হস্ত আছেন।

কৃষ্ণ। উদ্ধব! ঋষিকে পাদ্য অর্ঘ্য দাও।

নারদ। অত সম্মান রাখ না ঠাকুর। একটা কথা শোন বলি—এখানে কেউ নাই, একবার বৃন্দাবনে চলুন—তারা সেথা মারা গেল।

কৃষ্ণ। মারা গেল মারা গেল শুনি, এসে দেখে যাক্ না।

নারদ। ঠাকুর! তোমার এম্‌নি কথাই ব

কৃষ্ণ। এখন দ্বারিকা ফেলে আমি গয়লার মিলিগে!

উদ্ধব। প্রভু! একি, এই যে ব্রজের কাঁদছিলে?

কৃষ্ণ। তা কি এম্‌নিই কাঁদছিলুম্ যে, ব্রজে মুনি বল্‌ছেন, ব্রজে চল, তাও হয়?

নারদ। প্রভু! তোমায় দয়াময় কে ব আমার ব্রজধাম দেখে শতধারে চক্ষে প'ড়্‌লো, ভাবালেম্ একি স্বপ্ন, সত্য।

সংশয় জন্মিল মনে,
এই কি সে মধুময় বৃন্দাবন,
যথা—
শরৎ বসন্ত সনে কেলি করে চিরদিন,
যথা নলিনী কমুদী সনে হাসে,
এই কি সে ব্রজপুরী?
শুষ্ক তরু—
গন্ধহীন কভু ফোটে ফুল,
অলিকুল নাচায় কুসুমে ফিরি,
আহা! দগ্ধপ্রায়
শূন্যময় জ্ঞান হয় যমুনায়,
ওই দূর গোঠে হাহারবে,
কাঁদিছে রাখাল
বনফল ধটীতে বাঁধিয়ে,
গাভীগণ তৃণ নাহি খায়,
ঊর্দ্ধমুখে চায় দূর যমুনায়,
গাভী বৎস দুগ্ধ নাহি করে পান,
ক্ষিপ্তপ্রায় দু বাহু পসারিয়ে
ধেয়ে ধেয়ে শ্রীদাম ফিরিছে।
কেহ ভূমে লোটে, কেহ ধেয়ে যায়,
তরু করে আলিঙ্গন,
হায়!
মানবলীলায় প্রাণ ফেটে যায়।
ডুবিল মেদিনী উথলি করুণা-রসে
সুখবৃন্দাবন, কণ্টক-কানন
দগ্ধপ্রায় শ্রীমতীর বিরহ-অনলে…
দূরে নিধুবন,
দাব-দগ্ধ হরিণীর প্রায়

ব্রজাঙ্গনা করে ছুটাছুটি,
কেহ ধূলায় ধূসরিত-কায়,
উন্মাদিনী ব্রজের কামিনী
হারায়েছে কৃষ্ণধন,
হয়েছে সর্ব্বস্বহারা;
নন্দরাণী নীলমণি-কাঙ্গালিনী,
ধূলায় লোটায় ক্ষীর-ননী লয়ে করে,
নন্দ ক্ষিপ্তপ্রায়,
কভু ওঠে কভু পড়ে কভু ধায়,
কভু বাহ্যজ্ঞানহীন,
দগ্ধ বৃন্দাবনে প্রবেশিতে ভয় হয় মনে,
হেন দশা তোমা বিনে সবাকার।
।নারদ! মনে করি যাব, কিন্তু দ্বারিকার
মায়া কেমন ক'রে কাটাই?
দ। ঠাকুর! তোমার ও কি কথা?
। না মুনি! বৃন্দাবনে যাওয়া হ'তে পারে
না, বৃদ্ধ পিতা-মাতা—
দ। দাঁড়াও, একটা উপায় করি। আচ্ছা
ঠাকুর! যেতে হয় যাবে, না যেতে হয় না
যাবে, আমি এখন চল্লেম, আমার কাজ
আছে।
। ঋষিবর! আতিথ্যস্বীকার করুন।
দ। না, এখন ঢের কাজ আছে, আসবার
সময় দেখা যাবে।
। এখন কোথায় গমন?
দ। বল্‌বো কেন?

[প্রস্থান।

ব। হৃষীকেশ! কহ সবিশেষ,
যেই বৃন্দাবন নামে,
শত ধারা বহে দুনয়নে,
ব্রজের সে দুখের বর্ণনে
কেমনে রহিলে স্থির,
বহুদিন পরে,
ব্রজের এ সমাচার আনিল নারদ,
কুশল না জিজ্ঞাসিলে কার?
। হে উদ্ধব! ব্রজে একাকার,
সুখ দুখ জিজ্ঞাসিব কার,
সবে কৃষ্ণময় দুখ সুখ লয়,
আত্মাময় পরমাত্মা-ধ্যানে,
দিব্যজ্ঞানে যোগের নয়নে,
নাহি কালজ্ঞান রয়েছে সমান,
শতবর্ষ যামিনী সমান গত।
নিশা-অবসানে পূর্ব্বমত পাইলে আমায়
বাহ্যিক এ ক্লেশ,
এ প্রেমে কি আছে দুখলেশ,
মিলনের উদয় হইল প্রায়;
নারদের রাখিতে সম্মান
করি কঠিনতা ভান,
কৌশলে তাহার,
রাধা-সনে দেখা হবে,
গেছে ঋষি পিতার সদন,
যজ্ঞ আয়োজন হবে প্রভাস-তীর্থেতে;
চল দেখি মুনি করে কি কৌশল!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বসুদেবের গৃহ।

(নারদ ও বসুদেবের প্রবেশ)

নারদ। (স্বগত) ব্রজবাসীদের বয়ে গিয়েছে
আস্‌বার জন্যে, তোমার চরণের জোর
থাকে তো দেখি কার্য্য সম্পন্ন হয় কি না,
আর ঠাকুর তুমি কি নিবারণ কর্ত্তে পার?
রাধা আমায় অনুমতি দিয়েছেন।
বসু। মুনি! আসুন কতক্ষণ আগমন?
নারদ। বলি এলুম, বড় সূর্য্যগ্রহণটা ছিল, বলি
কর্ম্মকাণ্ডর কথাটা তো বরাবরই শোনেন,
কিন্তু কৈ, তেমন কর্ম্ম তো কিছু কর্‌লেন
না।
বসু। ঋষি! সে অদৃষ্ট অপেক্ষা করে, চির-
দিন পরাধীনে কেটে গেল।
নারদ। পরাধীন তো সে দু'দিন গেছে, এখন
তো স্বাধীন। রাম কৃষ্ণ পুত্র রয়েছে, একটা
ছোট খাট কাজ বলি, করে ফেলুন।
বসু। কি রকম, মুনি! কি রকম?
নারদ। এই আগত গ্রহণের দিন কিছু দান।

বসু। তা আমায় ব'লে দিন, কি রকম যৎ-কিঞ্চিৎ আয়োজন কর্ত্তে হবে?

নারদ। তা ব'ল্‌ছি, বলি—দান-ধ্যানটা এখানে কর্‌বেন; তীর্থস্থানে শতগুণ ফল।

বসু। তা কোন্ তীর্থে যেতে হবে, বলুন?

নারদ। বল্‌লেই কি পার্‌বেন?

বসু। তা পার্‌বো, মুনি! রথে ক'রে যাব, আর কি!

নারদ। দেখ্‌বেন তীর্থের নামটা মিছেমিছি না নেওয়া হয়, কি জানেন—নাম শুনে তীর্থ আশ্বাসিত হয় ব'লে এইখানে দান-ধ্যান কর্‌বে।

বসু। না না, শতগুণ ফল, আমি অবশ্যই যাব।

নারদ। যাবেন প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন, নাম করি, প্রভাস,—প্রভাসে দান-ধ্যান কর্‌লে যজ্ঞের ফল, আর অধিক আপনাকে কি বল্‌ব।

বসু। যজ্ঞ নয়, কিঞ্চিৎ দান কর্‌বো বল্লেম।

নারদ। ঐ হ'ল, প্রভাসে দান-যজ্ঞ সম্পন্ন কর্‌বেন।

বসু। দান-যজ্ঞ, এ কি কথা?

নারদ। কিঞ্চিৎ বিশেষ, কিঞ্চিৎ যজ্ঞের আয়োজন, তীর্থ-মাহাত্ম্যে সহস্রগুণে ফললাভ।

বসু। তা কি নিয়মে যজ্ঞ কর্ত্তে হবে?

নারদ। সে এমন কিছু নয়, ব'ল্‌ছি;—তবে গ্রহণের দিনই স্থির হ'ল?

বসু। তা আপ্‌নি ব'ল্‌ছেন।

নারদ। তবে দিন সন্নিকট, নিমন্ত্রণ করি গে?

বসু। নিমন্ত্রণ কাকে?

নারদ। বলি, ত্রিভুবন তো নিমন্ত্রণ কর্ত্তে হবে?

বসু। ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ?

নারদ। বলি যজ্ঞের যা প্রথা আছে, তাই কর্‌বেন না?

বসু। কিঞ্চিৎ দান কর্‌বো অঙ্গীকার ক'রেছি।

নারদ। কিঞ্চিৎ দান নয় তো কি তোমার দ্বারিকাপুরী কেউ নিতে আস্‌বে?

বসু। বলি ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ?

নারদ। তা আবার কাকে বাকী রেখে আস্‌[illegible] বল।

বসু। মুনি! তুমি কি ব'ল্‌ছো, বুঝ্‌[illegible] পাচ্ছি না।

নারদ। বলি, সূর্য্যগ্রহণে তো প্রভাস-তীর্থে [illegible] কর্‌বেন, স্বীকার কর্‌লেন তো?

বসু। দান-যজ্ঞ?

নারদ। তা না তো আর লাভযজ্ঞ কে ক[illegible] বল? আমি চল্লুম, আজ না বেরুলে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ ক'রে ওঠা যাবে? তিন[illegible] মধ্যে আছে।

বসু। বলি, চল্‌লেন কোথা? আমায় আয়োজন কর্ত্তে হবে? ত্রিভুবন নিম[illegible] এ কি কথা?

নারদ। আয়োজনের কথা রাম-কৃষ্ণকে [illegible] জিজ্ঞাসা করুন, সকল লোককে [illegible] নিমন্ত্রণ দিলে হবে না, স্বর্গ, ম[illegible] পাতাল নিমন্ত্রণ তো কর্ত্তেই হবে।

বসু। সে কি কথা? তিন দিনে কি অ[illegible] রাজসূয়-যজ্ঞ আয়োজন কর্‌বো না কি?

নারদ। আপনাকে কেন কর্ত্তে হবে? রা[illegible] কৃষ্ণ কর্‌বেন, এই যে, রাম-কৃষ্ণ এই দিকে[illegible] আস্‌ছেন;—ঠাকুর! বসুদেবের প্রভা[illegible] যজ্ঞ কর্‌বার ইচ্ছা হয়েছে, আমি নিম[illegible] কর্ত্তে চল্লুম, উদ্‌যোগ যে রকম হয়, আ[illegible] নারা করুন্।

(শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ)

বল। প্রভাসে যজ্ঞ কিরে কানাই?

কৃষ্ণ। কৈ, আমি কিছুই জানিনে।

নারদ। উনি সঙ্কল্প কর্‌ছেন, প্রভাসে সূর্য্য[illegible]ণের দিন যজ্ঞ কর্‌বেন।

বল। সে কি পিতঃ! তিন দিনমাত্র [illegible] আছে।

বসু। বাপু! নারদ বল্‌লে, কিঞ্চিৎ দান [illegible] হবে, আমি বল্লুম ভাল, বল্লে প্রভ[illegible] আমি বল্লুম ভাল, বল্লে, যৎকিঞ্চিৎ দান[illegible] যজ্ঞ; এখন বল্লে, ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করি গে[illegible]

নারদ। প্রভাসে গিয়ে যজ্ঞ কর্‌বে, কোন রা[illegible]

দিনও সাহস করে নাই, ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ কর্‌লে হবে কেন?
পিতা কি প্রভাসে দান-যজ্ঞ কর্‌বেন স্বীকার করেছেন?
হ্যাঁ বাপু! আমি ব'লেছিলুম।
শুনুন না, আমি মিছে কথা বল্‌বো কেন?
দাদা! তবে আর বিলম্ব না ক'রে উদ্যোগ করুন্, মধ্যে তিন দিবস মাত্র সময় আছে।
বাপু! তা কেন? অল্প স্বল্প কেন আয়োজন কর না।
আপনি প্রভাসে যজ্ঞ কর্‌বেন—ত্রিভুবন আশ্বাসিত হবে, তাও কি হয়?
। তা সত্য তো, আমি তবে নিমন্ত্রণ করি গে?
দেবর্ষি! একটু অপেক্ষা করুন, কিরূপ আয়োজন কর্ত্তে হবে, বলুন?
। আয়োজন আর কি, তোমার বাপ যজ্ঞ কর্‌বেন, যুধিষ্ঠিরাদি রাজা দেখ্‌বেন।
কৃষ্ণ! কি উপায় হবে?
চলুন—উদ্ধবের সঙ্গে পরামর্শ করি গে,
দেবরাজ! একবার রুক্মিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ
যেও। পিতা! মাতাকে সংবাদ দিন,
যদি কিছু সাধ থাকে।
তবে আসি,—

[নারদের প্রস্থান।

দেবকীকে আর কি সংবাদ দেব? ওই আধাআধি উৎসর্গ কর্‌বো, এখন তার জন্য উদ্‌যোগ আবশ্যক নেই।
না, তাঁর যদি কিছু সাধ থাকে, উদ্‌যোগ করি গে, আপনি ব'লে পাঠাবেন।
তাই যাই বাবা!

[বসুদেবের প্রস্থান।

কৃষ্ণ একি তোর খেলা,
ঘটালি নারদে ডাকিয়ে,
দিন আছে ব্যবধান
আয়োজন পর্ব্বতপ্রমাণ,
মান রাখিবি কি ত্রিভুবন মাঝে?

কৃষ্ণ। আমি কিছু নাহি জানি,
এল মুনি বৃন্দাবন হ'তে,
বৃন্দাবনে যেতে
আকিঞ্চন করিল আমায়,
কহিলাম, এ নহে সম্ভব,
ভাল ভাল বোলে মুনি গেল;
পরে শুনি এই সংঘটন।

বল। এতদিনে
বৃন্দাবন পড়েছে কি মনে তোর,
কহ শুনি যজ্ঞ হবে কিরূপে সমাধা,
কেমনে করিবি আয়োজন?

কৃষ্ণ। দাদা! দিন উপস্থিত,
ত্যজ ভয়,
অন্নপূর্ণা করিব অর্চ্চনা,
যজ্ঞে আসি জননী বসিবে,
পিতার মনন
নির্ব্বিঘ্নে হইবে এই যজ্ঞ উদ্‌যাপন

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

উপবন।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। যদুবংশের পুরী! ত্রিভুবন বেড়ানও যা, দ্বারকা বেড়ানও তা, ষোল হাজার অন্দর-মহল, ঠাকুর তাই ঠিকানা রাখেন, আর এই তো এই রুক্মিণীদেবীর ঘর, এই তাঁর উপবন, না, না, এ মুখো তো দোর নয়? এই যা, সাব্‌লে, এই যে সত্যভামা ঠাকরুণ।—

(সত্যভামার প্রবেশ।)

সত্য। সখি সখি! ডাক্ তো ঐ পোড়ারমুখো ঋষিকে, ও মুনিঠাকুর!
নারদ। আর যাব কোথা?—ধরেছে।

সত্য। বলি ও মুনিঠাকুর! শোনই না, বৃন্দা-বনে তখন নে যেও।

নারদ। বলি না, না, আমি তো না।

সত্য। বলি ও মুনিঠাকুর! আর লজ্জা কেন?

নারদ। বলি তাই তো, তাই তো, সত্যভামা ঠাক্‌রুণ! কতক্ষণ? আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

সত্য। বলি আমায়ও কি ব্রজে নে যাবে নাকি? রাধিকার দাসী করতে।

নারদ। বলি কি কি? রাধিকা কে গো?

সত্য। ঐ যার ঘটক হ'য়ে এসেছ! ঐ বৃন্দা-বনের রাধাঠাকরুণ।

নারদ। হাঁ, হাঁ, ঐ গয়লা মাগী, যার জন্ত ঠাকুর কাঁদেন?

সত্য। ঠাকুর কাঁদেন না, তুমি বৃন্দাবনে নে যেতে এসেছ।

নারদ। হাঁ গা, এ কথা কি তোমার মনে নেয়? আমি যার তোমার জন্ত কত বলি, রুক্মি-ণীর ঘরে যান ব'লে আমি যার কত দুঃখ করি।

সত্য। বলি বটে, তাই তুমি আমার শুভ খুঁজতে এসেচ; তাই বৃন্দাবনের কথা এনেচ?

নারদ। ওহো হো, বুঝেছি, বুঝেছি, বৃন্দাবনের কথা বুঝেছি, বাপকে দে যে বড় যজ্ঞ করাচ্ছেন, প্রভাসে যজ্ঞ হবে, আমায় ব'লেছেন, বৃন্দাবনে নিমন্ত্রণ কর্ত্তে, আমি বলেছি, তোমার উদ্ধবকে পাঠাও, আমি সত্যভামা ঠাক্‌রুণের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

সত্য। বটে, তোমায় কখন্ ব'লেছে বল তো?

নারদ। কেন, আমি আস্‌তেই, আমি তার পর বুড়ো বসুদেবের কাছে গেলুম, শুন্‌ছি, ভারি যজ্ঞ হবে, বিশ্বকর্ম্মা যজ্ঞ-স্থান নির্ম্মাণ কর্ত্তে গিয়েছে, শুন্‌ছি, ব্রজবাসীদের জন্তে আলাদা যজ্ঞাগার নির্ম্মাণ হবে, সেই নন্দ যশোদার বাড়ী, সেই রাধাকুণ্ড, তা বল্‌তে পারি না, বিশ্বকর্ম্মা আমায় ব'লে গেল।

সত্য। বটে বটে, আমি দেখে এসেছি, কর্ম্মা এসেছে বটে।

নারদ। আর উদ্ধব বেরুল যে।

সত্য। কৈ, উদ্ধব তো বেরোয় নাই।

নারদ। হুঁ, এতক্ষণ সে ব্রজের কাছ পৌঁছেচে, উদ্ধবের যাবার কথা হ কি আজ, বসো ঠাক্‌রুণ,—আমি আসি। (স্বগত) পালাতে পারলে

সত্য। শোন না ঠাকুর!

নারদ। আবার কেন, উদ্ধবকে দেখিগে

সত্য। বলি, শুনেচি, কে চন্দ্রাবলী য সেও আস্‌বে?

নারদ। আস্‌বে বই কি।

সত্য। তারও কুঞ্জ হবে?

নারদ। তা হবে বই কি।

সত্য। তবে আজ চতুরালী বার কর্‌বে

নারদ। আবার কি বিভ্রাট, দেখ, মধু আপনি উপস্থিত।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। কি ঋষিরাজ! তুমি এখনও যাও'

নারদ। আমি তো ঠাকুর বলেছি,—অ নিমন্ত্রণ কর্ত্তে পার্‌বো না।

কৃষ্ণ। সে কি? তুমি আপনি যজ্ঞের উপস্থিত কর্‌লে, নিমন্ত্রণ কর্ত্তে তুমি অ বেরিয়ে এলে।

সত্য। কোথায় যজ্ঞ হবে গো? শুন্‌ছি প্রভাসে, তা ব্রজবাসীদের ঘর-দোর কৈ হ'য়েছে?

কৃষ্ণ। ব্রজবাসীদের ঘর-দোর কি? যজ্ঞ তৈয়ের হবে।

সত্য। বিশ্বকর্ম্মা গেল না?

কৃষ্ণ। বিশ্বকর্ম্মা ব্যতীত এক দিনে যজ্ঞ কে নির্ম্মাণ কর্‌বে?

সত্য। এক দিনে দুটো যজ্ঞাগার?

কৃষ্ণ। দুটো যজ্ঞাগার কি?

সত্য। সে তুমিই জান, উদ্ধবকে পাঠা ব্রজে নিমন্ত্রণ কর্ত্তে।

কৃষ্ণ। এ মিথ্যা সংবাদ তোমায় কে দি

সত্য। সকল কথা মিলিয়েও পাচ্ছি

সংবাদ কে দেবে? নারদ তোমায় বৃন্দাবন যেতে বল্‌ছিল না?
। মুনি, তুমি আমায় বৃন্দাবন যেতে বল্‌ছিলে না?
দ। বলি ঠাকুর, মিছা কথা কেন বল বল তো? তোমার রাধা আছে, তোমার আছে, আমার কি মাথা কিনেছ?
। বটে, তুমিই এইখানে এই সব কীর্ত্তি ক'রেছ?
। তুমি যজ্ঞ কর্‌বে, আর মুনি কীর্ত্তি কর্‌লে?
। ঐ মুনিই তো পিতাকে যজ্ঞের কথা ব'লেছেন।
রদ। আমার কোনও পুরুষে অমন রোগ নেই, যার ইচ্ছা হয় যজ্ঞ ক'র্‌বে, আমি কেন যজ্ঞ কর্‌তে ব'লে লোকের মন্দ কুড়োব?
। তা যেই বলুক, আমি তো আর যজ্ঞে যাচ্ছিনি, আমি দ্বারিকা ছেড়ে যেতে পার্‌ব না।
। সে কি প্রিয়ে! পিতা যজ্ঞ কর্‌বেন, তিন লোক যজ্ঞে উপস্থিত হবে, তুমি দ্বারিকায় থাক্‌বে, সে কেমন কথা?
। কেন, তোমার রাধার দাসী হ'তে যাব না কি?
। প্রিয়ে! সে কি? রাধা বৃন্দাবনে, প্রভাসে রাধা কোথা?
। শুনেছি, তিনি কৃষ্ণপ্রাণা, উদ্ধব রথ নিয়ে গেলেই আস্‌বেন এখন।
। বৃন্দাবনে আমার কি সুবাদ? শত বর্ষ বৃন্দাবন-ছাড়া।
। তাই সে কালের রস উথ্‌লে উঠ্‌ছে, ছি! ধিক্! তা একজনের নামে লাগান কেন? বৃন্দাবনে যাবে যাও, নিমন্ত্রণ ক'রে আন্‌বে, আন।
রদ। তবে আমি এখন আসি।
। মুনি! ভয় কি? বল না, তোমায় কোথা পাঠাতে চাচ্ছিলেন বল না? আর বিশ্বকর্ম্মার ঠেঙে কি শুনেছ, বল তো বল তো, মুখটো কোথা থাকে।

নারদ। ঠাকুর তখন বল্‌ছিলেন বৃন্দাবন যেতে, আমি বল্লুম পার্‌বো না, হয় নয় বলুন ঠাকুর?
কৃষ্ণ। সে কি মুনি! তুমিই বল্‌লে ব্রজে চল, বৃন্দাবনে সব হাহাকার কর্‌ছে?
নারদ। ঠাকুরুণ, বুঝুন, ব্রজের কথা হ'য়েছিল কি না?
সত্য। আমি সব বুঝেছি, তোমরা দু'জনেই এতে আছ, আমার আর কথায় কাজ নেই, আমি চল্লুম।
কৃষ্ণ। না প্রিয়ে! আমি শপথ করছি, ব্রজে নিমন্ত্রণ ক'র্‌ব না।
সত্য। তোমার আবার শপথ—
কৃষ্ণ। আমি তোমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে বল্‌ছি, আমি ব্রজে নিমন্ত্রণ কর্ত্তে পাঠাব না,—নারদ! তুমি বৃন্দাবনে নিমন্ত্রণ ক'র না।
নারদ। হাঁ, আমি বৃন্দাবনমুখো হই,—পাঠাতে, হয়, আপনার অক্রূর আছে, উদ্ধব আছে, যাবে।
সত্য। তুমি শপথ কচ্ছো, ব্রজে নিমন্ত্রণে যাবে না?
কৃষ্ণ। আমি সত্য ব'ল্‌ছি, ব্রজবাসীদের নিমন্ত্রণ ক'র্‌বো না। এস, আজ রাত্রে অন্নপূর্ণার অর্চ্চনা কর আমি কৈলাসে যাব, অন্নপূর্ণা ব্যতীত যজ্ঞ পূর্ণ হবে না চল, পূজাগৃহে যাই। মুনি! তোমায় রুক্মিণী ডেকেছেন।
নারদ। ঠাকুর! এগুন, আমি যাচ্ছি।
কৃষ্ণ। আজ তোমায় নিমন্ত্রণ কত্তে যেতে হবে, জান?
নারদ। তা জানি, আপনি এগুন না।

[শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার প্রস্থান।

নারদ। ভেজারাজার কন্যা কি না, এখনি ভোজবাজী দেখিয়ে দিয়েছিলো বাবা, বড় তো কৌশল ক'রে গেলুম, ব্রজে নিমন্ত্রণ দেব না, বলি, এই ঠাকুরকে বেদে দয়াময় বলে, বৃন্দাবনে মানুষ হ'লো, বলে নিমন্ত্রণ করো না। তোমার

যা কর্ত্তব্য কর্‌লে, এখন রাইরাজার নাম আমার যা কর্ত্তব্য তা কর্‌বো : ওদিকে যেমন সত্যভামা রুক্মিণী, এদিকে তেমনি নারদ মুনি! কোঁদল বাধ্‌বে বই তো না; র'স র'স, যদি রাইকে অনাদর করে? ফলখেকো বুদ্ধি কি না? রাইকে অনাদর ক'র্‌বে? যাই, পিতাকে সংবাদ দিয়ে যাই, ব্রজে যাব না, ব্রজের জন্যই যজ্ঞ, ব্রজে যাব না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস-পর্ব্বত।

(মহাদেব ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত)

মহা। অন্নপূর্ণা! শোন—
শতবর্ষ পূর্ণ হ'লো এতদিনে,
রাধা-কৃষ্ণ যুগল-মিলন
যাব দোঁহে করিতে দর্শন—
দিতে নিমন্ত্রণ
হৃষীকেশ আপনি আসিবে,
যজ্ঞ হবে প্রভাস তীর্থেতে।

অন্ন। কহ ত্রিলোচন!
রাধা কৃষ্ণ ভেদ কি কারণ?
শুনে হয় খেদ, কেন এ বিচ্ছেদ,
নরলীলা, মর্ম্ম কিবা তার?

মহা। শুন বিবরণ,
গোলোকে পুলকে,
একদিন গোলোকবিহারী
রাধা-সনে করেন বিহার,
দৈবযোগে শ্রীদাম আইল,
কৃষ্ণ-দরশন-আশে,
সখ্য-প্রেমে
কৃষ্ণ বলি ডাকিল শ্রীদাম,
চঞ্চল শ্রীনাথ শুনি,
ত্যজি কমলিনী
আসিলেন শ্রীদামের পাশে,
বিহারে ব্যাঘাত, ক্রোধে অকস্মাৎ
শ্রীদামেরে অভিশাপ দেন রাই।
"শতবর্ষ হও কৃষ্ণহারা।"
শাপ শুনি শ্রীদাম রুষিল,
রাধারে কহিল,—
"বিনা দোষে দিলে মনস্তাপ,
শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে একা না দহিব,
শতবর্ষ কৃষ্ণ বিনা তুমিও কাঁদিবে।"
সেই হেতু এ বিচ্ছেদ,
শাপান্তে শ্রীহরি,
যজ্ঞ করি মিলিবেন রাধা-সনে,
যজ্ঞদিন আগত এখন,
বন্দিবারে তোমায় আমায়
আসিছেন যদুরায়।
শুন!—
বেতাল ভৈরবে পূজিছে কেশবে,
হরিধ্বনি করিছে ভৈরবী—
মত্ত মম প্রাণ হরিগুণগান শুনি,
হরি বোল হরি বোল ভোলা!

(বেতাল, ভৈরবীগণ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবে[শ]
এবং ভৈরবীগণের গীত)

আলাহিয়া—একতালা।

পুরুষ।— দর্পহারী দানবারি,
জয় জয় গিরিধারী।
স্ত্রী। মুরলীবদন মদনমোহন,
গোপনারী-মনোহারী॥
সকলে।— হরি হে, হরি হে!
পুরুষ।— জয় গোপাল নন্দলাল গোচরণ র[ঙ্গ]
স্ত্রী।— দুটি আঁখি বাঁকা হেলা শিখি-পা[খ]
কুলশীল মান ভঙ্গ॥
পুরুষ।— যমলার্জ্জুনভঞ্জন,
স্ত্রী।— রাধা-হৃদি-রঞ্জন,
পুরুষ।— কেশী-সূদন কংসধ্বংসকারী।
স্ত্রী।—চিত্তচোর রসবিভোর রাধাকুঞ্জচারী।
সকলে।— হরি হে, হরি হে!

কৃষ্ণ। ওহে পশুপতি,
ধর দেব ভক্তের মিনতি,
যেতে হবে প্রভাস-তীর্থেতে;
ও মা অন্নপূর্ণা!
যজ্ঞ পূর্ণ হয় যেন যজ্ঞেশ্বরী।

কৃপাময়ী, তনয়েরে হেরি,
ল'য়ে দিগম্বরে,
প্রভাসে হও মা অধিষ্ঠান,
ত্রিলোচন—রেখো রেখো ভক্তের বচন।

হা। কেন এত বিনতি তোমার হরি,
যেদিন করিবে
খেপী যাবে তবালয়ে,
জান আমি
পঞ্চমুখ ভরি দিবস-শর্ব্বরী
করি হরি তব গুণগান,
তব যজ্ঞে হব অধিষ্ঠান,
এ হেন সম্মান, কবে আর হবে মম ?

অন্ন। আমি তোর জননী কেশব,
তোর যজ্ঞে আমি অধীশ্বরী,
ভাণ্ডারে বসিব অন্ন দিব ত্রিভুবনে,
সুখে কর যজ্ঞ সমাধান,
এই হেতু এত কেন স্তুতি।

কৃষ্ণ। মাতঃ! সন্তানের স্নেহ তুমি জান;
ভগবতি! হৈমবতি!
দেখ দাসে রাঙ্গা পায়।

হা। হরি হরি, বহুদিন পরে;
এস হে আলিঙ্গন করি।

কৃষ্ণ। দেবদেব, আমি দাস তব।

হা। অন্নপূর্ণে! পূর্ণ মম প্রাণ,
হরিনামধ্বনি তোল গগন ভেদিয়ে,
মত্ত হয়ে কর নামগান।

বেতাল ভৈরবীগণ—(গীত)

নুমথাম্বাজ—একতালা।

পুরুষ।—পরমাত্মন্, পীতবসন, নবঘন শ্যামকায়
স্ত্রী।—কালা ব্রজের রাখাল, ধরে রাধার পায়।
সকলে।— হরিনাম বল বদনে।
পু।—বন্দ প্রাণ নন্দদুলাল নমঃ নমঃ পদপঙ্কজে।
স্ত্রী —মরি মরি বাঁকা নয়ন, গোপীর মন মজে।
পুরুষ।— পাণ্ডবসখা সারথি রথে,
স্ত্রী।— বাঁশী বাজায় ব্রজের ঘাটে-পথে।
পুরুষ।— যজ্ঞেশ্বর ভীত-ভয় হর যাদব রায়,
স্ত্রী।— প্রেমে রাধা বলে বদন ভেসে যায়।
সকলে।— হরিনাম বল বদনে॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পৌর্ণমাসীর মন্দিরের সম্মুখ।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। এখন কি করি? এখন কৌশল তো সব তল হলো, বীণা! আর কৌশলের দর্প করবি? না না, এই কান মল, চক্রীর কাছে চক্র; বলি বীণা! তোর লজ্জা হচ্চে না? আবার ব্রহ্মমুখো হয়েছিস্? কি কৃষ্ণই এনে দিলি? মাথা খেয়ে নিমন্ত্রণটা বারণ? আমি তো নিমন্ত্রণ করি না, বীণা! বোঝ না, আর কৌশল ক'র না, সে সব পারে, এই ব্রজের পথে সত্যভামাকে আন্তে পারে, দেখ না, কেথা যাব রুক্মিণীর মন্দির, না নারদমুনির সত্যভামার পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ, এক্ষণে তো পৌর্ণমাসীর মন্দিরে প্রবেশ। বীণা! ঠিক হয়েছে, এই পৌর্ণমাসী দেবী যা বল্‌বেন, বীণা! খুব কেঁদে মাকে জানাবি, বল্‌বি, মা! যা হয় কর; এ বুড়ো বসুদেবকে যজ্ঞে নামিয়ে আমি বিপদ্‌গ্রস্ত।

(স্তব)

কিঙ্করের বাণী, শুন মা শিবানী,
হররাণী হও সদয়া।
ঠেকে গেছি দায়, কর মা উপায়,
শরণ ও পায় অভয়া॥
চরণ-নলিনী, দে গো মা জননী,
লজ্জা-নিবারিণী বরদে।
ঠেকেছি দুস্তার, কর মা নিস্তার,
কর তারা পার বিপদে॥
ব্রজে নিমন্ত্রণ, হ'লো নিবারণ
করি মা কেমন বল না?
কৃষ্ণ দিব কালি, বলে গেছি কালি,
বনমালী করে ছলনা॥

বড় ছিল মন, যুগল-মিলন,
করি দরশন নাচিব।
পূরাও মা সাধ, রাধা কালাচাঁদ,
মিলনের ফাঁদ পাতিব॥

দৈববাণী। কে তুমি?—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

নারদ। "কে তুমি?"—অমন দৈববাণী,
আমি নারদ মুনি শুনিনি?
হেথা মাতা ভাণ্ডাবে আমায়
প্রস্তর-মূরতি বলি—
পাষাণের মেয়ে পাষাণ দেখায়ে
ছলনা আমার সনে,
কথা কও অভয়া প্রস্তরময়ী,
নহে তুমি বুঝিবে কেমন
কৈলাস পুরীতে গিয়ে—
দৈববাণী শুনি
ভাগ্য মানে অন্য জনে,
আমি দরশন মাগি,
কথা কও বা না কও,
সমাচার লও,
যজ্ঞ হবে প্রভাস তীর্থেতে।
শুনেছ পাষাণ কানে—
আসিবেন শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে,
সমাচার দিও তব ব্রজবাসিগণে;
কি বলিব "নিমন্ত্রণ"—
নিমন্ত্রণ হয়, নয় জান কাত্যায়নী,
এখন পাষাণ ভান!
চলিলাম কৈলাস-আলয়ে।

পৌর্ণ। বৎস! যাও, তব বাসনা পূরিবে,
রাধাকৃষ্ণ-মিলন হেরিবে,
আমিও যাইব মম ব্রজবাসী লয়ে।
সন্দেহ তোর না জানি কেমন,
গেছ শ্রীমতীর অনুমতি লয়ে,
স্থির কর হিয়ে,
রাধিকার আশীর্বাদ বিফল কি হয়?
কীর্তি তোর রহিল অটল।

নারদ। আর কীর্তিতে কাজ নেই মা, আমি বুঝেছি, তোমাদের কীর্তি তোমরা কর, আমি হরিগুণ গেয়ে বেড়াই গে মা—চল্লুম, ব্রজবাসীকে মুখ দেখাতে পারবো না, কাল কৃষ্ণ এনে দিই বলে গেছি, বীণা বলেছেন, আর ভয় কি। না, না, সন্দেহ করিস্‌নে? প্রভাসে কে এল না চল দেখি গে!

[প্রস্থ

(বিদেশিনী-বেশে পৌর্ণমাসীর বাহির হও

বিদে। যাই আমি বিদেশিনী-বেশে
ব্রজে দিতে সমাচার,
শক্তিহীন ব্রজবাসী।
শত বর্ষ উপবাসী সবে,
শক্তি দিব প্রভাসে যাইতে।
মম বাক্য বিনে অভিমানে,
শ্রীমতী না প্রভাসে যাইবে।
ছদ্মবেশে যাই,
বিনা রাই কেহ না জানিবে।

(জটিলা-কুটিলার প্রবেশ)

জটিলা। হাঁ বাছা! তুমি কে গা?

বিদে। ও গো, আমরা গো আমরা পাহা

জটিলা। পাহাড়ী হও আর যে হও ব মন্দিরের সাম্নে থেক না বাছা, এ পুজো আচ্ছা হয় বাছা!

বিদে। কেন বাছা, মন্দির তো তোমার ঠাকুরও তোমার নয়। যার খুসী সে করবে।

জটিলা। এ ব্রজের মন্দির বাছা, এ বাছ সে পূজা কত্তে পায় না বাছা।

বিদে। কেন গা বাছা, যে সে পূজা কত্তে না বাছা?

জটিলা। ভেংচোচ্ছ বাছা, নাক ঘষে দিব, চাও তো স'রে যাও বাছা!

কুটিলা। ভাল চাও তো স'রে যাও বাছা!

বিদে। কেন গা বাছা? দুটো ফুল দাও বাছা।

জটিলা। হাঁ লো কুটিলে! তুই দাঁড়ি দাঁড়িয়ে শুনছিস? মাগীর নাকে ঘষে দিলি নে?

বিদে। দে না বাছা দুটো ফুল, আমি সা পাথরের পায় দিবি বই তো না, আ বড় সাজ্‌তে ভালবাসি, দে।

।। ও লো কুটিলে! ধর্‌তো লো এই
ফুলের সাজি।

।। দে ত লো, ওমা দেখ্ দেখ্, মাগী
ঙ্ক পর্‌লে, ও দাদা দাদা।

।। ও রে আয়ান রে, পেত্নী রে!

া।। দাদা গো! ফুল প'রেছে গো।

।। ওরে আয়ান রে! রাঙ্গা পেড়ে
াড়ী রে, শাঁকচুন্নী রে!

া। দাদা গো! মাথা ভরা সিন্দূর গো!
নাচে গো!

া। ওরে আয়ান রে! মাল্লে রে!

া। দাদা! গেলুম গো!

। বাছা! তোমাদের শুভ-সংবাদ দিই,
তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে এসেছেন।

া। ও মা, কি বলে গো। নন্দের বেটা
আস্‌বে বলে গো।

া। নন্দের বেটা আসবে বলে গো।

। তিনি আস্‌বেন না, তোমরা যাবে।
শ্রীরাধা যাবেন।

।। ওলো তাই লো তাই, তাই অত
জ্জা-গজ্জা, কোথায় যাবে বাছা?

। প্রভাসে।

া। ওলো তাই লো তাই, তাই এত ফুল
তুলেছিলো, দেখি গে চ তো, দেখি গে।

[জটিলা ও কুটিলার প্রস্থান।

(বৃন্দার প্রবেশ)

া। কোথায় নারদ,
আর কি সে নিঠুর আসিবে এ বৃন্দাবনে,
কৃষ্ণ আনে নারদের হেন শক্তি কিবা?
আমি মথুরায় আপনি গিয়েছি,
বলেছি রাধার দশা;
সেধেছি—কেঁদেছি
পায়ে ধ'রে মিনতি ক'রেছি কত।
তবু সে ত এল না,
হায়!—
উৎসাহে সাজায়ে কুঞ্জ আছেন শ্রীরাধা,
না এলে মাধব
শব সম পড়িবে ভূতলে -

পুন এ নৈরাশে—
রাধার কি রবে প্রাণ?

বিদে। অন্বেষণ কর মা গো কার,
শুন শুভ সমাচার,
শ্যামধন ব্রজের রতন
পাবে পুন ব্রজবাসী।
ধরহ বচন,
প্রভাসে গমন করহ সত্বর সবে,
কালাচাঁদ প্রভাসে উদয় হবে।
শুন সুবদনী বিলম্ব না কর,
বার্ত্তা দেহ রাধারে ত্বরিত।
নন্দ উপানন্দ আদি গোপ-বৃন্দে
সবে কথা করিও জ্ঞাপন—
যশোদারে ব'লো গোপাল আইল—
চল যাবে দেখিবারে.
নীলমণি নবনী চেয়েছে।

বৃন্দা। কে মা তুমি সুভাষিণী?
অভিমানী রাধা বিনোদিনী,
সে কি বরাননি প্রভাসে কখন যাবে?
গেলে পরে সে কি মা চিনিবে?
হবে দায় রাধায় লইয়ে তথা,
শোকে নন্দরাণী নাহি সরে বাণী.
সে কেমনে প্রভাসে যাইবে?
শুন সুবদনী তারে আমি জানি,
সে বড় কঠিন শঠ,
মথুরায় গিয়ে.
ফাটে হিয়ে স্মরিলে সে কথা,
যে ব্যথা পেয়েছি সুকেশিনি!
কব কি তোমারে।

বিদে। রাধা-কৃষ্ণ-সম্মিলন হইবে প্রভাসে,
সংশয় না ভাব বৃন্দে যাও নিজ বাসে।
(বিদেশিনীর অন্তর্ধান।)

বৃন্দা। শুন শুন, বুঝিতে নারিনু,
তব কথার আভাষ।
একি! কোথা গেল সে রমণী!
কাত্যায়নী ক্ষম মা জননী,
চিনিতে নারিনু তোমা।
আমি মূঢ়মতি কিঙ্করী তোমার,
তব—
আজ্ঞামত শ্রীরাধায় দিব সমাচার।

ভাল মন্দ ভার তবোপরে,
যাই মা সত্বরে,
তব বরে হেরিব মা যুগল-মিলন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

---*---

রাধাকুঞ্জ।

(রাধিকা ও ললিতার প্রবেশ)

রাধা :— (গীত)

কাড়েনা— কাওয়ালী।

কেমনে বল বল সজনি আশা দিব বিসর্জ্জন।
আসি ব'লে সে গিয়েছে,
আশায় আছে এ জীবন ॥

আমা বিনে সে কি জানে
ভুলেছে সে প্রাণ কি মানে,
প্রাণ রেখেছি সযতনে, পাব বলে কৃষ্ণধন।
সে যদি নয় গো আমার,
কে আর বল আছে রাধার ?
এমন কি হয় সে আমার নয়,
সঁপেছি তায় প্রাণ মন।

সখি! আসিবে সে মনচোরা,
প্রত্যয় কর্‌লো কথা,
মনোব্যথা জানে সে আমার,
সে তো নয় নিদয় সজনি।
পায়ে ধ'রে সেধেছিল—
আমি সই মজে ছার মানে
কুঞ্জ হতে বিদায় দিয়েছি তারে,
বুঝি,
যমুনার ধারে
ফিরে বঁধু কেঁদে কেঁদে,
যাও সখি ডেকে আন তারে।
বুঝি কুঞ্জদ্বারে আছে সে দাঁড়িয়ে,
যদি কভু বিরস হেরিত
তায় আমায়,
কাঁদিয়ে ভাসাত পীতধটী,
মনোদুখে সে কত কাঁদিছে সই ;
ভাবি দিবা-নিশি মম কালশশী,
আমা বিনে যতন কে জানে ?

সখী। শুন বুঝি বাজে লো বাঁশরী।

ললিতা। শুন কমলিনি!
বৃথা আশা কর না সজনি,
আশায় নিরাশ কেন হরি ?
কেন লো মজিবি—
কৃষ্ণ তোর আর কি আসিবে ব্রজে

রাধা। সখি! আশা ছেড়ে কেমনে
আশায় রেখেছি প্রাণ,
দুরূহ বিরহ সাধে কি গো সই!
কৃষ্ণে পাব জানি মনে মনে,
তাই প্রাণ বেঁধে রাখি প্রাণ,
নয়ন মুদিলে কে আমারে বলে,
পাবে কৃষ্ণ-ধনে ভেব না বিষাদ রাই
তাই নারদের বাণী
সজনি প্রত্যয় করি।
বড় সাধে আছি সই, সাজায়ে বাসর,
আসিবে নাগর।
দেখ বুঝি এল, এল—

(বৃন্দার প্রবেশ)

কই, কৃষ্ণ কই ?
বল বৃন্দে বল মোরে।

(গীত)

পাহাড়ী খাম্বাজ—মধ্যমান।

মরি লো প্রাণসই, জানিনে কৃষ্ণ ব
যা গো যা প্রাণধনে আন না।
সই লো, সই কালা বিনে, বাঁচিনে, বাঁ
জেনেও কি প্রাণসখি, জান না।
আমার সে কালাচাঁদ, দেখবো বড় স
মলে সই আর তো দেখা হবে না।
যা লো যা ত্বরা করি, আন লো পায়ে
সে বুঝি এমন জ্বালা জানে না ॥

বৃন্দা। শুন কমলিনি!
প্রভাসে এসেছেন শ্যামচাঁদ।
চল রাই প্রভাসেতে যাই,
দেখা যদি পাই তায়।

সখি! আশা বাসা ফুরাইল এতদিনে,
ন্দাবনে দাঁড়াইব বামে.
নে মনে ছিল সাধ,
াধে বাদ সাধিলেন কালাচাঁদ,
াছে মনে কাল-শশী বারেক হেরিব।
াধ করে প্রভাসে যাইব,
প্রাণ দিব চাঁদমুখ দেখিতে দেখিতে।
া জানি সজনি আমি অভাগিনী,
বিধি যদি তাহে সাধে বাদ,
লবধূ কেমনে যাইব,
মায়ানের আজ্ঞা বিনা?
কৃষ্ণবিলাসিনি,
ায়ান-ঘরণী হ'লে তুমি কত দিন?
ার তরে
লঙ্কের পসরা ধ'রেছ শিরে,
ার তরে শতবর্ষ ভাস আঁখিনীরে,
াবে সখি হেরিতে তাহারে;
মায়ান কি বাধা তায়?
ছলে কৃষ্ণময়,
ত দিন আয়ানেরে হ'য়েছ সদয়?
নিতে বাসনা হয় রাই!
। শুন সই,
তদিনে পূর্ব্ববিবরণ হ'য়েছে স্মরণ,
ায়ান পরম ভক্ত মম,
ত জন্ম করি তপ জপ
মামারে এনেছে ঘরে;
পরকীয়া-আস্বাদের তরে,
এ ব্রজ করিল হরি।
াব সখি, ব্রজে আর না ফিরিব,
মায়ানেরে ব'লে যাব তাই,
খিগণ হও ত্বরান্বিত,
ল সবে যাইব প্রভাসে,
ষ্ণ-আশে আছে প্রাণ।

বিশাখা ও সখীগণ।—(গীত)

পিলু—জলদ-একতালা।

চল লো বেলা গেল লো,
দেখ্‌বো রাধা শ্যামের বামে।
দু'কথা শুনিয়ে দিব
কপট নিঠুর বাঁকা শ্যামে॥
ব'ল্‌বো কি পড়ে মনে,
ননী-চুরি বৃন্দাবনে;
কাল কি হয় না ভাল,
এম্‌নি কি গুণ কৃষ্ণ-নামে॥
যুগলে দিব মালা,
ভুল্‌বো সই প্রাণের জ্বালা,
মোহন-ছাঁদে রূপের ফাঁদে,
কাঁদ্‌বে পড়ে রতি-কামে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নন্দালয়।

(নন্দ ও যশোদার প্রবেশ)

নন্দ। শুন রাণি!
শুনি লোকমুখে
নীলমণি এসেছে প্রভাসে,
শুনি বিদেশিনী দেছে সমাচার;
ব্রজবাসী যেতে চায় কৃষ্ণ-দরশনে।

যশোদা। বল ব্রজবাসিগণে,
কৃষ্ণধনে নারদ আনিবে ব্রজে,
তাই করে নবনী লইয়ে
আছি দাঁড়াইয়ে,
এলে নীলমণি সবারে দেখাব ডেকে।

নন্দ। রাণি! মুনির বচনে বৃথা কেন কর আশা
বৃন্দাবনে নীলমণি যদ্যপি আসিবে,
যজ্ঞ তবে কি হেতু প্রভাসে?
কৃষ্ণ আর তোমার তো নয়
বসুদেব দৈবকীর,
ভাবি তাই কি বলিব ব্রজবাসিগণে

যশোদা। চল তবে প্রভাসেতে যাই,
মায়াবিনী সে দৈবকী,
ভুলায়ে রেখেছে গোপালেরে;
দেখিলে আমায়,
মা ব'লে আসিবে ধেয়ে,
ননী দিয়ে,
কোলে ল'য়ে পলায়ে আসিব।

নন্দ। যশোমতি! তুমি বুদ্ধিমতী,

হেন কথা নাহি বল,
কোথা যাবে,
গোপাল কি চিনিবে তোমায় ?
মনে হ'লে বিদরে হৃদয়,
মথুরায় কত কথা কহিল নিদয়,
কেঁদে সারা ব্রজের বালক,
তবু সে তো না আইল ফিরে ;
গিয়ে প্রভাসের তীরে
পুনঃ কেন হব অপমান ?

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। ও মা নন্দরাণি ! শুন মা কাহিনী,
নীলমণি প্রভাসে এসেছে,
তাই ব্রজবাসী হইয়ে উল্লাসী
হেরিতে মাধব করিছে কলরব ,
চল নন্দরাণি !
কোলে পাবে নীলকান্ত-মণি,
দুঃখের রজনী অবসান।

নন্দ। বৃন্দে নিমন্ত্রণ নাই—যেতে ভয় পাই,
কি জানি কি বলিবে গোপাল ?
হবে গো জঞ্জাল রাণীরে লইয়ে তথা ;
আমারে সে যে কথা ব'লেচে,
বলে যদি যশোদার কাছে,
প্রাণে বাঁচে রাণী হেন বুঝি
নাহি অনুমানি।

বৃন্দা। কৃপাময়ী কাত্যায়নী
বিদেশিনীবেশে,
দাসীরে দেছেন সমাচার,
আজ্ঞা তাঁর—
প্রভাসেতে হ'তে আগুসার ;
মিথ্যা নহে বাণী শুন নন্দরাণি !
ক্ষীর-ননী লয়ে,চল গো চল গো ত্বরা।

যশোদা। চল শীঘ্র চল যাই প্রভাসেতে,
নীলমণি বিনে গো পথের কাঙ্গালিনী,
মান অপমান কিবা,
নিমন্ত্রণ কিবা প্রয়োজন ?

বৃন্দা। আত্মজনে পাঠায় সংবাদ,
নিমন্ত্রণ নাহি করে।

নন্দ। হও প্রস্তুত সকলে,
মিছা আর বিলম্বে কি ফল ?

(গীত)

সুরট-মিশ্র—একতালা।

যশোদা। কোথায় গোপাল আছি পথ চেয়ে
কোথা রে নীলমণি, আমায় মা ব'লে
আয় ধেয়ে ধেয়ে॥
পাগলিনী তোর জননী,
তোমা বিনে রতনমণি,
এস গোপাল ! খাও রে ননী,
কোলে ওঠো অঞ্চল বেয়ে।
বেঁধেছিলাম করে করে,
আছ কি তাই রোষ-ভরে ?
ঘর-আলো-ধন এস ঘরে,
মা ব'লেছ কারে পেয়ে॥

চল তবে,
গোপাল আমার, গোপাল আমার।

নন্দ। দেখি ধায় পাগলিনী প্রায়,
নাহি জানি প্রবাসে কি হবে ?

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আয়ানের বাটী।

(আয়ান ও রাধিকার প্রবেশ)

আয়ান। তবে যে কুটিলা বলছিল,
প্রভাসে যাবে ?

রাধা। আমি তোমার কাছে বাঁধা, কেমনে
যাব ?

আয়ান। দেখ, পালিয়ে যাও তো দেখ্‌তে
পাবে।

রাধা। ভক্তিডোরে বেঁধেছে আমায়,
কোথা যাব সে ডরী ছেদিয়ে ?
দিব্য চক্ষু করিনু প্রদান,
হের বিদ্যমান
আদ্যাশক্তি আমি সনাতনী,
বিশ্বময়ী বিষ্ণু-প্রসবিনী,
আছি কৃষ্ণহারা, আমারে বিদায় দেহ।
যুগ-যুগান্তর,

করিয়া কঠোর
আমারে কিনেছ তুমি,
তাই যেতে নারি.
অই হরি পরিহরি.
বাঁধা আছি তোমার আবাসে ;
ভ্রমে আছ ভুলে মোরে না চিনিলে,
রমণী না ভাব আর।

আয়ান। অবোধ অজ্ঞানে
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করি,
কি হেরি কি হেরি ব্রহ্মময়ী রাধা,
বাঁধা আছ আমার দুয়ারে ;
অপাঙ্গে নেহার—কিঙ্করে নিস্তার
পরমা প্রকৃতি সতি !
ভবভয়হারা,তুমি সারাৎসারা,
বিরাজিত সূক্ষ্মস্থূলরূপে।
লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড তোমার,
ইচ্ছায় সংহার ইচ্ছায় পালন লয়,
স্তুতি নাহি জানি, ও গো বাক্‌বাণি !
দেহ বাণী করি গো বর্ণনা ;
পূরাইতে ভক্তের বাসনা,
সেজে গোপাঙ্গনা
বিরাজ গোপিনী-মাঝে ;
তুমি কালী কপালমালিনী,
অসুরমৰ্দ্দিনী.
তুমি সীতা রাবণ-নিধনে,
অলৌকিক লীলা বৃন্দাবনে---
মূঢ় আমি কি বুঝিব ?
যাও দেবি ! যথা অভিলাষ,
দাস বলি রেখ মনে।

(বৃন্দা ও সখীগণের প্রবেশ)

বৃন্দা। পরমাপ্রকৃতি-রাধা নেহার নয়নে,
রাজীব অঞ্জলি দেহ রাজীব চরণে।

আয়ান। ব্রহ্মময়ি ! আমার কুসুমাঞ্জলি নাও।

সকলে।— (গীত)

পঞ্চম-বাহার—একতালা।

নীলাম্বরে স্থিরদামিনী ব্রজবাসিনী রাই।
পদ্মভ্রমে পদতলে ভ্রমরা গুঞ্জরে তাই ॥
আমরা যত ব্রজবাসী, রাধা নাম ভালবাসি,
মুখে বলি রাধা, রাধা-গুণ গাই ॥

বৃন্দা। শ্রীমতি ! আর বিলম্ব কেন ? তোমার
শ্যামচাঁদ-দরশনে চল, যুগলমিলন দেখে
আমরা পরাণ জুড়াব।

আয়ান। কিঙ্করকে কি মনে থাক্‌বে ?

রাধা। তুমি আমার পরম ভক্ত, তোমার
হৃদয়ে আমি চিরদিন বিহার কর্‌বো।

সকলে। (গীত)

ভেটিয়ার-মিশ্র—তেয়রা।

পাগলিনী বিনোদিনী প্রাণবঁধুয়া আশে।
প্রভাসে যায় বিরসে আঁখি দুটি ভাসে ॥
চলে রাই কমলিনী, সিন্ধু-মুখে তরঙ্গিণী,
কৃষ্ণপ্রমোদিনী রাধা, কৃষ্ণ ভালবাসে ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(বলরাম ও নারদের প্রবেশ)

বল। সত্য বল নারদ আমায়
জীবিত কি ব্রজবাসিগণ ?
কিংবা সুখবৃন্দাবন,
প্রাণিশূন্য গহন-কানন
শ্বাপদ-সঙ্কুল ভয়ঙ্কর ;
বুঝি নন্দরাণী
বিনা তাঁর অঞ্চলের মণি,
ঝাঁপ দেছে যমুনা-সলিলে ?
নন্দ উপানন্দ হারায়ে গোবিন্দ
অনলে ত্যজেছে দেহ ;
কানুহারা রাখাল সকলে,
বুঝি বিরহ-বিকারে সুখের বাসরে
কৃষ্ণনাম ক'রে শুকায়েছে কমলিনী ;
হতাশ হতাশে ব্রজবাসী
বেঁচে বুঝি নাহি আর।

মরে নাই ব্রজবাসিগণ।
বল। মৃতপ্রায়!
বুঝি তাই আসে নাই নিমন্ত্রণে,
ছি ছি তপোধন!
এ সংবাদ অগ্রে পাই নাই,
কিংবা তুমি বলেছ কৃষ্ণেরে
প্রেরণ ক'রেছ রথ আনিতে সকলে!
নারদ। রথ কোথা করিবে প্রেরণ?
বল। কেন ব্রজে যায় নাই রথ?
নারদ। হেতু কিবা তার?
বল। শোকে শীর্ণ ব্রজবাসিগণ,
আসিতে অশক্ত সবে,
রথ বিনা কেমন আসিবে?
নারদ। কে পাঠাবে রথ?
বল। কৃষ্ণ।
নারদ। হরি! হরি!
নিমন্ত্রণ ব্রজে দিতে মানা।
বল। নিমন্ত্রণ মানা ব্রজে,
ব্যঙ্গ কর তপোধন!
নারদ। জান না কি কনিষ্ঠের রীতি?
ব্রজে যেতে বিশেষ নিষেধ মোরে,
নিষ্ঠুর নির্দ্দয় এমন কি হয়!
নন্দালয়ে নিমন্ত্রণ মানা,
আঁখিজলে ভাসি ব্রজ হ'তে আসি,
আহা! কি দশায় আছে সবে,
নিরানন্দ মধু বৃন্দাবন—
পশুপক্ষী করিছে রোদন,
ফলে ফুলে নাহি সাজে তরু-লতা,
কুহকে আচ্ছন্ন,
প্রাণশূন্য গোপ-গোপী যেন,
বিরহ-অনলে
দহিছে কোমল ব্রজাঙ্গনা,
যশোদার দশা কিবা কব,
কেঁদে কেঁদে অন্ধ দু'নয়ন,
নিশ্বাস সঘন,
কভু রাণী গোঠে ধেয়ে ধায় রড়ে,
কভু যমুনায় উর্দ্ধশ্বাসে ধায়;
ধূলায় লুটায় কভু,
কভু আছে শ্বাস না হয় বিশ্বাস,
পড়ে রাণী মৃতপ্রায়;
নন্দ ক্ষিপ্ত সম
শূন্যদৃষ্টি শূন্যপানে চায়,
শোকে ক্ষণ অচেতন, ক্ষণ বা চেতন,
কি কহিব কৃষ্ণের চরিত,
এ সকল শুনিয়া বর্ণনা অপার করুণা
কহিলেন—
'মুনি! কেবা মরে কার তরে,
সুখে আছি দ্বারিকায়,
কেবা যায় নন্দালয়,
যজ্ঞে কাজ নাই গোপগণে নিমন্ত্রণে,
সভাস্থলে কিরূপে বসিবে,
কবে মোরে চরাইত ধেনু,
ও জঞ্জালে কাজ নাই মুনি!
বৃন্দাবনে নাহি দেহ নিমন্ত্রণ।"
বল। ধন্য তোরে ধন্য রে কানাই-
কেমনে সমাজে আর দেখাব বদন,
নিমন্ত্রণ ব্রজে মানা;
ছি ছি, নাহি মায়া, যার অন্নে কায়া,
তারে বলে জঞ্জাল এখন।
নাহি জানি কেমন
গোবিন্দের মনের গঠন,
বৃন্দাবন পাসরিল, মম কলঙ্ক রহিল,
জ্যেষ্ঠ আমি—কনিষ্ঠের নাহি দোষ,
তব বাক্যে হ'তেছে প্রত্যয়,
তাই কৃষ্ণ কহিল আমায়,
নিমন্ত্রণ-ভার অর্পিয়াছি যোগ্য জনে,
সে কারণ উদ্বিগ্ন হ'ও না।
নাহি কর্ম্ম, নাহি ধর্ম্ম, নাহি লোকভয়,
কদাচ উচিত নয় রহিতে এ স্থানে;
যাও তপোধন!
বল গিয়ে কৃষ্ণেরে তোমার,
আজি হ'তে নাহিক সুবাদ
চলিলাম তীর্থ-পর্য্যটনে পুনঃ।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। দাদা! হেথা তুমি?
যজ্ঞে সবে উপস্থিত।
বল। দেখিয়াছি যজ্ঞ-আয়োজন তব,
প্রশস্ত নির্ম্মাণ বিশ্বকর্ম্মার গঠিত,

মণি-কাঞ্চন-খচিত,
ঝলসে রতন-রাজি রবিকর ধরি,
সুসজ্জিত তিন লোক বসেছে আসনে,
দেববৃন্দ সনে দেবেন্দ্র দেছেন বার,
নাগ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
যক্ষ বিদ্যাধর সুশোভিত যথাস্থানে
অন্নপূর্ণা ঘরে, বিধি দেন বিধি,
পঞ্চানন যজ্ঞের রক্ষণে।
। দাদা! জ্যেষ্ঠ তুমি ;—
তব যজ্ঞভার,
মহিমা তোমার—
যজ্ঞে হেন সমাগম।
। কিন্তু কানু, অপার মহিমা তব,
ব্রজে নিমন্ত্রণ মানা—
যজ্ঞ হেথা—
ব্রজবাসী জানে না সংবাদ,
কবে দাদা ব'লে চিনিবি না মোরে।
কেন প্রাণ ত্যজিব তখন—
সুযোগ থাকিতে যাই তীর্থ-পর্য্যটনে।
। নিমন্ত্রণ যশোদা মায়েরে,
পিতা নন্দে নিমন্ত্রণ?
নিমন্ত্রণ রাখাল-সখায়,
দা! নিশ্চয় ভুলেছ ব্রজ,
...র যেই, তারে করি নিমন্ত্রণ।
। বোঝা গেছে মাতৃপিতৃস্নেহ।
বোঝা গেছে সখার যে মোহ।
। হে নারদ! ঋষি তুমি!
কিবা জান গৃহীর ব্যবহার,
হ'লে নিমন্ত্রণ
ব্রজবাসিগণ জীবন ত্যজিত সবে—
মনে হ'তো কৃষ্ণ ভাবে পর,
কে কোথায় পিতায় মাতায়,
নিমন্ত্রণ করি আনে,
হেন তব লয় কি হে মনে,
দাদা আমার হবে নিমন্ত্রণ,—
কোঁদল বাধান তব রীতি,
দাদা রাম অন্তর সরল,
কুটিল কৌশল ভেদিতে তোমার নারে,
শুন মুনে! কহ সত্যবাণী,
সংবাদ পেয়েছে কি হে ব্রজবাসিগণে?

নারদ। নহে সে তোমার গুণে,
আমি ব্রজে দিয়েছি সংবাদ।
কৃষ্ণ। শুণ সকলি তোমার ঋষি,
নাহি সহোদরে কোঁদল বাধাও?
বুঝ দাদা, জানে বা না জানে—
ব্রজে যজ্ঞের সংবাদ।
বল। অবিচার কৃষ্ণে কি সম্ভব,
শুন মুনে! সারগর্ভবাণী,
পরে করি নিমন্ত্রণ,
আত্মজনে নিমন্ত্রণ কিবা?
রথ গেছে ব্রজে?
নারদ। ভাল ভাল বলাই ঠাকুর,
তবু বুদ্ধি আছে ঘটে।
কৃষ্ণ। দাদা!
কিবা তুচ্ছ রথ,
ভুলেছ কি শকট ব্রজের?
মনে কর পৌর্ণমাসী নিশি,
আমা দোঁহা বসি,
প্রাণপণে রাখাল শকট টানে,
হ'য়ে উতোরোলি "শীঘ্র চল" বলি,
সখাগণে করিতাম কৃত্রিম তাড়না।
কভু রাখালে ভুলিয়ে টানিতাম দুই জনে;
দাদা! সে শকট দেখিতে কি হয় সাধ?
পথে পথে আসিতে রাখাল,
বনফল আনিবে ধটীতে বাঁধি ;—
ল'য়ে ক্ষীর ননী আসিবে জননী,
গোঠে মাতা ধাইত যেমন,
ব্রজবাসী যার যেই ভাবে,
প্রভাসে আসিবে—
ব্যগ্র প্রাণ হেরিতে সে ছবি,
আনিয়াছি ধটী আনিয়াছি চূড়া,
ব্রজবাসী রাজবেশে না হেরিব,
মম ব্রজবাসী,
জানে মোরে ব্রজের রাখাল,
জানে মনে আজও ধেনু লয়ে ফিরি বনে,
প্রেমের স্বপন—
ভঙ্গন করিব দাদা রথ পাঠাইয়ে?
নারদ। প্রভু!
ব্রজলীলা বুঝিব কেমনে?
অবোধ অজ্ঞান মূঢ় আমি।

বল। বুঝহ নারদ, কানাইয়ে র নাহি—
অপরাধ।

কৃষ্ণ। দাদা! চল যজ্ঞস্থানে,
অভ্যর্থনাভার তবোপরে।

বল। ভার তোর—
আমি গঙ্গাতীরে করি গিয়ে মধুপান।

কৃষ্ণ। দাদা! পঞ্চানন করিছেন আবাহন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

তোরণ-সম্মুখ।

(দ্বারিগণ ও রাখালবালক ইত্যাদির প্রবেশ।

প্র-দ্বারী। বলি দেখ্‌ছিস্‌, কাঙ্গালীর ভিড়, দু'
এক ঘা না দিলে কি দোর রাখ্‌তে পারবি?

দ্বি-দ্বারী। ওরে, দ্বারিকানাথ রাগ করবেন।

প্র-দ্বারী। রাগ্‌ করবেন, তবে তুই সামলা,
আমার ব'কে ব'কে মুখে ফেকো প'ড়ে
গেল, ঐ দ্যাখ্‌, একদল কাঙ্গালী ঝাঁপিয়ে
আস্‌ছে।

শ্রীদাম। কোথা রে রাখালরাজা ভাই,
দেখা দে কানাই,
আয় ধেয়ে চরাবি গোধন,
রাখালের জীবনের ধন,
কোথা ভাই আছ ভুলে?
আয় ভাই! গোঠে মাঠে যাই,
আয় বনে ধবলী চরাই,
কানু, তোর বেণুরব বিনে,
ধেনুগণে তৃণ না পরশে,
বনফল লয়ে, আছি পথ চেয়ে,
বহুদিন দিই নাই মুখে তুলে—
আকুল রাখাল এস রে গোপাল,
কত কাল সহে আর প্রাণ?
কেন ভাই হলি রে নিঠুর—
দুঃখ কর দূর,
আয় ধেয়ে বাঁশরী বাজায়ে।

প্র-দ্বারী। বলি,তুমিও বাঁশী বাজিয়ে ধেয়ে
আস্‌ছ দেখ্‌ছি, এখনি কান্না সুরু ক'
কেন? একটু থাম না, যজ্ঞ হোক, খে
পাবে, কাপড় পাবে, ধন পাবে—ও
মলো, এ দিকে কোথা আস্‌ছিস্‌?

শ্রীদাম। দ্বারি!

প্র-দ্বারী। আ মরি! প্রাণ ঠাণ্ডা কর্‌লে অ
কি, যা যা, স'রে যা!

শ্রীদাম। আমাদের রাখালরাজকে দেখ্‌তে যা
মানা ক'র না।

প্র-দ্বারী। বলি, তোমার রাখাল কি য
ভেতর গরু চরাচ্ছে নাকি?

শ্রীদাম। আমাদের ব্রজেশ্বর ভাই কানাই
দেখ্‌তে পাব।

প্র-দ্বারী। বলি, কেন পাগলামী কর্‌ছো, পা
লামী ক'র্‌লে কি কিছু বেশী পাবে? তো
কানাই ভাই কি রাজবাড়ীর ভেতরে?

শ্রীদাম। ওরে, আমাদের রাখালরাজা কৃষ্ণ
কৃষ্ণ প্রভাসে এসেচেন, কৃষ্ণদরশনে বা
দিও না।

প্র-দ্বারী। ঐ শোন, দ্বারকানাথ কৃষ্ণ ও
রাখালরাজ! এ আবদার কথায় যাবে
দু'ঘা ওদের দিতে হবে, আ রে ব'স্‌ ব'
এখন দেয়ালা করিস্‌নি।

শ্রীদাম। দ্বারি! তোমায় বিনয় কচ্ছি, আম
ব্রজবাসী,আমাদের ভাই কানাইকে একব
দেখ্‌বো; দোর ছেড়ে দাও।

দ্বি-দ্বারী। ওরে, তুই পাগল নাকি? তোর ভ
কানাই এই রাজা-রাজড়ার সভায়? চু
ক'রে বস্‌ গে যা—যা চাস্‌, পাবি এখন

প্র-দ্বারী। ভাই কানাই হেথা কোথা? মা
দেখ গে না?

শ্রীদাম। দ্বারি! দ্বার ছেড়ে দাও, আমরা ধ
রত্ন চাই নে, কৃষ্ণহারা হ'য়েছি, আমা
প্রাণকানাইকে দেখ্‌বো।

প্র-দ্বারী। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর্‌ছিস্‌, কৃষ্ণ কে রে?
তো দ্বারিকানাথ।

শ্রীদাম। আমাদের ব্রজের রাখাল।

প্র-দ্বারী। দূর্‌, দূর্‌, দূর্‌, এখনি খুন কর্‌বো।

শ্রীদাম। শুন দ্বারি! করি হে মিনতি,

ব্রজেতে বসাত,
বহু ক্লেশে কৃষ্ণধন-আশে,
প্রভাসে এসেছি সবে ;
কৃষ্ণ নাহি হেরে পরাণ বিদরে,
আছি প্রাণ ধ'রে,
দেখা পাব ব'লে তার ;
সে যে নন্দের গোপাল,
ব্রজের রাখাল,
গোপাল চরাত সাথে,
সে যে বেণু বাজাইত,
গোঠে মাঠে নাচিয়া খেলিত,
নয়ন জুড়াত হেরে ;
সে যে রাখালের প্রাণ, রাখালের জ্ঞান,
রাখালের সর্ব্বস্ব-রতন ;
বনফল তুলে,
মিষ্ট হ'লে দিতাম বদনে তার,
বিরহে তাহার দেখ রে আকার,
একাকার ব্রজপুরী !
ছাড় ছাড় দ্বারি ! হেরি সে ব্রজের ধন।
ারী। বলি ওই, এ কি বলে রে ?
ম। পথে পথে তুলি বনফল,
রাখালসকল এনেছি রে ধটী ভ'রে,
এঁঠো ফল মেঠো বলে খায়,
ছাড় দ্বারি ! যজ্ঞস্থানে যাব,
এখনি আসিব ব্রজরাজে সাথে ল'য়ে,
ইটে যেতে কোনমতে দিব না রে তারে
স্কন্ধে ক'রে লয়ে যাব ব্রজধামে;
ারি ! ছাড় দ্বার, রাখাল আমার—
দখিব কেমন আছে।
রী। পাগ্‌লা ব্যাটা, সর্, নইলে গলা
াক্কা দেব।
।। আরে রে কানাই !
াই কি রে মনে ছিল তোর ?
'রে গোবর্দ্ধন, রাখিলি জীবন,
াবপানে দিলি প্রাণ,
খে এসে মরি রে প্রভাসে,
খ এসে রাখালসকলে,
াণ দিবে কুতূহলে,
মি বদি ঠেলে থাক পায়,
াহু দেখা দে রে প্রাণ যায়।

সকলে— (গীত)

টোরী-ভৈরবী—খং।

প্রভাসে তোর রাখাল মরে,
কোথা রাখালরাজা ভাই।
আয় রে তোরে দেখে মরি,এস রে এস কানাই !
ব্যাকুল হ'য়ে এস ধেয়ে,
ব্যাকুল রাখাল দেখ চেয়ে,
এস রে এস রে কানু ! বারেক দেখে যাই॥
হের গোধন তোমার তরে,
ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
আছে পথ চেয়ে আকুল হ'য়ে,
হম্বারবে ডাকে তাই॥

প্র-দ্বারী। দ্যাখ্ দ্যাখ্ মাগী যেন মিন্‌ষেকে টেনে আন্‌ছে।

দ্বি-দ্বারী। ও রে, মাগী বুঝি পাগল রে ! দেখ্, আকুল হ'য়ে ধেয়ে আস্‌ছে, যেন বৎসহারা গাভী।

প্র-দ্বারী। মাগী বড় কাঙ্গাল, শুনেছে এখানে বেশী দান—

(নন্দ, যশোদা ইত্যাদির প্রবেশ)

যশোদা। দ্বারি ! ছাড় দ্বার,নীলমণি নেব কোলে
শতবর্ষ দেখি নাই তারে, দেখিব তাহারে,
প্রাণে আর প্রাণ নাহি ধরে,
দে রে দ্বারি ! দে ছেড়ে পথ,
সে যে গোপাল আমার,
বহুদিন মা ব'লে ডাকেনি।

দ্বি-দ্বারী। আহা ! আহা ! মাগী কি বলে রে ?

নন্দ। শুন দ্বারি, গোপাল আমার
মাথায় বহিত বাধা,
বাবা ব'লে
উঠে কোলে আঁটিয়ে ধরিত গলা ;
শতবর্ষ সে গোপাল-হারা ;
তাই প্রাণপণে এসেছি দু'জনে
গোপালে লইতে কোলে ;
কৃষ্ণ বিনে কিছু আর নাই।

প্র-দ্বারী। দেখ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর্‌ছে, বলি তোর বাড়ী তো ব্রজে ?

নন্দ। হাঁ বাপু !

প্র-দ্বারী। বলি শুনছো, ওরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ কচ্ছে

ভুলে এসেছে ; আমি জানি, ব্রজের কাঙ্গাল ভারী কাঙ্গালী ; ওরা কি কথায় ফিরবে ?

যশোদা। দ্বারি ! দোর ছাড়।

দ্বি-দ্বারী। বাছা, তোমার গোপাল কে বাছা ?

যশোদা। আমার নীলমণি ! দেখ দ্বারি ! তার তরে স্তনে ক্ষীর আর ধরে না।

নন্দ। দ্বারি ! ও জানে না, গোপাল তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ, তোমাদের দ্বারকানাথ।

যশোদা। গোপাল আমার নীলমণি ! পীতধটী পরায়ে, মোহন-চূড়া বেঁধে দিয়ে, গোপালকে আমার রাখালদের সঙ্গে গোঠে পাঠাতাম।

দ্বি-দ্বারী। বলি বাছা,তোর সে মেঠো গোপাল এ বাড়ী থাক্‌বে কেন ?

প্র-দ্বারী। মিন্‌ষে ! তোর আক্কেল নাই, এসেছিস ভিক্ষা কত্তে,আর বলছিস, দ্বারিকানাথ তোর ছেলে ; কি বল্‌বো, মারবার হুকুম নাই, নইলে তোকে খুন ক'রে ফেল্‌তুম্।

নন্দ। দ্বারি ! কৃষ্ণ নাম দিল গর্গমুনি,
আমি বলি নীলমণি ;
কৃষ্ণ আছে পুরে,
দ্বারি ! ছাড় দ্বার কৃষ্ণেরে দেখিব।

প্র-দ্বারী। ওই ত্থাখ,মাগী ভুলে গিয়েছিল, ছুটো কথার শাটে সাম্‌লে নিলে।

দ্বি-দ্বারী। এ ঢং নয়, বুঝি মাগী পুত্রশোকে পাগল।

নন্দ। দ্বারি ! ছাড় দ্বার।

যশোদা। দ্বারি ! পলকে প্রলয় হয় জ্ঞান,
দ্বার ছাড় দ্বারি !
মরি আমি কৃষ্ণ বিনে।

দ্বি-দ্বারী। ও গো বাছা ! বোঝ না, কাঙালী কি যজ্ঞে যেতে পায় ?

যশোদা। কৃষ্ণধন বিনে আমি কাঙ্গালিনী,
কৃষ্ণধন পাব হব নন্দরাণী ;
তাই দ্বারি, মিনতি তোমায়,
বাঁচাও বাঁচাও, দ্বার ছেড়ে দাও,
কৃষ্ণহারা আমি পাগলিনী।

[দ্বি]-দ্বারী। না না, মাগী সর্ সর্ !

[য]শোদা। কোথা কোথা রে নীলমণি !
মরে নন্দরাণী দেখে যাও বাপধন,
তুমি ধ্যান জ্ঞান, তোমা বিনে আর
জান তো জান তো দুখিনী জননী,
তোমা-হারা কাঙ্গালিনী ;
কোথা যাদুমণি !
কোথা আছ মাকে ভুলে ?
এস কোলে ডাক্‌বে মা ব'লে,
আয় তোর ধটী বেঁধে দিই,
খেলায় ধূলায় ভুলে কি র'য়েছ ?
আছি আমি পথপানে চেয়ে,
এস ধেয়ে গোপাল আমার,
অঞ্চল ধরিয়ে
ঘুরে ঘুরে দে রে করতালি,
অন্তরের কালী ধুয়ে যাক্ যাদুমণি !
আয় তোর মুখে ননী দিয়ে
বিভোর হইয়ে,
শতবর্ষ ভুলি পল সম,
আয় তোরে শোয়াই অঞ্চলে,
হেরি মুখখানি
বদন মুছায়ে চাঁদমুখে শত চুম্ব দিয়ে,
কাঙ্গালিনী পুন হই নন্দরাণী।
আয় কৃষ্ণ ! আয় রে নীলমণি !

প্র-দ্বারী। চোপ্ !

দ্বি-দ্বারী। ও রে মাগি, থাম্ না,তোরে ক'রে দান দেবে, এখন পাঁচবৎস[র] খাবি।

যশোদা। চাই কৃষ্ণধন,
নহি অন্য ধনে কাঙ্গালিনী,
দ্বারি ! করে ধরি ছাড় পথ,
কৃষ্ণগত প্রাণ যশোদার,
কৃষ্ণ বিনা রয় বা না রয়,
তাই কৃষ্ণে বারেক দেখিব,
তাই, কৃষ্ণধনে নবনী খাওয়াব,
প্রাণ দেব মা যদি না বলে—
বসুদেব দৈবকীর নয়
আমার তনয় —
খেলিত অঞ্চল ধরি।
ছাড় পথ, মৃতবৎ হ'য়েছি গোপাল বি[না]
শতবর্ষ আশায় কেটেছে,
এ আশায় ক'র না নৈরাশ।
পথ ছেড়ে দাও, কৃষ্ণেরে দেখাও,

ারি ! তোর হবে রে কল্যাণ,
ুপ্রদান কর রে প্রভাসে।
রী। বলি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লছিল, আবার
সুদেব দেবকী তুললে, বেরো মাগি!
ারিকানাথ কৃষ্ণ তোমার ছেলে, খুন
'র্বো মাগীকে।
া। দ্বারি ! বধো না রে,
ষ্ণ হেরে ত্যজিব জীবন ;
ষ্ণ অদর্শনে এ তাপিত প্রাণ,
তবর্ষ রেখেছি বাঁধিয়ে—
ীলমণি পাব ব'লে ;
কাথা কৃষ্ণ, কোথা রে নীলমণি !

(গীত

শ্রীমল্ল-কৌশিকী-আড়াঠেকা।

আয় রে গোপাল, কোথায় গোপাল,
কোথা রে অঞ্চলের ধন।
মা ব'লে আয় আয় নীলমণি,
দেখে মরি চাঁদবদন।
হাঁ রে)·বহুদিন তো খাওনি ননী,
কোথায় আছ যাদুমণি
এস গোপাল মা ব'লে যা,
শুনি এ জনমের মতন।
(ওরে) ছিলিনে ত নিদয় এত,
ব্যাকুল হয়ে ডাকি কত,
পথের) কাঙ্গালিনী তোর জননী,
দেখে যা রে নীলরতন॥

শোমতি ! যবে বৃন্দাবনে—
া যেতো গোপাল খেলিতে গোঠে,
হাতে, ক্ষীর-সর ল'য়ে
কতে গোপাল ব'লে ;
মত ডাক নন্দরাণি !
মণি যদি আসে ধেয়ে।

(গীত)

ভৈরবী—মধ্যমান।

গোপাল আয়, গোপাল আয়,
নেচে আয় নীলমণি !
আছি রে দাঁড়ায়ে পথে
লয়ে ক্ষীর-নবনী।

নয়ন-তারা হ'য়ে হারা,
দেখ রে হয়েছি সারা,
তোমা বিনে রতনমণি,
পাগলিনী তোর জননী।
ওরে কোথায় গোপাল আছ ভুলে,
মা ব'লে ডাক বদন তুলে,
মারে ভুলে থেক না আর,
মা তোর অতি দুখিনী।
গোপাল আয়, নবনী খেয়ে যা আয়॥

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মা—মা!

যশোদা। গোপাল! মা বল্, মা বল্, শত বর্ষ চাঁদমুখে মা বলনি।

কৃষ্ণ। মা—মা!

নন্দ। গোপাল, গোপাল, বাবা বলে ডাক্, আমি তোর পিতা—নন্দ।

কৃষ্ণ। বাবা—বাবা!

শ্রীদাম। ভাই কানাই! একবার কোল দে।

কৃষ্ণ। সখা—সখা!

শ্রীদাম। ভাই কানাই! ভুলেছিলি?

কৃষ্ণ। কারে ভুলব ভাই? আমি যে তোমাদের রাখাল-রাজা। মা মা! শতবর্ষ নবনী খাইনি মা! ননী দে।

যশোদা। নীলমণি! মাকে ভুলে কেমন ক'রে ছিলি? আমি যে তো বিনে মরি গোপাল! আমায় ছেড়ে তুই থাক্‌তে পারিস্? হাঁ রে, তুই চূড়ো-ধড়া ফিরিয়ে দিয়েছিলি? তুই কি ব্রজরাজকে বিদায় দিয়েছিলি? তুই কি রাখালকে বলেছিলি, আর ব্রজে যাবিনি?

কৃষ্ণ। না—মা!

রাখাল-বালক। (গীত)

ছায়ানট—একতালা।

এসেছে এসেছে কানাই।
বৃন্দাবনে বনে বনে কানু নিয়ে চল যাই॥
দাঁড়াবে কদম-তলায়,
সাজাব বনমালায় ;
প্রাণের কানাই কানাই বিনে,
রাখালের আর কেউ তো নাই।

আবার গোঠে বাজবে বেণু,
আবার গোঠে বাজবে ধেনু,
আবার গোঠে খেলবে কানু,
কানাই নিয়ে খেলবো ভাই ॥

কৃষ্ণ। বাবা! যজ্ঞস্থলে চলুন, মা এস ;—আয় ভাই তোরা।

যশোদা। মা বল, গোপাল, আমার প্রাণ ভরেনি।

কৃষ্ণ। মা—মা!

[নন্দ, যশোদা, রাখালগণ ও কৃষ্ণের প্রস্থান।

নেপথ্যে। দ্বারি, দ্বাররক্ষার প্রয়োজন নাই।

প্র-দ্বারী। আমার আক্কেল ছেড়েছে, আরে, চূড়োধড়া-বাঁধা কৃষ্ণই তো বটে, তুই বুঝলি কি বল দেখি?

দ্বি-দ্বারী। আর তুইও যেখানে, আমিও সেখানে কি বল্‌বো বল্,

প্র-দ্বারী। মাগী মিন্‌ষে যা বল্‌লে, তা কলালে, বাবা! এ কি প্রেমের তার বাঁধা? সাত মহল বাড়ীর ভিতর থেকে মা ব'লে ধেয়ে এল ভাই! ওদের গর্দ্দানা নিতে গেছলুম, কি হবে?

দ্বি-দ্বারী। আমি তোকে বারণ করলুম, কিছু বলিস্ নি।

প্র-দ্বারী। আমার অপরাধ কি? কাঙ্গালীকে রাজা মা বলে, আমার চোদ্দ পুরুষে জানে না! চল্ ভাই! ওদের পায়ে হাতে ধরি গে, কিছু না বলে।

দ্বি-দ্বারী। তারা কিছু বল্‌বে না, তাদের যে আনন্দ দেখ্‌লুম; তারা কারেও কি নিরানন্দ করে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অপর তোরণ।

(রাধিকা ও সখীগণের প্রবেশ)

রাধা। যা লো ব্রজে ফিরে,
কৃষ্ণ ব'লে বসিলাম তরুমূলে,
ছিঃ ছিঃ, ধিক্ প্রাণ।
শত বর্ষ রহিলাম কৃষ্ণ বিনে,
তাই সখি! পাই মনস্তাপ ;
সখি! যে আশায় রেখেছিনু প্রাণ,
আশা সমাধান
হলো এ প্রভাসে এসে ;
বিফল বাসনা, বিফল যন্ত্রণা,
দেখা ত হলো না, কেন দেহ ধরি আর
সখি! হ'ল না মেলানি,
ব্রজে যাও ফিরে,
কভু মনে ক'র রাধিকারে।
সখি! যে জ্বালা সয়েছি,
জান তো সজনি,
আর কেন আশায় ছলনে ভুলি?
কোথা কৃষ্ণ, কোথা রাধানাথ!
কোথা মোর বংশীধর!
রাধার জীবন,
কোথা মদনমোহন শ্যাম!
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, এত কি রাধায় সয়?

(গীত)

ককুভা—ত্রিতালী।

সয় বলে কি এতই প্রাণ সয়?
প্রাণ মন সমর্পণে এতই কি সে দোষী হয়
ছি ছি সখি! কি লাঞ্ছনা, কেন সব এ যন্ত্রণা
জীবন থাকিতে সখি, যাতনা ত যাবার নয়
ছি ছি সখি, ছার বাসনা, তবু তার উপাসনা
আশা বিসর্জ্জন দিয়ে, তবু পথ চেয়ে রয় ॥

বৃন্দা। আরে দ্বারি! ছাড় দ্বার।
রাজা তোর রাইরাজার প্রজা,
কোটালি ক'রেছে ব্রজে,
সাক্ষী—সখীগণ,
দাস-খৎ লিখে দেছে পায় ;
রাধা ব'লে বাজাত বাঁশরী,
কাঁদিত রাধার পায়ে ধরি,
ফিরিত কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে—
তার দ্বারী রাধিকারে বল কুবচন?
দ্বারি! চক্ষু নাই, আদ্যাশক্তি রাই—
ব্রজেশ্বরী—মুরারি-মোহিনী,
তোর রাজা চোর—এত কিসে জোর,

জ খেত ননী চুরি ক'রে ;
াপিকার প্রাণ মন হ'রে
ুরায় পলা'য়ে আইল।
া। হাঁ বাছা,ব'স তুমি, ওরে পাগল, কিছু
লিস্ নি।
হা নিঠুর কপট! যারে এনে এত
াপমান ?
রাধানাথ! কোথা তুমি? ওষ্ঠাগত
াণ।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

রাধে, রাখ পদে, কিঙ্কর তোমার।
া। কালাচাঁদ কাজ নেই আর ?
। ছি ছি কি কঠিন তুমি শ্যাম!
ান ত রাধায়, তোমা বিনে রয় মৃতপ্রায়,
দশায় শতবর্ষ রেখে এলে ?
ধিক্ ধিক্ ক্রূর, কপট নিঠুর,
তোমা বিনে যেই নাহি জানে,
হেন দুখ দেহ তারে ?
দিন দিন সাজা'য়ে বাসর,
তৃষিত চকোর,
যামিনী যাপিল তোমা স্মরি,
তুমি রাজকন্যা সনে
র্ণ-সিংহাসনে,
ধরাসনে লুণ্ঠিত হইত রাই ;
তুমি হে রাখাল হইলে ভূপতি,
কাঙ্গালিনী শ্রীমতী উন্মত্তা ব্রজে।
ছি ছি শ্যাম!
দয়াময় কি গুণে তোমায় বলে ?
যার কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান,
কৃষ্ণ বিনা কিছু নাহি জানে যেই—
বল তারে বধিলে কি ফল ?
প্যারী মানা না শুনিল,
রাখালেরে দিল প্রাণ,
তাই এত অপমান—
কত সহে রাজার নন্দিনী।
। বৃন্দে! যে জ্বালা অন্তরে,
জানাইব কারে,
কি করিব দারুণ কঠিন শাপ,
এ হেন সন্তাপ যেন কভু নাহি হয় কার ;

রাধা বিনে যে যাতনা প্রাণে,
রাধা জানে প্রাণে প্রাণে,
বচনে কহিব কত ?
রাধে! কর না লো মান, ঢেক না বয়ান,
শতবর্ষ সয়েছি বিচ্ছেদ,
যে জ্বালায় দিবানিশি জ্বলি,
কারে বলি তোমা বিনে ?

বৃন্দা। ভালয় ভলয়, পায়ে ধর শ্যাম ;
নইলে কি আবার যোগী হ'য়ে
কাঁদ্‌বে ?

কৃষ্ণ। বৃন্দা! আমার পক্ষ তুমি ;
মানময়ী কমলিনি,
পায়ে ধরি মান ভিক্ষা দাও।

রাধা। ছি ছি শ্যাম! ধ'র না চরণ,
মান বিসর্জ্জন দিছি শ্যামধন,
শ্রীচরণ কেন নাহি পাব ?
তুমি ছিলে ভুলে,
রাধা কভু ভোলে নাই রাধানাথ,
ব্রজগোপিকার
মান প্রাণ কিবা আছে আর,
মান এবে বলি,
মানে মানে যাও তুমি চলি,
বিনা বনমালী রাধার কি মান আছে ?
দেখ চেয়ে তোমা হারা হয়ে,
আজও আছে ছার প্রাণ!

কৃষ্ণ। মান পরিহরি
প্রাণ দিয়ে বুঝি প্রাণপ্যারি!
তোমা বিনে আমি আর কার ?

দেওগিরি-মিশ্র—একতাল।

(দেবদেবীগণের গীত)

পুরুষ।—প্রাণে বয় প্রেমের তুফান,
শ্যামের বামে রাই কিশোরী।
স্ত্রী।— চাঁদে কাঁদে, চাঁদে বাঁধে,
চাঁদে চাঁদে ধরাধরি,
সকলে।—আমরা যুগল ভালবাসি॥
পুরুষ।—চোকে চোকে মেশামিশি,
ঢলে পড়ে প্রেমের ভরে।
স্ত্রী।— ঝলকে রূপের রাশি,
প্রাণের ফাঁসী প্রাণে পরে।

পুরুষ। মরি মরি যুগল-মাধুরী,
বয়ে যায় সুধার লহরী।

স্ত্রী। সখি! কি দেখি দেখি আপনা পাসরি।
সকলে। আমরা যুগল ভালবাসি॥

যবনিকা-পতন।

শ্রীবৎস-চিন্তা

(নাটক)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

শ্রীবৎস	... ...	প্রাগ্‌দেশীয় রাজা ।
বাহুরাজ	... ...	অপর দেশের রাজা ।
সূর্য্যদেব	... ...	
শনি	... ...	গ্রহদেব ।

মন্ত্রী, সেনাপতি, কোতোয়াল, কারাধ্যক্ষ, রক্ষী, দূত, ধীবর, সওদাগর, জনৈক বাতুল, সভাসদ ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

চিন্তা	... ...	শ্রীবৎসের মহিষী ।
ভদ্রা	... ...	বাহুরাজ-কন্যা ।
লক্ষ্মীদেবী	... ...	

সখী, কাঠুরের স্ত্রী ইত্যাদি ।

শ্রীবৎস-চিন্তা

প্রথম অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

প্রান্তর।

(শনি ও লক্ষ্মী)

শনি। কোথা অম্বুসুতা,
দ্রুতগতি গমন তোমার ?
হেরি অতীব চঞ্চল,
চঞ্চলে, তোমারে আজি।
কি কাজে ভুবন-মাঝে করহ ভ্রমণ,
নিত্য এত কিবা প্রয়োজন,
ত্যজি বিষ্ণুপদ-সেবা, সাগর-উদ্ভবা,
অকারণ কেন কর পরিশ্রম ?
লক্ষ্মী। ভাল প্রশ্ন করিলে আমায়,
ত্রিভুবন করে আকিঞ্চন
চরণ-দর্শন মম,
নানা উপহারে করিছে অর্চ্চনা,
সবাকার পূরাই বাসনা,
জান না কি ছায়ার তনয় ?
শনি। জানি আমি,
ভ্রান্তমতি নরে ধর্ম্ম পরিহরে
তোমারে করিতে সেবা,
সৃজন ধাতার আনন্দ-সংসার,
নিরানন্দ তোমারে করিয়ে পূজা ;
দ্বন্দ্ব সহোদরে,
পুত্র করে পিতার নিধন,
পত্নী করে পতি-অবহেলা
পাইতে তোমার,—
পরকায় বিকায় রমণী,
রোগ-শোক-পূর্ণ এ ধরণী,
তুমিই কারণ তার,
এ ত নহে উচিত তোমার।
বার বার মজাও মানবে,
ব্যাপিয়ে ধরণী
নিত্য উঠে রোদনের ধ্বনি,
যায় প্রাণী অকালে মরণমুখে,
ভ্রান্ত নরে মজায়ো না আর,—
ত্যজি এ সংসার,
কর সার নারায়ণ-পদপূজা ;
নহে মহাপাতকে মজিবে,
পুনর্ব্বার নারী-গর্ভে যাবে,
অসংশয় ধর্ম্মের হইবে জয়।
লক্ষ্মী। ভাল শিক্ষা দিতে এলে শনি মো
কিন্তু জেনো স্থির,
মম পূজা যদি ভবে উঠে,
তিন পুরে তবার্চ্চনা কদাচ হবে না,
ঘৃণাস্পদ লোক-মাঝে তুমি ;
শুন, শনি—
কোন কালে কেহ কি করেছে পূজা,
তবে কেন পূজা-আশে মন্দভাব মোরে
সাধ তব—পূজা নাহি লব,
কৃপাময়ী নাম পাসরিব,
[illegible] তব অনুরোধ ;
পূজা যদি নাহি কভু ধরি
ওহে লোক-অরি, কি ফল তোমার তা
পূজা,—তুচ্ছ হয়ে উচ্চ আশা কেন কর
শনি। তুচ্ছ আমি, উচ্চ তুমি, ভাব কি রমণ
ভুলেছ [illegible] প্রভাব আমার ?

? যথা তথা মম অধিকার।
...র্ম মতি কেবা দেয় নরে?
...সংসারে কেবা নাহি ডরে?
...ক্তি কারে নাহি দিতে পারি?
...ম উপদেশে
...মাক্ষফল লভে তুচ্ছ নরে;
...পায় তোমার মজে পাপ-ঘোরে,
...াগর-আঁধারে আপনি করহ বাস।
...ার ধর্ম্মপথে গতি,
...দা মম পদে মতি—
...গুরু, শ্রেষ্ঠগণে জ্ঞানিজনে।
...তুমি কৃপা কর যে তোমারে করে পূজা,
কিন্তু যেই ঘৃণা করে মোরে,
আমি কভু না পাসরি তারে,
কৃপায় আমার,
দিব্যজ্ঞান পায় সেই জন:
নীচ আমি, শ্রেষ্ঠ তুমি, জ্ঞানী না কহিবে
গৌরব সৃজন তোমা হেতু,
প্রবৃত্তি বাসনা
উত্তেজনা তোমার কারণে,
তোমা হেতু কলিকাল করাল উদ্ভব;—
হিত করি ফিরি আমি ত্রিভুবনে।

। আহা,
কৃপায় তোমার এ সংসার সুখাগার!
সুনয়নে যদি তুমি চাও,
গণেশের মস্তক উড়াও,
ভয় লোকময়,
পাছে তব কৃপা-দৃষ্টি হয়।
আহা, সাধে কি হে বলি,
দুটি চক্ষে পরিয়াছ ঠুলি,
নহে ত্রিভুবন যায় জ্বলে।
পাতকের ঘোরে, সাগর-আঁধারে
আমি তো করিব বাস,
কি পুণ্যের জোরে চির-অন্ধকারে
ঘোর তুমি গুরুশ্রেষ্ঠ, কৃপাময়!
মহাগুরু দয়া-কল্পতরু,
যবে তব হবে অধিকার,
ব্রহ্মাণ্ড হবে ছারখার,
ক্ষীরোদে না রবে নীর;
সুধাই হে শনি,
অভাগা কে আছে মহাজ্ঞানী,
তব পদে মতি যার?
এস ভ্রমি ত্রিসংসারে,
রন্ধ্রগত দেখি তুমি কার?
দেখি, কে তোমারে শ্রেষ্ঠ কয়?
মহাজ্ঞানী দেবদেব বসেন কৈলাস,
যাঁর প্রশংসায় ছায়ার নন্দন,
চক্ষে পর চির-আবরণ,
চল ব্রহ্মলোকে,
দেখি তথা তবাধীন কেবা ভাগ্যহীন,—
উচ্চ পদ কে দেয় তোমারে।
গেলে সুরপুরে,
পলাইবে মিলিয়ে অমরে,
পাতালে দানব পাবে ডর।
শুন শনি, তব অধিকার নাই
দৃষ্টি আছে তাই,
নহে কি ছায়ার গর্ভে জনম তোমার;—
অসম্ভব কোথায় সম্ভব?
গৌরব কোথায় তব?
সাধ হয় দেখিবারে,
সহজে না পাইবে উত্তর—
ভেবে দেখ মনে,
ভাগ্যহীন কেবা তব কৃপাধীন;
করি উপরোধ—দয়াময়,
দয়া ক'রে আমারে করো না দয়া।

শনি। যথা যাব, উচ্চাসন সেই মোরে দিবে।

লক্ষ্মী। ভাল দেখি, মহাপ্রলয় নিকট তবে
কোথা ভকত তোমার।

শনি। কর্ম্মক্ষেত্রে চলহ ধরায়,
কে ধার্ম্মিক চাহে তবাশ্রয়।

লক্ষ্মী। বৃথা কেন যাবে, কেন কষ্ট পাবে,
ঘরে ঘরে পূজে মোরে,
ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীবৎস রাজন্,—
তথা তব হবে কি বিচার?

শনি। ভাল, চল, তব ইচ্ছা যদি,
সংশয়-ভঞ্জন ত্বরিত হইবে তথা,—
হিত কথা বুঝিবে তখনি;
সত্য-ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীবৎস রাজন।

লক্ষ্মী। না কর সংশয়,
সভাময় উঠিবে সম্মানধ্বনি;
সভাস্থ সকলে
চক্ষে হস্ত দিবে তোমা হেরি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

রাজ-সভা।

(শ্রীবৎস, মন্ত্রী ও সভাসদ্ আসীন)

শ্রীব। কর ধন বিতরণ,
বৃথা পরিশ্রম বুঝাতে দরিদ্রগণে:
ধনহীন—মতিহীন চিরদিন,
কাল্পনিক দুঃখ সদা তার,
নিজ কর্ম্মদোষে দীনতা তাহার,
না করে বিচার,
রুষ্ট হয় হেরি সুখী জনে,
ভাবে মনে মনে,
ধনবান্ সদা করে অসম্মান।
শোচনীয় অবস্থা এ সব,
কিন্তু বল কি উপায় আছে?
শুন আবেদন,
ধনি আছে, বণিক্ নগরে,
দান নাহি করে,—
শাসন করিতে কহে মোরে।—
আহা ক্ষুধার জ্বালায়,
বিবেচনা নাহি রয়?
আমি বলি, কেমনে কৃপণে দাতা করি,
বাণিজ্যেতে লক্ষ্মী চিরবশ,
বণিক্-পীড়ন,
কদাচন উচিত না হয়;
দেখ, অন্য কিবা আবেদন।

মন্ত্রী। আবেদন অধিক নূতন।
শ্রমজীবী দীন কয়জন,
জানায় রাজন্,
অতি পরিশ্রমে দিনপাত হয় সবাকার,
নগরে বাহুক নামে বিখ্যাত বণিক্,
যাহার অর্ণবতরী ভ্রমি ভূমণ্ডল,
নিত্য আনে কোটি কোটি ধন;
তার কার্য্যালয়ে,
আবেদনকারী দীনগণ,
পরিশ্রমে করে দিনপাত,
কহে সবে, অতি পরিশ্রম—
অত্যল্প অর্জ্জন,
তাহে কষ্টে হয় দিনক্ষয়,
জানায় সভায়, প্রহরেক ছয়,
কর্ম্মে রহে নিয়ত সকলে,
নিবেদন—মহারাজ করুন নিয়ম,
যাহে,
অল্প কষ্টে অধিক উপায় হয়।

শ্রীব। দেহ ধন,—
কি বিচারে বণিকেরে করিব বারণ?
ইচ্ছা নাহি হয়, স্থানান্তরে যাক্ সবে
আছে অন্য উপার্জ্জনস্থল,
কি নিয়মে বণিকে শাসন করি?

সভা। মহারাজ, অধিক পীড়ন,
যার শ্রমে হয় উপার্জ্জন,
ক্ষুধায় কাতর তারা,
কোথা যাবে কোথা স্থল পাবে,—
প্রজাবৃদ্ধি রাজ্যে অতিশয়,
দিন দিন শ্রমের সময় বৃদ্ধি পায়,
উপার্জ্জন অল্প তত।
যদি কেহ করে অস্বীকার,
বিদায় তখনি তার,
অন্য শত শত জন করে আবেদন
পাইতে তাহার স্থান,
নাহি কি নিয়ম মহারাজ,
যাহে সামঞ্জস্য হয় সবে?

শ্রীব। অন্য কি নিয়ম,
নিয়োজিত রয়েছে ব্রাহ্মণ,
ধর্ম্মকথা ঘরে ঘরে কয়,
দানে পুণ্য অতিশয়
জানাইছে জনে জনে।

মন্ত্রী। আছে বহু আবেদনপত্র আর,
শুন সমাচার,
ধনবান্ নাহি করে অর্থ বিতরণ।

শ্রীব। পাঠের নাহিক প্রয়োজন।
কহ কোষাধ্যক্ষে দেয় ধন।

মহারাজ! মম মতে আবেদনপাঠ,
তি প্রয়োজন.
রায়ণ-প্রতিনিধি ছত্রধারী রাজা,
ার কি বেদনা,
হে কি উচিত প্রভু, জানিতে সকল?
মর্ম্ম এক, অন্যায্য যাচিঞা সব,
পব্যয় সময় কেবল
নিতে সকল কথা।
মন্ত্রী মহাশয়,
াজপদ নহে সাধারণ,
শু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি
নোব্যথা জানায় ঈশ্বরে,
ন্যায্য সকলি,
ব প্রভু, করুণা-আকর,
নরন্তর বুঝেন বেদনা,
ায়মত পূরান সবার কামনা।
প্রজা কয়জন করে আবেদন,
ুচ্ছ নহে মানব-বেদনা,
কবা কার মনের বিকার,
ানিতে উচিত, মহাশয়!
হে মিথ্যা কথা,
নীর পীড়নে পীড়িত দরিদ্র জনে,—
াহা, হীন যাহা, প্রশ্রয় লইতে
াহি করে ত্রুটি কেহ,
াত্ত-দানে আজি দুঃখ যাবে,
লা কি উপায় হবে?
আছে কি উপায়—
ত্তি বৃদ্ধি কি নিয়মে করি?
ৃত্য যার সেই বৃত্তি দিবে,
লে যদি করি এ নিয়ম,
মর-অনল প্রজ্বলিত হবে রাজ্যময়,—
নবলে প্রবল বণিক্‌দল,
প্রজার সংহার রাজ্য হবে ছারখার।

(জনৈক বাতুলকে লইয়া কোতোয়ালের প্রবেশ)

তো। মহারাজ! এই দুরাচার একজন,
বৃত্তি কিছু নাই,
করে উন্মাদের ভাণ,
সুধালে না কথা কয়,
কোথায় বসতি কেহ নাহি জানে,
নিশ্চয় এ হবে দুষ্ট জন।

মন্ত্রী। কে তুমি কোথায় বসতি তব?

কোতো। কোন কিছু না দিবে উত্তর।

শ্রীব। ছাড়হ কোটাল;
জীর্ণ-শীর্ণ হেরি তব কায়,
হয় অনুমান, অতি দীন জন তুমি,
ভয় নাই কহ সত্য বাণী,
ক্ষুধার্ত্ত কি তুমি?
কিংবা পিপাসায় শুষ্ক তালু না সরে বচন?
জ্ঞান হয় অতি ব্যথিত হৃদয় তব,
রাজা আমি,
মনোব্যথা জানাইতে হয় মোরে।

মন্ত্রী। এ কি! বাতুল নিশ্চয়,
অথবা বিদেশী ভাষা নাহি বুঝে

শ্রীব। না—না, অতি দীন,
ভয়শূন্য অতি বেদনায়,
হৃদয় প্রস্তরময় এবে,
নাহি ভয় আত্ম-বিসর্জ্জনে।
শুন হে অপরিচিত,
পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু
যদি কেহ থাকে হে তোমার,
ভাব সেই আমি,
নহি রাজা, বন্ধু তব জেন ওহে দীন!

মন্ত্রী। হাসিতেছে প্রত্যক্ষ দেখুন মহারাজ!

শ্রীব। স্থির হও মন্ত্রিবর,
ভাল, পুত্র কন্যা কেহ কি হে নাহি তব?
নাহি জীব ভবে,
যারে তুমি ভাবহ আপন?
ভাব সেই জন আমি।
সত্য কহি,
তব বেদনায় ব্যথিত হৃদয় মম,
দেখ—আমি রাজা,
তুমি অতি দীন,
তব সনে মিথ্যা ভাণে নাহি প্রয়োজন।

(বাতুলের গমনোদ্যম)

কোথা যাও, কেন কথা কর অনাদর,
পরিচয় দেহ না আমায়,

বাতুল। বল্লে না তুমি বন্ধু ?
শ্রীব। সত্য বন্ধু আমি তব।
বাতু। ভাল, বন্ধু,ছেড়ে দাও, আলোয় আলোয় চলে যাই।
শ্রীবৎস। দেখ তুমি সম্বল-বিহীন।
বাতু। কেন, কিছু দিয়ে যেতে হবে নাকি ?
শ্রীব। দেখ, আমি রাজা, তুমি দীন, কি দিবে আমায় ?
বাতু। কথায় কাজ নাই, ঘা কতক মেরে ছেড়ে দাও, আর যদি বেশী বন্ধুত্ব কর, কারাগারে পোরো, আর গর্দ্দানা যদি নিতে চাও, তাতেও বেশী আপত্তি নাই।
শ্রীব। হে দরিদ্র! অন্ন যদি দিই ?
বাতু। কাজ কি আর,সাত দিন কেটেছে—তিন সাতে একুশ দিন গেলেই অন্নের হাত এড়াই।
শ্রীব। সাত দিন অনাহারী তুমি ?
বাতু। কেন, ক ঘা বেত মারবে বুঝে নিচ্চো, দু দশ ঘায় মরবো না, একটু মুখে জল দিলেই চেতে উঠ্‌বো।
শ্রীব। শুন, রহ রাজপুরে,
বুঝিয়াছি অবস্থা তোমার,
পরিবার আছে কি হে কেহ ?
বাতু। অন্য অন্য লোক আমাকেই বেত মেরে ছেড়ে দেয়, তুমি কি সপরিবার এক গাড় কোর্‌বে ? কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে যো যমে রাখে নাই, কমলার কৃপায় এক এক ক'রে নিয়ে নিয়েছে।
শ্রীব। অতি শোচনীয় অবস্থা তোমার,
বাক্যে মম করহ প্রত্যয়, নাহি ভয়।
বাতু। বলি, ভয়টা কি, কিছু বিশেষ দেখছ ?
শ্রীব। আত্মঘাতী হইবারে চাহ,
জান আত্মঘাত গুরুতর অপরাধ,
রাজদ্বারে দণ্ডনীয় ?
বাতু। বন্ধু, মনের কথা এক এক কোরে খোল, আমি আঁচ করেছিলাম, নিরিবিলি মর্‌বার যো নাই।
শ্রীব। প্রাণ অতি অমূল্য রতন,
উপায় থাকিতে
কেন দিবে বিসর্জ্জন ?
রাখ ঈশ্বরে প্রত্যয়,
চিরদিন সমান না রহে কার।
বাতু। আমি ও কথা শুন্‌ব কেন, অ
বিশ বৎসর দেখে আস্‌ছি—বিনি তিনি তেমনি, আমি যেমন, তেমনি।
শ্রীব। ভাল, মরিবে সংকল্প তব,
না হবে খণ্ডন,
কিন্তু এক উপরোধ রক্ষা কর মোর.
ইচ্ছা হয় ম'রো কালি,
আজি কিছু অন্ন পানি খাও রাজপুরে
বাতু। উপরোধ রাখ্‌তাম, কিন্তু বড় পা
ড়ায়, আর বড় পেট কচলায়, অ
সাত সাত দিন তো এমনি ক'রে কা
প্রাণ রাখতে যে নেহাৎ নারাজ ছি
তা নয়, কিন্তু সুবিধা কিছু কম,আর উ
পানে আত্মহত্যাও কোত্তে হয় না,
দিনও উপবাস থাক্‌তে হয় না, এরিই
কিল লাথিতে এক রকম হয়। কো
সাহেবের কিলে বোধ হয় সাত
এগিয়েছি। বন্ধু, উপরোধ রাখতে পা
না। চৌদ্দদিন পেছুতে পারি না,চৌদ্দ
কেন একুশ দিন বল—আর এক কে
লিতে গিয়ে টেনে টুনে পৌছুতে পার
আজিই এক রকম হবে।
শ্রীব। কোতোয়াল,
এই দরিদ্র দুর্ব্বলে তুমি করেছ প্রহার ?
কো। না মহারাজ!
শ্রীব। গুরুতর অপরাধ,
মিথ্যা তাহে না কর সংযোগ,—
পশ্চাৎ বিচার।

(শনি ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

শ-ল। জয় হোক, মহারাজ!
শ্রীব। অলৌকিক দিব্যজ্যোতি, দেখি হয় ভ
কেবা দোঁহে দেহ পরিচয় ?
অজ্ঞ আমি,
শিখাও আমায় কেমনে পূজিব দোঁহে।
শনি। মতিমান্‌, তুমি মহারাজ,
যশ তব খ্যাত ত্রিভুবনে,

বিচার কারণে আসিয়াছি দুই জনে
সুবিচার কর, মহারাজ!
গ্রহপতি রবির তনয়,
শনি নাম খ্যাত লোকময়,
জলধি-নন্দিনী কমলা আমার সনে।

ণ। মহারাজ,
পরস্পরে হয়েছে বিবাদ,
কেবা বড় কেবা ছোট,
আমা দোঁহা-মাঝে?

। সফল জনম,—
দেব, দেবি,
কৃতাঞ্জলি করি নিবেদন,
দাস প্রতি এত কৃপা যদি,
আসন লউন দোঁহে।

নি। জান বহুকার্য্যে রয়েছি ব্যাপৃত,
বসিবার নহেক সময়।

লী। বসিবারে নারি,
বিচার করহ, রাজা!

ব। দোঁহার চরণে এই মিনতি আমার,
তুল্য দোঁহে।
আমি ক্ষুদ্রমতি,
ছোট বড় বিচার করিতে নারি।

নি। বিচার রাজার ক্রিয়া।

লী। নির্ভয়ে বিচার কর, মহারাজ!

ব। শুন মা, কমলা,
শুন, গ্রহদেব,
আজি মম মতি নাহি স্থির,
বিচার করিতে নারি,
কল্য প্রাতে
ভাগ্যফলে পেলে দরশন,
যথাজ্ঞান করিব বিচার।

লী। জয় হোক্ মহারাজ!

নি। কল্য প্রাতে?

[উভয়ের প্রস্থান।

ব। মন্ত্রি, সর্ব্বনাশ হলো উপস্থিত।

মন্ত্রী। ভাবি তাই, মহারাজ,
শনিদেব সহসা উদয়!

ব। কমলার সনে
কারে ছোট কারে করি বড়,
বুঝিলাম দৃঢ়,
দেবতা বিমুখ মম প্রতি,
নারায়ণ, তব ইচ্ছা বলবান্!
সভা ভয়ঙ্কর আজি।
হে দরিদ্র, দুঃসময় উদয় আমার,
কর উপকার,
উপবাসী ত্যজ না এ পুর,
এস মোর সাথে।

(বন্দিগণ নেপথ্যে।) (গীত)

পূরবী-গৌরী—চৌতাল।
তরুণ অরুণ প্রখর তপন,
অস্তাচলগামী নেহার রাজন্;
সময় সমীরণ জিনিয়ে গমন,
বহে কাল যেন রহে হে স্মরণ।
গৌরব ছবি নেহার মেদিনী,
আসিবে বেড়িবে তিমির যামিনী।
জীবন-উৎসব, উঠে জনরব,
নিদ্রা-আবরণে বেড়িবে নীরব।
আসে মহাদিন মহানিদ্রাধীন,
ঘুমাইবে আর না হবে চেতন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

পূজা-গৃহ।

(চিন্তা ও সখী)

চিন্তা। (গীত)

হাম্বির-খাম্বাজ—একতালা।
কিঙ্করী তব করুণাময়ী করুণা কর কমলা,
ও মা রমা দেখ ভুল না ভুল না।
ডরি মা তুমি মা চপলা,
রমেশ-রাণী রাঙ্গা পা দুখানি,
দিও মা দাসীরে কমলপাণি,
হীনা সদা মতি চঞ্চলা, অধুবালা হও মা অচলা।

দেখ সখি,
অপূর্ব্ব সৌরভে পূর্ণ পূজাগৃহ আজি,
দেখ কি অপূর্ব্ব জ্যোতি ভাতে !

(দৈববাণী)। স্বর্ণ-রৌপ্য সিংহাসন করহ নির্ম্মাণ,
অচলা রহিব আমি রহে যদি মান।

চিন্তা। এ কি ! দেবমায়া বুঝিতে না পারি,
কালি দিব স্বর্ণ-রৌপ্য-সিংহাসন।
সখি, কিছু কি বুঝিলে,
"রহে যদি মান।"

(গীত)

ইমন-গা —একতালা।

মানময়ী তুমি, তোরি মানে মানী,
তোরি মানে মা গো আমি রাজরাণী,
ছাড় ছলনা মা গো বল
কাঙ্গালিনী কিসে রাখি মান।
কেশব-বাসনা কমল-আসনা,
ধর পূজা, পদে রাখি মা প্রাণ।
অবলা ললনা করুণা-নয়না,
শত দোষী পদে কর মা মার্জ্জনা,
নাহি জানি পূজা,
বল মা অম্বুজা কমল-চরণে করিব কি দান।

সখি, বুঝিবারে নারি,
তুচ্ছ স্বর্ণ রত্ন [illegible]
কমলার কিবা প্রয়োজন,
বুঝিতে না পারি
সদয়া কি নিদয়া মা সাগর-ঝিয়ারী,
কালি গোড়ে দিব
নানাবর্ণ-মণ্ডিত আসনদ্বয়,
কিন্তু মম সংসয় না হয় দূর,
ঘটিবে যা আছে মার মনে।

লক্ষ্মী। (নেপথ্যে) (গীত)

ইমন-ছায়া—একতালা।

আদরে রাখিলে ঘরে আমি তো
তার কাছে থাকি,
নইলে কি রইতে পারি যাই যেখানে
নে যায় আঁখি।
জানি নি কেন আসি,
কেন কারে ভালবাসি,
ইচ্ছা করে মরি ঘুরে
বুঝতে নারি মনের ফাঁকি।

চিন্তা। মরি, কিবা সুন্দর সঙ্গীত !
শ্রবণ মোহিত শুনি,
বিদেশিনী কে কামিনী আসে ?

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। (গীত)

ইমন-ছায়া—একতালা।

কলঙ্ক হেরে চাঁদে প্রাণ আমার সদাই কাঁ
সঙ্গোপনে কমলবনে মনের কথা মনে রা
খসে হীরা হাস্‌লে পরে,কাঁদি যদি প্রবাল ঝ
যে আমার দুঃখের দুঃখী,
আমি তারি, তারে ডাকি।
ঘুমা'ল জাগ্‌লো না আর,
হলো খালি পা টেপা সার,
পারাবার একে আধার, আর কত আছে যা
মা, তোমরা পূজা কর কার ?

চিন্তা। গোলোকবাসিনী নারায়ণী,
সর্ব্বশুভদাত্রী লক্ষ্মী পূজা করি মোরা।

লক্ষ্মী। ভাল ভাল।

চিন্তা। কে মা তুমি ?
বিদেশিনী হয় অনুমান,
কি কারণ হেথা আগমন,
কয় গো বর্ণন, সতি !

লক্ষ্মী। (গীত)

ডাক্‌লে আমি রইতে নারি,
যে ডাকে তার কাছে আসি।
সলিলে সদাই ভাসি মিষ্টভাষী ভালবাসি
ডাকে যে সরল প্রাণে,
প্রাণ টানে মোর তারি পানে,
তারে কই মনের কথা তারি কাছে ব'সে হা
এসেছি জলে ভেসে, ঘুরে বেড়াই দেশ-বিদেশে
যে কথা কয় মা হেসে, হই গো তারি [illegible]

॥ জিনি বীণাধ্বনি
ব তানে বিহঙ্গিনী যেন গায়,
াণ ভরি মাধুরী বিহরে,
াহা, স্বরে কত সুধা ক্ষরে মা তোমার!
কন মা, কেন মা, ফের দেশে দেশে,
াদরে কি কেহ নাহি রাখে তোরে?
ীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি, কে তুমি না জানি।
সৌদামিনী মিলিছে অধরে,
শ্রাননে, সাধ হয় মনে,
তনে তোমারে রাখি ঘরে!
ক কঠিন জনক জননী,
লে ভাসায়েছে তোরে,
তি, নিরুদ্দেশী পতি কি তোমার?
াক মা হেথায় মমাগারে,
দখিবে—দেখিবে,
কি আদরে থাক তুমি আদরিণী।

(গীত)

*　　*

মণি গুণমণি আমার দেখে ঘুমিয়ে থাকে,
যায় গো, উঠে আর যদি কেউ তাকে ডাকে॥
মনের কথা বোলব কারে,
প্রাণ যেচে দেয় যারে তারে,
নারি মা বুঝতে নারি,
কার কাছে প্রাণ বাঁধা রাখে,
ারা দিন কেঁদে মরি, পায়ে ধরি যত্ন করি,
ভাব দেখে মা সদাই ভাবি,
কি ভাবে বশ করে তাঁকে।

রবে কি মা রবে মম ঘরে?

(গীত)

*　　*　　*

দেখিস আসবো ফিরে
আজ এখানে রইতে নারি,
কে কোথায় উপবাসী
কার হাতে মা আছে ভারি।
দেখবো কেমন আদর তোমার,
আর যে আসে বোস্‌বে এসে
রূপোর থালা রইল তারি।

(লক্ষীর অন্তর্দ্ধান)

চিন্তা। অপূর্ব্ব কুহক সম রমণী লুকাল,
নিরর্থ এ নহে কভু।
এও কহে স্বর্ণ-রৌপ্য-সিংহাসন-কথা,
এলো যেন পাগলিনী,
ব'লে গেল পাগলিনী পারা।
আহা, এখনও শ্রবণে
বাজে সেই মধুর সংগীত!
বিমোহিত-প্রায় কিছু না বুঝিনু,
রহিল পুতলি যেমন,
দেবলীলা—সন্দ কিবা আর;
রজত-কনক-সিংহাসন,
আর কে আসিবে, কে বসিবে?
স্থির কিছু করিবারে নারি,
চল যাই অন্তঃপুরে,
মহারাজ এসেছেন এতক্ষণে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(শ্রীবৎস)

শ্রীব। কারে শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট কাহারে কহি।
সুবিচার রাজার উচিত।
কিন্তু সুবিচারে হবে সর্ব্বনাশ।
তুল্য দোঁহে,
দেবতার ছোট বড় কিবা!
ছল মাত্র ছলিতে আমায়,
দোষী বুঝি দেবতার পায়,
কি চক্রে আমারে ফেলিলেন চক্রপাণি!
শনি—
কোপে তাঁর সর্ব্বনাশ,

না—না, এ তো নয় সুবিচার।
যা হবার হবে মম বিচার করিব,
ভবে কীর্ত্তি রেখে যাব,
বিচারে না ছিনু পরাঙ্মুখ।
কিন্তু কে ছোট কে বড় ?
তুল্য—
যুক্তিতে সমান,
কিন্তু প্রাণ কারে বলে বড় ?
শনি,
নামে কায় কণ্টকিত হয়,
ভয়—মহাভয়, উদয় সে নামে।
লক্ষ্মী,
নাম নিলে প্রাতে ভাতে প্রাণ,
অভয় অভয় অভয় মায়ের পদ।
কিন্তু শনি,
রাজযোগ সুদৃষ্টিতে তাঁর,
কোপে রামচন্দ্র যান বনে।
কিন্তু হাহাকার কমলার কৃপা বিনা—
কে বড় কে ছোট ?

(চিন্তার প্রবেশ)

রাণি, সর্ব্বনাশ,
আজি শনি, কমলার সনে
অকস্মাৎ উদয় সভায়,
কে বড় কে ছোট,
জিজ্ঞাসিলা দোঁহে মোরে।
অঙ্গীকার করিয়াছি,
করিব বিচার কালি ;
বুঝিতে না পারি,
কি করি এ বিষম সঙ্কটে।

চিন্তা। জননী আমার !
এতক্ষণে বুঝিলাম কৃপা তোর !

শ্রীব। করে কৃপা ?
রাণি, সর্ব্বনাশ নাহি বুঝ !
দ্বন্দ্ব আজি শনি সনে কমলার।

চিন্তা। শুন মহারাজ,
পূজাগৃহে দেখিলাম যাহা,
অকস্মাৎ ভাতিল অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ,
অপূর্ব্ব সৌরভ-
গৌরবে বেড়িল পুরী,
হলো বাণী,
'স্বর্ণ-রৌপ্য-সিংহাসন করহ নির্ম্মাণ,
অচলা রহিব আমি রহে যদি মান।'
উঠিলাম প্রণমিয়া মায়,
দেখিলাম, বনবিহঙ্গিনী জিনি ধ্বনি,
কে রমণী আসে ধীরে ধীরে,
গায় বালা যেন উন্মাদিনী,
দেখিতে দেখিতে চ'লে গেল বিদেশিনী।
"দেখিস্ গো আসবো ফিরে
আজ এখানে রইতে নারি,
কে কোথায় উপবাসী,
কাজ হাতে মা আছে ভারি।"
আহা, সে মধুর স্বর
এখনও বাজিছে কানে।

শ্রীব। অপূর্ব্ব কাহিনী,
কিন্তু নাহি জ্ঞান, রাণি,
শনি প্রবল প্রতাপশালী,
উড়ে গেল গণেশের শির
গণেন্দ্র-জননী-কোলে,
নারিলেন শঙ্কর রক্ষিতে তাঁরে।

চিন্তা। মহারাজ, যা হবার হবে,
ভেবে কিবা ফল আর,
কিন্তু অবিচার করো না, রাজন্ ;
চিরদিন সমান না যায়,
কত দিন আপনি বলেছ, রাজা,
মান রহে তাঁর,
রাখে যে মানীর মান।

শ্রীব। রাণি, তুল্য মান,
রাখি কার মান,
কারে করি অপমান,
কেবা ছোট বড় কেবা বল ?
নরজাতি ক্ষুদ্রমতি,
দেবতার গতি বুঝিতে শকতি
কভু নাহি ধরে কেহ।
শনির কৃপায় কেহ রাজ্য পায়,
রাজ্য কার ছারখার কমলার কোপে,
তবে বড় কেবা কেবা [illegible]

কৃপাদৃষ্টি দোঁহার প্রবল,
কোপদৃষ্টি দোঁহার সমান।
শ। শুনি পাপগ্রহ শনি,
নারায়ণ-হৃদয়-রঞ্জিনী রমা,
যাঁর করুণায় ইন্দ্র স্বর্গ পায়,
থাকে কর্ম্মফল ভুঞ্জিব, রাজন্,
লক্ষ্মী নারায়ণ,
চিরদিন হৃদয়ে করিব পূজা।
জানিহ, রাজন্,
যথা লক্ষ্মী তথা নারায়ণ,
অন্নদার করুণা বিহনে
কে বাঁচিত ত্রিভুবনে?
এস, রাজা,
নাহি ভাব আর,
মান রাখ মার,—
যাচে মান আপনি কমলা এসে।
। রাণি, না জান কাহিনী—
ধর্ম্মময় শনি,
ধর্ম্ম বিনা
লক্ষ্মী কভু নহে স্থিরা,
দিয়ে ধর্ম্মভার যাচিছে বিচার,
অধর্ম্মে না রাখিব কাহার মান।
কাঁপে প্রাণ
ভবিষ্যৎ মনে হ'লে।
গুরুশ্রেষ্ঠ কে আছে কোথায়,
উপদেশ বলহ আমায়,
মহাদায়, যুক্তিতে নির্ণয়
কোনমতে নাহি হয়।
রাজ্যে শনি লক্ষ্মী ভেদ,
কিন্তু কার্য্য অভেদ দোঁহার—
সর্ব্বনাশ যার কমলা বিমুখ তথা,
শনি-কোপ তথা বিদ্যমান,
সুদৃষ্টি যথায়—
শনিদেব প্রসন্ন তথায়,
এ ভেদে, ভেদাভেদ কিসে করি?
ভয়,—যুক্তি সে তো নয়,
অস্থির, অস্থির—
পদ্মপত্র-জল টলমল প্রাণ,
এই যুক্তি এই শক্তি মানবের।
চিন্তা। ... বলি বিকল রাজন,

যথা ধায় প্রাণ মন,
তাঁহার চরণ
আলিঙ্গন কর না আদরে,
যদি অভেদ উভয়,
একের সম্মানে
অন্যের রহিবে মান।
যেই পুরুষ প্রধান,
যত্নে রাখে রমণীর মান,
ধর্ম্মবান্ আদরে নারীরে,
বীর্য্যবান্ রণে দেয় বিসর্জ্জন প্রাণ,
রাখিতে নারীর মান,
অবলার বল সর্ব্বত্র প্রবল—
হীন যেই সেই নাহি বুঝে,
ভয়ে সেই নাহি পূজে রমণীরে।
শ্রীব। না—না,
ক্ষিপ্ত হব এ ভাব না হলে ত্যাগ,
চিন্তা চিন্তার্ণব জগৎবিপ্লবে যেন।
অস্থির—অস্থির সব,
দোলে প্রাণ, দোলে,
ব্যাকুল, আশ্রয় চায়,
কি উপায় কে কবে আমায়!
রাজা,
আজি প্রজা কিংবা তুমি সুখী!
আজি কেবা প্রজা-মাঝে
সন্দেহ-মণ্ডলে ঘোরে।
গরল-আগার হৃদয় কাহার!
বিচার করিতে নারে,
ভয়ে প্রাণ কণ্টকিত কার,
ভবিষ্যতে শ্মশান কাহার!
কেবা ভাবে বুঝি রাজ্য যাবে,
কেবা ভাবে,
বুঝি হৃদয়ের রাণী
কাঙ্গালিনী হবে কালি,
শনি কার সাক্ষাৎ উদয়,
মহাভয়ে কার প্রাণ কাঁদে?
চিন্তা। প্রভু,
এ অকূলে ভাবিয়ে কি পাবে কূল?
ভাবিয়ে কি হবে,
যাহা প্রাণ গাবে,
বিচারে বলিছ রাজা।

শুন, নৃপমণি,
উপদেশ দেছেন জননী,
গড়িবারে তুই সিংহাসন,
কনক-আসন —
যারে ইচ্ছা দিও, হে রাজন্ !
যদি গ্রহ-কোপে রাজ্য-ধন যায়,
নারায়ণ দিবেন উপায়,
দীন-দয়াময় নাম তাঁর।

শ্রীব। কোথা দয়াময়,
এ সময় কোথা নারায়ণ !

[শ্রীবৎসের প্রস্থান।

চিন্তা। এ কি সর্ব্বনাশ ! এখনি উদয় দেখি !

[চিন্তার প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান-মধ্যস্থ কক্ষ।

(বাতুল)

বাতু। আজ একটা রকমারি বটে, রাজ্‌টার বন্ধুর রকম ভাবটা। চায় কি, কেমন করে জলে ডবে মরে, দেখ্‌বে ? তা তো আর একটাকে ধোরে পারে। না বাবা, ঘুম হবার যো নাই, আজ রাস্তার সেই সুকোমল কাঁকর নাই, আর মাঝে মাঝে কোটাল-সাহেবের হুঙ্কার নাই, আবার বিধমস্য বিষমং উদরে অন্ন পড়েছে। আহা, যদি শনি জানতুম তো খানিক স্তব কত্তম যে, করুণাময়, আমার প্রতি একচোট কৃপা কেন ? বিচার করবার লোক পেলে না—রাজা ধোত্তে গেলে ? আমার কাছে যদি আস্‌তে, তোমায় দু'দশ বাহবা দিতুম ; কিন্তু রাজার বড় গতিক ভাল নয়, আমি শনির প্রাণের দোস্তো, আমার বারণা দাও বাড়ীতে। মনটা বড় রকমারি জিনিস,—সকালে বলে মর, বিকালে খালি গদিতে শোও। এত. দিনের রাজা হচ্ছেন আত্মীয়, ইচ্ছা কচ্ছে আয় হা হা ক'রে হাসি, পেটে অন্ন পোড়ে এসে খাড়া হয়েছেন। বলি, ঘুমুবি কি—দেখবে শালা বেশী দেরী নয়, ক সকাল হোক, ফের শোওয়া চাস্ না। ছি প্রাণ, তুমি বড় হুজুগে।

(শয়ন)

(শ্রীবৎসের প্রবেশ)

শ্রীব। ঘূর্ণিত—ঘূর্ণিত মস্তিষ্ক মম,
অগ্নিশিখা জ্বলে শিরে,
ধীরে ধীরে কর আঘাত হৃদয়,
নহে ফাটিবে নিশ্চয়,
উঃ ! অতি দীর্ঘ যামিনীর কায়া,
যাহা হয়, কেন নাহি করিনু বিচার—
কোথা—কোথা যাব, কোথায় জুড়াব।
যুক্তি, কহ শক্তি কোথা তব ?
জ্ঞান, কেন নাহি অভিমান আর ?
অহঙ্কার, কোথা তুমি ?
আসিছে প্রভাত,
শনি লক্ষ্মী আসিবে সভায়।
স্থির হও স্থির হও মস্তিষ্ক আমার,
বুঝিলাম ক্ষিপ্তের যন্ত্রণা,
পল যুগ সম যায়,—
নিশা নাহি হবে অবসান।
এস লক্ষ্মী, এস শনি,
মনে যাহা উঠে ব'লে দিব,
নিশ্চিন্ত হইব,
আরে, চিন্তাবেগ সহিতে না পারি ;
সর্ব্বনাশ কিবা হবে,
রাজ্য যাবে—যাবে সে তো একদিন,
মৃত্যু হবে—আছেই মরণ !
না—না, দরিদ্রতা-ছবি কি ভীষণ।

বাতু। এই যে, কোটাল সাহেব পাইচারী কচ্ছেন, এই হুঙ্কার দিলেই ঘুম ভাঙ্গবে, এখন কোটালসাহেব, কোকিলের বাবা, ডাক দিলেই প্রাণ মোহিত। বলি,

কোটালসাহেব, একবার হুঙ্কার না দিলে কি রাজার ঘুম হয়? না, এই এখানে চরা কচ্ছেন। না—না, এ তো কোটাল নয়, রাজার মতন দেখ্ছি যে! দেখ্ছি আমি জাগ্রত, একদিন এসেই রাজার নিদ্রা ত্যাগ।

। সুষুপ্ত স্বভাব,
কে অভাগা মম সম জাগে,
আশাপূর্ণ অর্ণব-মাঝারে
কার প্রাণ ওঠে নাবে?
কেবা ঈর্ষা কর রাজার বৈভব,
এস, দেখ অন্তর আমার,
অতি ভার—অতি ভার
রাজারে বহিতে হয়।

। রাজা যা করে করুক না, তোর কি?
না—না, পাঁচ রকম তো দেখা চাই।

। শীঘ্র যদি না ফোটে প্রভাত,
নিশ্চয় উন্মাদ হব,
এই তরু, এই তারা,
না—না, শনি লক্ষ্মী তারায় তরুতে।
এ কে? প্রান্তের সে দীন জন।
কি হে তুমি জাগ্রত এখন?

। বলি শনি লক্ষ্মী তো আমার চক্ষেও পড়েছেন দেখছি, এ দুটো হয়েই মুস্কিল, একটার আমলে একটু নিদ্রা হয়।

। কে বলে হে বাতুল তোমায়, জ্ঞানগর্ভ কথা কহ।

। আমার জ্ঞানগর্ভ কথা, না হলে মহারাজের সাম্নে শনি এসে উদয় হয়, ভেবে দেখুন, ভাবনাটা কিছু একঘেয়ে রকম। এক রাত্রে যে ওর অন্ত পাবেন, এমন তো আমার বোধে আসে না; মহারাজের এমন কি বেয়াড়া মেধা যে, বিশ বৎসরের কাজ এক রাত্রে কোরবেন? সবে মহল দখল কোচ্ছে কি না, একটু জোর-দস্ত আজকে আছে, মহল শাসিত হলে একঘেয়ে চল্বে।

। হে দীন, আমি অতি দীন,
সত্য বন্ধু তুমি মম,
সংসর্গে তোমার বিরাম আনিছে প্রাণে।

বাতু। অমন বিরাম আসবে যাবে, ওর ওপোর নির্ঘাত বিশ্বাস রাখবেন না; আমি হররো ক'রে ওরে পড়ে নিয়েছি।

শ্রীব। দেখি আশ্চর্য্য স্বভাব তব,
নিজ দুঃখ কর উপহাস।

বাতু। মহারাজের দুঃখের সঙ্গে নূতন আলাপ, আমার বহুদিনের প্রণয়, দুটো একটা ঠাট্টা বটকেরা চলে।

শ্রীব। জ্ঞান হয় অতি দুঃখী তুমি।
শুনিতে কি পাই তব দুঃখের কাহিনী?

বাতু। সংক্ষিপ্ত-সার শুনে নিন। জল হলো না, খাজনা দিতে পারলেম না—বড়ছেলেটার বুক ডলে মেরে ফেল্লে, আর আমায় জেলে দিলে, মাগীটাকে টেনে নিয়ে গেল, ছেলেগুলাও অন্নাভাবে মারা গেল, জেলের পর ভিক্ষা, তার পর চুরী, তার পর ফের জেল, আর শেষটা মহারাজের দেখা আছে।

শ্রীব। তবে কি হেতু না করিব বিচার?

বাতু। তাই কর্বেন, ঘুমুন গে।

শ্রীব। কিন্তু কি বিচার করি?

বাতু। সেই জন্যই বল্ছি মহারাজ! বিচার কত্তে পার্বেন না, সত্য খুলে বলাই ভাল, না হয় স'রে পড়ুন।

শ্রীব। কমলার হবে আগমন,
দোঁহাকার হবে অপমান,
কিসে রহে উভয়ের মান?

বাতু। বলি, মহারাজ তো উভয় কুলই রাখ্তে চাচ্চেন, যদি সমান মান রাখ্তে চান তো উভয়কেই অপমান করুন।

শ্রীব। সর্ব্বনাশ নিতান্ত আমার,
উপায় না দেখি আর।

বাতু। সেইটিই কোন্ স্থির কত্তে পাচ্ছেন, তা হ'লে তো ঘুম আস্তো।

শ্রীব। হে ভিষক্,
অতি কটু ব্যবস্থা তোমার,—
ভোগলুব্ধ প্রাণ
সে ঔষধ নাহি চাহে,
সর্ব্বনাশ যদিও উদয়,
তবু না চাহে হৃদয় এড়ায় করিতে কথা।

বুঝিতে না পারি,
ছায়াবাজীপ্রায়
শনি-কোপে সকলি কি যাবে,
রাজ্যময় পড়ে যাবে হাহাকার—
তবে কোথা প্রভাব রমার?
না—না, লক্ষ্মীবান্ কহে লোকে,
সে লক্ষ্মীর না করিব অপমান;
প্রভাত-সমীর এ হেন সুন্দর,
কভু নাহি ছিল জ্ঞান।

বাতু। ঐ যা বল্‌ছেন মহারাজ, শনির কৃপায় কিছু জ্ঞানের বৃদ্ধি পায়; দেখেন নাই সকালে ম'রে মজা পাব ব'লে মত্তে যাচ্ছিলুম, কিন্তু কমলা উদরে আসাতে সে জ্ঞানের কিছু বৈলক্ষণ্য জন্মেছে। শনি লক্ষ্মী দু'পাশে আছেন, মাঝখানে আছেন ভয়—ঐ ভয় মহাশয়কে একটু ঠাণ্ডা কর্‌তে পারেন, তা হ'লেই আপদ্ চোকে।

শ্রীব। ভীরু প্রাণ,
বিচারে হতেছ পরাঙ্মুখ;
বড়, অবশ্য কমলা বড়,
নহে কেন প্রাণ ধায় তাঁর পায়।
হবে যা আছে কপালে,
ভয় কিবা?
দুঃখ জয় করে নরে,
জীয়ন্ত দৃষ্টান্ত হের সম্মুখে তোমার।
যাঁর করুণায়
এত দিন ভুঞ্জিলাম মহা সুখে,
তাঁর অপমান কদাচিৎ না করিব।
শনি, গ্রহ মাত্র—
লক্ষ্মী, নারায়ণ-হৃদিবিলাসিনী।
হে মহিষি,
যুক্তি তব করিব গ্রহণ,
স্বর্ণ-রৌপ্য-সিংহাসন,
হও মা, সদয়—
রাখিব তোমার মান;
কিন্তু শনি-কোপে নারায়ণ শিলারূপী,
বলবান্ প্রভাব শনির।
ওহো! পুনঃ ঘোরে মস্তিষ্ক আমার,
পুনঃ হয় অস্থির হৃদয়।

[শ্রীবৎসের প্রস্থান।

বাতু। তুমি কার মান রাখ্‌বে—তুমি ... কমলার মান রাখ না, পেটে অন্ন পড়ে... একটু কেন ঘুমোও না? না—না, ... তোমার প্রাণের মণি;—যাই, ওদিকে ... বার কাঁকরগুলোর উপর পড়ে এক... দেখি, যদি গায়ে ফুট্‌তে ফুট্‌তে ... আসে—এ নরম গদিতে সন্ত সন্নিপাত ...

[বাতুলের প্রস্থা...

(চিন্তার প্রবেশ)

চিন্তা। কৈ, হেথাও তো নাহি মহারাজ!
সর্ব্বনাশ! কি হবে কি হবে,
কমলার কিসে মান রবে,
নাহি জানি কি করিবে রাজা।
শূন্য মন
না শুনে বচন,
ভোজন শয়ন ত্যাগ,
চিন্তানল দারুণ প্রবল হৃদে,
কিসে করি সুশীতল?
শনি দুরন্ত দেবতা,
দৃষ্টি-যথা,
তথা লোকে হাহাকার!
কিবা অধিক বিচার,
লক্ষ্মী শ্রেষ্ঠ সন্দেহ কি তার,
কিন্তু রাজারে বুঝিতে নারি।

(শ্রীবৎসের প্রবেশ)

এই বুঝি আসে মহারাজ।

শ্রীব। না—না, নির্ণয় করিতে নারি,
যা হবার হবে প্রাতে;
প্রাণ, তুমি অতীব চঞ্চল,
কোন মতে নিবারিতে নারি।

চিন্তা। মহারাজ, চিন্তা কর দূর,
লক্ষ্মীর কৃপায় সকলি হইবে শুভ,
কিন্তু নাথ,
একান্ত কপালে যদি থাকে দুঃখ-ভো...
কর্ম্মফলে যদি হয় দুর্দ্দিন উদয়,
কিবা ভয় তায়?
দুঃখে প্রাণ ধরে নরে,

ওহে মতিমান্, নহে ত বিধান
শোক করা ভাবী দুঃখ ভাবি ;
শুনিয়াছি শ্রীমুখে তোমার,
চক্রাকারে দুখ-সুখ ঘোরে ;
ধরি নর-কায়,
সমভাবে কভু নাহি যায় ;
তবে কিবা খেদ তায় ?
দিয়ে আত্মবলিদান,
রাখে লোকে মানীর সম্মান,
তাহে নাহি হও পরাঙ্মুখ।
নাথ, ভুঞ্জিয়াছ সুখ,
ঘটে যদি, দোঁহে মিলি ভুঞ্জিব হে দুখ,
ফলিবে যা অদৃষ্ট-লিখন,
না হবে খণ্ডন,
তবে অকারণ সুখের সময়
দুখ ভাবি, কেন করি দুখময় ?

শ্রীব। রাণি, তব বাক্য করিব গ্রহণ,
যদি যায় প্রাণ
তবু কমলার রাখিব সম্মান,
কিন্তু ভাবি, একা আমি নাহি হব দুখী,
মম দুখে দুখী হবে বহুজন ;
যা হবার হবে,
চল যাই প্রাতঃক্রিয়া হেতু।

[উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাজ-সভা।

(মন্ত্রী ও সভাসদ্)

মন্ত্রী। স্বর্ণ-সিংহাসন কর দক্ষিণে স্থাপন,
বামে রাখ রজত-আসন।

সভা। মন্ত্রী মহাশয়,
বিচার কি হ'লো স্থির ?

মন্ত্রী। নহি জ্ঞাত,
এইমাত্র আজ্ঞা মম প্রতি,
দুই পাশে স্থাপিবারে দুই সিংহাসন।

সভা। কি দুর্দ্দৈব !
একি দ্বন্দ্ব দেব-দেবী-মাঝে ;
ভবমাঝে কেবা ছোট কেবা বড় ?

মন্ত্রী। কারে ছোট কারে বড় বলি,
মহারাজ করেছেন স্থির,
নহে ভিন্ন দুই আসন কি হেতু ?
কিন্তু অলক্ষণ,
শনি-আগমন,
শুভ তাহে নাহি হয়,—
আসিছেন বুঝি দোঁহে।

(শনি ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

পবিত্র করুন রাজপুর,
ভূপতি আগতপ্রায়,
করুন উভয়ে নিজ নিজ আসন গ্রহণ

শনি। সিংহাসনে বসি রাজা করিবে বিচার,
বামে লক্ষ্মী বসিবে তাহার,
এ নহে সঙ্গত,
আমি বসি এ আসনে।

লক্ষ্মী। অচলা রহিব তোর ঘরে,
এই স্বর্ণাসন হেতু।

(শ্রীবৎসের প্রবেশ)

শ্রীব। গ্রহদেব, কমলা জননি,
দাস করে প্রণাম চরণে।

উভয়ে। জয় হোক মহারাজ !

শনি। রাজা, ব'স সিংহাসনে,
করহ বিচার কেবা ছোট, কেবা বড় ?

শ্রীব। ধর্ম্ম তুমি,
আপনি বিচার করিয়াছ গ্রহদেব,
বসিলে আসনে
বামে হবে তব স্থান,—
কমলা দক্ষিণে,
শাস্ত্রে কয় দক্ষিণে প্রধান,—
কনক-রজতাসন প্রমাণ তাহার।

লক্ষ্মী। জয় হোক।
চিরদিন বাঁধা রব আমি।

শনি। তাচ্ছল্য আমায়,
অচিরে পাইবি ফল।
আমি ছায়ার সন্তান,
শীঘ্র রাজ্য হবে অন্ধকার।

[উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীব। মন্ত্রি, সভা ভঙ্গ কর আজি,
সিংহাসনে আজি না বসিব।

(নেপথ্যে শনি) অহঙ্কারে মোরে না চিনিলে,
দেখি, কোথা রহে কমলা তোমার!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(চিন্তা ও সখী)

চিন্তা। সখি, দেখিলে রাজায়,
জীবনে না হয় সাধ ;
নাহি পূর্ণ কান্তি আর,
মলিন বদন,
অন্যমন সদা মহারাজ।
শুনি মন্ত্রী-মুখে,
রাজকার্য্যে অনাদর দিন দিন
কি উপায় করি, বুঝিতে না পারি,
শনি-কোপ সদা জাগে মনে তাঁর ;
যদি বুঝাইতে যাই, উত্তর না পাই,
চলে যান দীর্ঘশ্বাস ত্যজি ;
কভু আসি কন ধীরে ধীরে,
সংসার অসার সব ;
সর্ব্বদা হুতাশ,
উদাস সকল কাজে,
সর্ব্বদা চঞ্চল,
এক স্থানে স্থির নাহি রন।
হায় হায়, কি হবে না জানি,
কি আছে বিধির মনে।
কৃপা কমলার,
আছে সকলি আমার,
তবে এ বিকার কি কারণ ?
সখী। মন্ত্রী ডাকি কর মন্ত্রণা মহিষি,
বুঝি সকলি শনির ছল,
অথবা পীড়িত রাজা,
রাজ-বৈদ্য ডাকি,
লহ রাণী সমাচার।
চিন্তা। হায়, সখি!
এ পীড়ার নাহিক ঔষধ,
বোধ মাত্র প্রতীকার,
কিন্তু রাজা বোধ নাহি মানে।
আহা! কি যাতনা প্রাণে—
দিবানিশি একা রহে নৃপমণি!
নাহি আর মৃগয়ার সাধ,
নৃত্য-গীতে নাহি ভোলে মন,
আগে আগে দেখিলে আমায়
হাসি না ধরিত মুখে ;
রঙ্গ-রস-হাস্য-পরিহাস,
ইহা বিনা না জানিত ভূপ ,
সখি, এবে যদি কভু কাছে;বসি,
আঁখি-জলে ভাসি,—
নীরবে ভূপতি,
শূন্য দৃষ্টি, মুখ-পানে চায়,
হায়! প্রাণে আর কত সয় ?
আহা সখি!
চেয়ে দেখ উন্মত্তের প্রায়,
বক্ষে শির পড়িয়াছে ঢ'লে,
ধীরে ধীরে পুতুলের প্রায় আসে রাজা।

[সখীর প্রস্থান।

(শ্রীবৎসের প্রবেশ

শ্রীব। জানি—জানি নূতন এ নয়,
সর্ব্বনাশ জানি সেই দিন,
জানি শনি-দরশনে ঘটিবে বিষম।
কে ও—মহিষী হেথায় ?
ভাল হলো, বলি হে তোমায়,
ঘোর বিপদ্ নিকট,
খণ্ডন নাহিক তার।
হের অট্টালিকা-ভূষিত নগরী,
শীঘ্র হবে বন,
বন্য পশুগণ
অগণন করিবে বিহার।
অনেক ভেবেছি তোমা হেতু,
কিন্তু কি করিব ক্ষুদ্র নর আমি,
কি উপায় হবে আমা হ'তে।
আগে নাহি জানি,
নহে হতভাগ্য আমি,

ভাগ্য অংশী কভু নাহি করিতাম।
রাণি—রাণি, সুখ আর নাহি এ ধরায়।
।। মহারাজ, বিজ্ঞ তুমি,
অকারণ কেন হও বিচঞ্চল ?
কিবা অভাব তোমার,
রাজ্য তব কি হেতু হইবে ব।
। কেন, কেন হবে বন ?
শুন তবে শুনহ কারণ :
।ওহো ! কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর ভীষ।
বিঘূর্ণিত আরক্ত-লোচন,
জল পান করিল আসিয়ে
স্নানের সে বারি।
আরে হীনমতি নারী
বুঝিলে কি,
বুঝিলে কি এতক্ষণে
কেন রাজ্য হবে বন ?
।। জ্ঞানবান্ তুমি মহারাজ,
কুক্কুরে করিল বারি পান,
অকল্যাণ তাহে কেন হবে ?
। অলক্ষণ—অলক্ষণ !
শরীরে আমার পশিয়াছে শনি।
প্রিয়ে, পূর্ব্বে তুমি দেখেছ আমায়,
দেখ, নাহি সে আকার,
একা ঘোর আশঙ্কায়—
জনপূর্ণ অট্টালিকা-মাঝে ফিরি,
ধরা বিষপূর্ণ,
সকলি আচ্ছন্ন,
আচ্ছন্ন রবির কর।
ছায়া—ছায়া চারিদিকে—
ছায়াপূর্ণ শীঘ্র হবে ধরা।
(নেপথ্যে ঘণ্টারব)
শুন—শুন, মন্ত্রণা-ভবনে
ঘণ্টা বাজে ঘোররবে—
দেখ, অসময়ে ঘোর ঘণ্টারব !
(নেপথ্যে ঘণ্টারব)
অলক্ষণ সব,
পুনঃ ঘণ্টারব,
যাই—যাই,
এখনও কি বুঝ নাই ?

[শ্রীবৎসের প্রস্থান।

চিন্তা। সত্য সর্ব্বনাশ,
সত্য ছায়া ঘেরিবে সংসার।
প্রাণ আমার,
অধীরতা এখন কি সাজে ?
মজে, সৃষ্টি মজে—
মজে রে প্রাণের প্রাণ !
এ সংসারে কি আছে রাজার ?
মরিবার দিন অনেক পাইবি।
শান্ত হও প্রাণ,
নহে নৃপতিরে শান্ত কে করিবে ?
ওহে শনি,
শুনি ধর্ম্মরাজ তুমি,
এ জন্মে যদ্যপি
পুণ্যকার্য্য কিছু থাকে মোর,
যদি—
নারী হয়ে হই দেব দয়ার ভাজন,
ক্ষম দোষ গ্রহরাজ !
যেবা শাস্তি হয়,
দাও প্রভু, দাও হে আমায়,
কৃপা করি কর দেব স্বামীরে মার্জ্জনা।
তুমি ধর্ম্মরাজ করহ বিচার,
দোষ সকলি আমার,
যদি পতিসেবা-পুণ্য থাকে মোর,
অর্পি আমি সে পুণ্য রাজায় ;
পাপে তাঁর কর অধিকারী,
দণ্ড দাও—দণ্ড দাও মোরে।
ফলুক পাপের ফল,
না হব কাতর,
নিত্য পূজা দিব হে তোমারে,
ধর্ম্মরাজ,
ভিক্ষা মাগে অভাগিনী,
পতি-ভিক্ষা দেহ তারে,
দেখি কিবা কার্য্য মন্ত্রণা-ভবনে।

[চিন্তার প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

রাজপথ।

(প্রজাগণ আসীন—ব্রাহ্মণবেশে শনির প্রবেশ)

শনি। আরে তোরা কেন ব'সে—যা, ধানের গোলা লুট কোর্‌গে। হৈ হৈ শব্দ শুন্‌ছিস্? উত্তরপাড়ায় লোক সব লুটে নিলে। দেখ দেখ, তোফা আগুন জ্বেলে দিয়েছে – যা, লুট কর, ঘর জ্বালিয়ে দে, বড় লোকের সর্ব্বনাশ কর, নৈলে আর উপায় নাই - যা, মার কাট লুট কর।

১ম প্রজা। হ্যাঁ ত, হ্যাঁ ত।

[প্রজাগণের প্রস্থান।

(বাতুলের প্রবেশ)

বাতু। বলি, হাঁগো হাঁগো করে চ লেছ কোথা?

শনি। শুনিস্ নি, যা– নইলে না খেয়ে মারা যাবি; ঘর জ্বালা, লুট কর—গোলা ভরা ফসল আছে।

বাতু। বলি ঠাকুর, আমি যে একখান ঘর বেঁধেছি, কি করে জান্‌লে বল দেখি?

শনি। তুই দাঁড়িয়ে কেন—যা, লুট কর গে।

বাতু। বলি, তোমার তো ঐ মড়িপোড়া গড়ন, তুমি কেন লুট কর না? আর লুট কত্তে যে বলে দিচ্ছ, কোটালে যখন বেঁধে নিয়ে যাবে?

শনি। কোটাল ক জন, আর তোরা কত জন, মেরে তাড়াবি। যা—যা, আগুন ধরা, লুট কর।

বাতু। ঠাকুর, তোমার রস কিছু বেশী; বলি, দেবতা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, শনির সঙ্গে কিছু সুবাদ আছে? আঁচ হচ্চে, তুমি তার মাস্‌তোতো ভাই।

শনি। তুই বুঝিস্ নি—কার জন্যে মমতা করিস্?

বাতু। আপনার জন্য, তুমি ঠাওরাচ্ছ কি তোমার জন্য ভাবছি? সে সব তোমার বোল্‌তে হবে না, আমি তেমন ও নই। বলি সাত সাত দিন যে উ করে পড়েছিলুম, তখন শেখাতে নাই লুট কর্‌তে? দেবতা, দাঁড়াটা দেরিতে দিতে এলে—বলি, যাও কে

শনি। তুই যাবি নি, আমি চল্লুম।

[শনির প্র

বাতু। না ঠাকুর, তোমার সুধু পেটের নয়, তোমার করুণা আরো গাঢ়।

(কোটালের প্রবেশ)

কোটা। ও রে বাপ রে, মেরে ফেলেছে ে

বাতু। কোটাল সাহেব, আজ অত অ হ'লে কেন, অমন তো করে থাক?

কোটা। ও রে বাপ রে!

বাতু। ও, এতক্ষণে বুঝলেম, একটু র ফের—মার নি,মার খেয়েছ।

(প্রহরিদ্বয়ের প্রবেশ)

প্রহ। আরে—আরে,
পালা পালা পালা।

[কোটাল ও প্রহরিদ্বয়ের প্রস্থ

বাতু। ভিড়ে মিশতে হ'লো বাবা, যে ও নিয়ে তাড়া কচ্ছে।

(প্রজাগণের পুনঃপ্রবেশ)

সকলে। মার, কাট, জ্বালিয়ে দে।

বাতু। মার্ কাট, জ্বালিয়ে দে।

১ম প্রজা। এই দিক্ জ্বালিয়ে দে।

বাতু। এইবার আমার ঘরখানি জল্‌বে (হয়, এতক্ষণ লঙ্কাকাণ্ড শেষ হ'লেও : পারে; বলি সেঙাত, তোমার যে ব ঐখানে।

১ম প্রজা। হ্যাঁ—যাক্ জ্বলে, সব সমান হে যাক্ জ্বলে।

বাতু। না, বাঁচাবার চেষ্টা সোজা নয়, আ দেওয়াই সোজা—যাক্ জ্বলে।

১ম প্রজা। না না, ইদিকে নয়, বেণেদের ব চল—বেণেদের বাড়ী চল।

[সকলের প্রস্থা

। চল—চল, লাঠিটা ফেলি, এবার যদি কাটাল ভায়ার পালা হয়। কাছেই তো ইলে, আর একদল আসে, হৈ হৈ করে লাকড়ি খেলবো। এখন না, এ কাজটা সোজা নয়, ঐ যে আর একদল—কোটাল পালাচ্ছে,রাজার উপর কোন চোট আসবে না তো? আসতে পারে, দেখতে হলো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

মন্ত্রণা-ভবন।

শ্রীবৎস, সেনাপতি ও মন্ত্রী আসীন,—
প্রথম দূতের প্রবেশ)

। মহারাজ,
কোটালের কাটিয়াছে শির,
ঝুলিতেছে উচ্চ তরুপরে।
। আজ্ঞা দিন মহারাজ!
বিলম্বে ঘটিবে সর্ব্বনাশ,
রাজসেনা প্রজাগণে করুক বারণ।
। জানি, জানি, রাজ্য হইবে শ্মশান,
যাক্ সেনা।
। সেনাপতি,
যাও শীঘ্র দলবলে,
বিদ্রোহ নগর বেড়ি।

[সেনাপতির প্রস্থান।

(দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ)

দূত। কারাগার করেছে মোচন,
দুরাচারগণ,
ক্ষিপ্তপ্রায় যারে তারে বধে প্রাণে,
বলাৎকার, বালক-বিনাশ,
ধনীর নাহিক ত্রাণ।
মন্ত্রি, সৈন্যাধ্যক্ষে ফিরাও সত্বর,
প্রাণনাশে আর নাহি প্রয়োজন।
আমি একা যাই, বধুক আমারে
জঞ্জাল মিটিবে তাহে।
এ কি কথা মহারাজ!

শ্রীব। যাও—যাও, সৈন্যাধ্যক্ষে এখনি ফিরাও,
আমি অনর্থের মূল।
অকারণ কেন করি প্রজাবধ,
কেন বৃদ্ধি করি নরকের হ্রদ,
অতি যাতনায়, পেটের জ্বালায়,
উন্মত্ত হয়েছে প্রজা;
প্রজা—পুত্র সম শাস্ত্রে কয়,
পরিচয় যথেষ্ট দিয়েছি—
দারিদ্র্যতা রাজ্যময়।
মান ক্ষয় মানীর নগরে,
অগ্নি গ্রাসে অট্টালিকা,
হায়, শুভক্ষণে রাজ-সিংহাসনে
করেছিনু পদার্পণ!
ভার এ জীবন—ভার এ জীবন,
আর প্রজা বধ উচিত না হয়।

মন্ত্রী। মহারাজ, অত্যাচার প্রবল নগরে,
বল বিনা না হবে বারণ।

শ্রীব। কর বল,— আমারে কি হেতু বল,
ইচ্ছা যায় রাজ্য আসি কর;
দেখ পরীক্ষিয়া,
মুকুটে কি বিষময় জ্বালা!
গেছে কি সেনানী?
রক্তস্রোতে,—রক্তস্রোতে
অনল নির্ব্বাণ হবে,
জানি জানি রাজ্য হবে বন।

মন্ত্রী মহারাজ, উতলার নহে এ সময়।

শ্রীব। কার সাধ উতলা হইতে,
উন্মত্ততা কেবা চায়?
সময়—সময়, সময়ে সকলি করে;
মন্ত্রী কর যেবা হয়,
আর নাহি সময়.
কত, কত আর সহিবারে পারি।

[শ্রীবৎসের প্রস্থান

মন্ত্রী। এ বিপদে নাহি দেখি কূল,
ভূপতি ব্যাকুল,—
রাজ্য কিসে করি স্থির?
চল যাই সেনাপতি সনে,
দেখি গিয়ে কি হয় নগরে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

রাজপথ।

(প্রজাগণ ও বাতুলের প্রবেশ)

বাতু। বাপু, আমার কি কান্তিপুষ্টি এমন দেখলে যে, দলে মিশাতে চাও না? বলি, রূপের চটক তো তোমাদের চেয়ে একটুও ফারাক নাই,—ঐ মড়াখেকো দাঁতে কর্ত্তালে, ঐ উনুন ঝিঁকে বদন, ঐরূপ কোটরগত পদ্মনয়ন;—পরামর্শটা কি তাই বল না, কেউ কোথায় নেই, রাত ঝাঁ ঝাঁ করুচে।

১ম প্রজা। ইদিকে উঠে আয়, রাজাকে কাটবো, রাণীকে কাটবো, রাজবাড়ীতে যে যে আছে কাটবো—আর কি ভয়, প্রাণ যাবে না যেতে আছে, না খেয়ে প্রাণ যাবে, না হয় রণে মরবো।

বাতু। বলি, রাজাকে কাটবে তো উদিকে উঠতে যাচ্চো কোথা? তুমি কাটবে বলে রাজা নেয়ে সিঁদুর পরে ঐ ঘরে বসে আছে! ঘোড়সওয়ার হয়ে রাজা সটকেছে তা জান? রাজা কোথা আছে আমি জানি; কিন্তু দলে না নিলে আমি বলবো না। ঐ যে বেণের বাড়ী লুট করে এলি, রাজবুদ্ধি বুঝবি কি, সেইখানে গে সেঁধিয়েছে—জানে: সেখানে কেউ কিছু বলবে না।

১ম প্রজা। বটে বটে, তবে আর কেন, সেইখানে যাব; চল দেখি, কোথা দেখাবি?

বাতু। আমি ত ঠিকানা বললুম, তোমরা এগোও, আর এক দল আসবার কথা, আমি তাদের নে যাচ্চি।

২য় প্রজা। কেন ভাই, রাজাকে মারবি কেন, রাজা তো খুব দান-ধ্যান করে।

১ম প্রজা। মারবো কেন? রাজা আমাদের কি করেছে? রাজা আমাদের কোন কথা শুনেছে—না খেতে পেয়ে সব মারা গেল!

বাতু। তা তোরা দাঁড়িয়ে গোল করবি তো কর, এতক্ষণ রাজা হয় ত পালিয়েছে।

সকলে। সত্যি—সত্যি, চল চল।

[প্রজাগণের প্রস্থান।

বাতু। এই তো চার দল ফেরালুম, রাজা খবর দিই কি করে? যেমন করে হে রাজাকে বাঁচাতেই হবে। বলি, রোব কমলার না শনির? ছুটি ছুটি অন্ন পে তো আর শনি ট্যা কোঁ করতে পারে ও একান্নও পাপ, বাহান্নও পাপ, ঘু পাশ নৈবিদ্দি দু'জনকেই দিতে হ রাজার দেখা কোথা পাই? এই বাগা পথটা দিয়ে দেখি। ঐ যে বামুন ঠা ঘুরচেন, উনি শনি না হয় শনির বড় বে না হয়ে যান্ না, ঘর জ্বালানর যে রস কৃপাময়ের—তার উপর বিশেষ কৃ সন্দেহ নাই; সুধু তাই কেন, কমল তত্তোধিক।

[বাতুলের প্রস্থা

——

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

কক্ষ।

(শ্রীবৎস ও চিন্তা।)

শ্রীব। রাণি, জীবন সংশয়,
উপায় নাহিক আর,
অরি ঘেরিয়াছে পুরী,
কোথা যাব বুঝিতে না পারি।

(নেপথ্যে কোলাহল

শুন, বিকট বিদ্রোহি-নাদ,
সৈন্য পরাজিত,
সৈন্যাধ্যক্ষ শত্রু-করগত,
পলায়েছে অমাত্য বান্ধব যত;
আমা হেতু চিন্তা নাহি করি,
প্রাণেশ্বরি, কি দশা হইবে তব!

(নেপথ্যে কোলাহল ও "আলো আলো

শুন সাগর-কল্লোল,
গর্জ্জে প্রজাদল,
হের অনল চৌদিকে জ্বলে
দুরন্ত বিদ্রোহিগণে,
বৃদ্ধ, নারী, শিশু নাহি মানে,

যুবতীর করে ধর্ম্মনাশ ;
কি হবে, কি হবে,
উপায় না দেখি কিছু ভেবে।
এস, অগ্নি জ্বালি
ত্যজি দোঁহে প্রাণ।

[চি]ন্তা। মহারাজ, প্রাণ বড় ধন,
করহ যতন আত্মরক্ষা যাহে হয়।
দুঃসময় স্থির কভু নয়,
পুনঃ হবে সুসময়,
হতাশ হ'ও না রাজা ;
আমা হেতু চিন্তা ত্যজ, নৃপমণি,
কহে জ্ঞানবান্,
আত্ম-রক্ষা ধর্ম্মের প্রধান,
রাজ্য-ধন পাবে পুনঃ জীবন থাকিলে,
পলাও পলাও কার মুখ চাও,
আমা হেতু কেন মজ, মহারাজ!

[শ্রী]ব। প্রিয়ে,
তুমিও কি ত্যজিলে আমায়,
প্রাণ ছার—
কেবা চায় সুদিন উদয় ;
এস তোমায় আমায়
একত্রে ত্যজি এ প্রাণ।
শনি-কোপে গেছে রাজ্য ধন,
নাহি প্রয়োজন,
দেহত্যাগে এড়াইব শনির প্রভাব।
বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা,
দিতে কভু না পারিবে শনি,
চল যাই অগ্নিকুণ্ডে ত্যজি দোঁহে প্রাণ!

চিন্তা। প্রাণনাথ,
চিরদিন শুনি তব মুখে,
আমাকে নাহিক কিছু অদেয় তোমার,
কতবার করেছ হে অঙ্গীকার,
যাহা চাব তাহা দিবে,
পদে এই মিনতি আমার,
প্রাণ রক্ষা কর আপনার,
যা হবার আমার ঘটিবে।
মহারাজ, নাহি ভাব মনে,
ক্ষুদ্র প্রাণিগণে
অপমান করিবে আমার—
অগ্নিকুণ্ডে আমি ত্যজি প্রাণ।
এই কান্থা করহ গ্রহণ,
রজত কাঞ্চন আছে ইথে বহুতর,
নৃপবর, হও হে সত্বর,'হয় ডর,
বিলম্বে কি হবে নাহি জানি।

শ্রীব। কোথা যাব, কোথায় পালাব ?
শুন রাণি, পথ নাহি জান ;
তাহে মহাক্রুষ্ট শনি,
কেন অপমান হব,
নীচ-হস্তে কেন প্রাণ দিব ?
যা হবার হোক রাজপুরে।
দেখ—দেখ, আসিতেছে দুরাচারগণে,
চিন্তা, কর পলায়ন,
যতক্ষণ কাছে আছে অসি,
ভেব না প্রেয়সি,
কার সাধ্য স্পর্শিবে তোমারে।

(বাতুলের প্রবেশ)

বাতু। বলি বন্ধু, আজ ভুলে গেলে দেখ, তোমার পোষাক আমায় দাও, আমার পোষাক নাও—পালাও।

শ্রীব। এ হেন দশায় ভোলনি আমায়,
অতি সদাশয় তুমি।

বাতু। বলি রাজা, শিষ্টাচারের সময় নয়, পালাও।

শ্রীব। কোথা যাব চিন্তারে ত্যজিয়ে ?

বাতু। তাই তো, বিষম হলো যে রাণী নিয়ে, এস দু'জনেই এস।

শ্রীব। কোথা যাব, পথ নাহি জানি।

বাতু। তুমিই যেমন মহারাজ আর উনি যেন রাণী, আমি যে পথ জানি নি, এমন তো নয়, পথ চলে অরুচি করে ফেলেছি ; এস এখনি, সব ফিরবে।

চিন্তা। আর নাহি কর ব্যাজ,
চল মহারাজ,
কহ সত্য, প্রতারক নহ তুমি ?

বাতু। বলি, শনিগ্রস্ত কি রাজা রাণী দুজনকেই হতে হয়—বলি কি, তোমার এমন কি লেজা তরোয়াল পাহারা রয়েছে যে, চুপি চুপি আসতে হবে। সব সটকেছে, সব সট্‌কেছে।

শ্রীব। চল রাণী, চল যাই,
আগে চল দেখাইয়ে পথ।
[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—*—

শ্মশান।

(লক্ষ্মী)

লক্ষ্মী। (গীত)

বিধাতা বাদী আমি সাধে কি কাঁদি,
আদরে আমারে কেবা রাখিবে ঘরে।
ছি ছি আমারে পূজে গেল রাজ্য মজে,
হেথা রহিব বল কার তরে আর।
যথা মমতা বসে, তথা বিধাতা অরি,
আমি চপলা সাধে সাধে কেঁদে মরি,
যেতে প্রাণ কি চায়, হায় কি করি উপায়,
গেল সকল আশা, হায় ঘুচিল বাসা,
আর কি হবে ভেবে, পুন যাব সাগরে।

(শ্রীবৎস ও চিন্তার প্রবেশ)

শ্রীব। সকরুণ বীণা-বিনিন্দিত
কার এ রোদন-ধ্বনি,
কে রমণী শ্মশানে বসিয়ে কাঁদে?
দেখ উঠিল ভামিনী,
লুকাইল দামিনী-ঝলক সম!

লক্ষ্মী। (গীত)

আমি রয়েছি সাথে চল কাননপথে,
হায় বিজন গহন, হায় বিজন গহন।
ধীরে ধীরে ঘোর তিমিরে,
চল চল অরিদল করিছে ভ্রমণ,
ঐ করিছে ভ্রমণ।
রবে না রবে না দিন যাবে বয়ে,
প্রাণ বাঁধ বাঁধ থাক থাক সয়ে,
ধরি মানব-কায়, কভু সমান না যায়,
রাখ মতি সদা মাধব-পায়।
ত্যজ শোক ত্যজ,আর হও না বিমন,
আর হও না বিমন।

চিন্তা। ও মা কৃপাময়ি!
ভোল নি,
ভোল নি মা দুহিতারে?
প্রাণ রাখি তোর পায়,
প্রবেশিব গহনে রমা!
দেখ ক্ষীরোদ-উত্তমা,
ঘোর দায় তুমি মা উপায়,
জানি না গো তোমার চরণ বিনা,
চল রাজা ডাকেন জননী।
চিন্তামণি-জায়া,
দয়া তাঁর অসীম তোমার পরে,
কেন কর ডর,
বন—রাজ্য হবে নরবর!
কি ভয় তাহার,
কমলার কৃপা যার প্রতি।

শ্রীব। আহা, কঠিন পাষাণে,
না জানি কেমনে চলিতেছ চন্দ্রাননে
হায়, মোর মুখ চেয়ে
কত আছ সয়ে,
রাজার নন্দিনী আজি কাঙ্গালিনী,
ধিক্ ধিক্,স্বামী হয়ে দেখিনু নয়নে!
প্রাণ কাঁদে কব কি তোমায়,
কি দশায় হেরি আজি তোরে,
ঘোরা নিশীথিনী, নীরব অবনী,
রাজার গৃহিণী,
কেমনে কাননে ভ্রমিবে ভাবি হে তাই
স্বর্ণ-সিংহাসনে রাখিয়ে যতনে,
ভাবিতাম মনে,
ব্যথা বুঝি লাগে তোর
কুসুম-নির্ম্মিত কায়ে;
আজ তোরে বন-পথে হেরে,
হৃদয় বিদরে।
কে আছে কোথায়,
কোথা রেখে নিশ্চিন্ত হইব?
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ মোরে,
রমণীর করিনু এ দশা!

চিন্তা। প্রাণনাথ,
হেন কথা বল কি কারণ?
তুমি যার হৃদয়-রতন,
অন্য ধন অ্যাকিঞ্চন সে কি করে?

তব প্রেম সদা অভিলাষী,
স্বর্গ তুচ্ছ বাসি,
তব সহবাসে
বন মম অট্টালিকা হতে মনোহর,
গুণমণি তব প্রেমাধীনী,
ইন্দ্রাণীরে নাহি গণি ;
আর তব রাজকার্য্য নাই,
বনে তোমা সনে রহিব সদাই,
অধিক না চাহি প্রাণনাথ,
কার্য্য মম হবে তব সেবা,
এ হতে অধিক
কিবা আর বাঞ্ছে সতী নারী ?
দুর্দ্দিন উদয়, তাহে কিবা ভয়,
কমলা রয়েছে সাথে,
তবে অভাব কি বল নাথ ?
কভু প্রভু, নহে ত চঞ্চল,
গ্রহ-কোপে হ'ও না বিকল,
ধীর তুমি চিরদিন।
আমি নারী,
তোমারে কি বুঝাব ভূপাল ;
মাত্র গেছে রাজ্য-ধন,
প্রেমের বন্ধন,
ছেদিবারে শনি কি হে পারে ?
রাখ অবলার পায়,
প্রাণ ফেটে যায়
চঞ্চল তোমারে হেরে।
কেন ভাব, চল গুণমণি,
পোহালে যামিনী
অরিগণে পশ্চাৎ আসিবে।
। চল চল যাই,
কালি ছিল অট্টালিকা,
আজি বনে হয় ভয়,
পাছে কেহ আসে,
বনবাসে পাছে বা বঞ্চিত করে ;
ভাল হ'লো, ভা'ল হ'লো,

[উভয়ের প্রস্থান।

২য় গর্ভাঙ্ক।

মায়ানদী-তীর।

(শনি)

শনি। আরে রে দুর্জ্জন,
কাহায় রতন নিয়ে চল,
জান না রে—জান না প্রভাব,
তাই লক্ষ্মী বড়, আমি ছোট,—
সুখে যাবে কানন-ভিতরে,
তাই বুঝি আসিয়াছ বনে,
যেন কপোত কপোতী
দিবা-রাতি রবে সুখে সুখে !
ত্যজি রাজ্যভার
বনে পুনঃ করিবে সংসার,
আরে ছার প্রভাব আমার,
তবে কিসে বলবান্ ;
অন্তকষ্টে যাবে দিন যুগের সমান,
কেহ কার তত্ত্ব নাহি পাবে,
নিত্য মরণে ডাকিবে
দুঃখে পেতে পরিত্রাণ ;
মৃত্যু না আসিবে,
ক্ষুধার জ্বালায় দিন বয়ে যাবে,
কন্টক-শয্যায় কাটিবে যামিনী ঘোর।
আরে আরে এত দম্ভ তোর,
লক্ষ্মী বড়, আমি ছোট,—
দেখি, ত্রিভুবনে কোথা তোর হয় স্থান

(শ্রীবৎস ও চিন্তার প্রবেশ)

শ্রীব। একে বিশাল তটিনী,
কূল নাহি হয় নিদর্শন,
কেমনে হইব পার ?
প্রভাত যামিনী,
আসিছে বিদ্রোহিগণ পাছে,
ডুবে মরি,—
কোন মতে না দেখি নিস্তার আর।
চিন্তা। নাথ,
দেখ, ক্ষুদ্র তরী আসে ধীরি ধীরি।
শ্রীব। সত্য প্রিয়ে,
হে নাবিক, এস হে হেথায়,
পার কর আমা দুই জনে।

চিন্তা। শুনেছে নাবিক,
আসিতেছে ধেয়ে।
শ্রীব। অতি ক্ষুদ্র তরী,
দুই জনে কেমনে হইব পার?
এস এ দিকে নাবিক।

(নাবিকবেশে শনির প্রবেশ)

শনি। বলি, কি?
শ্রীব। পার কর আমা দুই জনে।
শনি। পার্‌ব না বাবু, যে দুমো দামা তোমরা, আমার নৌকা উল্‌টে যাবে।
শ্রীব। দিব তোরে অমূল্য রতন,
পার কর দুই জনে।
শনি। তুমি একলাই ত তিন মন দশ সের, তার ওপর দিয়েছ গোধড় কাঁথার ফের, ধনের লোভে কি প্রাণ খুয়াবো?
চিন্তা। হে নাবিক দয়া করে কর পার,
নহে অকূল পাথার,
উপায় কি বল আর।
শনি। আর আমি কি কর্‌বো বল, খেয়ে খেয়ে গোমড়া গোমড়া হয়ে আস্‌বে, আর বল, 'পার' কর। যাও এখন ঘরে ব'সো ছ'মাস শুকোও গে,বিশ তিরিশ সের মাংস না কম্‌লে আমি পার কত্তে পারবো না।
শ্রীব। বাপু, ব্যঙ্গ কেন কর,
লয়ে চল পারে,
দিব বহু রত্ন-ধন।
শনি। জলে ডুবে মোর্‌বে,সে কি বড় ভাল হবে, তোমার দেহটি তো নয়, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতটি! আবার তেমনি পাতলা কাঁথা, আমি একটা লেঠায় পড়ে যাব; বলি, কাঁথাখানা কি ওজন করে তয়ের করেছিলে, অমন বার মণ কাঁথা তো কখন দেখি নি।
শ্রীব। তবে কি হবে উপায়, দেখ,
যদি কোন মতে করিতে পারহ উপায়।
শনি। কাঁথা ফেলে এক এক করে পার হ'তে পার তো দেখ; ও বিষম গোধোড় কাঁথা, যাঁতার মতন বসে যাবে, কাঁথাখানা ফেল্লে দুজনকে নিয়ে যেতে পারি। নয় বল,কাঁথাখানা আগে পারে রেখে তোম দু;জনকে নিয়ে যাই।
শ্রীব। এই সদুপায়,
লহ কান্থা, আগে কর পার।
শনি। দেখি, লোভেই পাপ—পাপেই মৃত্যু

[শনির কান্থা লইয়া প্রস্থান

শ্রীব। এ কি, তীর বেগে ছুটিল তরণী!
এ কি, কোথা নদী,
শুষ্ক স্থল, বালুময় বিপুল প্রান্তর!
মায়া—মায়া, বুঝিলাম এতক্ষণে।
(দূরে শনি।) আরে দুষ্ট,
কোথা লক্ষ্মী তোর আজি?
দুরাশয়, জান না আমায়,
সভামাঝে কর অপমান,
দুরাচার, ত্রিভুবনময়
কোথা মম নাহি অধিকার?
আমি রামে দিই বনে,
অশোককাননে বেঁধে রাখি জানকীরে,
হর-গৌরী অভেদ-শরীর,
আমি করি ভেদ,
দক্ষযজ্ঞে সতী ত্যজে প্রাণ;
ত্রিলোচন ভ্রমিল ভুবন
শবদেহ স্কন্ধে লয়ে,
হরি বৈকুণ্ঠ-বিহারী
শিলা-দেহী আমার প্রভাবে;
কি হয়েছে তোর, এই তো সূচনা,
দেখ দেখ আর কত হয়।

[প্রস্থান

শ্রীব। প্রিয়ে, নাহিক নিস্তার,
কোথা যাব, কোথা ত্রাণ পাব,
শনির ছলনা ভেদিতে নারিব,
দেখিলে ত স্থল যথা
জল তথা বয়।
চিন্তা। কি হবে ভাবিলে,
চল চলহ সত্বর;
শুন, নিনাদে বিদ্রোহি-দল,
এখনি আসিবে, এখনি বলিবে...

ীব। হায়! বালুময় ভূমি,
কেমনে চলিবে;
ওহো রাণি!
কেঁদে ওঠে প্রাণ!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

—০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

বন।

(শ্রীবৎস ও চিন্তা।)

ব। ক্ষুধায় যন্ত্রণা এত
আগে নাহি জানি রাণী.
আহা জ্ব'লে উদর-জ্বালায়
সভায় আমার
এসেছিল দীনগণে,
তখন না জানি
কত ক্লেশে জ্বলে মহাপ্রাণী সেই সবার,
তাই আবেদন করেছি হেলন,
ক্ষুদ্রমনে ভেবেছিনু যথেষ্ট করেছি।
এত দিনে হলো জ্ঞানোদয়,
মম কর্ম্মফল,
শনির কি দোষ এতে.
যদি প্রেমের বন্ধনে
বাঁধিতাম প্রজার অন্তর.
যদি সুশাসনে করিতাম অর্থ-সঞ্চালন,
এ বিষম কভু না ঘটিত,
আহা অনাহারে মরিত না দীনজন!
রাণি, এত দিনে পড়ে মনে,
বিষণ্ণ-বদনে কেহ
করে ধ'রে জীর্ণ-শীর্ণ সন্তানের কর,
অগ্রসর সম্মুখে আমার,
বুঝি নাই—বুঝি নাই সেই কালে
দুর্দ্দশা আমার, উপযুক্ত শাস্তি তার
রাণি, তোমার কারণে যে বেদনা মনে,
সে বেদনা পেয়েছিল দীন প্রজাগণে

অন্নহীন শূন্য ঘর, শূন্য ত্রিসংসার,
সত্য, দুঃখ আছে ধরাতলে।
কিন্তু হায়!
উপায় তাহার মম করে নাহি আর।
আহা রাজার মহিষী,
উপবাসী বনবাসী কাঙ্গালিনী।

চিন্তা। চল প্রভু, যাই হেথা হতে
অন্য স্থলে পাই যদি ফল,
নহে আজি নবপাতা তুলি
করিব রন্ধন,
শুনিয়াছি নবপাত্র হয় দিনপাত।

শ্রীব। ভগবান্, বাকী কত আর!
শুনি,
শনি-অধিকার দ্বাদশ বৎসর,
গত মাত্র তিন দিন তার,
অনাহারে শুষ্ক প্রাণ!
এই দম্ভ! এই অহঙ্কার!
জায়া অনাহারী,
অন্ন দিতে নারি তারে,
দীন মম সম আছে কে কোথায়?
ধিক্ ধিক্ অন্ন বিনা যায় প্রাণ!
তব জনক-ভবনে
চল রেখে আসি প্রিয়ে,
দুঃখে দীন যাবে,
তবু উদর পূরিবে,
গ্রহ-ফেরে আমি কষ্ট পাই,
আমার কারণ কেন দুঃখ পাবে?

চিন্তা। প্রভু, অপরাধী হয়েছি কি পায়,
দিতে চাও বিদায় সে হেতু?
ছার উদরের তরে যাব তোমা ছেড়ে,
হেন প্রাণ চিন্তা নাহি চায়।
যে দশা তোমারই সে দশা শ্রেয় মম;
তুমি নাথ, রাজরাজেশ্বর
তুমি বনবাসী—
আমি দাসী তব,
আমি রব অট্টালিকা-মাঝে,
এ কথা কি সাজে হে তোমায়?
অকারণ ভেব না ভূপাল,
নারায়ণ দেছেন জীবন,

মাতৃস্তনে দিয়াছেন ক্ষীর,
তাঁর পদে রহে যদি মন
জীবনযাপন অনায়াসে হবে প্রভু।
গহন কানন
খাদ্যদ্রব্য তাই নাহি মিলে,
হবে উপার্জ্জন পশিলে নগরে,
কোন মতে দিন যাবে কেটে।

শ্রীব। হায়, কত সবে অভাগার তরে?
রাজার নন্দন
অর্জ্জন উপায় কিবা জানি?
কার কাছে যাব,
কার দাস হব,
গ্লানি হয় কথা মনে হলে;
অপমান হতে শ্রেয় প্রাণবিসর্জ্জন।
এস,
অনশনে কাননে উভয়ে ত্যজি প্রাণ।

চিন্তা। প্রভু, প্রাণ অতি যতনের ধন,
কেন অনশনে রব,
জীব জন্তু সবার আহার,
নারায়ণ নিত্য নিত্য বাঁটে,
ভাব কি ভূপাল,
এ সঙ্কটে দৃষ্টি নাহি তাঁর
আমা দোঁহা প্রতি?
ক্ষুদ্র নরে
অনায়াসে করে দিনপাত,
জায়া-পুত্র করিছে পালন,
তুমি মহাকৃতি মহাগুণধর,
বিপদে কি হেতু কর ডর,
দুঃসময়ে মহত্ত্বের পরিচয় পায়,
হীনজন পরাজয় দুর্দ্দিন পীড়নে।

। অকূল এ বিপদ্-সাগর,
কোথা যাই, কূল কোথা পাই,
তাহে শনি পাছে পাছে ফিরে;
তাই প্রিয়ে, বলি হে তোমারে,
অভাগার সঙ্গ কর ত্যাগ,
হ'লে দিন পুনঃ দেখা হবে।

। প্রভু, শনি আর অধিক কি চায়,
ভেদ করে তোমায় আমায়,
মনোবাঞ্ছা পূরিবে তাহার।
সাধ করে পরস্পরে কেন হব ভেদ?
যথা পতি-পত্নী অভেদ-হৃদয়,
তথা কোথা শনির প্রভাব?
গেছে কিবা,
যেই ছিলে, সেই আছ তুমি,
সেই প্রণয়িনী আমি তব,
তবে নাথ, বল কোথা যাব?
তব পদ সার,
কোথা আছে আদর আমার আর?

শ্রীব। আহা প্রিয়ে, কত আছ সয়ে,
তোর তরে প্রাণে হয় সাধ,
তোর তরে ভাবি হই গৃহী,
তোর তরে শনির তাড়না সহি,
যা থাকে কপালে, তোরে না ছাড়িব।
দেখি,
দীনে দীননাথ দেন বা না দেন স্থান।
দেখ কেবা আসে,
শনি কি ধীবরবেশে,
জ্ঞান হয় সকলি শনির মায়া!

চিন্তা। না—না, ধীবর জনেক।

(ধীবরের প্রবেশ)

ধীব। যেমন মাথাল কল, তেমনি মাথ
ঠাকুর দেবতা বিশগণ্ডা, নমস্কার ঠা
জাল ফেল্লুম—ভারি ঠেক্‌লো ও
উঠ্‌লো কি না হবিষ্যির মাল্‌সা,
মাথালকে ডেকেই কাল হয়েছে, এব
কুঁচে কেঁকড়া ডেকে আস্‌ব! সে
জাল ফেলে ছিল মোথরো, চিড়্‌বিড়ি
যেন খই ফুটে গেল, বেটার বাপের জ
কখন পুকুর কাটে নি, সারবন্দি খেঁ
পুঁতেছেন; কোথা রুই মাছ ছাড়
না দিবি এক রুই কাঠ, জালটা ফ
ফাঁক ছিঁড়ে গেল গা!

শ্রীব। হে ধীবর, পাও নাই মৎস্য আজি?

ধীব। আর মাছ পাব কোথা, রাজ্যের বা
মা মরে গে মাল্‌সা ডুবিয়েছে; পু
কেটেছিল পোদ্দাররা—বরষা হ'
সারবন্দি রুই মাছ কানিয়ে চল্লো,
কোণ থেকে গিয়ে ধর, জাল শুকো
না প'লো চাপ। আর এ দেখ
সমুদ্দুর ছেয়ে [illegible]

ঠ্বার যো নেই। আর যদি জল
কোলো তো তব্‌কে তব্‌কে খোঁটার
খা দেখা দিলে, পুকুর তো কাটা নয়,
শের নির্ব্বংশ করা, আঁসের বদলে
শের চোকলা কোঁচড় কোঁচড় নিয়ে এস।
ফেল জাল সম্মুখে সলিল।
বলি, এখানে কি পাথর-গেঁড় তুলবো,
তোমার তো আঁচ ভারি!
কোথা সরোবর?
দেহ জাল, মৎস্য আমি দিই ধ'রে।
তুমি দেখছি বড় জেলের পো জেলে,
মার বাড়ী কোথা?
বহুদূর নিবাস আমার।
বলি তাই, তা নইলে আর তালপুকুরে
ধত্তে চাও! এই দেড়বুড়ি পুকুরে
ফেলেছি, অমন পাঁকের ভুড়ভুঁড়ি
থাও দেখিনি।
ভাল চল, ধ'রে দিব মৎস্য অগণন।
কেন, তোমার কি ইচ্ছে যে জালের
টা ঘাড়ে করেও বাড়ী না ফিরি;
ছ, এক কইকাঠের ঘায়েতে রাজার
র ফটক করে তুলেছে!
চাল, যদি ছিঁড়ে তব জাল,
তাহে দায়ী।
মার তো সম্ভ্রম কত, একখানা জাল
তোমার কি কাপড় কেড়ে নোবো,
মাছ ধরবে তো শাজে চল।
াল, চল তাই,
ন্তা, এই স্থানে।

[শ্রীবৎস ও ধীবরের প্রস্থান।

খোই রাজার,
প্রাণ বুঝাইতে নারি।
রাজ্যেশ্বর সাজিল ধীবর,
পোষণ হেতু।
াস্ত্রের বচন,
াগ্যে ভাগ্যবান্ পতি;
গ্যে পতির দুর্গতি,
না ঘুচিবে মরণে।
ভকার জীবনা

হেরি বিরস বদন;
কভু শ্রম নাহি সহে
দারুণ কাননে যায় অনশনে,
এ দশা দেখিতে হ'লো!
যাঁর দর্শন-আশায়,
কত রাজ্যেশ্বর অপেক্ষা করিত দ্বারে,
তাঁরে আজ ধীবরে ধীবর বলে!
কতকালে এ জ্বালা ভুলিব,
প্রাণ আর রাখিতে না চাই;
কিন্তু ডরি,
প্রাণেশ্বর একাকী কেমনে রবে,
ও মা লক্ষ্মি, কত দিন সহিব যন্ত্রণা,
কত দিন এ দুর্গতি স্বামীর দেখিব,
কত দিন বহিব এ দেহ?
দহে—প্রাণ দহে, আর নাহি সহে,
প্রাণ আর প্রবোধ না মানে,
কেমনে বা রাজারে প্রবোধ দিব;
কোথা যাব, শূন্য ত্রিসংসার,
বনবাস সার,
হায়, ভার হ'লো জীবনধারণ!

(দূরে কাঠুরিয়ার স্ত্রীবেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। (গীত)

কি জানি কি হয় মনে,
তাই তো এখন ভ্রমি বনে,
মনে হয় প্রাণের ব্যথা বলি ব'সে কারুর সনে।
ব্যথায় মরি আমি নারী,
ব্যথা কার দেখ্‌তে নারি,
ব্যথিত যে জন আমি তারি,
যত্ন করি ব্যথিত জনে।
মনের দুঃখে ঝরে আঁখি,
দেখ্‌বে কে আর দেখে পাখী,
আমি তারে মনে রাখি,
যে আমারে রাখে মনে॥

চিন্তা। দূরে ধীরে সুমধুর স্বরে কেবা গায়?
মলিন-বদনে কাননে কে ভ্রমে বামা?
আহা, দুঃখের সঙ্গীত,
কোন্ অভাগিনী,
বিপিন-বাসিনী মম সম,
আসে মম পাশে,

মাতৃস্তনে দিয়াছেন ক্ষীর,
তাঁর পদে রহে যদি মন
জীবনযাপন অনায়াসে হবে প্রভু।
গহন কানন
খাদ্যদ্রব্য তাই নাহি মিলে,
হবে উপার্জ্জন পশিলে নগরে,
কোন মতে দিন যাবে কেটে।

শ্রীব। হায়, কত সবে অভাগার তরে?
রাজার নন্দন
অর্জ্জন-উপায় কিবা জানি?
কার কাছে যাব,
কার দাস হব,
গ্লানি হয় কথা মনে হলে;
অপমান হতে শ্রেয় প্রাণবিসর্জ্জন।
এস,
অনশনে কাননে উভয়ে ত্যজি প্রাণ।

চিন্তা। প্রভু, প্রাণ অতি যতনের ধন,
কেন অনশনে রব,
জীব জন্তু সবার আহার,
নারায়ণ নিত্য নিত্য বাটে,
ভাব কি ভূপাল,
এ সঙ্কটে দৃষ্টি নাহি তাঁর
আমা দোঁহা প্রতি?
ক্ষুদ্র নরে
অনায়াসে করে দিনপাত,
জায়া-পুত্র করিছে পালন,
তুমি মহাকৃতি মহাগুণধর,
বিপদে কি হেতু কর ডর,
দুঃসময়ে মহত্বের পরিচয় পায়,
হীনজন পরাজয় দুর্দ্দিন পীড়নে।

শ্রীব। অকূল এ বিপদ্-সাগর,
কোথা যাই, কূল কোথা পাই,
তাহে শনি পাছে পাছে ফিরে;
তাই প্রিয়ে, বলি হে তোমারে,
অভাগার সঙ্গ কর ত্যাগ,
হ'লে দিন পুনঃ দেখা হবে।

চিন্তা। প্রভু, শনি আর অধিক কি চায়,
ভেদ করে তোমায় আমায়,
মনোবাঞ্ছা পূরিবে তাহার।
সাধ করে পরস্পরে কেন হব ভেদ?
যথা পতি-পত্নী অভেদ-হৃদয়,
তথা কোথা শনির প্রভাব?
গেছে কিবা,
যেই ছিলে, সেই আছ তুমি,
সেই প্রণয়িনী আমি তব,
তবে নাথ, বল কোথা যাব?
তব পদ সার,
কোথা আছে আদর আমার আর?

শ্রীব। আহা প্রিয়ে, কত আছ সয়ে,
তোর তরে প্রাণে হয় সাধ,
তোর তরে ভাবি হই গৃহী,
তোর তরে শনির তাড়না সহি,
যা থাকে কপালে, তোরে না ছাড়িব।
দেখি,
দীনে দীননাথ দেন বা না দেন স্থান।
দেখ কেবা আসে,
শনি কি ধীবরবেশে,
জ্ঞান হয় সকলি শনির মায়া!

চিন্তা। না—না, ধীবর জনেক।

(ধীবরের প্রবেশ)

ধীব। যেমন মাখাল ফল, তেমনি মাখ
ঠাকুর দেবতা বিশগণ্ডা, নমস্কার ঠা
জাল ফেল্লুম—ভারি ঠেক্‌লো ও
উঠ্‌লো কি না হবিব্যির মাল্‌সা,
মাখালকে ডেকেই কাল হয়েছে, এব
কুঁচে কেঁকড়া ডেকে আস্‌ব! সে
জাল ফেলে ছিল মোথরো, চিড়্‌বিড়ি
যেন খই ফুটে গেল, বেটার বাপের
কখন পুকুর কাটে নি, সারবন্দি খোঁ
পুঁতেছেন; কোথা রুই মাছ ছাড়্
না দিবি এক রুই কাঠ, জালটা ফ
ফাঁক ছিঁড়ে গেল গা!

শ্রীব। হে ধীবর, পাও নাই মৎস্য আজি?

ধীব। আর মাছ পাব কোথা, রাজ্যের ব
মা মরে গে মাল্‌সা ডুবিয়েছে; পু
কেটেছিল পোদ্দাররা—বয়ুরা হ'
সারবন্দি রুই মাছ কানিয়ে চল্লো,
কোণ থেকে গিয়ে ধর, জাল গুকো
না প'লো চাপ। আর এ দেখ
সমুদ্দুর ছেয়ে গেলেও পাড় বেয়ে

ওঠ্বার যো নেই। আর যদি জল শুকোলো তো তব্কে তব্কে খোঁটার মাথা দেখা দিলে, পুকুর তো কাটা নয়, বাপের নির্ব্বংশ করা, আঁসের বদলে বাঁশের চোকলা কোঁচড় কোঁচড় নিয়ে এস।

ন্তা। ফেল জাল সম্মুখে সলিল।

র। বলি, এখানে কি পাথর-গেঁড় তুলবো, তোমার তো আঁচ ভারি!

। কোথা সরোবর?
দেহ জাল, মৎস্য আমি দিই ধ'রে।

র। তুমি দেখছি বড় জেলের পো জেলে, তোমার বাড়ী কোথা?

। বহুদূর নিবাস আমার।

র। বলি তাই, তা নইলে আর তালপুকুরে মাছ ধত্তে চাও! এই দেড়বুড়ি পুকুরে জাল ফেলেছি, অমন পাকের ভুড়ভুঁড়ি কোথাও দেখিনি।

। ভাল চল, ধ'রে দিব মৎস্য অগণন।

র। কেন, তোমার কি ইচ্ছে যে জালের সুতাটা ঘাড়ে করেও বাড়ী না ফিরি; দেখ্ছ, এক রুইকাঠের ঘায়েতে রাজার বাড়ীর ফটক করে তুলেছে!

। ভাল, যদি ছিঁড়ে তব জাল,
আমি তাহে দায়ী।

র। তোমার তো সম্ভ্রম কত, একখানা জাল নাই, তোমার কি কাপড় কেড়ে নোবো, যদি মাছ ধরবে তো গাঙ্গে চল।

র। ভাল, চল তাই,
রহ চিন্তা, এই স্থানে।

[শ্রীবৎস ও ধীবরের প্রস্থান।

ন্তা। বুঝাই রাজায়,
কিন্তু প্রাণ বুঝাইতে নারি।
হায়! রাজ্যেশ্বর সাজিল ধীবর,
উদর-পোষণ হেতু।
শুনি শাস্ত্রের বচন,
নারী-ভাগ্যে ভাগ্যবান্ পতি;
মম ভাগ্যে পতির দুর্গতি,
এ খেদ না ঘুচিবে মরণে।
আহা, শুকায় জীবন
হেরি বিরস বদন;
কভু শ্রম নাহি সহে,
দারুণ কাননে যায় অনশনে,
এ দশা দেখিতে হ'লো!
যাঁর দর্শন-আশায়,
কত রাজ্যেশ্বর অপেক্ষা করিত দ্বারে,
তাঁরে আজ ধীবরে ধীবর বলে!
কতকালে এ জ্বালা ভুলিব,
প্রাণ আর রাখিতে না চাই;
কিন্তু ডরি,
প্রাণেশ্বর একাকী কেমনে রবে,
ও মা লক্ষ্মি, কত দিন সহিব যন্ত্রণা,
কত দিন এ দুর্গতি স্বামীর দেখিব,
কত দিন বহিব এ দেহ?
দহে—প্রাণ দহে, আর নাহি সহে,
প্রাণ আর প্রবোধ না মানে,
কেমনে বা রাজারে প্রবোধ দিব;
কোথা যাব, শূন্য ত্রিসংসার,
বনবাস সার,
হায়, ভার হ'লো জীবনধারণ!

(দূরে কাঠরিয়ার স্ত্রীবেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। (গীত)

কি জানি কি হয় মনে,
তাই তো এখন ভ্রমি বনে,
মনে হয় প্রাণের ব্যথা বলি ব'সে কারুর সনে।
ব্যথায় মরি আমি নারী,
ব্যথা কার দেখ্তে নারি,
ব্যথিত যে জন আমি তারি,
যত্ন করি ব্যথিত জনে।
মনের দুঃখে ঝরে আঁখি,
দেখ্বে কে আর দেখে পাখী,
আমি তারে মনে রাখি,
যে আমারে রাখে মনে॥

চিন্তা। দূরে ধীরে সুমধুর স্বরে কেবা গায়?
মলিন-বদনে কাননে কে ভ্রমে বামা?
আহা, দুঃখের সঙ্গীত,
কোন্ অভাগিনী,
বিপিন-বাসিনী মম সম,
আশে মম পাশে,
বুঝি কিবা সুধাবে আমায়।

লক্ষ্মী। হ্যাঁ মা, তুমি কে মা, বনে একলা বসে কেন মা? আম্‌রা মা কাঠুরে, যদি তোমার ঘর না থাকে, আমি তোমায় ঘরে রাখি, আমি একটু দূরে ঐ নগরে থাকি।

চিন্তা। মা গো, আমি বড় অভাগিনী,
পতি সনে এসেছি কাননে,
স্বামী গেছে মৎস্য ধরিবারে।

লক্ষ্মী। তোম্‌রা কি জেলে?

চিন্তা। নহি মা ধীবর,
কিন্তু কি করি মা, উদর বড়ই দায়।

লক্ষ্মী। কেন গো, কি কর্‌বে কেন? কেন, তোমার স্বামী এলে বলো, কাঠ কেটে নে বাজারে বেচ্‌বে, একটু দূরে চন্দন-বন, বাজারে বেচ্‌লে ধন পাবে। দেখ, আমি যাই, ঘরকন্না দেখ্‌তে হবে, ভুল না, তোমার স্বামীকে ব'লে নগরে এস তবে।

চিন্তা। কে তুমি মা, কোথায় নগর?

লক্ষ্মী। (গীত)

কাননে ফুটবে কলি সন্ধ্যাকালে উঠবে তারা,
অনুরাগে আগে যাবে, পথ পাবে
তায় দিশেহারা।
দেখ্‌লে তার বিমল আলো,
ঘুচবে মা তোর মনের কালো,
আলো ক'রে চল্‌বে ধীরে,
মনোহরা সে চাঁদের পারা।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

(শ্রীবৎসের প্রবেশ)

শ্রীব। দেখ—দেখ,
এনেছি বৃহৎ মৎস্য প্রিয়ে,
দগ্ধ করি করিব ভক্ষণ।

চিন্তা। দেহ নাথ, আমি দগ্ধ করি।

[চিন্তার প্রস্থান।

শ্রীব। বহুশ্রমে হয় উপার্জ্জন,
কিন্তু অতি প্রিয় অর্জ্জনের ধন।
মৎস্য-লাভে যে আনন্দ হইল আমার,
নবরাজ্য অধিকারে হয়নি তেমন।
নাহি ভয়, যাবে দিন কোন মতে,
ক্লান্ত দেহ অতিশয়,
মৎস্য লয়ে আসুক মহিষী,
ততক্ষণ তরুতলে করিব বিশ্রাম,
নব তৃণ অতি সুকোমল,
নিদ্রায় কাতর এত হই নাই কভু।

('শয়ন

(চিন্তার প্রবেশ)

চিন্তা। আহা! অভিভূত ভূপতি ধরণীতলে,
কুসুমশয্যায় নিদ্রা না আসত যাঁর,
এবে কিবা দশা তাঁর,
হায়! এই ছিল বিধাতার মনে,
সুকোমল কায়ে শ্রম নাহি সহে,
হায় দিন কেমনে কাটিবে,
ভেবে আর কি উপায় হবে।
দয়াশূন্য শনির অন্তর,
রাজ্যেশ্বর ধরণী-শয়নে,
চন্দ্রাননে বহে শ্রমবারি,
হায়, কেমনে নিবারি
প্রাণের দারুণ জ্বালা!
উপাদেয় দ্রব্য নানা মত,
যত্নে কত
নারিতাম খাওয়াতে রাজারে,
তাঁর করে পোড়া মৎস্য কেমনে বা দিব
আহা, মৎস্য পেয়ে
আনন্দে আইলেন ধেয়ে।
লাগিয়াছে ধার,
ধৌত করি নিকট-সলিলে,
নিদ্রা যান নরপতি।
হায়, সুসময় কখন কি হবে,
ঘুচিবে প্রাণের কালি!

(চিন্তার মৎস্য ধুইতে গম

এ কি, এ কি! কি হল, কি হল!
পোড়া মৎস্য পলাল কপাল-গুণে!
হায়,
আকুল ক্ষুধায় রাজা, কি বলিব তাঁরে!
লজ্জা রাখ ভগবান্;
কি হবে আমার দশা;
শুকায় অগাধ নদী কপালে আমার,
পোড়া মৎস্য প্রবেশে সলিলে,
নৃপতিরে কেমনে দেখাব মুখ?

রে শনি! গ্রহরাজ তুমি,
লজ্জা নাহি রাখ রমণীর?
দেহ মৎস্য ফিরে,
নহে কবে লোকে,
এ ছার উদরে
দিছি মৎস্য ক্ষুধার জ্বালায়!
ধিক্ প্রাণ, হেন অপমান
সহে কি নারীর প্রাণে,
কে করিবে লজ্জা-নিবারণ?
। ক্ষুধায় আকুল প্রাণ,
কেন চিন্তা মৎস্য নাহি আনে?
শুভক্ষণে দেখা ধীবরের সনে,
নহে আজি হতো কি উপায়?
চিন্তা—চিন্তা,
আন মৎস্য ভক্ষণ করিব দুই জনে,
চিন্তা—চিন্তা, বিলম্ব কি হেতু কর,
বড় ক্ষুধাতুর আমি,
একে পরিশ্রমে হয়েছি কাতর,
তাহে তিন দিন অনশন,
হের অস্তগামী দিনমণি,
বিলম্ব কি হেতু?
।। হায় নাথ, কহিতে সরম,
বেদনায় বিদরে মরম,
দগ্ধ-মীন গেছে পলাইয়ে!
গুণমণি, আমি অভাগিনি
কি কব তোমায় আর,—
কে কোথায় শুনেছে এ কথা।
ভগবান্, কেন দিলে হেন ব্যথা,
এ লজ্জা কে ঘুচাবে আমার।

(দৈববাণী)

। সলিল শুকায়, পোড়া মৎস্য যায়,
দগ্ধ কিবা হয় আর,—
আমি অতি হীন, বলেছ প্রবীণ,
রে ক্ষুদ্র নয় ছার!
রাণি, না কর রোদন,
ন শুন শনির বচন,
দৃষ্ট-লিখন যা ছিল, ঘটিল তাই,
মি পতিব্রতা ত্যজ মনোব্যথা,
ইগ্রহ ঘটায় সকলি,
প্রিয়ে, তাই বলি কেন এলে
অভাগার সনে?

চিন্তা। ভাবি নাথ, কি হবে কি হবে।
তরুতলে করহ বিশ্রাম,
দেখি হেথা পাই যদি ফল।

শ্রীব। চল দোঁহে মিলি খুঁজি বন
পক্ব ফল আছে দূরে,
সৌরভ বহিছে বায়ু।
দেখ—দেখ কি সুন্দর তারা,
আলো করে কানন কিরণে।

চিন্তা। নাথ, হইল স্মরণ
একা নারী অপূর্ব্ব মাধুরী,
বলেছিল সুন্দর তারার কথা।

শ্রীব।। দেখ,
পথ যেন করিছে নির্দ্দেশ,
ধীরে ধীরে নাচে [illegible]।

চিন্তা। চল যাই যে দিকে নির্দ্দেশ ক'রে
বলেছিল নারী, পাবে নগরী,
হলে তারা-অনুগামী।

শ্রী[illegible]। চল যাই, যা [illegible] হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় [illegible]ঙ্ক

নগর প্রান্তর।

(শনি।)

শনি। লক্ষ্মীর বচনে এসেছ এ স্থানে,
ভাব মনে মম হস্তে পাবে পরিত্রাণ।
ত্রিভুবনে কোথা হেন স্থল,
অষ্টকুলাচল সপ্ত সিন্ধু,
স্বর্গ-মর্ত্ত্য রসাতল মম অধিকার,
যেথা ভাব আমি আছি দূরে,
সেথায় নিকট আমি।
দেখ তোরে দিই ছারে খারে,
ভেদ করি পত্নী-সনে।

(একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

১ম স্ত্রী। হ্যাঁ গা ঠাকুর, কে গা তুমি, কাকে
খোঁজ?

শনি। দেখ্‌ছি তোদের ভাগ্যি ভারি, লক্ষ্মী-অংশে এখানে এসেছে এক নারী, আমি সন্ধান কচ্চি তারি।

১ম স্ত্রী। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল রাত্রে মেয়ে মরদে এসেছে—আহা, দেখতে যেমন, কথাও তেমন, মা বই আর বাকি্য নেই। তুমি ঠাকুর কে গা?

শনি। আমি গণককার, গুণে বল্‌তে পারি কি দশা হবে কার, তোর কপালে সাতটি ছেলে, তোর মরণ হবে কাশীধামে, তোর ধনে ধন কাবাসে বন গোলা ভরা থাক্‌বে ধান, আর দিন দিন তোর স্বামীর বাড়বে মান।

(দ্বিতীয় স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

২য় স্ত্রী। ও লো, তুই বনে ফল তুল্‌তে যাবি নি, এখানে দাঁড়িয়ে কি করিস্?

১ম স্ত্রী। দেখ ভাই, গণককার ঠিক ঠাক্ বলেছে সব আমায়, তুইও গুণিয়ে যা না।

শনি। তোরও খুব কপাল জোর, কাঠ কাট্‌তে তোর স্বামী গেছে ভোর, কড়ি আন্‌বে ধামা ভোরে, ভেসে যাবে খেয়ে উগ্‌রে। আর তোদের কপালের জোর ভারি, আজ পর্‌বি নূতন সাড়ী; এসেছে নূতন সওদাগর, টাকা বিলোবে ঘর ঘর।

১ম স্ত্রী। বলি, এ দিকে এস না গণক-ঠাকুর, স্বামীর মার যদি কপাল দাও গুণে, তার ভাতারটা ভারি খুনে, ঠেঙ্গিয়ে দিয়েছে হাড় ভেঙ্গে, ভাতার যদি বশ করে দাও, তো পান সুপারি কত পাও।

শনি। বলি, এ আর কি—আমি যদি জলপড়া দিই, তার ভাতার কোন্ ছার, বনের গণ্ডার বশ ক'রে রাখ্‌তে পারে।

১ম স্ত্রী। তবে এস না গা ঠাকুর, তার বাড়ী একটু দূর, ঐ দেখা যাচ্চে ঘর, ঐ দেখ না, ঐ চালের বাতা কচ্চে কর কর।

(তৃতীয় স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষের প্রবেশ)

৩য় স্ত্রী। এই দেখ, কেমন নূতন সাড়ী পেয়েছি, তোরাও যাস্ তো পাস্, নৌকাখানা, গে ছুঁবি, সাড়ী আর জে[illegible] টাকা পাবি।

১ম স্ত্রী। ও মা, তাই তো, ঠিক্ ঠাক্ সব [illegible] বলেছে, তোরে বেশ সাড়ীখানি দিয়েছে[illegible]

লোক। মাঠাকৃরুণ, তোমরাও এস।

১ম স্ত্রী। বলি হ্যাঁগো, কি কত্তে হবে?

লোক। নৌকা একখানা ছোঁবে আর স[illegible] পাবে।

শনি। শালকাঠের নৌকাখানা, ছুঁলেই প[illegible] সোনা-দানা, তোদের কপাল জো[illegible] ডাক্‌লো বান, তাই চড়ায় লাগ[illegible] নৌকাখান।

স্ত্রীগণ। (গীত)

ফের দিয়ে সই পর্‌বো সাড়ী,
আয় ছুঁবি আয় সাধের তরী,
এসেছে সখের বেশে নিয়ে সখের সদাগ[র]
ছুঁতে হয় আর কিছু নয়,
সাধছে এত যেতে তো হয়,
নাই তো এতে ধরাধরি।

[শনি ব্যতীত সকলের প্রস্থ[ান]

(সওদাগরের প্রবেশ)

সও। ঠাকুর, হেথা তুমি বুঝি আবার ভ[illegible] কত্তে এসেছ, তোমার কথায় বস্তা[illegible] সাড়ী বিলালুম, আর নৌকা [illegible] ভুস ভুস বসে যাচ্ছে, বলি ও শু[illegible] কাঠের নৌকা। তোমার মতন [illegible] তেমন রস নাই যে, মেয়েমানুষ ছুঁ[illegible] গা সেওড়াবে—ভেসে যাবে। শু[illegible] বাবা, পদ্মিনী ভর বেতর দেখা [illegible] বাবা, জলের ধারে ইকাপনের পুরুষ।

শনি। তুই যেমন যণ্ডা সওদাগর, স[illegible] বিলাচ্চিস্ ঘর ঘর, যে পতিব্রতা, ত[illegible] ধর।

সও। ঠাকুর, যে গিন্নেশ্বরীর ঠাট এসে [illegible] দাঁড়াল, তাদের চোদ্দ পুরুষ পতিব্র[illegible] তা এক পুরুষ কি; যেমন দেশ, [illegible] নাগরীও তেমনি।

।। আমি শুনেছি ঠিক, তুই বেল্লিক তা বুঝবি কি ? দেখ দেখি খুঁজে দেখ, কে কোথায় পতিব্রতা আছে

। বলি, ভোর থেকে এই বেলা দুপুর অবধি দেখছি, খালি সাড়ীর শ্রাদ্ধ !

ন। দেখ, আমি একটু সোরচ্ছি।

।। না বাবা, আমি তোমায় ধরচি, সাড়ীর দাম আদায় কোর্‌চি।

ন। ঐ সে মাগী আস্‌ছে, ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে বল্ যেতে, যাই চল, ওর স্বামী কাঠ কাটতে গিয়েছে, সে এলে আর যেতে দেবে না।

।। কে আবার নয়ন শীতল কোর্‌তে আস্‌ছেন, বাঃ বাঃ বাঃ! ধুব্‌ড়ির ভেতর খাশা চাল যে, এই দিকেই যে আস্‌ছে।

(চিন্তার প্রবেশ

ন্তা। হলো বেলা দ্বিপ্রহর,
প্রাণেশ্বর এখনও না ফিরে এল,
কমনীয় তনু কুলময়,
শ্রম কত সয় তাঁর,
কত দূর না জানি চন্দন-বন ?
কাঠুরিয়াগণ কেহ নাই আসে ফিরে।
শীর্ণ তনু মলিন বদন,
কাননে ভ্রমণ,
আছে কত দিন কপালে আর
হায় বিধি, কি তব নিয়ম,
রাজ্যেশ্বরে পাঠাও গহন,
হীনজনে বসাও হে সিংহাসনে।
কত দিন এ যাতনা সব,
স্বামীর দুর্দ্দশা নয়নে হেরিব,
সাধ হয় মরি, মরিবারে নারি,
শুশ্রূষা কে করিবে স্বামীর;
এত হ'ল সকলি ফুরাল,
রহিল এ অভাগিনী-প্রাণ,
পাষাণ—পাষাণ,
নহে মলিন বয়ান হেরিয়ে রাজার
কেন না বিদরে বুক ?

সও। এইবার ঠাকুর, কথার মতন কথা বটে, এ ছুঁলে শুক্‌নো কাঠ গা-ভাসান দিলেও দিতে পারে, নিদেন হাতে হাতে সাড়ীখানা দিলে, সাড়ীখানাও সার্থক হবে।

চিন্তা। কেবা দুইজন ?
কাজ নাই ফিরে যাই ঘরে।

সও। বলি লক্ষ্মী, একটা কথা শোন, আমি বিদেশী বণিক্ বড় দায়ে পড়েছি।

চিন্তা। অতিথি আপনি ?

সও। না, অতিথি নয়, আমার নৌকাখানি চড়ায় আট্‌কে গেছে, গণকে গুণে বলেছে যে, পতিব্রতা রমণী ছুঁলে নৌকা ভাস্‌বে, যদি অনুগ্রহ ক'রে সঙ্গে আসেন

চিন্তা। মহাশয়, ক্ষমুন আমায়,
মম স্বামী নাহি ঘরে,
যাইতে নারিব অনুমতি বিনা তাঁর।

সও। দেখুন, আমার নৌকা সাত দিন আটকে আছে, দেশ বহু দূর—রাজার আজ্ঞা, এক মাসের ভেতর ফির্‌তে হবে, নইলে ধনে প্রাণে যাব—লক্ষ্মী, কৃপা করুন, নদী নিকটে, একবার স্পর্শ করে আস্‌বেন।

চিন্তা। আইস মম কুটীরে বণিক্,
আসিবেন পতি ফিরে,
যাব তাঁর অনুমতি লয়ে।

সও। কেন আর বিলম্ব কোর্‌বেন, পরোপকার মহা ধর্ম্ম—সুবাতাস উঠেছে, এখন যদি নৌকাখানি ভাসে, অনেক দূর যেতে পার্‌বো, আপনার স্বামী রুষ্ট হবেন না, কৃপা করে আসুন।

চিন্তা। স্পর্শে মম ভাসিবে তরণী ?

শনি। বিচিত্র না ভাব গুণবতি,
সতীর অসাধ্য কিবা ?
মিথ্যা নহে বাণী,
গণিয়াছি আমি,
স্পর্শে তব ভাসিবে তরণী।
নাহি জান আপন মহিমা,
লক্ষ্মী-অংশে জনম তোমার,
স্বামি-ভক্তি-ফলে অসাধ্য সুসাধ্য তব,

া মান বিস্ময়,
য় নয় এখনি বুঝিবে।
হে দূরে দেখ স্পর্শ করে,
াসে বা না ভাসে তরী।
হাব্রত পরোপকার,
পাকে পড়েছে এই বিদেশী বণিক,
রিবে তোমার গুণে,
দশে দেশে গাবে তব যশ,
ামী তব অতি সদাচার,
দা পরোপকারে রত,
ষ্ট হবে শুনিলে এ কথা।
দেখুন, আমি বড় দায় ঠেকেছি,
ালছি আপনি রক্ষা করুন।
ভাল, চল তবে,
ামা হ'তে হয় যদি উপকার।

[সওদাগর ও চিন্তার প্রস্থান।

দেখি—দেখি, লক্ষ্মী কিবা করে তোর,
ছল, নারী হ'য়ে কি বুঝিবি ?
ভাবে আমার
রণী ঠেকেছে চরে,
াসিবে পরশে তব।
খিব—দেখিব,
তি-সনে কেমনে নিশ্চিন্ত রহ,
হ'লে বিচ্ছেদ, মম খেদ না মিটিবে,
া শনি নাম ধরি,
দি মনঃকষ্ট দিতে নাহি পারি,
াথা তবে প্রভাব আমার,
খে যদি বহে দিন,
খি—দেখি, করি কি উপায়,
খি, পতিসনে রহ বা কেমনে ;
াব প্রণয়-পুলকে
খে রবে শনির দশায়,
খিব—দেখিব,
র্দশার সীমা না রাখিব।
াধিকার দ্বাদশ বৎসর মোর,
াই তো সূচনা,
া—না, ক্লেশ আছে বাকি।

[শনির প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

নদী-তীর।

(স্ত্রীলোকগণের প্রবেশ)

১ম স্ত্রী। বলি হ্যাঁ গো, আমার সাড়ীখানা এমন কেন গা, একখানা ভাল দেখে দাও, ঝিম্‌লির পাড়ে যেন ফিতের, আমার কেমন কপাল ভাঙ্গা, ও ছুঁলে, আমিও ছুঁলেম, ও কেমন ভাল কাপড়-খানা পেলে!

(সদাগর ও চিন্তার প্রবেশ)

সও। বলি লক্ষ্মীরা একটু গা মার, ছুঁয়ে তো মাথা কিন্‌লে।

১ম স্ত্রী। এর আর মাথা কেনাকিনি কি গা, ছুঁতে বল্‌লে ছুঁলুম। ও মা, মুখনাড়া দেখ, সেধে কি না কাপড় নিতে এসে-ছিলুম! কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি; ঘরকান্না পড়ে রইল, তাড়াতাড়ি এসে নৌকা ছুঁলুম, তা একটা খোস্‌নাম নেই।

সও। ঠাক্‌রুণরা ভেব না। খোস্‌নাম দেশ-বিদেশে কোর্‌বো, যে খোসখত মুখ দেখে গেলুম, তা জন্মেও ভুল্‌বো না।

১ম স্ত্রী। শোন্ শোন্, ডেক্‌রার কথা শোন্, আহা, ওর মুখখানি কি চাঁদপানা গা!

সও। চাঁদপানা হোক্ আর না হোক্, অমন ভেটকিপানা নয়, আপনি আসুন, নৌকা ছুঁন।

(চিন্তার নৌকা স্পর্শকরণ ও নৌকা ভাসমান)

সকলে। হরি হরি হরি হরি হরি! নৌকা ভেসেছে, নৌকা ভেসেছে!

সও। বাবা, ফের চড়ায় লাগলে তোমায় পাব কোথা, ওষুধ সঙ্গে নিই।

(চিন্তাকে লইয়া নৌকায় তুলন

চিন্তা। ছাড়, ছাড়, নরাধম মোরে,
সর্ব্বনাশ হবে তোর।

যখন হবে, তখন হবে, হাল ফিল তো
য় থাক্‌বো।
ছাড় দুরাচার, সবংশে সংহার হবি,
ত কর,
। কর কেহ মোরে দুর্জ্জনের হাতে।
। কর, রক্ষা কর মোরে,—
। বণিক্, পিতা তুমি মম, ছাড় মোরে,
মি বড় অভাগিনী,
ন কর পীড়ন আমায় ?
হিবে অতুল সুখে,
। কেন চন্দ্রাননে !
দেখ দেখ, কেশরা-কামিনী
কে করে অপমান,
র প্রাণ, যাবে দেহ হতে.
চি হয়েছে দেহ দুর্জ্জন-স্পর্শনে,
বন পূজ্য প ত মম,
থা গেল এ সময় ?
নাথ, তব আজ্ঞা বিনা
লাম দুর্জ্জনের সাথে,
ফল পাই হে তাহার ।
থা গুণমণি অধীনীর যায় প্রাণ,
এসে কি দশা হইল শেষে !
লোকে কহে কুবচন ;
জগৎ-লোচন রবি,
রাখ দুখিনীর,
হতেছে অস্থির,
করে পাষণ্ড আমায় ;
হই সতী, পূজে থাকি পতি,
পতি রাখহ আমার,
র দায় পদাশ্রয় চাহি দিননাথ
ত্র পাবক।
ত্র অন্তরে ডাকি হে তোমারে,
র হে এ ঘোর সঙ্কটে,
নাই কার মুখ চাই,
জ্যাতি, গতি কর অভাগীর।
াহর, ধর্ম্মের আকর,
রে চরণে শরণ মাগি,
ত্রির্ময় জীব আধার,
ায় ভয় ঘুচাও ভাস্কর,
র হাতে কর ত্রাণ।

নন্দিনী কাতরা, এস ত্বরা,
ত্বরা দেহ মোরে।
বিপদ্ দুস্তার কর পার ভগবান্।
ডাকে পতিব্রতা.
ভবত্রাতা হও কৃপাবান্,
এস ত্বরা রক্ষা কর মোরে;
নহে নারী-বধ লাগিবে তোমারে ;
মহাভয়ে রাখ পায় ভয়হর !

সও। শৃঙ্খল এনে এরে বেঁধে রাখ, নইলে
ঝাঁপ দিবে।

চিন্তা। কোথা গুণমণি,
কোথা তুমি এ সময় ?
তোমার রমণী
বন্দী করে রাখে হীন জনে।

(চিন্তাকে বন্ধন)

হায় হায়, কি হ'ল কি হ'ল !
কেন মম দুর্বুদ্ধি ঘটিল,
আইলাম দুর্জ্জনের বোলে।
প্রাণ নাহি যায়, ক করি উপায়,
কে আশ্রয় দিবে ?
ধর্ম্ম রক্ষা কিসে মম হবে !
নাহি বল ছেদিতে শৃঙ্খল,
ঝাঁপ দিতে নারি জলে।

(দৈব-বাণী)

ভেব না—ভেব না,
আমি দিনমণি সদয় তোমায়,
উজ্জ্বল কিরণমালা ঘেরিবে তোমারে,
যত দিন নাহি পাও পতি-দরশন,
জরাগ্রস্ত দুর্জ্জন হেরিবে,
রাখ ধর্ম্মে মতি, যাবে দিন,
চিন্তা ত্যজ গুণবতি !

সও। যাও যাও তীরবেগে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

কুটীর।

(শ্রীবৎস)

চিন্তা, চিন্তা, কোথা তুমি ?
বেচিয়ে চন্দন,
য়াছি কত ধন,
দিন যাবে সুলোচনে !
, এ কি, কোথা চিন্তা ?
ছে কি বারি হেতু ?
। কত কষ্টে হয় উপার্জ্জন,
। পশিনু বনে,
প্রায় গোধূলি আগত,
পদ, ক্ষত দুই কর,
অঙ্গ কণ্টকের ঘায়,
পাইয়াছি ধন,
ষ্ট হবে বিমোচন,
দুখ চিন্তার হেরি হাসি।
। গেল প্রেয়সী আমার ?
হেরিয়ে,
ছ কি অন্বেষণ হেতু ?
চিন্তা—
কেন যাইবে কুটীর ত্যজি,
হু কি প্রতিবাসী নারী সনে ?
! অকস্মাৎ বাম আঁখি নাচে,
ঙ্গ কাঁপে কি কারণ,
। বিপদ্ ঘটে,
কাথা চিন্তা,
হে কাজ।

[শ্রীবৎসের প্রস্থান।

ই জন স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

লো, তুই যে অলপ্পেয়ে মরদ এয়েছে ?
মি ভাই দেখেছিলাম, ভয়ে কিছু
পার্‌লাম না।
তার ভ্যালা ভয়, বল্লে এখন খুঁজতে
।
রয়ায় ভেসে গেছে, আর খুঁজতে
যাবে ?

১ম স্ত্রী। না না, চল, কোথা গেল, খবরটা
দেওয়া ভাল।

[উভয়ের

শ্রীবৎসের প্রবেশ)

শ্রীব। চিন্তা, চিন্তা, এসেছ কি ফিরে ?
কোথা গেল প্রেয়সী আমার,
নাহি জানি কি বিপদ্ ঘটে।
পদে পদে শনি,
প্রণয়িনী কোথায় আমার,—
চিন্তা, চিন্তা,কোথা তুমি ?

(দুই জন স্ত্রীলোকের পুনঃ প্রবেশ)

১ম স্ত্রী। ও গো বাছা, তুমি ফিরে এসেছ, আর
ডেকে কোথা দেখা পাবে, পোড়ারমুখো
সওদাগর এসে, জোর করে ধরে নৌকায়
তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে।

শ্রীব ! আঁা ! আঁা ! কি বল, কি বল !
চিন্তারে আমার,—

১ম স্ত্রী। হ্যাঁ গো, নৌকাখানা ছুঁতে ডেকে
নিয়ে গেল, ছুঁতেই নৌকা ভাসলো, আর
ধরে নিয়ে গেল।

ব। নারায়ণ, এত ছিল তব মনে !
শীঘ্র বল, কোন্ পথে গেল ?

১ম স্ত্র। সন্ সনিয়ে দরিয়ায় ভেসে গেল,
কোথা গেল, কেমন করে বোল্‌বো ?

শ্রীব। হায় ! বজ্রাঘাত কে করিল শিরে,
কে হরিল প্রাণের পুতলি,
হায় রে না জানি,
একাকিনী শত্রুর মাঝারে
অভাগিনী কত কাঁদে,
বল বল, কোন্ দিকে গেল তরী ?

১ম স্ত্রী। পশ্চিম মুখে চলে গেল।

শ্রীব। হায় ভগবান্,
এত ছিল কপালে আমার,
চিন্তা, চিন্তা, কোথা গেলে প্রাণেশ্বরি !
কোথা তোর দেখা পাব ?
হা চিন্তা !

(মূর্চ্ছা

ও লো শীগ্‌গির আয়, শীগ্‌গির আয়,
। বুঝি পড়ে ভিরমি গিয়েছে।

[সকলের প্রস্থান।

(শনির প্রবেশ)

র রে দুর্জ্জন,
তার কোথায় এখন ?
কি বোঝনি আমায়,
মৎস্য সলিলে পলায়,
চন্দন পাইয়াছ ধন,
ন করিবে যাপন ?
। —জান না,
লই মুখের গরাস।
তাজ সুখ-আশা,
রবে মম অধিকার,
গছে, নারী গেছে, হবি পরাধীন।
ীনমতি, আমি হীন—
থ, শ্রীবৎস রাজন্,
কতই তোর হয়।
ার কতদিনে হয় জ্ঞানোদয়,
। পূজা দেহ মোরে,
হবি অহঙ্কারে।

[শনির প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নদীতীর।

(শ্রীবৎস)

হায়, ঈশ্বর, কি করিলে আমায় !
বাস হ'লো ধননাশ,
গণিনু মনে,
। ছিলাম প্রাণের সুখে,
। অরি ;
ণেশ্বরি, কোথা গেলে ?
করিল হরণ
বিনধন ?
শূন্য এ জীবন,
দহ, প্রেয়সী বিহনে ধরি।

সাগর-বাহিনি, বল তরঙ্গিণি,
মম প্রণয়িনী গেছে কত দূরে ?
জীবন-আধার প্রেয়সী আমার,
বল তার কোথা দেখা পাব ?
কোথা যাব,
তারে ছেড়ে কেমনে রহিব,
শক্রপুরে স্মরিয়ে আমারে,
কত কাঁদে বামা !
অন্তর বিকল,
ব'লে দেহ কোথা গেলে পাব প্রেয়সীরে ?
অকূল পাথারে দেহ কূল ভগবান্,
ও হে জগৎ-জীবন,
আশুগতি সমীরণ,
মম প্রাণধন কোথা আছে,
বল মোর কাছে,
ব্যোমচর যে জান বল না,
প্রাণের ললনা,
ছেড়ে গেছে, কোথা আছে অভাগিনী,
মরি, প্রাণে মরি
বার্ত্তা দেহ কেহ কৃপা করি,
প্রাণেশ্বরী কোথা মোর ভাসে,
শক্রবাসে কাঁদে সে হুতাশে,
শান্ত হবে আমারে হেরিলে,
আমা বিনা সে ত নাহি জানে আর।
আহা, রাজার নন্দিনী,
আমা হেতু বিপিনবাসিনী,
পেলে কত ক্লেশ না ভাবিল লেশ,
অবশেষে কি দশা হইল তার !
বুঝি চন্দ্রাননী ত্যজিয়াছে প্রাণ,
আর সে বয়ান এ জনমে না হেরিব !
হাসি-মুখ নেহারি তাহার,
স্বর্গ-সুখ ভাবিতাম ছার ;
কোথা গেল বিনোদিনী—
চিন্তা, চিন্তা,
কোথায় রয়েছ মোরে ভুলে

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নদী-গর্ভ,—দূরে সুরভি-আশ্রম।

(নৌকাপরি লক্ষ্মী ও চিন্তার প্রবেশ)

লক্ষ্মী। (গীত)

প্রাণ আমার কেমন করে,
নিত্যি তোরে দেখ্‌তে আসি,
তুমি যাও জলে ভেসে,
নয়ন-জলে আমি ভাসি।
জান না সুলোচনা, বেড়েছে আনাগোনা,
কষ্ট কি যাতনা, দেখলে তোদের উপবাসী।

মা, এই অমৃত পান কর।

চিন্তা। ধরি পায় হেন কথা ব'ল না জননি!
শুন মাতা কমলবাসিনী,
কোথা স্বামী নাহি জানি,
আমাহারা উন্মাদের প্রায়,
কোথা কি দশায় ভ্রমে মম প্রাণনাথ,
যত্নে তারে কে দেবে গো অন্ন-পানি,
আহা বুঝি আছে উপবাসী!
নহি মাতা, জীবন-প্রয়াসী আর।

লক্ষ্মী। ধেনুরূপে স্তনের ক্ষীরে,
খাওয়াই আমি তোর পতিরে;
রইতে নারি আসি ধীরে,
দেখ্‌তে তোরে ভালবাসি।

চিন্তা। মা, কোথা মোর স্বামী?

লক্ষ্মী। (গীত)

* দিনের ফেরে যাও মা ভেসে,
গেলে দিন বল্‌বো এসে,
দু'জনে মিলন হবে সদাই আমি অভিলাষী।
রাখ কথা রাজবালা,
ঘুচ্‌বে তোমার মনের জ্বালা,
পতি দেখ্‌বে ধ্যানে ধর সুধা মধুভাষী।

চিন্তা। দেহ সুধা করি পান।

লক্ষ্মী। (গীত।)

প্রাণ আমার সদাই দোলে, তরঙ্গে যাব বলে
মা বলে ডাকছে আমায়
আর তো হেথা রৈতে নারি।
বারিতে জনম আমার,তাই বুঝি বয় নয়ন-বারি
মা বলে হই উতলা,
তাইতে তো গো নাম চপলা,
যে ভক্তিভাবে আমায় ভাবে,
তারে কবে ভুলতে পারি।

[লক্ষ্মীর প্রস্থা

চিন্তা। হায়, এ কি দশা হেরি তব প্রাণনা
দীন সম হীন কার্য্যে রত!
কাঁদে তব দুখিনী রমণী,
চেয়ে দেখ প্রাণেশ্বর!
এ কি, কোথা আমি!
ধন্য নিদ্রা! এ দশায় এস চোকে,
হে তরুণ রবি!
হেরিলাম স্বপনে নাথের ছবি,
তুমি তাহা করিলে অন্তর,
মম প্রাণেশ্বর জীবিত কি এত দিন!
ওহে জগতলোচন, কর দরশন,
কোথা প্রাণধন মম,
দেহ অধীনীরে সমাচার।
উজ্জ্বল-আকর!
কত উষ্ণ অন্তরে আমার
হের নিরন্তর চক্রাকারে ঘোরে!
দেখ দেখ, হে মিহির,
ভীষণ তিমির ঘেরিয়াছে প্রাণ মম।
দিক্‌শূন্য নয়নে আমার,
নেত্র-ধার বহে অনিবার,
নাথের বিরহে পল বহে যুগ সম।
কৃপা কর ওহে তমোহর!
স্বর্ণ-করে কর মম শৃঙ্খল ছেদন,
যাব যথা জীবনের জীবন আমার,
দুখ-পারাবার কর পার,
দর্শনে তোমার,
লোকময় আনন্দ অপার,
কোন্ দোষে দোষী দাসী তব পদে,
দুস্তার যন্ত্রণা সহে;

কৃপাসিন্ধু! কৃপা কর অনাথায়,
ঐ বুঝি উঠিছে দুর্ম্মতি,
করি নিদ্রা ভাণ।

নৌকার অপর পার্শ্ব হইতে সওদাগরের প্রবেশ)

ও। মদটা খেয়ে মাথাটা ঝম্‌ঝম্ কর্‌ছে, বেটী পেত্নী নাকি? ডেঙ্গায় দেখ্‌লেম, শিশির-ধোয়া ফুল্‌টী, জলে এমন বিগড়ে গেল কিসে? ছাড়া হচ্ছে না,—বাঃ বাঃ বাঃ, চক্‌চকে ইটের কাড়ি কোত্থেকে এল?

(কূলে শ্রীবৎসের প্রবেশ)

শ্রীব। ধেনুরূপা জগৎ-জননী,
দুগ্ধ মোরে দেন একাধারে,
পান করিবারে নারি,
ক্ষীরধারে তিতে ক্ষিতি,
কৃপাময়ী গো-মাতা আমার;
হেথা নাহি শনি-অধিকার,
কিবা করি কিরূপে সময় হরি।
করি ইষ্টক নির্ম্মাণ,
হায়, স্থির নহে প্রাণ,
সে বয়ান নিয়ত নয়নে জাগে;
হায়, কি দশায় ভেসে যায়
প্রাণপ্রিয়া মম,
ভুলিতে না পারি,
কেমনে রহিব স্থির!
স্বার্থপর—তত্ত্ব নাহি করি প্রেয়সীর,
শনি-ভয়ে এ স্থান না করি ত্যাগ,
কি উপায়ে ভাসিব অর্ণবে,
পেলে তরী দেশে দেশে ফিরি,
দেখি কোথা সুন্দরী আমার।
হায় হায়, কে নির্দ্দয়,
হৃদয়ের নিধি নিল হ'রে
হায় প্রাণপ্রিয়ে, কোথা গেলে!
ঘোরে মস্তিষ্ক আমার,
আর না ভাবিতে পারি,
ভেবে কিবা পাব কূল,
হায় হৃদি-বৃন্ত ছিঁড়ে
কে হরিল সুবর্ণ-নলিনী?
চন্দ্রাননি,
অযতনে পরের পীড়নে
কেমনে কাটাবে দিন?
মনে পড়ে মলিন বদন,
কণ্টকে বিচ্ছিন্ন কলেবর,
রবির কিরণে
শ্রম-জল ঝরে ঝরঝরে,
তবু নহে কাতরা প্রেয়সী;
তবু চাঁদমুখে হাসি,
তুষিতে আমার মন।
হায়, এ রতন হারানু কোথায়?
প্রাণ যায়, দেখা দাও প্রাণেশ্বরি!
আশা গায় পুনঃ প্রিয়ে, পাইব তোমায়,
তাই প্রাণ রাখি,
যদি তোরে বারেক নিরখি,
প্রাণে আর মমতা না করি।
কোথা গেলে কোথা আছ ভুলে?
আহা, ভোলে নাই—
সে কি মোরে ভুলিবারে পারে?
কে পাষণ্ড রাখিয়াছে ধ'রে,
এত দিন আমারে না,
বুঝি প্রিয়ে বেঁচে নাই;
আছে বেঁচে, আছে বেঁচে,
নহে প্রাণ ধরি কি আশার আশায়?
কে দেবতা সদয় হইবে,
সংবাদ কি দেবে,
ওহে! শূন্য—শূন্য সমুদয়!
হেথা নাহি শনি,
বিরাজেন সুরভি-জননী,
এস তাল বেতাল আমার,
মৃত্তিকায় করহ কাঞ্চন,
কর আসি ইষ্টক গঠন।

সও। বা, বা! বেটা মাটী ধ'রে সোনা কর্‌লে,
বলি ওহে, ইট কি কর্‌বে?

শ্রীব। আহা, সুন্দর তরণী,
বুঝি অধিকারী করে সম্বোধন
মহাশয়,
কৃপা করে তরী-পরে লবেন আমারে?

সও। কোথা যাবে?

শ্রীব। সঙ্গে যাব,
যথাযোগ্য মূল্য যথা পাব,
ইষ্টক বেচিব।

সও। (স্বগত) সোনার ইটগুলো ফাঁকি দিতে হচ্চে। (প্রকাশ্যে) দাঁড়াও, কিনারায় যাচ্চি, আস্‌বে তো এস—মাজি, কিনারায় ভেড়াও।

শ্রীব। অতি সজ্জন তুমি হে সাধু।

সও। (স্বগত) দাঁড়াও তোমায় কত্ত দেখাই।

শ্রীব। (জনান্তিকে) সাধুর কৃপায়
দেশে দেশে করিব ভ্রমণ,
যদি পাই প্রিয়া-দরশন।
হরিল যে প্রিয়াকে আমার,
দেখা পেলে তার তখনি জীবন বধি;
বুঝি এত দিনে হলো শুভদিন।

সও। নাও, হাতা-হাতি করে তোল, বাঃ, তোমার বেশ ইট, এম্‌নি দেশে নয়ে যাব, ইট বেচে রাজা হয়ে যাবে।

শ্রীব। অর্দ্ধ অংশ দিব মহাশয়।

সও। না, আমার ও তো দরকার নাই, তোমার ইট তোমার থাক্‌বে, তুমি সজ্জন লোক, দুজনে থাক্‌বো, গপ্প সপ্প কর্‌বো।

শ্রীব। তুমি সদাশয় হে বণিক!

সও। নাও, ডিঙ্গা ছেড়ে দাও।

চিন্তা। কতই ঘুমাব আর,
নিদ্রাঘোর কোন মতে নাহি টুটে।

সও। বেটার হাত-পা বাঁধ, বেটার হাত-পা বাঁধ, বাঁধ, বেটাকে বাঁধ, দে বেটাকে পাথর বেঁধে ফেলে।

শ্রীব। এ সময় কে আছে কোথায় মম,
অপঘাত-মৃত্যু ছিল অদৃষ্টে আমার,
সিন্ধু-নীরে ডুবে মরি!
চিন্তা, চিন্তা, কোথা তুমি এ সময়?

(শ্রীবৎসকে জলে ফেলিয়া দেওন)

চিন্তা। মম প্রাণেশ্বরে
দুরাচার সলিলে নিক্ষেপ করে।
প্রাণনাথ প্রাণনাথ,

লহ লহ উপাধান,
যদি হয় সাহায্য ইহাতে।
হায়, কি হোল আমার!
ঐ ঐ প্রাণনাথে সলিলে গ্রাসিল,
বিধি, এত মনে ছিল তোর,
যারে প্রাণ, যারে দেহ ছেড়ে।

(মূর্চ্ছা)

সও। আরে, বারে বারে মাগীর ভাণ্ডার,—যাক; কি লোকা কাঁদ? মায়ে পোয়ে গ্রেপ্তার, বেটীর কথায় কথায় দাঁত-কপাটী। আঃ, ছি ছি! বেটী কি কদাকার বোনে গেল। বাবা নে, জোর চল আজ, কিছু হাতে লাগলো,—তোফা। ইটগুলো রাজা-রাজড়া ছাড়া কেউ নিতে পারবে না।

চিন্তা। কৈ, কৈ, কৈ প্রাণনাথ!
কোথা গেলে বজ্রাঘাত ক'রে শিরে?
হায় হায়, কি হলো আমার,
দুরাচার, কেন রাখ অভাগীর প্রাণ,
বধ রে আমায়, ঘুচুক সকল জালা।

সও। অপনা হতেই হবে, না খেয়ে আর ক দিন থাক্‌বে।

চিন্তা। না না, তাতে নাহি যাবে প্রাণ,
বধ মোরে,
কৃপা কোরে বধহ জীবন।
ও মা লক্ষ্মি,
এই হেতু অমৃত করেছ দান।
আরে আরে কি দেখিনু,
ওরে প্রাণ, বক্ষ ফেটে হও রে বাহির

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

উদ্যান।

(ভদ্রা ও লক্ষ্মী)

ভদ্রা (গীত)

কিবা কাঞ্চন-গঞ্জন বরণ,
ঊষা ভূষা কে দিল তোরে ভুলাতে জন-মন
সাধ করে আদরে কথা কও, কথা কই গলা ধরে,
কথা কও না, জান না কত করি লো যতন,
হেরিতে তৃষিত নয়ন।

লক্ষ্মী। বলি রাজকুমারি,
ঊষা দেখেই চোখ ফেরে না,

না জানি দেখা যখন হবে লো তোর বঁধুর সনে,
আর কি লো কথা ক'বি,
আর কি লো ফিরে চাবি,
প্রাণ ভ'রে দেখবি চেয়ে আপন মনে।
ভদ্রা। আহা, কে তুমি সুন্দরি,
রূপ হেরি ফিরাইতে নারি আঁখি,
কহ কার নারী, কি আশে সম্ভাষ মোরে?
হাসি সুধারাশি, মন অভিলাষী,
সখী বলে যতনে তোমারে রাখি।
লক্ষ্মী। নিয়ে ফুলের ঝারি, সদাই ফিরি,
রাজকুমারীর যোগাই মালা।
যে আমার প্রাণ বোঝে না,
সেখানে প্রাণ যাবে না,
তাইতে তো তোমার কাছে এলুম,
ও গো রাজবালা।
ভদ্রা। হেন কিসে কর অনুমান,
আমি প্রাণ বুঝিব তোমার?
লক্ষ্মী। যেখানে প্রাণ মেলে তার,
প্রাণের কথা প্রাণই জানে,
নইলে কি আসি এমন,
আপন হ'তে প্রাণ কি টানে।
ভদ্রা। বলি ছটা রাখ, সাদা দুটো কথা কও।
লক্ষ্মী। রাজকুমারি, মালা নাও।
ভদ্রা। সাধি সবিনয়ে,
দেহ পরিচয় মোরে।
লক্ষ্মী। যে বনমালী, পতি বলি
বাঁধি প্রেমের ডোরে।
ভদ্রা। দেখি, ভাল জান বঁধুর আদর,
কেমনে এসেছ ফেলে,
শুধু বঁধু সনে
সযতনে নয়নে নয়নে
নিয়ত রহিতে হয়।
শুনি সুলোচনে, বঁধু-পানে
কতক্ষণ চেয়ে রও?
লক্ষ্মী। বঁধু তো প্রাণের বঁধু,
থাকে বঁধু প্রাণে প্রাণে,
প্রাণে তারে সদাই হেরে,
চেয়ে থাকি তারই পানে।
আজকালে বুঝবে বালা
বঁধুকে লোক দেখে কত,
যে যত চায় সে তত চায়,
সাধ বাড়ে চাইতে তত।
ভদ্রা। কেমনে বুঝিব?
লক্ষ্মী। বঁধু পাবে।
ভদ্রা। তুমি ঘটকী হবে?
লক্ষ্মী। ঘটকী হই যদি বল।
ভদ্রা। সে ত ভাল,
রাঙ্গা বঁধু এনে দিতে হবে মোরে।
তা না হলে মনে না ধরিবে,
ভাল জিজ্ঞাসি তোমারে,
স্বয়ম্বর দেখেছ কখন?
লক্ষ্মী। মনে মনে বরে যারে,
সভামাঝে মালা দেয় তারে।
ভদ্রা। মনে মনে বরে,—
বরে কারে?
লক্ষ্মী। বরে।
ভদ্রা। কেবা বর?
লক্ষ্মী। প্রাণ চায় যারে।
ভদ্রা। প্রাণ চায় উষারে আমার,
প্র চায় চাঁদে,
প্রাণ চায় তরুণ-তপন।
লক্ষ্মী। প্রাণ চায় সুন্দর তোমার।
উষা, চাঁদ, তরুণ-তপন,
একত্রে যথা সম্মিলন,
তারে মালা দিতে পারি রাজবালা?
ভদ্রা। কোথা হেন জন?
লক্ষ্মী। আছে ত নয়ন,
যদি কর সাধ,
দেখাই তোমায়।
ভদ্রা। কোথা রহে হেন জন?
লক্ষ্মী। আবাসে আমার
বসে সেই ভুবনমোহন।
ভদ্রা। কত দূর?
লক্ষ্মী। তব মালিনীর ঘরে,
বল যদি আনি নিশাকালে
উদ্যানে গোপনে,
অপ্রত্যয় না কর কুমারি!
মালিনীর বহিন-ঝিয়ারি আমি,
ঘর বহুদূরে,
এসেছি দেখিতে স্বয়ম্বর।

ভদ্রা। যে অবধি স্বয়ম্বর-আয়োজন,
প্রাণ উচাটন,
কারে মালা দিব,
কারে স্বামী ব'লে হৃদে দিব স্থান,
মনোভাব সতত গোপনে রাখি ;
সতত চমকি,
ভাবি মনে, কি হবে কি হবে।
কেন নাহি জানি,
তোমারে আপন হয় জ্ঞান,
তাই খুলে বলি গো তোমারে,
কার তরে পরিব গো ফাঁসি,
হব কার দাসী,
কার পায় বেচিব প্রফুল্ল প্রাণ,
কারে যৌবন করিব দান,
অভিমান কে মম বুঝিবে ?
মান করে ঢাকিলে বয়ান,
কার প্রাণ কাঁদিবে আমার তরে ?
কার আদরে অন্তরে
ফুটিবে কমল-কলি,
কারে হেরে ভুলিব উষার ছটা,
দিবানিশি করি আন্দোলন,
স্থির কিছু করিবারে নারি।

লক্ষ্মী। যেচে প্রাণ বিলাতে না হয়,
প্রাণ আপনি বিলায় পরে।
ভুলায়ে নয়ন
উষা তব মজায়েছে মন,
রূপে যার নয়ন মজিবে,
স্বরে শ্রবণে বহিবে সুধা,
স্পর্শ-সাধে উন্মাদিনী হবে প্রাণ,
হাসি হেরে সরস অধরে
ব্যাকুল অধর হবে,
তবে বুঝিবে কুমারী,
কেন নারী যেচে হয় দাসী :
চন্দ্রাননে, বুঝিবে তখন
কাহার আদরে
অন্তরে বহিবে সুধার ধারা ;
ধরা হবে সুখময়ী,
রূপবতী যেন গুণবতী,
রূপে বাঁধে প্রাণে প্রাণে,
আসি বালা, হলো বেলা।

(গীত)

মন বোঝে না মনের কথা,
বুঝায়ে দেয় লো আঁখি,
হৃদয় খোলে অমনি ভোলে,
শেকল পরে আপনি পাখী।
হৃদি-চাঁদ হৃদে ফেরে, রেখেছে মেঘে ঘেরে,
হেরলে শশী মন পিয়াসী,
হয় লো সুধার মাখামাখি॥

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

ভদ্রা। জিনি নবীন নলিনী
নবীনা মালিনী—
এল, বলে গেল সুধামাখা কথাগুলি।
কি জানি কি চায় প্রাণ,—
যাই সঙ্গীত-আলয়।

[ভদ্রার প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নগর-প্রান্তর।

(লক্ষ্মী ও বাতুল)

লক্ষ্মী। আর নাহি যেতে হবে বহুদূর,
এ নগরে রহ কত দিন ;
রাজা বড় গুণাকর,
শ্রীবৎসের পিতৃসখা।

বাতু। বলি না হয় সেখানে ছিলুম, এখানে এলুম, তাতে বড় আপত্তি নাই, কিন্তু এত পাক দিচ্চ কেন বল দেখি ?

লক্ষ্মী। ইথে কষ্ট কিছু নাহি তব।

বাতু। কষ্ট নাই আমার গুণে, তোমার গুণে নয়, খালি-পেটে পাক খেয়েছি, না হয় ভরা পেটে খেলুম—বাবা, এ যাত্রা চোর্‌কিবাজি খেল্‌লুম।

লক্ষ্মী। দেখ,
বহু উপকারী তব শ্রীবৎস রাজন্।

বাতু। বটে, তারই কৃপায় ভরা পেটে পাক খাচ্চি, তা কি আঁচ্চ যে, চট্ করে তারে ধর্‌বো ? শনির করুণা যৎকিঞ্চিৎ জানা আছে, এই তো প্রায় বার বৎসর পোড়ে শুন্‌ছি, তারে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

লক্ষ্মী। যার কৃপাবলে প্রাণ দান পেলে, তার কার্য্যে এত অনাদর তব ?

বাতু। প্রথম চোটে তো উপকার করেছি, রাজ্যি ছাড়িয়েছি, বনে পাঠিয়েছি, বাকি তো কিছু করি নি, এখন কি গর্দ্দানা কাটতে বল ? তা দেখাবে চল।

লক্ষ্মী। চাহ বধিবারে উপকারী জনে,
অতি মন্দবুদ্ধি তব।

বাতু। আমি কি কোর্‌বো, চার কাল লোক ক'রে আস্‌ছে, আমি নূতন ধ'র্‌বো ? কমলার করুণা একজনের ওপর দেখাও দেখি, যে না উপকারীর মাথা কাটবে ? রাজাকে আলোয় আলোয় বিদায় কত্তে পাত্তুম,তা হ'লে পেটের ভাত জুট্‌তো না।

লক্ষ্মী। কিবা সুখে আছ এবে,
রাজদ্রোহী প্রজাগণ,
অরাজক অত্যাচার
বলবান্ রাজ্যময়,—
পীড়ন তো ঘোচেনি কাহার।

বাতু। তা সমভাবই বটে, তা একবার ওষুধের মাত্রা বোদ্‌লে দেখলে রকঃ ...রটা এক রকম মন্দ নয়, বলি চোকবাঁধা গরুর মত তো ঘোরাচ্ছ, এখন কি কত্তে হবে বোল্‌তে পার ?

লক্ষ্মী। শনি-মুক্ত হইবে ভূপাল।

বাতু। ঠাকুরুণ,তুমি শনিকে জান না, তাঁর করুণা কিঞ্চিৎ গাঢ়, দয়াময় দেবতাকে আজীবন জানা আছে।

লক্ষ্মী। কেন, ফিরচে তো দশা তব।

বাতু। শনির প্রেম সাগরবিশেষ, তার নানা তরঙ্গ, কখন তোলে, কখন ফেলে, তোলাপাড়া ঘোচেনি, বেশী চিন্তায় কাজ নেই, এইখানে থাক্‌তে হবে, আচ্ছা রইলুম।

লক্ষ্মী। সিংহাসনে বসে যদি শ্রীবৎস নৃপতি, ভাল কিবা মন্দ তাহে ?

বাতু। কিবা মন্দ বুঝি নি, মোদ্দা বসে বসুক।

লক্ষ্মী। যবে জ্বালিল বিদ্রোহানল,
বণিক্ সকল,
মন্ত্রী, সেনাপতি
পলাইল ত্যজিয়ে রাজায়।

বাতু। ও পুরোন খপর অবগত আছি, একটু নতুন ব'লতে হবে।

লক্ষ্মী। এবে মন্ত্রী ভাবে রাজা হবে,
সেনাপতি ভাবে সেই মত,
বণিক্ সকল,
অর্থবলে করিতেছে বাহিনী সংগ্রহ,
ভাবে রাজকার্য্য করিবে একত্রে মিলি ;
শ্রীবৎসের কেহ না উদ্দেশ করে।

বাতু। সার বুঝেছ।

লক্ষ্মী। কেন, রাজা হ'তে বাসনা কি তব ?

বাতু। না, আমি কিছু অসার বুঝি. কিন্তু কি কত্তে হবে বল ?

লক্ষ্মী। বাহু নামে রাজা এই দেশে,
সাহায্য তাহার চাহে কৃতঘ্ন সকল,
করতল করিবারে সিংহাসন,
মিথ্যা ক'রে বুঝাবে রাজায় ;
উপস্থিত হও গে সভায়,
প্রস্তাব, "তোমার রাজ্য হোক অধিকার,
কিন্তু যত দিন শ্রীবৎস না আসে,
সিংহাসনে কেহ নাহি বসে,
প্রতিনিধি করিবেক রাজ্যের রক্ষণ।"

বাতু। তার পর, তার পর ?

লক্ষ্মী। কবে তুমি, "গ্রহকোপে প্রচ্ছন্ন রয়েছে,
সময়ে উদয় হবে রাজা।"

বাতু। তুমি তো সব জান, তুমিই গিয়ে কেন বল না ?

লক্ষ্মী। আছে বিশেষ কারণ,
দরশন দিতে নারি।
দেখিলে আমায়,
বাহুরাজা রেখে দিবে বন্দী করে।
বেলা যবে তৃতীয় প্রহর,
সভাস্থলে হয়ো উপস্থিত ;
যাই আমি, দেখা হবে সময়-অন্তরে।

বাতু। বলি পরিচয় দিলে না ?

লক্ষ্মী। সময়ে সকলি,
লহ এ মাণিক,
উপহার দিও নৃপতিরে।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

বাতু। প্রজাগুলোর সঙ্গে নেচে তো বেঁচে

গিয়েছি। দেখলুম মজা, তিন বেটার সুমতলব নয়, কিন্তু যদি নাচলো তো গোলে হরিবোল। আহা, মন্ত্রী মহাশয় বড় সদাশয়, যে দিন শুভদৃষ্টি হয়, সে দিনই বুঝেছি, পাগল বলে দিচ্ছিলেন ঠেলে। রাজা কোথায় তার ঠিক নাই, কিন্তু কেন যে ঘুরি, তা বল্‌তে পারি না, মাগী কাঁচ-পোকার মত এসে ধরে, যেতে হবে রাজসভায়।

(ব্রাহ্মণবেশে শনির প্রবেশ)

শনি। ও রে, তোর কপালে ভারি গ্রহ। গ্রহ টান্‌ছে রাজসভায়, মারা পড়ে যাবি ঠায়।

বাতু। কপালে যে ভারি গ্রহ, তা বহুদিন জানি, মারাও যে এক দিন যাব, তাও অবগত আছি ; তা ভাগাড়ে না মরে রাজসভায় গে মরি। আহা, মধুরভাষী ঠাকুর, তুমি তো বড় উপকারী গা।

শনি। যদি এ দেশ থেকে যাস তো পরিত্রাণ পাস্।

বাতু। রাজসভায় যেতে বারণ করাতেই আভাস তার বুঝেছি।

শনি। যদি কথা শুন্‌তিস্ তো ভাগ্য ফল্‌তো।

বাতু। তুমিই তো বল্‌লে, রাজসভায় কোন ফল ফোল্‌বে.

শনি। তুই তো ভারি বোকা, প্রজাগুলো তোর কথা শোনে, তুই গে রাজা হ না।

বাতু। দেখছি ঠাওরে, রাজা হ'লে তোমায় পাটরাণী কর্‌বো।

শনি। বেল্লিক !

বাতু। মন উঠলো না, পাট-হস্তী বল আর পাটমন্ত্রী বল, যা বল, তাই করি। বলি ঠাকুর, কথাটি কি, কিছু নেবে তো নাও।

শনি। আমায় আর কি দিবি ?

বাতু। বেল মুক্ত গর্দ্দানা বাঁচাতে এসেছ, আচ্ছা, তোমার একটা কিল্ বাঁচাও।

শনি। কি বলিস্, মার্‌বি না কি ?

বাতু। গুণে দেখ না, কি ক'রবো।

শনি। দেখি দেখি, তোর হাত গুণে দেখি ?

বাতু। বলি বিধাতাপুরুষ কি কপাল ছেড়ে হাত ধরেছেন না কি, লম্বা চওড়া হাত খানি দেখে আচড় পাচড় অনেক কেটেছে কিল্‌টার কি ঠাওরালে ?

শনি। আমার কথা শুন্‌লি নি, যখন মারা যাবি, তখন বুঝতে পার্‌বি।

বাতু। যখন মারা যাব, আপনা আপনি বুঝতে পার্‌বো ; দেখ, তুমি বড় কিছু কত্তে পাচ্চ না, তোমরা শনির চেলা বই ত নয়, গ্রহদেব স্বয়ং আমার রন্ধ্রগত।

শনি। তুই আমার কথা শুন্‌লি নি ?

বাতু। ঠাকুর, নিন্দা কর, আগা গোড়া শুন্‌চি।

শনি। মারা গেলি, মারা গেলি, মারা গেলি।

[শনির প্রস্থান।

বাতু। বেঁচে গেলি, বেঁচে গেলি, বেঁচে গেলি। একটু আভাষ লাগছে, কোঁদলটা শ্রীবৎস রাজাকে দে মেটে নাই, ঠাকুরের যে ছাঁদ দেখলাম, ইনি নিদেন ...নের বর পুত্র না হয়ে যান ন। আর মাগীও আমায় নিয়ে ঘোরাচ্ছে। আমার মুষ্টিযোগ জানা আছে, বাবা ম'লে আর কোন বেটা বেটীর ধার ধারবো না। যখন মরণ-ভয় ছেড়েছি, মা কমলা, বাবা শনি, তোমাদের দু'জনের হাতই এড়িয়েছি। ম'রে কষ্ট পাই, পুরাণ পড়া সোজার পড়ে যাব, বিধাতা পুরুষ আড়খতে কলম কেটে কপালে দে গেছেন।

[বাতুলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

মালঞ্চ।

(মালিনী ও শ্রীবৎস)

মালি। মাসি বলে, বেশ মধুরভাষী, আমি ও ভালবাসি, কত সেবা করে, তুমি যে দিন

অজ্ঞান হয়ে জলের ধারে পড়েছিলে, সে দিনও এলো, বল্‌লে বিদেশিনী, নাম কমলিনী। আমার মনে হয়, সত্যি যেন বোন‌ঝি।

শ্রীব। মাগো, তুমি করুণা-প্রতিমা,
সম দয়া সবারে তোমার,
তব কৃপা বিনে, এতদিনে
শমন-ভবনে করিতাম বাস, মাতা!

মালি। আচ্ছা, তোমার কিছু মনে হয় না—সাগরে পোড়লে, কেমন করে ভেসে এলে?

শ্রীব এই মাত্র আছে মা স্মরণ,
হই যবে সলিলে মগন
বিষম প্রস্তর-ভারে,
যেন বীর দুই জন
পৃষ্ঠপরে যতনে লইল তুলে,
কিছু আর নাহি মনে।

মালি। বড় আশ্চর্য্য কথা, কিন্তু সত্যি জলের ধারে তখন তোমায় দেখতে পেলুম, যেন বিরোদাকার দু'জন সোরে গেল।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। মাসি, ফুলের বাগান দিয়ে এলুম, রাজকুমারী বড় সুন্দরী, রঙ্গ যেন চাঁদের কিরণ, মুখখানি যেন ফুল দিয়ে গড়া, গান করে যেন বাঁশী বাজে, আমাদের দুজনের খুব ভাব হয়েছে। মাসি, তোমার আহ্নিকের জেয়গা করেছি।

মালি। যাই বাছা

শ্রীব। কমলিনি, নাম কি তোমার?
কোথায় নিবাস,
কার তুমি আদরের ধন?
বল ভগ্নি, আমি তব সহোদর।

লক্ষ্মী। (গীত)

কমল বড় ভালবাসি, তাইতে বলে কমলিনী,
আদরিণী যার আদরে তারই তরে বিদেশিনী।
পতি মোর বনমালী, গাথে না হার ঘুমায় খালি,
দেয় গো দেয় ভাসিয়ে আমায়,
তাই তো থাকি একাকিনী।

শ্রীব। বিনোদিনি, নহ তুমি সামান্যা রমণী,
নারী-কুল-রাণী,
অযতন তোমারে কে করে।

লক্ষ্মী। দাদা, তোমার বে হবে।

শ্রীব। পাগলি!

লক্ষ্মী। সত্যি বলি, তাই পাগলী।

শ্রীব। কহ কেমনে জানিলে?

লক্ষ্মী। কেন, কিবা নাহি জানি?
বিবাহ হইবে, তাই তাল বেতাল তোমায়
আনিয়াছে এ নগরে,
রাজা হবে, যাবে পুনঃ ঘরে ফিরে!

শ্রীব। কেবা তুমি সত্য বল মোরে
কোন্ দেবী মানবী-আকারে,
দেহ পরিচয় ঘুচাও সংশয়,
গূঢ় কথা কেমনে জানিলে?

লক্ষ্মী। এই এই, এই হেতু এ স্তব,
বলেছে বেতাল তাল সব সমাচার।

শ্রীব। কোথা দেখা পেলে দোঁহাকার?

লক্ষ্মী। কেন, মালঞ্চে আইল দোঁহে,
ডাকিয়ে আমায় কহিল সকল কথা।

শ্রীব। কিছুই বুঝিতে নারি।

লক্ষ্মী। দাদা, ভালবাস মোরে?

শ্রীব। আছে কিরে কেহ এ সংসারে,
হেরিয়ে তোমায় ভাল নাহি বাসে?

লক্ষ্মী। তুমি ভালবাস?

শ্রীব। বাসি,
কিবা তব হয় অনুমান?

লক্ষ্মী। বাস, এস তবে।

শ্রীব। কোথা?

লক্ষ্মী। যথা যাই।
যদি ভালবাস, সাথে এস,
জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কিবা?

শ্রীব। চল।

লক্ষ্মী। ব'স, তুলি ফুল।
যাব মালা গাঁথিতে গাঁথিতে।

(গীত)

সিত পীত লোহিত-বরণ,
ফুলের মালা গাঁথব চিকণ,
গোধূলির বরণ-ঘটা, ফুলের ছটা করবে হরণ।

ধরে না মধু অধরে, ফুটেছে আপন আদরে,
সৌরভে গরববিহীন কেবা এমন কুসুম যেমন।
[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

উদ্যান।

(ভদ্রার প্রবেশ

ভদ্রা। (গীত)

কেবা অধরে ধরে নিশাকরে,
হেম করি উষা খেলে কলেবরে,
নব-রবি-ছবি কে ধরে।
বমন মন হেরিতে মোহন,
সুধালহরী কার স্বরে,
নেহারি কারে বিকাশি প্রাণ,
কে মানী রাখে মানিনী-মান;
কার আদরে সুধা-নির্ঝর হৃদে ঝর ঝর ঝরে,
জিনি কমনীয় কুসুম-হার,
সরস পরশ না জানি কার;
না জানি নয়নে নয়নে কে বাঁধে,
প্রাণ পড়ে কাঁদে কার তরে॥

যেন হেম-বিহঙ্গিনী সুধা-কণ্ঠধ্বনি,
এল চলে গেল দেখিতে দেখিতে,
কিবা সুধাময় ভাষা,
জাগিল পিপাসা,
আশা প্রাণে কি বলে—কি বলে;
কে এল—কে এল,
ছলে মোরে কোরে গেল উন্মাদিনী।
শশিসোহাগিনী বাড়িল যামিনী,
তারা-হারে খেলিছে আদরে,
কুসুমদশনা বামা।
বলে গেল, কই এল কই,
পেয়ে মম হৃদয়-আভাষ,
যেন তারা-শশী করে উপহাস,
ফুল-কলি মুচকি মুচকি হাসে,
মন্দানিল-পরশে শিহরি—
যায় ব্যঙ্গ করি,
লাজে কালি উষা না হেরিব;
মরি মরি কিশলয় কর,
বহিছে সময়,—
একাকিনী কেন রাজবালা!
কি জ্বালা, কি জ্বালা,
ভৃঙ্গ গুঞ্জি আসে,
কি মোহিনী ভাষে,
উন্মাদিনী করিল অন্তর;
প্রাতে স্বয়ংবর, কাঁপে কলেবর,
কার গলে মালা তুলে দিব।
আমি তার, কে হবে আমার?
বাড়িল যামিনী,
দেখি গিয়ে মানিনী নলিনী,
কুমুদিনী পানে ফিরে নাহি চায়,—
চলে যায় সে যদি সোহাগ করে।

(অন্য দিক হইতে শ্রীবৎস ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। (গীত)

দেখবো যদি রাখ্‌তে পারি গোপনে,
অধরে আদর হেরে করবে আদর যতনে,
নীরবে প্রাণের খেলা, নীরবে দেবে মালা,
নীরবে হেরবে শশী বসে নীরব গগনে,
নীরবে হের্‌বো মধু, নীরবে ফুল ঢাল্‌বে মধু,
প্রাণে প্রাণে বাজবে বীণে নীরব-কুসুম-কাননে

ভদ্রা। আহা, সেই সুধামাখা স্বর,
গীতে বিমোহিত প্রাণ!
আহা, দেখ দেখ মুদিত হয়ো না আঁখি,
কি হেরি, কি হেরি,
প্রাণে আর না ধরে মাধুরী!
কই তুমি, কোথা গেলে মন,
বল বল, কোথা আমি,
আরে কর, কি কর কি কর,
ধর ধর, লুকালে পাবে না আর।
বল কেন অচল চরণ,
চল চল,
নহে শশি-করে যাবে মিশাইয়ে।
এ কি, এ কি, কি দেখি—কি দেখি,
মাধুরী—মাধুরীময়!
নাহি শশী, তারা, কুসুমকানন,
একটি রতন, একটি রতন,
পূর্ণ—পূর্ণ দিশি একটি রতনে

লক্ষ্মী। দাদা, যদি ভালবাস মোরে,
উপহার আদরে গ্রহণ কর ;
দেখ রাজবালা,
উষা, শশী,
তরুণ তপন একত্রে মিলন !
[illegible] তুলে দাও গলে।

শ্রীবৎস। চিন্তা, চিন্তা, কোথা তুমি ?
হা শশিমুখী প্রেয়সী আমার !
(মূর্চ্ছা)

ভদ্রা। এ কি, এ কি দূতি,
বসুমতি, লও অভাগারে ! (মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মী। শনি, তুমি প্রবল-প্রতাপশালী !
দেখ শশি, যত্ন ক'রে রেখ দোঁহে
সুধার ধারে, প্রাণ-বায়ু বও সমীরণ,
আজ্ঞা দেছেন নারায়ণ।
[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

(বাহুরাজা, রাণী ও শনির প্রবেশ)

বাহু। কোথা,
কোন্ দুরাচার উদ্যানে পশেছে মোর ?
এস,
দেখসে মতিম্বী তনয়ার আচরণ ;
কই, কোথা গেল দ্বিজ,
কোথা কুল-কলঙ্কিনী কন্যা মোর ?
সমাগত ভূপালমণ্ডলে
কেমনে দেখাব মুখ ;—
কই, কোথা গেল ?

শনি। দেখ, ভূমিতলে লোটে দোঁহে।
[শনির প্রস্থান।

রাণী। এ কি, এ কি,মৃতদেহ দুই ধরাতলে,
হায় ভদ্রা, কোথা গেলে তুমি !

শ্রীব। চিন্তা, চিন্তা,
দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে ?

ভদ্রা। কোথা নাথ, কোথা প্রাণনাথ !

বাহু। কেবা এ পুরুষ,
মেঘাচ্ছন্ন রবিসম !
কে তুমি ?

শ্রীব। ভাগিনেয় মালিনীর।

ভদ্রা। পিতা, প্রাণনাথ মম,
জনক জনক, হইয়াছি স্বয়ংবরা।

বাহু। রক্ষি, লহ দোঁহে কারাগারে,
আরে মূঢ়, এত স্পর্দ্ধা তোর,
জান না কি,
রাজদণ্ডে প্রাণনাশ হবে তোর।

শ্রীব। নরনাথ, প্রাণে সাধ নাহিক অধিক।

বাহু। রক্ষি, কারাগারে লয়ে যাও দোঁহে।
[রক্ষীর সঙ্গে শ্রীবৎস ও ভদ্রার প্রস্থান।

বাহু। রাণি, এত নাহি জানি,
অপমানে কেমনে দেখাব মুখ ?
এ কি স্বপ্ন সম বিধাতার খেলা !
আজি বধ করিব দোঁহারে।

রাণী। বিচক্ষণ তুমি প্রাণনাথ ;
মাথা হেঁট অবশ্য হইবে
মালীরে দিয়েছে মালা ;
কিন্তু যদি বধ দোঁহে
কলঙ্ক রটিবে তব,—
কবে সবে ভ্রষ্টা ছিল তনয়া ইহার।
ত্যজ তনয়ায়, যাক দোঁহে মালিনী-আলয়,
নাথ, আমি নহি অপরাধী,
গুণনিধি, পায়ে ধরে সাধি,
দশমাস ধরেছি জঠরে,
শোক-শেল না হান হৃদয়ে মোর,
হায়, এত ছিল এ কপালে !

বাহু। এতদিনে উচ্চমাথা হলো হেঁট,
সত্য কহে রাণী,
কলঙ্কিনী কবে, প্রাণে নাহি সবে,
এ কি হীন রুচি,
কুল-মান হইল অশুচি,
আবাহন ক'রে স্বয়ংবরে,
রাজেন্দ্র সকলে কিরূপে ফিরাব,—
কিবা পরিচয় দেব ?

রাণী। নাথ, ভিক্ষা কভু করে না অধীনী,
দুহিতার প্রাণ ভিক্ষা চাই,
ভিক্ষা দেহ, ভিক্ষা দেহ মহীপাল।

বাহু। মহিষি !

রাণী। ভিক্ষা দেহ যাচে কাঙ্গালিনী।

বাহু। দূর কর,
আর যেন হেরিতে না হয় মুখ

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—*—

কারাগার।

(ভদ্রা ও শ্রীবৎস)

ভদ্রা। মতিহীন মন,
না বুঝে হইলি পতিঘাতী ;
সুখসাধে উন্মত্ত হইলি,
নাথে ভাসাইলি,
কি করিলি—কি করিলি প্রাণ !
চঞ্চল হইয়ে মালা দিলে ধেয়ে,
দেহে আর কি সুখ রয়েছে ;
আরে—আরে, শত ধিক্ মোরে
দুস্তার পাথারে
ডুবাইনু অমূল্য রতন ;
পতিনাশ হেতু এ জীবন,
রাখিলাম কলঙ্ক রমণীকুলে।
হায়, ছার কপাল আমার !
পিতা মাতা বৈরি হয় কার,
কে রাখিবে, ভূপতি বিরূপ।
রূপ হেরে মোহ ঘোরে
পড়িনু পাতকী আমি,
গুণমণি রমণীর মণি,
হেন আর ধরে কি ধরণী,—
অভাগিনী, কি দশা করিনু তাঁর।
কিসে শান্ত হব, প্রাণে কি বুঝাব,
হায় নাথ, আমি তব নাশের কারণ,
অভাগীরে দিতে দরশন
কুক্ষণে করিলে পদার্পণ,
শত্রু-করে হারালে পরাণ ;
পিতা মম বড়ই কঠিন ;
চারু বয়ান
ভুলিলেন সুতার মমতা,
দুখকথা কে আর বুঝিবে,
অন্তর্যামি, বুঝ অবলার মন,
নারায়ণ, বিসর্জ্জন দিতেছি প্রাণ !
রক্ষা কর অপরাধ-হীনে।
আহা প্রাণনাথ,
কি দুর্দ্দশা করিলাম তব !

শ্রীব। আহা রাজবালা, বনবিহঙ্গিনী সম
উপবনে করিত ভ্রমণ,
কভু না জানিত জ্বালা,
কেন বা বরিলে অভাগারে !
ভাবি গুণবতি,
কত আছে কপালে আমার আর !
যে আমারে ভাবে আপনার,
চিরদিন দুর্গতি তাহার,
এ সংসারে হেন ভাগ্যহীন কেবা।
প্রাণময়ী জীবন-সঙ্গিনী
বিলাইয়ে দিনু পরে,—
বিষম সঙ্কটে ফেলিনু তোমারে,
আমা তরে,
ছারখার আত্মীয়-স্বজন,
বসি এবে আশ্রয়ে যাহার,
মাথা হেঁট তার,
হাহাকার নগরে আমার হেতু ;
ধূমকেতু সম,
যথা যাই, অনর্থ উদয় তথা।
সান্ত্বনা কি করিব তোমারে,
রাজবালা, বদ্ধ কারাগারে,
প্রাণ যাবে জল্লাদের করে,—
সকলের কারণ অভাগা।
ভগবান্, আর কত আছে মনে ?

ভদ্রা। হায় নাথ, আমি অনর্থের মূল,
রক্ষা কর প্রাণধনে নারায়ণ,
লজ্জা রাখ হরি,
পতিকে কর হে ত্রাণ,
প্রাণনাথে মুক্ত কর মহাদায়ে।
যেন দেখে মরি
নাথ মম আছেন কুশলে,
মৃত্যুকালে মন যেন বোঝে,
প্রাণ যাবে পূজে
সঙ্কট নাহিক তার !
হায়, নিজসুখ-আশে
ভাসায়েছি প্রাণনাথে,
মরণে এ যন্ত্রণা না যাবে,
রাঙাপদে রাখ হে মুরারি।

(কারাধ্যক্ষের প্রবেশ)

কারা। এস দোঁহে কারাগার হ'তে।

ভদ্রা। হায়, বুঝি বধ্যভূমে যাবে লয়ে;
কারাধ্যক্ষ, শুনহ বচন,
লহ ধন, আগে বধ মোর প্রাণ,
হায় পতি ভুবনমোহন।

(মূর্চ্ছা)

কারা। আরে এ কি, দাঁতকপাটী কিসের?
শ্রীব। আরে রে বর্ব্বর,
রাজবালা না কর সম্মান,
শীঘ্র আন বারি।
কারা। হুঁ, জোরহুকুম,
এস এস, বেরিয়ে এস,
আর নেখরায় কাজ নেই।
শ্রীব। উঠ প্রিয়ে,
হীনপ্রাণী সম জীবনে না কর ভয়,
ব্যাকুল হইলে
হীনজনে করিবে উপহাস।
ভদ্রা। কোথা তুমি নাথ?
পোড়া প্রাণ,
এখনও যায় নাই তনু ত্যজি?
শ্রীব। উঠ প্রিয়ে, ত্যজ ধরাসন।
ভদ্রা। ডাক নাথ, ডাক হে বারেক।
হায়,
হেন সুধা স্থায়ী নহে অভাগী-কপালে!
কারা। বলি, দেরি কচ্চো কেন,
আমার কি একটা কাজ।
শ্রীব। এস প্রিয়ে, হীন জনে অবজ্ঞা করিবে।
কারা। উঃ! মস্ত মাগীর পো।
শ্রীব। এস প্রিয়ে,
দেখাইব মহতে কিরূপে ত্যজে প্রাণ,
চল, কোথা যেতে হবে।
কারা। তোমার অত দরকার নাই, সঙ্গে এস।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—•—

ময়দান।

(বাতুল ও লক্ষ্মী)

বাতু। বলি ঠাকৃরুণ, আর কাঁহাতক পাক্ খাওয়াবে, তুমি আমার নাগরদোলার সঙ। আরে জুলিয়ে দাও। রাজসভায় গেলুম, এখন এ মাঠের মধ্যিখানে তোমার সওদাগর কোথা?
লক্ষ্মী। আছে দূরে চন্দন-কানন,
লইতে চন্দন আসিবে সে দুরাচার।
বাতু। বলি ঠিক্ জান তো আসবে, না গণক-কারের মত গুণে গেলে।
লক্ষ্মী। কোন্ কথা মিথ্যা মম?
বাতু। কি জান, উদিক্কার কথা সব ঘোট-পাট খাওয়া ছিল, এগুলো কিছু খাপ-ছাড়া—কোথা তেপান্তর মাঠ, আর কোথা নৌকা, তার উপর আবার সোনার ইট—তাইতে কিছু খিটিমিট ঠেক্‌চে।
লক্ষ্মী। এই পথে যাইবে সে চন্দন লইতে।
বাতু। নদীর ধারে কুটীর পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পার্‌লেই আমায় ছাড়বে?
লক্ষ্মী। কভু নাহি ছাড়িব তোমারে।
বাতু। ঠাকৃরুণ, আপনি শনির বোন, আমায় ছাড়বে না, ব্যাপারটা কি?
লক্ষ্মী। দেখ, পাপমতি আসিতেছে দূরে।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

বাতু। আঃ! এই গাছেই গলায় দড়ি দিয়ে মরি, আর কোথায় যাব, আর কত খুঁজবো, মরি, এই গাছেই গলায় দড়ি দিয়ে মরি। আমার বেটা সওদাগর, কালা নাকি! মরি, এই গাছেই গলায় দড়ি দিয়ে মরি। হায় মাগ-ছেলে, তোমরা কোথা রইলে! দূর সাট মাফিক্ হচ্ছে না। আমি এই গাছেই গলায় দড়ি দিয়ে মরি। দেখ, এই বেটা বদ্ধকালা। হায়, কোথায় সওদাগরকে পাব। ও গো, দেখ গো, তোমাদের কে নন্দের চাঁদ মরে গো। এইবার এ দিকে আস্‌ছে। হায়, মাগ-ছেলে কোথায় গেলে—হায়, মাগ-ছেলে কোথায় গেলে।

(সওদাগরের প্রবেশ)

বাতু। হায় রাজকন্যা, তুমি কেন সওদাগর স্বপ্ন দেখলে? রাজার মেয়ে রাজাকে বে করে, তা না, সদাগর বে করবার বাই কেন?

সও। আরে পাগল কি বলে?

বাতু। যাও, তোমরা সব সরে যাও, আমি এইখানে গলায় দড়ি দে মরি।

সও। ও রে, তুই পাগল না কি রে?

বাতু। পাগল বই কি, রাজকন্যা ত পাগল হ'য়েই আমায় মজালে।

সও। কি করলে?

বাতু। কে কোথায় এক সওদাগর আছে— বাবা, বিদ্‌ঘুটে বায়না, সোনার ইটওলা সওদাগর—তারে রাজকন্যা বে করবেনই করবেন।

সও। (স্বগত) সোনার ইঁট না কি বলে! (প্রকাশ্যে) বলি শোন না, যোরো এখন, সোনার ইট কি বলছিলে?

বাতু। বলছি আমার মাথা আর মুণ্ডু, বাহুরাজা নাম শুনেছ, তার এক আবদেরে মেয়ে আছেন, আর ছেলে পুলে কিছু নাই; দৈবি সেই কন্যারত্ন ঘুমিয়ে উঠে বায়না নিয়েছেন যে, কোথায় কে সওদাগর আছেন, তার সোনার ইট আছে, তাকে তিনি বে করবেন।

সও। তা তুমি মরবে কেন?

বাতু। সাধে মরি, রোগে মরি, রাজা আমায় খুঁজতে পাঠিয়েছেন, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ খুঁজে কোথাও তো পেলেম না, আর তিন দিন মিয়াদ আছে, তিন দিনের ভেতর পাই তো ভালই, নইলে সপুরী এক-গাড়।

সও। সত্যি না কি?

বাতু। একবার দড়িগাছটা গলায় দে দেখ না, সত্যি কি মিথ্যে।

সও। আমার সোনার ইট আছে।

বাতু। থাকে নিয়ে ধুয়ে খেও, পথ দেখ না।

সও। সত্যি আমি সওদাগর, আমার সোনার ইট আছে।

বাতু। সত্যি?

সও। বলি, দেখলে প্রত্যয় করবে? আমার নৌকা দু কোশ তফাতে আছে।

বাতু। তুমি সওদাগর কেন, বাপের ঠাকুর, আহা, এমন রূপ না হলে কি রাজকন্যা পাগল হয়। ইস্, দেখছি, কপালে রাজ-দণ্ড, তা নইলে রাজ্যি দেখে কেন?

সও। রাজ্য কি?

বাতু। অর্দ্ধেক রাজকন্যা আর এক রাজ্যি।

সও। ছি, তুমি বাতুল না কি?

বাতু। তোমার সোনার ইট নাই না কি?

সও। না।

বাতু। তাই তো বলি, অমন দুশমন চেহারাও রাজকন্যা স্বপ্ন দেখে, তবে যাও, পথ দেখ। মাগ রে, ছেলে রে, তোরা কোথা রইলি রে।

সও। বলি অর্দ্ধেক রাজকন্যা বল্লে যে?

বাতু। তাই ইটগুলো লুকোলে, কথা অতন্ত্র হয়েচে, তোমার গলায় দড়ি ঝুলুক আর সংস্কৃত বলি দেখ? অর্দ্ধেক রাজ্যি আর এক রাজকন্যা, তোমার ইট আছে?

সও। আছে।

বাতু। আহা. চাঁদ যেন দাঁড়াল এসে, কৈ, ইট দেখাবে চল।

সও। বাবা, সাধে ইট কম দরে বেচি নি, জানি, একদিন দাঁও লাগাবই।

বাতু। তোমার ইট দেখে তাড়াতাড়ি রাজ-সভায় যাব; তুমি সদর-ঘাটে নৌকা লাগিও না, সদর-ঘাটে আগে থাকলে, পোড়ো ঘাটে লাগাবে; সেখানে একখান কুটীর আছে দেখতে পাবে—মান খোয়াবে কেন—রাজা আদর করে নেবে, আগু পাছু লোক যাবে, তবে ত।

সও। দড়িগাছটা নিচ্ছ কেন?

বাতু। যদি ইট দেখি, গয়নার দড়ি তুলে রাখবো, তুমি এখন বুঝতে পারচ না, ও-গাছি চাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভ

—•—

নদীর ঘাট—দূরে কুটীর।

(ভদ্রা ও শ্রীবৎস)

ভদ্রা। কারামুক্ত বদি মোরা মাতার কৃপায়,
স্থানান্তরে চল যাই, প্রাণনাথ!
শ্রীব। না না, সম সর্ব্বস্থান মম,
প্রিয়ে,
সলিলে ভাসি নয়ন-সলিলে,
আহা,
জলে ভাসায়েছি জীবনের সার মম,
হায়, কোথা তার দেখা পাব!
মানব-হৃদয়ে আশা তুমি বলবান্,
সংসার শ্মশান হয় জ্ঞান,
তবু তুমি কও মধুময় ভাষ,
মিত্য নিত্য কর উপহাস,
তবু করি বিশ্বাস তোমায়।
প্রিয়ে,
দিছি ভাসাইয়া প্রাণের প্রতিমা মম।
ভদ্রা। নাথ, কেবা তুমি,
কে ছিল তোমার,
শুনিতে বাসনা হয় মনে।
শ্রীব। শুন যদি সাধ তব,
গোপনে রেখো এ কথা;
শ্রীবৎস আমার নাম,
ছিল রাজ্য,
ছিল রাণী তোমা সম প্রণয়িনী।
দৈব বিড়ম্বনে,
গেল রাজ্য, আইলাম বনে,
সাথে ছিল প্রেয়সী আমার,
দুরাচার
বণিক্ নৃশংস, হরে নিয়ে গেল তারে।
সে অবধি সংসার আঁধার,
অন্বেষণ করি তার ফিরি আমি দেশে দেশে,
শেষে আসি মালিনী-আবাসে,
[illegible] এ স্থানে এবে।
[illegible]

শ্রীব। এ দশায় কে আমারে করিবে প্রত্যয়।
গেছে রাজ্য এবে নহি রাজা,
পরিচয়ে হব মাত্র হাস্যের ভাজন।
ভদ্রা। আহা প্রাণনাথ, সহিয়াছ কত দুখ।
হেন কি অভাগী ভাগ্য ধরে,
সুখী কভু হেরিব তোমারে?
শ্রীব। কোথা মম সুখ আর!
কার তরী আসিতেছে দূরে?
সেই ধ্বজা,
বুঝি সেই দুরাচার,
সেই তরী,
এত দিন চিন্তা মম বেঁচে নেই,—
যাব তরণী ধরিব।
ভদ্রা। ব্যগ্র নাহি হও প্রভু,
দেখ তরী আসে কূলে।
বুঝি পুনঃ বিপদ্ বা ঘটে,
পিতা মম আসেন কোটাল-সনে।
শ্রীব। সত্য আসে কূলে,
রহি এই কুটীর-ভিতরে,
যদি হেরে মোরে নাহি বাঁধে তরী।

(রাজা, কোটাল ও বাতুলের প্রবেশ)

রাজা। সত্য শ্রীবৎস রাজন?
প্রাণ লব মিথ্যা যদি হয়।
বাতু। বলি মহারাজ, পঁচিশ বার প্রাণ নেব নেব বল্‌লেন, কবার নেবেন? বলি ওহে সওদাগর, রাজা লোকজন শূল দেখতে পাচ্চ না, ভেড়াও না।
(নেপথ্যে সওদাগর) বাবা!
রাজা। বল, কি প্রমাণ?
বাতু। মহারাজ, যার সাক্ষী হাজির করেছি।

(নৌকা সহিত সওদাগরের প্রবেশ)

মহারাজ, এই সাক্ষী।
রাজা। কি প্রমাণ আছে তব?
সও। এই সোনার ইট।
বাতু। আর এই সেই দড়িগাছটি।

(সওদাগরের গলায় প্রদান)

(শ্রীবৎসের প্রবেশ)

রাজা। স্থির হও,
সত্য বল কে তুমি ?
শ্রীব। নরনাথ, শ্রীবৎস এ অভাগার নাম,
এই দুরাচার,
স্থবর্ণ ইষ্টক করেছে হরণ,
এই সে ইষ্টক।
সও। দোহাই মহারাজ, আমার ইট।
শ্রীব। মহারাজ, নিবেদন মম,
যদি ইষ্টক ইহার,
হের যুক্ত আছে দুই পাটী,
কহ সদাগরে খুলিবারে।
সও। মহারাজ, এর গড়নই এই, এ কি কেউ খুল্‌তে পারে।
শ্রীব। মহারাজ, আমি পারি খুলিবারে।
(ইট লইয়া) যদ্যপি শ্রীবৎস আমি হই,
হও তাল বেতাল উদয়।
হও গো সদয়া, ও মা সুরভি-জননি,
খোল—খোল সুবর্ণ-ইষ্টক।

(ইষ্টক খোলন)

রাজা। অদ্ভুত!
বৎস, পরিচয় দাও নাই কি কারণ?
বড় ভাগ্য মম,
তনয়া তোমারে দেছে মালা।
শ্রীব। মহারাজ, এই দুরাচার
হরিয়াছে চিন্তারে আমার।
আরে নরাধম,
কোথা মম প্রাণের প্রতিমা ?
সও। আছে তরী-পরে,
দেহ মোরে প্রাণদান।
রাজা। শীঘ্র মন্ত্রী, লয়ে এস পরম আদরে।
বাতু। দেখ, আমার ওপর বেজার হও না, সোনার ইটেরও দরকার দেখ্‌লে, আগু-পাছু লোকও যাবে এখন, আমার ষোট-পাটের ত্রুটি নাই, তবে রাজকন্যাটা তোমার বরাতে হ'লো না। আচ্ছা বলি, বেল্লিক হইলে কি এমনি বেল্লিক হতে হয়, রাজকন্যা তোকে স্বপ্ন দেখবে,—জলে জলে বেড়াও, মুখখানা কি দেখ্‌তে পাও না ?
তব বান্ধব-বচনে,
মম প্রতিনিধি,
তব রাজ্যে করিতেছে রাজকার্য্য সমাধান,
নিভেছে বিদ্রোহানল।
শ্রীব। পিতা, কেবা বান্ধব আমার ?
বাতু। বলি মহারাজ, এখন কি আমায় কিছু বড় লোক দেখ্‌ছেন যে, বন্ধু বল্‌তে ভরসা কচ্চেন না ?
মহারাজ, ভুলেছ আমায়—
অন্নদাতা প্রাণদাতা তুমি মম।
শ্রীব। হে মহাত্মা,
শুভক্ষণে তব সনে করেছি মিত্রতা।

(চিন্তার প্রবেশ)

চিন্তা। কই কই মম প্রাণনাথ ?
শ্রীব। এস প্রিয়ে, এস হে হৃদয়ে।
চিন্তা। নাথ, ছুঁয়ো না আমায়,
জরাগ্রস্ত আমি,
ত্যজি প্রাণ চাঁদমুখ দেখিতে দেখিতে তব,
দিনদেব,
ধর্ম্ম রক্ষা করেছ দাসীর!

(লাল আলোক প্রকাশ)

(সূর্য্যদেবের প্রবেশ)

(চিন্তার পূর্ব্ব-রূপ প্রকাশ)

সূর্য্য। হের, নাহি জরা তব আর,
পূর্ব্বকান্তি পাইয়াছ গুণবতি,
লহ পত্নী, নরনাথ!
সকলে। আহা, কিবা অপূর্ব্ব সুন্দরী!
শ্রীব। প্রিয়ে, প্রিয়ে!

(হস্ত ধারণ)

ভদ্রা। রাণি, আমি দাসী ভূপতির,
দাসী তব,
নমি পদে কর আশীর্ব্বাদ।
চিন্তা। ভগ্নি, হও পতি-সোহাগিনী।

(শনি ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

কথা বল্‌বেন্, মাঝে মাঝে কি দর্শন দিয়েছিলেন? বলি ঠাকৃরুণ, ধরা পড়বার যে ভয় কচ্ছিলেন, এই যে ভোর মজ্-লিসে ধরা পরেছ যে!

শ্রীব। দেব, কর আশীর্ব্বাদ।
শিক্ষা মম ছিল বাকি,
দরিদ্রের দীনতা বুঝেছি এত দিনে,
সন্তানে রেখ মা পায়।

শনি। সুখে থাক নরনাথ!
শুন অম্বুসুতা, গুরু আমি,
শিক্ষা-অন্তে তব অধিকার।

লক্ষ্মী। এবে কোল দেহ সন্তানে আমার।

বাতু। দোহাই ঠাকুর ঠাকৃরুণ, বচসা বাড়াবেন না, আপোসে মেটান, আমি আর নাগর-দোলায় ঘুরতে পারবো না, আর নেহাত যদি কোঁদল করেন, এবার এই সওদা-গর মহাশয়ের কাছে বিচারের জন্ত আসবেন।

লক্ষ্মী। চিন্তা, সুখে থাক পতি ল'য়ে,
সখি সম স্বপত্নী তোমার।
(ভদ্রার প্রতি) সখি,
চিনেছ কি মালিনী দূতীরে?

চিন্তা। ভগ্নী পাইয়াছি মাতা তোমার কৃপায়।

ভদ্রা। অপরাধ কর মা মার্জ্জনা।

বাতু। দু দুজন রাজা আছেন, দ্বিবচনে নিবেদন, সুখের দিন, সওদাগর মহাশয়ের গলার দড়িগাছটি খুলে দিই।

রাজা। যথা তব অভিরুচি।

বাতু। সওদাগর মশায়ের দড়িগাছটির দরকার বুঝেছেন, এখন বলেন তো ফেলে দিই।

যবনিকা-পতন।

ভোট-মঙ্গল

সজীব পুত্‌লো নাচ।

(ব্যঙ্গ-নাট্য)

(নাচওয়ালাগণ উপস্থিত, কেলুয়ার প্রবেশ)

(গীত)

ঝাড়ু লাগাতা হাম ধাঁহা যাতা,
নাম মেরা কেলুয়া।
হাম অনারারি, নেহি ভাত পাতা,
খাতা হাম হালুয়া॥
ধাঁহা তলাও রহেতা, হুঁয়া জরিমানা,
বাগিচা রাখ্‌নে মানা,
ছোটী ছোটী সব নর্দ্দামা খা,
সরাপ পিকে গিরনে মুস্কিল হোতা,
শোনেকো জাগা কুচ থোড়ি মিল্‌তা,
ছোটী নর্দ্দামা হাম বুজায় দিয়া,
হোড় চল্‌তা, পায়ের লেতা,
মজেমে গিরতা দল দলুয়া।

না-ও। তুমি কে গা ?
কেলু। পি—পি—পি।
না-ও। কি বল্লে, তোমার ঝাঁটা হাতে, ঝাঁট দে বেড়াও পথে পথে।
কেলু। পি—পি—পি।
না-ও। কি বল্লে, তুমি মেতর, তোমার ভারি জোর; তুমি চলে গেলে পাশ দেয়।
সকলে। পইস্‌ পইস্‌ পইস্‌।

(ভুলুয়ার প্রবেশ)

(গীত)

নেহি করেগা মেতরকা কাম,
লেগা কমিসানি।
বোলা হামকো মেরা রুপী জানী।
ভোট আলবৎ লেগা, যো নেহি দেগা,
মেরা গোস্বা হোগা,
হাম পচাশ রুপেয়া দেতা খাজনা,
সরাপ পিকে কেতনা জরিমানা ;
বহুৎ রোজসে করতা হায়,
হাম কাপ্তানী।

না-ও। ও গো, তুমি কে গা ?
ভুলু। পি—পি—পি।
না-ও। কি বল্লে, তোমার নাম ভুলুয়া, তোমার ভাই কেলুয়া, তোমার জানী রুপী; সর কার থেকে পেয়েছ লাল টুপী, এবার কমিসানি নেবে, না ভোট পেলে ঘরে ময়লা দেবে।
ভুলু। পি—পি—পি।
না-ও। কি বল্লে, তোমার গোস্বা বড়, তোমায় দেখতে সবাই জড়সড়।
ভুলু। পি—পি—পি।
না-ও। কি বল্লে, তোমার জানীর সঙ্গে বড় দস্তি,নতের জন্য করে কুস্তি,তার বড় মুস্তি!
ভুলু। পি—পি—পি।

(মেতরাণীর প্রবেশ)

(গীত)

হামকো নত দেনে হোগা,
নেই তো ঝুমকা।
নেই তো ছারি চলা যাগা তুমকা।
মালুম হয়া তেরা বেইমানী,
তোমসে নাহি পিগা সরাপ পানি,
মেতরাণী লেয়াও যাকে ঝুমকা॥

না-ও। ও গো, তুমি কে গা?
মেত। পি—পি—পি।
না-ও। কি বল্লে, তোমার নাম রূপী, তোমার খসম পেয়েছে রাঙা টুপী। তুমি নথ না পেলে যাবে চলে, নিদেন ঝুম্‌কো ঢেঁড়ি দেবে পাড়ি; চল্‌বে না আর ময়লার গাড়ী।

(জল গাড়ীওয়ালার প্রবেশ)

(গীত)

ছিটাতা মিঠা পানি, মিলা গাড়ী-ঘোড়া,
মুঝ পর হুকুম হ্যায় বহুত কড়া॥
যব পানি লেগা,
যেস্‌কা সাদা ধুতি, ওস্‌কো ছিটায় দেগা,
রেণ্ডী দেখনেসে পিছে তাগা,
হুকুম হ্যায় রোখ্‌নে জুড়ি,
হামকা জান্তা থোড়ি,
পানি ছিটানে বহুত হ্যায় পিনে থোড়া॥

না-ও। ও গো, তুমি কে গা?
জল-গা। পি—পি—পি।
না-ও। কি বল্লে, তুমি সরকারী লোক, লোকের কাপড় ভিজাতে ভারি ঝোঁক, রাস্তায় হোক বা না হোগ।
জল-গা। পি—পি—পি।
না-ও। কি বল্লে, তোমার রোকা ঘোড়া দেখ্‌লে বুড় দড়া তার পড়ে ঘাড়ে, দাঁড়াও না কখন পথ ছেড়ে।
জল-গা। পি—পি—পি।
না-ও। বেড়ে, বেড়ে, বেড়ে।
জল-গা। পি—পি—পি।
না-ও। কি বল্লে, কাম সারা হলো, সব চল্লে।

[নাচওয়ালা ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

(গীত)

বাঁচি যদি কর্ব্বো পুরুতগিরি,
পায় দিয়েছে ছড়।
ছোড়েগা কোচমানী, ভোট জুলুম কি জড়,
তামাক সেজে আর রাত জেগে,
ঝকমারি চাকরী পড়ি ভেগে,
থাক দাওয়ানী পারি নি আনাগোনা,
ভোট ভোট ভোট খালি টানা;
বাবা উমেদারী কামে গড়॥
মোসাহেবী চলে না আর, হলো হাড়্‌ডি সা
বাবা কুক্ষণে নিয়েছি ধার;
শালা ভোটের তরে, দিলে গালে চড়॥
বেল্লিক কথা, ভোট পাব কোথা,
রোদে চলে ধল্লো মাথা,
বিদায় নিতে গেছি দায় পড়ে,
গুরুগিরি এবার দেব ছেড়ে,
করে রাস্তা হড় হড়,
নিজে গাড়ীতে হাড়ীতে পড় তোরা পড়॥

(পুরোহিতের প্রবেশ)

না-ও। ও গো, তুমি কে গা?
পুরো। পি—পি—পি।
না-ও। কি বল্লে, ছাড়্‌বে পুরুতগিরি, তোমার উপর জুলুম ভারি, পূজো হোক বা না হোক, গিন্নীর ধরেছে রোগ, বলে ভোট ভোট ভোট, নইলে এই পূজো দেখাবে এক চোট, বল দেখি বাপু, কোথায় কর্ব্বে জোট জোট।
পুরো। পি—পি—পি।
না-ও। বইঠ—বইঠ—বইঠ।

(কোচমানের প্রবেশ)

না-ও। ও গো, তুমি কে গা?
কোচ। পি—পি—পি।
না-ও। কি বল্লে, তুমি ছেড়ে দেগা কোচমানী, সময় পাও না খেতে পানি; জানী তোমার অম্বল রেঁধে কাঁদে, এই ভোটের জ্বালায় পড়েছ বড় ফাঁদে।
কোচ। পি—পি—পি।
না-ও। বাবা যে টানা পড়েন, ঘোড়া নাদে, সইস তল্পী বাঁধে।
কোচ। পি—পি—পি।
না-ও। বইঠ—বইঠ—বইঠ।

(খানসামার প্রবেশ)

না-ও। ও গো, তুমি কে গো?
খান। পি—পি—পি।

না-ও। কে বল্লে, তুমি খানসামা, এনাম পেয়েছ ছেঁড়া জামা, আর পার না, ভোর রাতই আনাগোনা, তাদের তো আর তামাক সাজতে হয় না, তোমাদের ছোট খোকা নেছে ভোটের বায়না।

খান। পি—পি—পি।

না-ও। কর্ত্তা-গিন্নীর চড়া হুকুম, রেতে কারো নাইকো ঘুম, বৈঠকখানায় রাত দিন লোকের ধুম।

খান। পি—পি—পি।

না-ও। বইঠ—বইঠ—বইঠ।

(দাওয়ানজীর প্রবেশ)

না-ও। ও গো, তুমি কে গা?

দাও। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তুমি দাওয়ানজী, কচ্চো ভাগ্‌চি ভাগ্‌চি; কর্ত্তা ভারী রাগী, নিশ্বেস ফেল্‌তে দেয় না; একে ঘুচে গেছে পাওনা, রেওতরা হয়েছে স্যায়ানা, তার উপর এই পড়েন আর টানা।

দাও। পি—পি—পি।

না-ও। কাজ নাই তোমার আর, বয়েস তো হয়েছে, হও দক্ষিণমুখো রওনা, না, একটু বস্‌বে?

দাও। পি—পি—পি।

না-ও। মোটা পেট, কোমরের কসি একটু ক'স্‌বে? বইঠ—বইঠ—বইঠ।

(উমেদারের প্রবেশ)

না-ও। ও গো, তুমি কে গা?

উমে। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তুমি উমেদার, মনে মনে ভাব্‌ছো হবে পগার পার। তোমার উপরেই জবরদস্তি; সার হয়েছে চামড়া অস্থি, আর গন্তে যেতে পার না, কিন্তু না গেলেই না।

উমে। পি—পি—পি।

না-ও। কর্‌চো উমেদারী, যদি পাও চাকরী, এখন বাজার গরম ভারি, যে দিন আনলে ভোট তো ভাল, নইলে জুতোর চোটে প্রাণ গেল।

উমে। পি—পি—পি।

না-ও। আবার বড়-বৌ নেছে বায়না; তবে তো না কল্লেই না। বইঠ যাও—বইঠ যাও—বইঠ যাও।

(কর্জ্জকারকের প্রবেশ)

না-ও। ও গো, তুমি কে গা?

কর্জ্জ। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তুমি কর্জ্জ করে পড়েছ ভারি ঘোরে, চাই দশটা ভোট, ঘুরে ঘুরে হয়েছ দড়া; বড় কর্ত্তা বলেছে, নইলে সুদ ছাড়বে না এক কড়া।

কর্জ্জ। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তোমার লাঞ্ছনা ঘরে পরে, চড় খেয়েছ ভোটের তরে, আহা! এমন জায়গায়ও ধার নেয়, ঘাম ছুটেছে গায়। বইঠ—বইঠ—বইঠ।

(মোসাহেবের প্রবেশ)

না-ও। ও গো, তুমি কে গা?

মোসা। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তুমি মোসাহেব, এবার পাচ্ছো বেগ; আর চলে না, সব কাপড়ই ময়লা হলো; কোথা চড়তে জুড়ী, না হেঁটে প্রাণ গেল। এমন বদ্‌ইয়ার ভোটও এল!

মোসা। পি—পি—পি।

না-ও। বাবুর কাপড় পর্‌তে পাও না, খানার নাই ঠিকানা, তুমি ভোট কুড়ুচ্চো এ দিকে, ও দিকে ব্রাণ্ডির বোতল উঠ্‌লো।

মোসা। পি—পি—পি।

না-ও। আ গেল, চাকরগুলো একটু লুকিয়ে রাখে না গা। বইঠ যা, বইঠ যা, বইঠ যা।

(গুরুর প্রবেশ)

না-ও। ও গো, তুমি কে গো?

গুরু। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তুমি গুরু। তোমার বুদ্ধি ভারি সরু; কিন্তু এবার পড়েছ ফেরে, কত ঢেউই তুলছে বাবা! ভোট নিয়ে

এলো কে রে। উঠলো খৃষ্টানী ধাঁজ, সে ছিল ভাল ; ব্রহ্ম-ঢেউ চলে গেল ; উঠলো আবার ভোট, এ আবার কি নতুন ধর্ম্ম উঠলো গা !

গুরু। পি—পি—পি।

না-ও। বিদেয় এক চেটে, আটক, ভাব্ছ দেশে সবুবে একচোট, না হয় যাও দক্ষিণ-মুখে, উত্তরে ভারি শুকো ; তোমার নস্তির ডিপে, খাও না হুঁকো।

গুরু। পি—পি—পি।

না-ও। বইঠ, বইঠ, বইঠ।

(বাইজীর প্রবেশ।)

(গীত)

রুমি ঝুমি পায়েলা বোলে।
পিয়ালা পিয়া লিয়া, গোলাবী আঁখি ঢুলে,
জেরাসে মজা চলা, ইসারা হেলা দোলা,
গোলোলা মালা দেগা পিয়া গলে॥

না-ও। ও গো, তোমরা কে গো ?

বাই। পি—পি—পি।

১না। কি বল্লে, তোমরা বিল্লিওয়ালা ছাঁই ?

২না। দুর পোড়ারমুখো ! দিল্লীওয়ালী বাই ; এবার প্রাইস বড় হাই ; শীগগির কেউ পাবে না ঘাই।

বাই। পি —পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, বাগানে নাচ হ'বে, লোক দেখতে যাবে ; অমনি ভোট লিখে নেবে, তোমরা রওনা হয়েচ তাই।

বাই। পি—পি—পি।

না-ও। যে বল্বে ভোট দেব না, তার গালে দেবে ঠোনা, যাচ্ছো তাড়াতাড়ি, দাঁড়িয়ে আছে গাড়ী।

(খেলোয়াড়দ্বয়ের প্রবেশ)

(গীত)

দেনো ভাই দস্তিমে হোগা লড়াই।
উহে জুলুমদার, হাম বোলে সাফাই॥
নেই সমুজে হ্যায় বেকুব থারা,
মেরা বেত্তে থা ভোট সব দিহি কাটাই॥

না-ও। তোমরা কে গো ?

খে-দ্ব। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তেমরা দু ভাই, আপোসে কর্ব্বে লড়াই, চেগে উঠেছে ভোটের বাই, তুমি বল্চ গৌর, ও বল্চে নিতাই ; তা মিটিয়ে ফেল না ছাই।

খে-দ্ব। পি—পি—পি।

না-ও। কবি নেই—লাগাবে গরম চাটি, একা-দুই লাগ্‌বে, রগ্ তাগ্‌বে।

খে-দ্ব। পি—পি—পি।

না-ও। তেরা নাক না তোড়ে, মেরা টিকি না ওড়ে, তেরা কাণ না কাটে, মেরা গোঁপ না ছাঁটে।

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

(কতিপয় পুত্তলিকার প্রবেশ)

(গীত)

দেখছি এবার প্রাণ বাঁচা ভার,
ছার ভোটের তরে।
ঐ জুটে পুটে আস্‌চে ছুটে,
লুকুই গিয়ে অন্দরে।
খিল্ দে এঁটে দিস্ নে রে সারা,
না হয় বলিস্ মরেছে মরা,
ঘুচ্‌বে বালাই বলিস্ সাফাই,
জেলে নে গেছে ধরে।
তবু যদি বাড়াবাড়ি পেড়াপীড়ি হয়,
কালী কলম বের করে তুই দেখাবি রে ভয়,
দিবি তাড়া, বল্‌বি দাঁড়া,
ভোট লেখাব জোর করে॥

পুত্ত। পি—পি—পি।

না-ও। ভোট লেখাব, পালা পালা পালা ! দল বেঁটে সব আস্‌বে মেলা, পালা পালা পালা !

(গীত)

না হ'লে নয় কমিসনার দেখ্‌ছি যে বাজার।
হবে সহর মাটী, বস্‌চি খাঁটী,
টেক্স বাড়া হবে ভার !
রেতে দিনে চল্‌বে জলের কল,
আলো হবে গলি, কোথা হোঁচট খাবে বল,
চলবে না ঢল রাস্তা জুড়ে,
থাকবে না আর এ বাহার॥

নূতন বাড়ী হবে না আর মঠ,
থাক্‌বে না অর ওলাউঠা উঠ্‌বে বার্ণিংঘাট,
সুদ পাবে না সহর জুড়ে,
ঘুচবে মিউনিসিপাল ধার!
সুহু সুহু কোমর কি আঁটি,
হাত তুলবে ভোট দেবে গে আট্‌কাবে বাটি।
কে করে আস্থা, চালায় রাস্তা,
বস্তি করে ছারখার।
শিখেছে বিলাতী কারসাজি,
দেখে নেব আবার ভোট-বাজি,
বুদ্ধি মস্ত, করুচি কস্ত,
দোস্তর মুখে দিব থার॥

না-ও। ও গো, তুমি কে গা?
পুত্ত। পি—পি—পি।
না-ও। কি বল্লে, তুমি গয়লা-পাড়ার গোপাল, চাল্‌বে এক চাল; কমিসানি নেবেই নেবে, বে-আইনি কল্লে ঘানি দেবে; তোমার সঙ্গে কে?
পুত্ত। পি—পি—পি।
না-ও। 'সবে ধন,' উনি ১ নম্বর সুরকি কুট্‌তে বিলক্ষণ; ঘুমুচ্ছিলেন সরষের তেল দিয়ে, তাই পড়েছেন পেছিয়ে; আর কে চলেছে মাদা মাদা?
পুত্ত। পি—পি—পি।
না-ও। ১১ নম্বরে জুটে গাধা, পড়েছে পাছে; দুটো খায়, একটা নাচে।

[পুত্তলিকাগণের প্রস্থান।

(অপর একদল পুত্তলিকার প্রবেশ)

পুত্ত। পি—পি—পি।
না-ও। কি বল্লে, বেঁধেছ ভোটের ঘোট, লাগিয়েছ এক চোট; কমিসনার হবে, কি বল্‌বে!
পুত্ত। পি—পি—পি।
না-ও। হাত তুলবে কার দিকে?
পুত্ত। পি—পি—পি।
না-ও। দেখবে, যে দিকে কানাই বলাই, বেশ ঠাউরেছ ভাই, তোমার মতনই কমিসনার চাই।

(উক্ত দলের প্রস্থান ও অপরের প্রবেশ)

না-ও। ও গো, তোমরা কি বল গো?
পুত্ত। পি—পি—পি।
না-ও। কি বল্লে, তোমাদের আইন প'ড়ে মুখ ভারি সাফাই; হ্যাঁ,হ্যাঁ, নইলে কি কমিসানিতে লাফাই; তোমরা কোন্ দিকে ভাই?
পুত্ত। পি—পি—পি।
না-ও। কারো দিকেই নাই, দুটো পয়সায়, একটা টাইটেল চাই।

(উহাদের প্রস্থান ও অপরের প্রবেশ)

না-ও। ও গো, তোমরা কে গা?
পুত্ত। পি—পি—পি।
না-ও। কি বল্লে, তোমরা বড়লোক, ধরেছ ঝোঁক; ঠোক তাল, ঠোক; সেই তো উকীলপাড়ায় যাও, ঘরের খাও; কি কর্ব্বে ছাই, মিটিঙে গে তুলবে হাই।

[প্রস্থান

(অপরের প্রবেশ)

পুত্ত। পি—পি—পি।
না-ও। তুমি কে গো, ভোট বড় পাও নি বটে, তবু রাখচো পেণ্ট লেন এটে।
পুত্ত। পি—পি—পি।
না-ও। আঁচো যাবে কোটে, কমিসনার তো না হলেই নয়, সহরটা মজে যায়।

(উক্ত দলের প্রস্থান ও অপরের প্রবেশ)

না-ও। তোমরাও সব হাত তোলবার দল, টাকা আছে, করেছ আচ্ছা কল।
কমি। পি—পি—পি।
না-ও। হাজার হোগ পড়া-শুনা তো করেছ, বাবুর ক্লাসের পরিচয়টা দেবে, ক ঢোক খাবে?
পুত্ত। পি—পি—পি।
না-ও। তিন ঢোক, তবে তাল ঠোক।

(উহাদের প্রস্থান ও অপরের প্রবেশ)

না-ও। ও গো, তুমি কে গো?
পুত্ত। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তোমরা ডাক্তার, ফেলে ক্যাপ দেবে সামলার বাহার; তোমরা কার?
পুত্ত। পি—পি—পি।
না-ও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানাই তো যার, কথায় কাজ নেই আর।

(উহাদের প্রস্থান ও অপরের প্রবেশ)

না-ও। ও গো, তুমি কে গো?
পুত্ত। পি—পি—পি।
না-ও। কি বল্লে, তুমি কানাই, তোমার বড় ঘাই, প্রজার মুখে দিয়ে ছাই, টাইটেল নির্ঘাত চাই।
পুত্ত। পি—পি—পি।
না-ও। শিখেচ ফুস-মন্তর, যত বড়লোক সব তোমার যন্তর; তুমি ধন্যি ছেলে! কোথায় দড়ি পেলে? ধেনু বাঁধতে কানুর যোড়া নাই।
পুত্ত। পি—পি—পি।
না-ও। ভোট তোমার একচেটে: ভাবচ কিন্তু তোমার বলাই গেছে গোঠে, পাছে মারা যায় মাঠে।
পুত্ত। পি—পি—পি।
না-ও। বটে, বটে, বটে।

(উহাদের প্রস্থান ও নাপ্তিনীর প্রবেশ)

(গীত)

আমি কুণিকাটা রসের নাপ্তিনী।
ছোড়াকে বলবো এবার করে যেন কমিসনী,
ন-পাড়ার গিন্নী মাগী,
গাল দিয়েছে গতরখাগী,
নাইকো কড়ি কিনতে দড়ি,
কিশের জারি জানি নি।
ছোড়া যদি কাজটা পেতো,
বাড়ীর উপর রাস্তা যেতো,
এমন তো হচ্চে কত
বলেছে ভূতী মিতিনী॥

না-ও। ও গো, তুমি কে গো?
নাপ। পি—পি—পি।
না-ও। কি বল্লে, তুমি নাপ্তিনী, তোমায় দেখলেই বলে, কেটে দে নোক-কুণি, তুমি কচ্চো ফর ফর, রেগে চলেছ ঘর।
নাপ। পি—পি—পি।
না-ও। মিনসে যদি হয় কমিসনার, বড় বাড়ী রাখবে না আর, বাড়ীর উপর চালাবে রাস্তা, আছে ব্যবস্থা, বলেছে বুদ্ধির ধুচুনি, তোমার ভূতী।

(নাপ্তিনীর প্রস্থান ও অপর পুত্তলিকার প্রবেশ)

না-ও। গড ড্যাম রেণ্ডি, কোন হ্যায়, কুচ পরওয়া নেই ড্যাম ফুলি ড্যাম, তোমরা কে গা?
কৌশ। পি—পি—পি।
না-ও। কি বল্লে, তোমাদের আছে লক্ষণ, আগে বলতে মোচার ঘণ্টা, এখন বল গুণ্টন; আগে বলতে কলা, এখন বল কেলা, বুঝেছি, আর বলতে হবে না, ম্যালা—ড্যাম ফুলি ড্যাম, খেলে কত হ্যাম, তবু হলো না ম্যাম।
কৌশ। পি—পি—পি।
না-ও। সদাই আটা পেণ্টুলন, কাজ-কর্ম্ম নাই তেমন, আবল তাবল বকতে পাও না, যাও না মিটিঙে যাও না; কিছু না হোগ নামটা হবে, কাঁহাতক্ আর একলা বসে খাবি খাবে।
কৌশ। পি—পি—পি।
না-ও। গট হয়ে আছ বসে, তোমার ভোট দিক্ এসে; তোমাদের ইংরাজী খুব সড়-গড়, এই ভোট পড়ল তড়াতড়; ড্যাম ফুলি ড্যাম!

(পাদ্রী সাহেবের প্রবেশ)

না-ও। ও গো, তুমি কে গা?
পাদ্রী। পি—পি—পি।
না-ও। কি বল্লে, তুমি ভুষুণ্ডি, এখন ধরেছ ঠণ্ডি; মিটিঙে করবে ঘ্যান ঘ্যান, শত্রু মিত্র দেবে পিট্টান; ভাষায় বিদ্যা বড্ড দর, কোন্ কথায় কি গোড়া, তা করেছ সড়গড়; দেখেছ ঠিক্ ফাদার থেকে বাবা, মাদার থেকে মা; ভোটের কি, ক্রটী গা।
পাদ্রী। পি—পি—পি।

না-ও। ফোর্ট থেকে ভোট ; ফোর্ট মানে কেল্লা, ফোট মানে চাঁপা-কলা ; বোঝ না কেন, কেউ পেয়েছে বারশ, আর যে বড় 'ডাক্তার সহের পেয়েছে পাঁচটা পোড়া থয়ের মো।

(একজনের প্রবেশ)

না-ও। ও গো, তুমি কে গো ?

এ-জ। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে তুমি গো-বেচারা তোমার বাড়ীর চারিদিকে নারিকেল-চারা ; তোমার কি, তোমার বুদ্ধির ঢেঁকি, কারুকে কি অন্যায় করতে দাও! আইন জান, জারি করে দেখ যদি ভোট পাও।

এ-জ। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তুমি মর্ত্তে থেকে স্বর্গে যেতে, আট্‌কে গিয়েছ অর্দ্ধেক পথে ; তুমি কলির হরিশ্চন্দ্র, তোমার লেক্‌চার বড় সুন্দর, পেয়েছ ঠিক্ অন্দর—ড্রেণ করেছ ভেস্বাসা কি বাল্মীকি, ম্যাকেভিলি বা কণিকী ; তোমার ধান ভান্‌তে শিবের গীত, বাহবা তোমারি জিত!।

(গীত)

শুন্‌লে পরে সখের ভোট-মঙ্গল।
বৌ বেটা সব ঠাণ্ডা থাকে
ঘুমিয়ে বাঁচে ছেলের দল ॥
দলাদলী ঢলাঢলী উঠে গিয়েছে,
ভোট নামে কোট গায়ে দিয়ে,
সেই এল কেঁচে,
এবার ইংরাজী ধাঁজ কড়া মেজাজ,
সহর জুড়ে বাজ্‌লো ঢোল ॥
রোকের চোটে আপন-পর নাই ভেদ,
হ'ল যজ্ঞ বন্ধুমেধ,
বড় ধুম জল্লো আগুন ঘুচলো মনের খেদ ;
দিগ্বিজয়ী যজ্ঞ বটে বুঝবে এবার ফলাফল ॥

যবনিকা-পতন।

গোবরা।

তারিণী চাটুর্য্যে সওদাগর আফিসে "সদর-মেট" কাজ করিয়া বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে পরম সুখ্যাতির সহিত কার্য্যে অবসর লইয়া আফিস হইতে "পেন্‌সন" পান। সাহেবেরা এখনও বড় আদর করে। তারিণীর মাথাটি ধরিলে বড় সাহেব আপনার ফ্যামিলি-ডাক্তার পাঠান; স্বয়ং সাহেবেরা দেখিতে আসিয়া বিশ্বাসী ভৃত্যের শয্যাপার্শ্বে বসেন; তারিণীর প্রতি তাঁহাদের বড় স্নেহ। তারিণী চাটুর্য্যে সদ্ব্যয়ী, মিষ্টভাষী, পরোপকারী ও নির্ব্বিরোধী। অবসর পাইয়া আপনার পূজাদি লইয়া থাকেন। চাটুর্য্যের পরিবারও অতি পবিত্রা—নাম অন্নদা—কার্য্যেও অন্নদা। "আহা, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!" এ কথা সমবয়স্ক নারীগণ হিংসা ভুলিয়া বলে। বাম্‌নীকে দেখিলে,—তাহার স্নেহ-বাক্য শুনিলে, আপনা হইতে মাতৃবাক্য আইসে। বামনের মেয়ে—পাড়াশুদ্ধ লোকের মা। কিন্তু মা বলিবার গর্ভের সন্তান নাই। সুখের সংসারে ভগবান্ এই দাগা দিয়াছেন। বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে—সন্তান হইবার আর সম্ভাবনা নাই চাটুর্য্যে ভাবিতেন,যাহা আছে, দেবসেবায় দান করিবেন। এ অবস্থায় ত্রিপুরা ঠাকুরাণী নাম্নী একটি পাড়াপড়সী ব্রাহ্মণী কোথা হইতে চণ্ডীর ঔষধ আনিয়া বলিল,—অন্নদা, এই চণ্ডীর ঔষধ খা—তোর ছেলে হবে।"

বৃদ্ধবয়সে চাটুর্য্যে একটি পুত্র সন্তান লাভ করিল। জন্মদিনে বৃদ্ধের আর আনন্দের সীমা নাই। বাজনা-বাদ্যি; হিজড়েরা আনন্দে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ফিরিল। বড়সাহেবও "রিটায়ার" হইবার সময় তারিণীর ছেলে হয়েছে শুনিয়া লাখ্ টাকা ছেলের নামে দিয়াছে। চাটুর্য্যের মহা আনন্দ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘোর বিষাদ। শুভক্ষণে, শুভলগ্নে পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছে। জ্যোতিষপারদর্শী ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছেন,—সন্তান হইতে বংশের মর্য্যাদা থাকিবে,—তর্পণে পিতৃলোক তৃপ্ত করিবে। ব্রাহ্মণের পরম আনন্দের বিষয়, পুন্নামক নরক হইতে রক্ষা পাইয়াছেন,—সন্তান উৎপাদনে পিতৃকার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু গৃহিণীর প্রসব করিয়া অবধি বড় অসুখ। ক্রমে রোগ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এদিকে জাত শিশুর নিমিত্ত মাইদিউনী পাওয়া যায় না। এক মাগী বাগ্দিনী,—মণি তাহার নাম;—"হসপিটালে" প্রসব করিয়া সেইদিনই আসিয়াছে—ছেলেটা দুই ঘণ্টা বাঁচিয়াছিল মাত্র। বাগ্দিনী নব-শিশুর মাই-দিউনী হইল। মাতৃস্তন আর শিশুর ভাগ্যে ঘটিল না। বাগ্দিনীই প্রতিপালন করে। দুই মাসকাল শয্যাধরা হইয়া অন্নদা দেবী ক্রমে আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু ছেলেটি বাগ্দিনীর কাছে থাকে; মণি বাগ্দিনী বড় দজ্জাল,—নষ্ট, দুষ্ট, খাণ্ডার যত নাম আছে,—মণি বাগ্দিনীকে দিলে কুলায় না; কিন্তু সন্তান-প্রতিপালনে মণি বাগ্দিনী সাক্ষাৎ জননীরূপ ধারণ করিয়াছে। যাহার সহিত মণি বাগ্দিনী কোন্দল করে,—সে যদি ভয় দেখায় সে, ছেলে ঘুমাইলে সে চীৎকার করিয়া ছেলের ঘুম ভাঙ্গাইবে—বাগ্দিনী অতি শান্ত,—পায়ে ধরিয়া কোন্দল মিটায়। মণি বাগ্দিনী আর সে বাগ্দিনী নাই। যেখানে দেব-দেবী দেখে, মাথা খোঁড়ে—ছেলে যেন অন্নদা বাম্‌নীর না বশ হয়। অষ্ট প্রহর ভাবে, বড় হয়ে গোবরা আমায় "মা" বল্‌বে, কি ছেলের নাম মাগী গোবরা রাখিয়াছে। গোবরার গল্প শুনাইয়া,—"গোবরা এমন হেসেছে,"—"গোবরা এমত হাত নেড়েছে,"—মাগীর কাছে যা চাও—দিবে। ছেলে কোলে

করিয়া চাটুর্য্যে যেখানে বসে, সেইখানে যায়। কিন্তু অন্নদা দেবী "দিদি" সম্বোধন করিয়া মিষ্ট কথায় ছেলে কাছে আনিতে বলিলে, বলিত,—"রাখ গো রাখ,—তোমার রঙ্গ রাখ,—ছেলে এখন ঘুমাবে।" একটা না একটা ওজর করিয়া প্রায়ই ছেলে কাছে লইয়া যাইত না। অন্নদা দেবী হাসিতেন। সে হাসি দেখিয়াও মাগী রাগিত, বলিত—"হাস্‌বে না কেন? ওর ছেলে, ও হাস্‌বে না কেন? আমি ত পেটে ধরি নাই!" বিস্তর চেষ্টায় বামনী তার অন্তর হইতে ঈর্ষা দূর করিতে পারিল না।

ছেলের নামকরণ হইল,—"উমাচরণ।" কিন্তু বাগ্দিনী "গোবরা" বলে, নামেরও উপর দ্বেষ! এ সকল প্রথম প্রথম মিষ্ট ছিল, এখনও যে মিষ্ট নয়, তা নয়,—কিন্তু ক্রমে বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। ছেলে লইয়া যার তার সঙ্গে ঝগড়া হয়,—"চাকর ভাল দুধ আনে নাই,"—"দাসী উনানে আগুন দেয় নাই, দুধ ভাল জ্বাল দেয়া হয় নাই।"—"ও পোড়ারমুখো ছেলের দিকে কট্‌মট্ করে চেয়ে গেল,—ও মাগী নিশ্বেস ফেলে গেল!" একে দেখে ছেলে লুকায়,—ওকে দেখে ছেলে লুকায়, মানা সত্বে ছোট-লোক-পাড়ায় ছেলে লইয়া যায়। আবার অকথা কুকথা শুনিয়া ছেলে আধ আধ ভাষায় সেই সকল বলিতে চেষ্টা করে। ক্রমে ছেলে যত বড় হইতে লাগিল,—বাগ্দিনীকে লইয়া ততই বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। লেখাপড়া করিতে যাইতে দিবে না। গেঁড়ি, গুগলি, ঝিনুক ভদ্রলোকের অখাদ্য মৎস্য,—বাগ্দিনী ভালবাসিত। সেই সকল দ্রব্য বাগ্দিপাড়ায় রন্ধন করিয়া গোপনে ছেলেকে খাইতে দিত। ছেলে যদি একবার কাঁদিয়া থাকে,—সে দিন ত ত্রিভুবনে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। ক্রমে ছেলে যত বাড়ে, বাগ্দিনী ততই অসহ্য হইয়া উঠিল। উপনয়নের পর শূদ্রের মুখ দেখিতে নাই, মাগী না কি বাধা না মানিয়া উকি মারিয়া দেখিত। উপনয়নের পর মাগী "ভিক্ষা-মা" হইল। এবার ভাবিল, বাম্‌নী মাগীর যা অধিকার ছিল, সেই অধিকার তাহার সম্পূর্ণ হইয়াছে। এত দিনে চাটুয্যে মহাশয়কে মানিত,—এখন আর তাহাও নহে। আবার বাগ্দীপাড়ায় কে না কি বলিয়াছে,—"ছেলে এখন তোর।"—লিখতে দেবে না, পড়তে দেবে না।—"কেন,—পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাবে।—হাজার মানা করুক,—আমি লুকিয়ে রেধে খাওয়াব।"—কিন্তু আবার ভয়ও পায়,—বামুনের ছেলে—কি হতে কি হবে! গাল মন্দ সহ্য করিয়া এ বাগ্দিনীর এ পর্য্যন্ত জবাব হয় নাই; কিন্তু কুপুত্র হইলে পিতৃলোকের অধোগতি হইবে। বাগ্দিনী কোন মতেই শোনে না। কুপুত্র—শত পুত্র ত্যজ্য—ব্রাহ্মণের এ মর্ম্মে মর্ম্মে ধারণা। ক্রিয়াবান্ পূর্ব্বপুরুষের অকর্ম্মণ্য পুত্র বলিয়া মনে মনে আপনাকে জ্ঞান। বাগ্দিনীর কাছে রাখিলে সন্তান কুসন্তান হইবে। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের জন্য নিজ শিরশ্ছেদ করিতে প্রস্তুত। বাগ্দিনীকে জবাব দিলেন। বাগ্দিনী কিছু বলিল না,—কাঁদিল না,—চলিয়া গেল।—সকলে আশ্চর্য্য হইল! কিঞ্চিৎ দূরে একটি কুটীর লইয়া খুঁটে বেচিয়া—সময়মত ফল বেচিয়া—ও অন্যান্য লোকের ফায়-ফরমাস খাটিয়া দিন গুজরান করিতে লাগিল।—উমাচরণের আর খোঁজও লয় না। অন্নদাদেবী সন্তানের কল্যাণকামনায় কত স্তবস্তুতি করিয়া পাঠান,—বাটীতে আসিতে বলেন,—উত্তম সামগ্রী তৃপ্তির নিমিত্ত প্রেরণ করেন; কিন্তু বাগ্দিনী আসেও না, দ্রব্যগুলিও ব্যবহার করে না, ভিখারী নগারীকে দেয়। মাগীর কোনও নিয়ম নাই,—এক নিয়ম—অতি নিভৃতে বসিয়া আহার করে। সে সময় দুয়ার বন্ধ করিয়া দেয়,—কাহাকেও আসিতে দেয় না, দেখিতে দেয় না,। যাহা রন্ধন করে, তাহার কিঞ্চিৎ লইয়া একটা পাত্রে রাখে, পরে কাককে খাওয়ায়।

এদিকে উমাচরণ দিগ্‌গজ হইয়া উঠিয়াছে। অসামান্য বুদ্ধিবলে কিছু শিখিতে পারে বটে; কিন্তু মাষ্টার পণ্ডিতকে ঘুষ দিয়া বস করিয়াছে মাষ্টার পণ্ডিত পড়াইতে আসিলে পান আনাইয়া, তামাক আনাইয়া দাবা খেলিতে বসায়। সৃষ্টির অকার্য্য কুকার্য্য পাড়ার ছেলের যত করে, তার সর্দ্দার উমাচরণ। 'কুসংসর্গের

ভয়ে চাটুয্যে মহাশয় স্কুলে দেন নাই। সে স্কুলের পক্ষে মঙ্গল; স্কুলে গেলে সকলকে "বয়াটে" করিত। কখন কখন বাগ্দিনী মণি-মার কাছে যায়—বাগ্দিনী দূর দূর করে—যা কিছু ফল-টল পায়, তুলিয়া লয়; বাগ্দিনী অবাচ্য গালি দেয়, তবু মাঝে মাঝে যায়, বাগ্দিনী পলাইল।

উমাচরণের মাতৃবিয়োগ হইল। পৃথিবীতে যদি উমাচরণ কাহাকেও ভয় করিত- তাহা মাকে। তাড়না ভিন্ন তিনি উমাচরণকে কখনও মিষ্টবাক্য বলেন নাই। কুকার্য্য করিলে প্রহার করিতেও ত্রুটি করিতেন না। উমাচরণ ভয় করিত, কিন্তু মনে মনে ক্ষোভ ছিল, সৃষ্টির ছেলে-পুলেকে যত্ন করেন, চাকর-দাসীকেও যত্ন করেন, কিন্তু আমায় ভালবাসেন না। মাতার প্রতি কোপ না হইয়া কিসে মাতার প্রিয়পাত্র হইবে, এই চেষ্টা উমাচরণের বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু তাহার মাতার রুষ্টভাব দূর করিতে পারিল না। পীড়ার সময় সেবা করিতে যাইলে তাহার মাতা তাড়াইয়া দিতেন। বলিতেন,—"দূর হ' তুই আমার কাছে আসিস্‌নি, মুখে আগুন দিবার সময় আগুন দিস্।" উমাচরণ কাঁদিত, গৃহের বাহিরে বসিয়া থাকিত। এটা ওটা ফায়ফরমাস খাটিত। রোগীর নিমিত্ত কোন দ্রব্যের আবশ্যক হইলে, উমাচরণ তৎপর হইয়া তাহা লইয়া আসিত। রুগ্নশয্যায় গৃহিণী একদিন সকলকে বাহিরে যাইতে বলিয়া কর্ত্তাকে ডাকিলেন। গিন্নী ধীরে ধীরে বলিতে-ছেন, উমাচরণ দোরের পাশে বসিয়া শুনিল। গিন্নী কর্ত্তাকে বলিতেছেন, -"তোমার পদসেবা করিয়া আমার কোনও অভাব নাই। একটি কথা আমার রেখো, পেটের কাঁটা, ফোটে কি বুবো তুমি জান? উমো বড় অভাগা, একদিনও মন দিতে পারি নাই। বৃদ্ধ বয়সের সন্তান, পাছে অকল্যাণ হয়, এই ভয়ে ওর প্রতি আমি চাই নাই, কখনও আদর করি নাই। পাছে তুমি তাড়না কর, এই ভয়ে আমি আগেই তাড়না করিতাম। কিন্তু বাছা সকলের কাছেই মন্দ শুনিতে পাই; আমার তাড়নায় কেঁদেছে বটে, কখনও মুখ তুলে চায় নাই। আমার পুত্র-স্নেহ আমি তোমায় দিয়া গেলাম।" উমাচরণ শুনিল, "মা মা" রবে উচ্চশব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই দিনই ব্রাহ্মণীর গঙ্গালাভ হয়। অতি যত্ন সহকারে, শোক ভুলিয়া উমাচরণ সৎ-কার করিল।

পাছে কোনরূপ অনিয়ম হয়, সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ঠিক হইয়াছে কি না?" পরে অতি কঠোর নিয়ম পালনপূর্ব্বক অশৌচ অতিক্রম করিল; অতি শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। শ্রদ্ধা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য! এতদিন বাগ্দিনীর কোন সংবাদ ছিল না, কিন্তু গঙ্গাতীর হইতে বরাবর শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত দিন দিন সংবাদ লইয়াছে। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-ভোজনের পর উমাচরণ সরবত পান করিয়াছে শুনিয়া, তবে পাড়া হইতে চলিয়া গেল। উমাচরণের ক্রিয়ায় ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, আমার সুসন্তান।

সকলেই সেইরূপ ভাবিয়াছিল, বুঝি মাতৃ-বিয়োগে পরিবর্ত্তন হইল; কিন্তু দিন দিন সম্পূর্ণ-রূপ বিপরীত। কুপ্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ শাসন করিতে গিয়া স্ত্রীর শেষ কথা মনে পড়ে, আর কঠোর শাসন করিতে পারেন না,—পারিবেনও না—উমাচরণ জানে। উকীল আনিয়া ভয় দেখান - ত্যাজ্যপুত্র করি-বেন, উমাচরণ ভ্রূক্ষেপও করে না। ভালর মধ্যে এক সখ আছে, "ইংরাজী কথা কহিব, ইংরাজী বক্তৃতা করিব।" একজন সাহেব রাখিয়া পড়ে। সাহেব কিছু দিনেই বুঝিল, উমা-চরণের পড়াশুনায় যত্ন নাই। বই পড়িয়া কিছু শিখিবে না। সুবিজ্ঞ সাহেব নানা ছলে বিদ্যা-দান করিতে লাগিল, শীকার করিতে লইয়া যায়, সেখানে পক্ষী জীব-জন্তুর চরিত্র বর্ণনা করিয়া শুনায়, নানাবিধ পক্ষী প্রভৃতির ছবি দেখায়, কথায় ইতিহাস বলে, কবিতা পাঠ করিয়া শুনায়, দূরবীক্ষণ দিয়া তারা দেখায়, ফটোগ্রাফ তুলিতে শেখায়। "সাহেব হইব," এই লোভে লোভে কথা কহিবার ছলে উমাচরণ শেখে। আর এরূপ দৃঢ় করিয়া সাহেব শিক্ষা দেয় যে, ভোলে না। বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য্যব্যাপার দেখিয়া বিজ্ঞানে রুচি হইল। অনিচ্ছুক ছাত্রকে সাহেব

যত শিখাইতে পারিলেন, তত শিখাইলেন। সাহেব দেশে গেলেন। কিছুদিনের পর চাটুর্য্যে মহাশয়ের মৃত্যু হইল। পুত্রের কার্য্য পূর্ব্ববৎ সুসম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু যৌবনে বিষয়প্রাপ্তির ফলও ফলিতে লাগিল। ইংরাজ সহবাসে, ইংরাজপ্রিয় আমোদে সখ, চাটুকার-সহবাসেও নীচপ্রবৃত্তি তেমনি প্রবল। একদিন বড়-লোকের ছেলেরা সখে ঘোরদৌড় করিবেন, উমাচরণ একজন সওয়ার। সেখানে দূরদর্শ-কের ভিতর উমাচরণ যেন বাগ্দিনীকে দেখিল। ঘোড়দৌড় জিতিয়া সঙ্গীদের সহিত মদ্য পান করিয়া টম্ টম্ হাঁকাইয়া উমাচরণ ফিরিল। হঠাৎ টম্ টম্ উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। সংজ্ঞাহীন!

রাস্তার লোক তামাসা দেখিতেছে, এমন সময় এক মাগী ছুটিয়া আসিয়া কোলে করিয়া বসিল, "ও গো জল লয়ে এস, ও গো জল লয়ে এস!" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। পাশে দোকানীরা জল আনিল ও উমাচরণের মুখে দিতে লাগিল। উমাচরণ চক্ষু চাহিল। উমাচরণকে সকলেই চিনিল। চিনিবার পর আর মাগীর সেবার প্রয়োজন রহিল না। মাগীকে তাড়াইয়া দিয়া শত শত আত্মীয় ব্যক্তি উপ-স্থিত! সাংঘাতিক আঘাতে উমাচরণকে এক-মাস শয্যাগত থাকিতে হইল। পাঁচ ছয় দিন একরূপ সংজ্ঞাহীন ছিল; পাঁচ দিন মণি বাগ্দিনী জলস্পর্শও করিল না. কেহ উঠাইতেও পারিল না, শিয়রে বসিয়া রহিল। পাঠক চিনিয়াছেন, রাস্তার সে মাগী মণি বাগ্দিনী। যত দিন রুগ্ন অবস্থা, তত দিন সংবাদ লইয়া বাগ্দিনী আবার অদৃশ্য হইল।

ইংরাজী চালে বদমাইসি আরম্ভ করিলে, গৃহস্থের অন্তঃপুরে লক্ষ্য করিলে ও কথায় কথায় বিবাদ করিলে—কুবেরের সম্পত্তিও থাকে না। নানারূপেতে ব্যয় হইয়াছে; তার পর পারিষদের ছলে এক সাজান গৃহস্থের কুমারীর প্রতি বলপ্রকাশের নালিশ হওয়ায় বিস্তর অর্থব্যয় হইতে লাগিল; কিন্তু অর্থব্যয়েও নিষ্কৃত হইল না। ঘুসঘাস—অৰ্দ্ধেক বিষয়-ব্যয়েও জেলের হাতে এড়ান পাইলেন না। বলপ্রকাশ প্রমাণ হইল না বটে, কিন্তু ব্যভি-চারের সাজা দুইমাস কারাবাস ও বিশ হাজার টাকা জরিমানা হইল। কষ্টে কাটিল!—মুক্তির দিন গাড়ীতে উঠিতেছে, দেখিলেন, দূরে বাগ্দিনী দাঁড়াইয়া।

একবারকার রোগী আরবারকার রোঝা হয়। উমাচরণ নাবালক ছেলেদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিলেন! বেশ্যালয় আছে, মদ আছে, বরফ-জল, পাখা, ফুলের মালা—তাহার মাঝে বসিয়া ধনীর সন্তানেরা একশ টাকা লইয়া হাজার টাকা লিখিয়া দিয়া যায়। দিন কতক কাজটা একপ্রকার চলিল। এবার মিথ্যা সাক্ষীতে ধরা পড়িয়াছে। জজ সাহেব "পার্-জারীর" সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন যে ছেলেকে ঠকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল,তাহার এক্জিকিউ-টারেরা পুলিশে ওয়ারিণ বাহির করিবে,এক্জি-কিউটার—ছেলের খুড়ো—বড় কড়া লোক, ভাবিয়াছিল, পরদিনেই ওয়ারিণ বাহির করিবে, হঠাৎ তাহার স্ত্রী বসন্তরোগে আক্রান্তা হয়। বাড়ীতে আত্মীয়-লোক বেশী নাই, কন্যা বা পুত্রবধূ নাই, দুরন্ত রোগের ভয়ে দাস-দাসীরা কাছে ঘেঁসে না। এমন সময় একটা চাকরাণী পাওয়া গেল। চাকরাণী আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সেবা করিতে লাগিল। তাহার যত্নে এক্জিকিউটারের স্ত্রী জীবিতা হইলেন। দাসীর প্রতি গৃহস্বামী পরম সন্তুষ্ট, যাহা চায়, দিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। দাসীও বাড়ী যাইব বলিতেছে। কর্ত্তা গৃহিণীকে বলিলেন, "ও কি চায়?" গৃহিণী বড় অদ্ভুত উত্তর দিল, "ও কিছুই চায় না, তুমি কি কারও নামে পুলিশে নালিশ করিয়াছ?" কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" গৃহিণী বলিল, "ওর যা দোষ মার্জ্জনা কর।" কর্ত্তা মাগীকে ডাকাইলেন, "ও তোর কে? তুই কেন মার্জ্জনা চাস্?" মাগী কেবল "মার্জ্জনা কর, মার্জ্জনা কর!" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কর্ত্তা ক্ষণকাল স্থিরভাবে থাকিয়া উত্তর করিলেন, "ভাল, আমি মার্জ্জনা করিলাম, কিন্তু ও তো ঐরূপ কার্য্যই করিয়া বেড়াইবে; তার উপায় কি করবি?" মাগী বলিল, "আপনি এবার মার্জ্জনা করুন, আমি তার উপায় করিব।"

সহরে ধূম পড়িয়াছে, বড় জুয়াচোরী মকদ্দমা! যে বাড়ীতে খবরের কাগজ নেয়—সে বাড়ীতে ভিড়! "পারজারীর" দাবীতে উমাচরণের নামে মকদ্দমা চলিতেছে, কেহ জামীন হয় নাই, নিশ্চয় সেসন হইবে, সাত বৎসর কেহই ছাড়াইতে পারিবে না! তারিণী চাটুর্য্যের অনুরোধে অনেকেই এক্‌জিকিউটারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণের ছেলেকে এবার মার্জ্জনা করুন্।" এক্‌জিকিউটার কাহারও কথা শুনেন নাই। মকদ্দমার শেষ দিন। ম্যাজিষ্ট্রেট সেসন-সুপারদ্দ করিবেন স্থির করিয়াছেন। আসামীকে হাজত হইতে আনা হইয়াছে; বাদী উপস্থিত নাই। সে দিন মকদ্দমা স্থগিত রাখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ভাবিলেন, মহারাণীর উকিলের দ্বারা মকদ্দমা চালাইবেন। হঠাৎ ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী গাড়ীতে আসিয়াছেন। তাড়াতাড়ি কার্য্য সারিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মেমের গাড়ীতে উঠিলেন। এ সময় মেম আসিবার কথা নয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সময় কেন?" মেম উত্তর করিল, "নিত্য কে আমাকে একটি ফুলের তোড়া দিয়া যায়। ফরাসীকে জিজ্ঞাসা করি, কে? বলে—একটি স্ত্রীলোক—কিছু বলে না—বলে, মেম সাহেবকে দিও,—বুঝিতে পারবে। আজ আমি তাহাকে ডাকাইয়াছিলাম, সে কোন মানুষের আয়া ছিল। যে "বাবাকে" মানুষ করিয়াছিল, তাহার এক্ষণে তোমা দ্বারা সাজা হইবার সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত আমার উপাসনা করা। তাহার চক্ষে জল আসিয়াছিল।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "আশ্চর্য্য!" পরদিন আসিয়া বাদীর অভাবে মকদ্দমা ডিস্‌মিস করিলেন।

উমাচরণের প্রায়ই আর কিছু নাই। সর্ব্বস্ব [illegible]-দরে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। মকদ্দমা [illegible]তে পারিলে কিছু সম্পত্তি পাওয়া যায়। [illegible]মাও রুজু হইয়াছে, জিত হইবার সম্পূর্ণ [illegible]না। কিন্তু আর দুই তিন হাজার টাকা [illegible]ত খরচা চলে না, টাকারও কোথাও [illegible]ড় নাই। উকীল টাকা দিতে চায় না, অনেক "আউট অফ পকেট" খরচা সে নিজ হইতে দিয়াছে। মকদ্দমা যে জিত হইবে, সে এরূপ বুঝিতেছে না; একপ্রকার সঙ্কল্প করিয়াছে যে, টাকা না পাইলে আর মকদ্দমা চালাইবে না। কোনও উপায় নাই—সব দিক্ শূন্য! মুদীখানায় ধারে দ্রব্য দেয় না, এরূপ অবস্থা। হঠাৎ মণি বাগ্দিনী আসিয়া পাঁচ হাজার টাকার নোট দিয়া গেল, "গোবরা আর একবার তোর সঙ্গে দেখা হবে। আমি ঠিক দেখিয়াছি, মকদ্দমা জিতিবি, কিন্তু বুঝিয়া চলিস্। তোর ঠেঙ্গে কিছু চাই নাই—আর একদিন আসিয়া একটী জিনিস চাহিব। আমি তোরে মানুষ করেছি, আমায় দিস্।"

মকদ্দমা জিত হইল। সব দিকে সচ্ছল;—কিন্তু এবার মণি বাগ্দিনী একটি দৃঢ় ছাপ তাহার হৃদয়ে দিয়াছে! এ দুঃখিনী বাগ্দিনী টাকা কোথা পাইল? ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গোপানে শুনিয়াছিল যে, কোনও এক স্ত্রীলোকের অনুরোধে সে বাঁচিয়াছে। এক্‌জিকিউটারেরও অদ্ভূত ব্যাপার। ইহাও শুনিল যে, তাহার স্ত্রীর বসন্তরোগে একটি রমণী শুশ্রূষা করিয়াছে। রাস্তায় গাড়ী হইতে পড়িয়াছিল—বাগ্দিনী তথায়;—মহা দুর্দ্দিনে টাকা আনিয়া দিল! পূর্ব্বকথা স্মরণ হইতে লাগিল;—মাতার মৃত্যুশয্যার কথা,—পিতার যন্ত্রণা—আপনার চরিত্র স্মৃতিপথে উঠিতে লাগিল। যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই, দেবসেবায় পিতা তাঁহার সম্পত্তি দিয়া যাবেন,—সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মে তাঁহার সে সঙ্কল্প ভঙ্গ হইল। সেই দেব-উৎসর্গ অর্থ বেশ্যা, শুড়ী, বদ্‌মাইসে খাইয়াছে—অকলঙ্ক কুলে প্রতারণার দাগ পড়িয়াছে! এই সমস্ত ক্রমে তীব্র হইয়া স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। সুদিন,—সহচরেরা ফিরিল, আর স্থান পাইল না। পরিবার মারয়াছে; বেশ্যার প্রেমে আর দারপরিগ্রহ করে নাই; সুতরাং আপনার বলিবার আর কেহই ছিল না। সর্ব্বদা নির্জ্জনেই বাস। একদিন দেখিল বাগ্দিনী!—বাগ্দিনী কাঁপিতেছে—অতি কষ্টে শ্বাস ত্যাগ করিতেছে। বাগ্দিনী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "গোবরা, আজ আমি মরিব।

তোর নিকট সেই জিনিস চাহিতে এসেছি। ভয় নাই;—তুই ব্রাহ্মণের ছেলে;—তোকে আমি সৎকার করিতে বলিব না;—আমি আপনি মায়ের গর্ভে গিয়া মরিতে পারিব।—তোর মনে আছে—তোর বাপ আমায় তাড়াইয়া দেয়। আমি কাঁদি নাই;—তোকে দেখিবার সাধ করি নাই;—তুই কাছে গেলে, দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতাম। কেন জানিস্?—আমায় কে দেবতা বলিয়া দিল যে, ব্রাহ্মণ তোর ভালর নিমিত্ত আমাকে তাড়াইতে চায়,—তাই চলিয়া গেলাম। তোর ভাল হবে—এই ধারণায়;—তোর অকল্যাণ হবে—এই ভয়ে চক্ষের জল ফেলি নাই। পাছে তুই স্নেহবশতঃ আমার কাছে আসিস্, তাই দূর ছাই করিতাম। তোর মা যে সামগ্রী পাঠাইত, তাহা ব্রাহ্মণ-সজ্জনকে দিয়া তোর কল্যাণ চাহিতাম। কিন্তু আমার খাবার সময় বড় কষ্ট হইত। আমি মনে মনে তোকে কাছে বসাইয়া—তোকে খাওয়াইয়া খাইতাম। ক্রমে তুই আমার কাছে আসিতিস্ তুই জানিস্ না, তুই আসিতিস। তুই কোথা যাইবি,—কি করিবি,—আমায় বলিয়া যাইতিস্, তোর বিপদ্ হবে,—এ কথা কে আমাকে বলিয়া দিত—আমি সেই দিন তোর সঙ্গে থাকিতাম, আমি তোর নিমিত্ত আত্মবঞ্চনা করিয়া, সোনা দানা যা তোদের বাড়ীতে পাইয়াছিলাম,—তাহা পোদ্দারকে দিয়া—ঘুটে বেচিয়া—শ্রম করিয়া—পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। তোর শত সহস্র দোষ। তত্রাচ আমি নিরাশ হই নাই। দেখিয়াছি—তোর পিতা-মাতার প্রতি অচলা ভক্তি, তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি অতি শ্রদ্ধার সহিত করিয়াছিলি। আমিও তোর মা—শাস্ত্রমত মা—ভিক্ষা-মা, আমারও তোর উপর অধিকার আছে। আমার একটি কার্য্য কর—আর কুপথে চলিস্ না। যে বংশে জন্মিয়াছিস্—সেই বংশের মুখ উজ্জ্বল কর্। তা হলে তোর পিতা-মাতার নিকট গিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারিব,—"দ্যাখ,—তোরা পারিস্নি, আমি তোদের ছেলে শুধরাইয়া দিয়াছি।" উমাচরণ কাঁদিয়া বলিল "মা, আমি শুধরাইব।" "তবে আয়—আমার সঙ্গে আয়।" —বাগ্দিনী ধীরে ধীরে গঙ্গা-অভিমুখে চলিল। অতি কষ্টে চলে,—উমাচরণ ধরিতে যায়,—বাগ্দিনী নিষেধ করিল। উমাচরণ সভয়ে নিষেধ মানিল।—সম্মুখে তেজস্বিনী দেবী দেখিতেছে,—ধীরে ধীরে সঙ্গে চলিল। বাগ্দিনী অর্দ্ধ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ স্থলে শয়ন করিয়া বলিল,—"গোবরা, আমার নাম শোন।" উমাচরণ হরিনাম শুনাইল। বাগ্দিনী হরিনাম করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। বৈষ্ণব ডাকাইয়া উমাচরণ চন্দনকাষ্ঠে শবদাহ করাইল ও চিতা পরিবেষ্টন করিয়া হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিল। চিতায় জল ঢালিয়া হরি হরি ধ্বনি করিতে করিতে বাটী ফিরিল, বাগ্দিনীর উদ্দেশে অকাতরে দান ধ্যান করিয়া, আপনার সমস্ত সম্পত্তি বেচিয়া,—গঙ্গার ঘাটেও শিবপ্রতিষ্ঠা করিল। সাহেবের উপদেশে নানাবিধ কার্য্য শিখিয়াছিল। স্বয়ং রোজগারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আপনার মত রাখিয়া—দুঃখীদিগকে দান করে। ক্রমে সমস্তই সৎকার্য্যে ব্যয় করে। কায়িক পরিশ্রমে দিবারাত্র সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে থাকে, যখন হয়, কিঞ্চিৎ আহার হইলেই হইল। এইরূপে অতি সৎকার্য্যশীল উমাচরণের জাহ্নবীতীরে কার্য্যের অবসান হইল। সকলে বলিল,—কুলতিলক জন্মিয়াছিল।

প্রলাপ, না সত্য ?

একটি গল্প আছে যে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভূকৈলাসের রাজারা আবাদের নিমিত্ত মাটী খনন করিতে করিতে, মাটীর নীচে একজন সমাধিস্থ মহাপুরুষকে পান। মহাপুরুষকে ভূকৈলাসে আনিয়া সমাধিভঙ্গের নানাবিধ চেষ্টা হয়, কিন্তু কিছুদিন কোনও রূপে সমাধিভঙ্গ হইল না। ক্রমে নানা উপায়ে সমাধিভঙ্গ হইল এবং তৎপরে মহাপুরুষের দেহত্যাগ হয়। এ কথা পরমহংসদেবের নিকট উঠিয়াছিল। এক ব্যক্তি পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করেন,

"মহাশয়, এ কিরূপ হইল ? এরূপ সমাধিস্থ মহাপুরুষের অশুচি অবস্থায় দেহত্যাগের কারণ কি ?" পরমহংসদেব উত্তর করিলেন, "সে সমাধিস্থ মহাপুরুষের দেহের আর আবশ্যক ছিল না।" উপমা দিলেন যে, বৈদ্যেরা বোতলে করিয়া মকরধ্বজ প্রস্তুত করে—যখন মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়, বোতল ভাঙ্গিয়া ফেলে।

সাময়িক কথার উত্তর হইল, কিন্তু সে কথার যত আন্দোলন করা যায়, ততই মনুষ্য-দেহধারী জীবের অবস্থা উপলব্ধি হয়। ঈশ্বর-জ্ঞানলাভের নিমিত্ত দেহের প্রয়োজন। ঈশ্বর-জ্ঞান হইলে দেহের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, প্রথম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের বস্তুজ্ঞান লাভ হয়। আবার দেখা যায়, সেই ইন্দ্রিয়েরাই প্রলোভিত করিয়া মনকে ঈশ্বরপথ হইতে অন্তর করে। ইন্দ্রিয়-প্রলোভনে মন সুখ-আশে ব্যাকুল হয়, অনিত্য বস্তুতে আসক্তি জন্মে। উচ্চাশয় ব্যক্তিরা সাধারণের ন্যায় ইন্দ্রিয়-প্রলোভনে মুগ্ধ না হোন, নানাবিধ তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন। কিন্তু যতই তত্ত্ব অনুসন্ধান করুন, যন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রিয় বিস্ফারণ পূর্ব্বক যতই জড়-নিয়মের জ্ঞান লাভ করুন, মানসিক চিন্তার দ্বার যতই মনোবিজ্ঞানের উন্নতি করুন, স্থির-চিন্তায় বুঝিতে পারেন, যে জ্ঞান তাঁহার জন্মিয়াছে, তাহা আপেক্ষিক জ্ঞান। নিশ্চিত জ্ঞান তাঁহার আদৌ জন্মে নাই।

সুবোধ ভাবুক তখন বুঝিতে পারেন, "রামকো যো জানা নেই, সো জানা হায় কেয়া রে!" সার-তত্ত্ব-লাভের যতই চেষ্টা করুন, পুনঃ পুনঃ অসার আপেক্ষিক জ্ঞানে বিজড়িত হন। কিছুই নিশ্চিত হয় না অথচ শোনেন, ঈশ্বর আছেন, পুনর্জ্জন্ম আছে, দেহের মৃত্যুতে জীবের মৃত্যু হয় না। শোনেন মাত্র, স্থিরনিশ্চয় করিতে অক্ষম হন। তিনি তখন বোঝেন যে, অপর কোন দৃষ্টি ব্যতীত, অপর কোন ইন্দ্রিয় প্রস্ফুটিত না হইলে নিরপেক্ষ জ্ঞানলাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। তখন তিনি বিদ্যাভিমান পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসু হন, ব্যাকুল হন, কোথায় কি উপায়ে সেই নিরপেক্ষ জ্ঞান লাভ করিবেন। কেহ বা নিরাশ হইয়া বৃথা চেষ্টা বিবেচনায় নিরস্ত থাকেন।

কিন্তু যে পুরুষের সেই জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়, যন্ত্রণায় আকুল হন, নানা প্রকারে উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা পান। শাস্ত্রপাঠে শুনিয়াছেন, প্রার্থনা করিতে হয়। চক্ষু বুজিয়া প্রার্থনা করিয়া দেখিয়াছেন, কৈ, সে নিরপেক্ষ জ্ঞান তো জন্মিল না। কি করিব ? কোথায় যাব ? কে পথ বলিয়া দেবে ? নানা-স্থানে অন্বেষণ করিয়া দেখেন, এ একথা বলে, সে সে কথা বলে, শাস্ত্রপাঠে যে গণ্ডগোল দেখিয়াছিলেন, সে গণ্ডগোল আর ঘোচে না। কি শোনেন, মনুষ্য নিরপেক্ষ জ্ঞান লাভ করে ? বিস্তর দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে পাইয়াছেন, লোকের মুখেও শোনেন। কখনো বলেন মিথ্যা, কখনো সন্দেহে জড়িত হয়ে বলেন, কৈ, দেখিলাম না তো। ভাবেন, যাক্, আর ও কথায় কাজ নাই। কিন্তু সম্মুখে মৃত্যু ভাবেন, হায়, চোখ-বাঁধা বলদের মত ঘুরিলাম, কিছুই জানি না! কোথায় কে আমায় উপায় বলিয়া দেবে ? প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা তো তিনি করিয়াছেন।

যখন একান্ত আকুল, কি এক আশ্চর্য্য নিয়ম সংসারে চলে, এমন কথা তাঁর কাণে আসে, এমন ব্যক্তিকে দেখিতে পান যে, একেবারেই স্থির করেন, এ ব্যক্তি যা বলে শুনিব, দেখি, এ পথে কি হয় ? তাঁর কথায় বুঝিতে পারেন যে, তাঁর প্রার্থনা বিফল হয় নাই ; যদিচ অন্ধকার পথে চলিয়াছেন, তথাপি তিনি অগ্রসর আরো কিছু অগ্রসর হইলে আলো পাইবেন। সেই পথে চলিতে থাকেন, ক্রমে কিঞ্চিৎ আলোর আভাস পান এবং উপলব্ধি করেন যে, সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের রুচি প্রভেদ যে সকল পান ভোজন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-জনক ছিল, সে সকল আর তৃপ্তিকর নয়, এমন কি, দেহের অসুখপ্রদ। দেখিতে পান, যে সকলে মনের রুচি ছিল, যে সকল আলোচনা করিতেন, সে সকল নীরস এবং যৎকালীন ইন্দ্রিয়মুগ্ধ ছিলেন, তৎকালীন যে সকল বিষয় নীরস ছিল, এক্ষণে তাহা ব্যতীত আর সরস জিনিস নাই। পূর্ব্বে যে সকল

জ্ঞানলাভে তিনি ভাবিতেন যে, আমি উন্নতি সাধন করিতেছি, তাহা বুঝেন উন্নতি নয়, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এক বিষয় মীমাংসা করায় শত-সহস্র মীমাংসার বিষয় উদয় হয়। ভূতত্ত্ব, খতত্ত্ব, পাতালতত্ত্বের এক বিষয়ের প্রশ্ন পূর্ণ না হইতে শত সহস্র প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ঐ "একঘেয়ে" একই রকম। সে সকলে আর রস থাকে না। কেবল ঐ যে একটি কথা শুনিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার মন বিষয়-চিন্তা হইতে অন্তর করিয়া অন্য চিন্তায় নিমগ্ন করিয়াছে, তাহাই সরস।

এখন সত্য সত্যই তাঁহার দেহের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সে তীব্রতা নাই কেন? সুখ-ইচ্ছা নাই কেন? অপর চিন্তা নাই কেন? দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে,দেহের বিকার না জন্মিলে ইন্দ্রিয়েরা সতেজ থাকে, তাহাদের স্পৃহাও সতেজ থাকে। তবে এ কি বিকার উপস্থিত? এ কি পীড়া? স্থূলদৃষ্টিতে পীড়াই বটে। মস্তিষ্কের বিকার—নচেৎ অত বড় পণ্ডিত, অত বড় বিজ্ঞ, অত বড় মানী, সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া হীনের ন্যায় পরের চরণ-সেবা করিতে ব্যাকুল, দিবারাত্র রোদন করে, রোদনের ধারাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নাসিকার দিকে চক্ষের ধারা না বহিয়া চক্ষের অপর কোণ হইতে গণ্ডস্থল বহিয়া ধারা বয়। পরম উপভোগের দ্রব্য ভোগ করা দূরে থাকুক, স্পর্শ করাইলে নিদ্রাভঙ্গ হয়। সুললিত নারীসঙ্গ কাল সর্পের ন্যায় জ্ঞান হয়। দেহেও সেরূপ তীব্র-যন্ত্রণা বোধ নাই, যে সকল কঠিন রোগে সকলে ব্যাকুল হয়,তাহাতে তিলমাত্র কাতর নয়—যেন অঙ্গের সাড় নাই, দিবারাত্র বিভোর। অধিক সুরাপানে যেরূপ বিভোর থাকে, সেইরূপ বিভোর।

দেখা যায়, এমন কথা বলে, যাহা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে আর কিছু নয় ও Clairvoyance একটা রোগবিশেষ। এ অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নয়, এই ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য, তবে ইন্দ্রিয়ের তীব্রতা মাত্র। এ কি বলা যায় না, রোগের প্রলাপ অবস্থায় ওরূপ হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু এর কিছু স্বতন্ত্র,—একি সব বলে? —প্রলাপ?—প্রলাপই বটে—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—শাস্ত্রে এরূপ অবস্থার কথা আছে। জ্ঞানীর এরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। আবার মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে—ইহার একটি কথাও প্রলাপ নয়। অবশ্যই যে সব অতীন্দ্রিয় কথা বলে, তাহা যদি প্রলাপ হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিত না, প্রলাপে মিল থাকে না—আজ এক রকম, কাল এক রকম। পাগলের মুখেও কখনো কখনো ভবিষ্যৎ-কথা শোনা যায়—সত্য হইতেও দেখা যায়; কিন্তু ইহার এক আধটা নয়, যাহা মিলান যায়, তাহার সমস্তই সত্য। আবার কতকগুলি শক্তির বিকাশও দেখা যায়.—এই উন্মাদ ব্যক্তি মন আকৃষ্ট করে, তাহার কথায় দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি আসে, মৃত্যুভয় দূর হয়, এ এক অদ্ভুত পাগল। এ পাগল যথায় যায়,তথায় ইষ্ট। গ্রাম মাতায়, দেশ মাতায়, ইষ্ট ব্যতীত ইহার দ্বারা অনিষ্ট হয় না।

যে ছবি আমরা দিলাম, কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ কি সত্য?—সত্য। আমরা এ পাগল দেখিয়াছি এবং যে পাগল করিয়াছে, তাহাকেও দেখিয়াছি। বিবেকানন্দের সহিত রামকৃষ্ণের যিনি সম্বন্ধ জানেন, তিনি আর আমাদের বর্ণনা অলীক বিবেচনা করিবেন না। বোতলের মকরধ্বজ প্রস্তুত হইয়াছিল, বৈদ্য বোতল ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে।

তবে কি আমাদেরও দেহবোতলে মকরধ্বজ প্রস্তুত হইবে? পরমহংসদেব বলিতেন, নিশ্চিত। সে কথায় নিশ্চিত ধারণা কেন না করিব?—যে কথায় যমভয় দূর হয়, যে কথায় সংসারসাগরতরঙ্গে বিচলিত করে না, যে কথার ফলিত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি,—সে কথায় কেন না নির্ভর করিব? যাহাতে সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়, সে পথে কেন না চলিব? আরে বাতুল,তুমি আমায় বাতুল বল? অহঙ্কার করিয়া বলিব,—অহং তাঁহার—আমার নয়, অহঙ্কার করিয়া বলিব—আমি বাতুল নই। মনুষ্যত্ব-লাভের উপায় পাইয়াছি—মনুষ্যত্ব লাভ করিব।—মকরধ্বজ প্রস্তুত হইবে, বোতল যাক্ না।—জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসের জয়!

বিবেকানন্দের সাধন।

যদি কোন সংসারী ব্যক্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জানাইতেন যে, পুত্র-কলত্র লইয়া সংসারে বিজড়িত হইয়াছি, আমাদের উপায় কি? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, যে পুত্রের মমতায় ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছ না, সেই পুত্রকে রাম জ্ঞান করিয়া লালন-পালন করিও, তোমার ঈশ্বরলাভ হইবে। আপত্তি উঠিত যে, রামজ্ঞানে সেবা করিলে পুত্র অবাধ্য হইবে, স্বেচ্ছাচার হইয়া যাহা ইচ্ছা করিবে, অশিক্ষিত থাকিবে, অতএব যে পুত্রের মমতায় তিনি সংসারে আবদ্ধ হইয়াছেন, পুত্রের ভাবী মঙ্গলকামনায় সেই মমতাই তাঁহাকে রামজ্ঞানে পূজা করিতে বিরত রাখিবে। তাহার উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্বোধনে "রামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে" বর্ণিত আছে যে, কোন এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ রামলালা ঠাকুর পান। রামলালা অর্থে বালক রাম। সেই বালক রাম যেন তাঁহার পুত্র হইল, তাহাকে লালন পালন করেন, সঙ্গে লইয়া ফেরেন, বেয়াদব হইলে ধমক দেন, এমন কি, তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে, "একদিন কথা না শুনিয়া রামলালা জলে সাঁতার দিতেছিল, আমি তাহাকে শাসিত করিবার জন্য জলে নামিয়া ধরিয়াছিলাম।" বলিতে বলিতে অশ্রু ধারায় শ্রীরামকৃষ্ণের বুক ভাসিয়া গেল। ঐ সন্ন্যাসি-প্রদত্ত রামলালা একটি ক্ষুদ্র বিগ্রহ, যেটি অদ্যাবধি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীকালীর মন্দিরে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের রামলালা ভাবের রামলালা, ভাবে তাহাকে প্রতিপালন করিতেন এবং ভাবে শাসিত করিতেন। যিনি ঐ ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় পুত্রকে রামলালার ন্যায় প্রতিপালন করিবেন, পুত্রকে রামজ্ঞানে প্রতিপালন করিলে পুত্র অবাধ্য হইয়া পরিণামে মন্দ হইয়া পড়িবে, এরূপ আশঙ্কা করিতে পারেন না। কেন না, অপার প্রেমে পুত্রকে যশোদার ন্যায় শাসন-মানসে বন্ধনও করিতে পারেন এবং যশোদাও যেরূপ একমাত্র গোপালকে প্রতিপালন করিয়া পরমজ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, যে সংসারী রামজ্ঞানে পুত্রকে প্রতিপালন করিবেন, তিনিও সেইরূপ পরমজ্ঞানের অধিকারী হইবেন। পুত্রকে রামজ্ঞানে প্রতিপালন করিলেই বুঝিবেন, রাম ক্ষুদ্র নয়; পুত্র রামে তাঁহার ধ্যানজ্ঞান হইলে দেখিতে পাইবেন যে, রাম অতি বৃহৎ; দেখিবেন, সর্ব্বভূতে রাম, বিশ্বব্যাপী রাম জানিয়া রামে লয় হইবেন। সংসারীকে শ্রীরামকৃষ্ণ এইরূপ প্রকৃতি অনুসারে ঈশ্বর-লাভের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন।

আবার যে ব্যক্তি তীব্র বৈরাগ্যে ঈশ্বরলাভ-আশায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, তাঁহাকে তাঁহার প্রকৃতি অনুসারে নির্জ্জনে ধ্যানারূঢ় হইতে উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহারও প্রথমে ইষ্টধ্যান একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি, সেই মূর্ত্তি বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া বিশ্বব্যাপী ভাবে সাধককে বিশ্বের সহিত মিলাইয়া লইত। এরূপ সাধনার বিরুদ্ধে কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়া বলেন যে, জড়বৎ সংসারে কোনও কার্য্য না লইয়া থাকা কখনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। সংসারে আসিয়া যদি সংসারের কার্য্য না করিলাম, সে তো এক প্রকার অকর্ম্মণ্য জীবনভার বহনমাত্র। এ আপত্তিরও প্রতিবাদ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। দ্বাদশ বৎসর ধ্যানারূঢ় থাকিয়া সেই বিশ্বপ্রেমিকের কার্য্য রামকৃষ্ণমিশনরূপ ধারণ করিয়া সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত বিকাশ পাইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে ভ্রমর আপনিই আসে, শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম-প্রফুল্লসরোজে

মধু-লোভে দলে দলে সাধকরূপ ভ্রমর আসিতেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত সাধনের দুইটি পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং প্রকৃতি অনুসারে তাঁহার শিষ্যেরা নিজ নিজ পন্থায় সিদ্ধিলাভ করিতেছেন। শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ এই উভয় সাধনেই সিদ্ধ ছিলেন। ঈশ্বরলুব্ধচিত্ত বালক নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরলাভের উপায় জানিবার জন্য কলিকাতাস্থ সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ে উপস্থিত হইয়া উপদেশ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন—কিরূপে ঈশ্বর-লাভ হইতে পারে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই সাম্প্রদায়িক মত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি তাঁহার একটি উদার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। প্রশ্ন—ঈশ্বর দেখিয়াছেন কি? এ প্রশ্নের উত্তরে কেহই 'হাঁ' বলিতে সক্ষম হন নাই। এ প্রশ্নের উত্তর নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে পান।

ভক্তচূড়ামণি ৺রামচন্দ্র দত্ত নরেন্দ্রনাথের সুবাদে দাদা ছিলেন। তাঁহারই সহিত তিনি দক্ষিণেশ্বরে যান। যেরূপ অন্যান্যস্থলে জিজ্ঞাসা করিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণকেও সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করিলেন,—"হাঁ, যেরূপ তুমি আমার সম্মুখে বসিয়া আছ, ঈশ্বর ইহা হইতেও অধিক প্রত্যক্ষের বস্তু। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি,ইচ্ছা কর,তুমিও প্রত্যক্ষ করিতে পারো।" ঈশ্বরলুব্ধচিত্ত একেবারে আকুল হইয়া পড়িল। কিরূপে ঈশ্বরলাভ করিবেন, এ নিমিত্ত তাঁহার যেরূপ ব্যাকুলতা,তাঁহার গুরুরও সেইরূপ শিক্ষা প্রদান,—গুরুর উপদেশে বুঝিয়াছিলেন, নির্ব্বিকল্প-সমাধিলাভ অতি উচ্চ অবস্থা। তাঁহার মনে বাসনা জন্মে যে, যতদিন দেহ থাকে, তিনি সেই নির্ব্বিকল্প অবস্থায় থাকিবেন এবং মধ্যে মধ্যে সমাধিভঙ্গ হইলে দেহ-রক্ষার্থে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া আবার সমাধিস্থ হইবেন। এই অবস্থা তিনি গুরুর নিকট প্রার্থনা করেন। তাহাতে তাঁহার গুরু বলেন,—"এরূপ স্বার্থপর হইও না, তুমি নির্ব্বিকল্প-সমাধিলাভ করিবে, কিন্তু পরহিতসাধন তোমার জীবনের কার্য্য হোক। তোমায় ঈশ্বর বৃহৎ বটবৃক্ষের ন্যায় সৃজন করিয়াছেন, যাহার স্নিগ্ধ-ছায়ায় বহুপ্রাণী শীতল হইবে।" এই উপদেশের হৃদয়ে অটল ধারণা রাখিয়া নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হইয়াছিলেন। যে বিবেকানন্দ জগৎ-প্রেমে জগৎকে জ্ঞান দানের নিমিত্ত কৌপিনধারী হইয়া দেশদেশান্তরে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াছিলেন,সেই বিবেকানন্দ-সৃষ্টির ভিত্তি উপরোক্ত আদেশ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী ও ত্যাগীকে দুই ভাবে উপদেশ দিতেন, দুই ভাবের সাধনেই ঈশ্বরলাভ হয়। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যেরাও সেই দুই ভাবে উপদেশ পাইয়াছেন। স্বামীজির উপদেশে কেহ বা সকল মূর্ত্তি নারায়ণের মূর্ত্তি-জ্ঞানে নারায়ণ-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া সেবাশ্রমে সাধন করিতেছেন, আবার কেহ বা ধ্যানে জগৎব্যাপী শ্রীবিশ্বনাথের দর্শন আশায় অদ্বৈতাশ্রমে অদ্বৈত-জ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত। প্রবৃত্তি অনুসারে অদ্বৈত ও সেবাশ্রম চলিতেছে। দুই আশ্রমের উপদেষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ। দুই আশ্রমই তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাধন-পথে অগ্রসর। কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি, দুই সাধনেই তিনি সিদ্ধ ছিলেন।

কথা আছে, চন্দন ও বিষ্ঠায় সমজ্ঞান হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু সে অবস্থা যে কি, তাহা অনুভব করা অতি কঠিন। কিন্তু রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে সেবক স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যগণের নিকট সে অবস্থা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। যে সকল উৎকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকটে সাধারণে ঘৃণায় যাইতে পারে না, স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যেরা অনায়াসে নারায়ণ-জ্ঞানে তাহাদের মলমূত্র পরিষ্কার করিতেছেন,—পুত্রকে মাতা যেরূপ পরিষ্কার করেন —সেইরূপে। কারণ তাঁহাদের শিক্ষাদাতা স্বামী বিবেকানন্দ নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া উহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। একদা বিবেকানন্দ তাঁহার গুরু ভ্রাতা ৺নিরঞ্জনানন্দের সহিত ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অতিথি হন। একদিন ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখেন, এক ব্যক্তি রক্তামাশয় পীড়ায় আক্রান্ত

হইয়া পথে পড়িয়া আছে, দারুণ শীত, অঙ্গে সামান্য বস্ত্র মাত্র, মলদ্বার বহিয়া মল নিঃসৃত হইতেছে,—যন্ত্রণায় অধীর—আর্ত্তনাদ করিতেছে। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কিরূপে আশ্রয় দিবেন, বিবেকানন্দের চিন্তা উপস্থিত হইল। পরের বাটীতে অতিথি হইয়াছেন, আমাশয় দুরন্ত রোগ, যে গৃহে সে রোগী থাকে, সে গৃহ বিষ্ঠাময় হইয়া যায়। রোগী লইয়া গেলে যদি পূর্ণবাবু বিরক্ত হন, যাহা হউক, দুই ভ্রাতায় পরামর্শ করিয়া রোগীকে তুলিলেন, উভয়ে মিলিয়ে ধীরে ধীরে পূর্ণবাবুর বাসায় লইয়া আসিলেন, রোগীকে পরিষ্কার করিয়া দিয়া অগ্নি দ্বারা সেক দিতে লাগিলেন। উভয়ে যেরূপ সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন, এরূপ সেবা যদি কেহ পিতার করেন, তাহাও প্রশংসনীয়। উচ্চ কার্য্যের এমনি আশ্চর্য্য মহিমা যে, পূর্ণবাবু বিরক্ত হইবেন বলিয়া তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সেই পূর্ণবাবুই তখন সন্ন্যাসিদ্বয়ের কার্য্য দর্শনে মুগ্ধ! পূর্ণবাবু ভাবিলেন—কি আশ্চর্য্য সন্ন্যাসিদ্বয়! সন্ন্যাসীরা স্বতন্ত্র থাকে, অন্যের স্পর্শ অপবিত্র জ্ঞান করে—এ কি অপূর্ব্ব সন্ন্যাস-বৃত্তি—এরূপ রোগী-সেবা যাহার অন্তর্গত! তদবধি পূর্ণবাবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসিগণকে অন্য প্রকার দৃষ্টিতে দেখিতেন। আমাদের কেহ যেরূপ সমালোচনা করেন যে, সংসার পরিত্যাগ করিয়া গেরুয়া ধারণ করাটা অলস ব্যক্তির কার্য্য, যাহারা পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ, তাহারাই ঐরূপে গেরুয়াধারী হয়, পূর্ণবাবুরও কতকটা সেরূপ সংস্কার ছিল, সে ধারণা তদবধি তাঁহার সমূলে উৎপাটিত হইল।

সর্ব্বভূতে নারায়ণ-দৃষ্টি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে আর এক দৃষ্টান্ত বলিব —ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন তাঁহার তাম্রকূট-সেবনে ইচ্ছা হয়, দেখিলেন, এক বৃক্ষতলে কয়েকজন ব্যক্তি বসিয়া ধূমপান করিতেছে, তিনি তাহাদের নিকট কলিকাপ্রার্থী হইলেন। সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজন উত্তর করিল,—"মহারাজ, হাম লোক ভঙ্গী হ্যায়।" ভঙ্গী অর্থে ম্যাথর। বিবেকানন্দের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ইহা শুনিয়া তাঁহার মন একবার পশ্চাদ্গামী হইল, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আত্ম-তিরস্কার করিয়া ভাবিলেন যে, আমি কি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যের উপযুক্ত নই যে, 'ভঙ্গী' নাম শুনিয়া আত্মাভিমানে পশ্চাৎপদ হইতেছি? যে শ্রীরামকৃষ্ণ অভিমান দূর-করণার্থ স্বহস্তে আবর্জ্জনা-স্থান ধৌত করিয়া আপন লম্বিত কেশ দ্বারা উহা মুছিয়া দিতেন, সেই রামকৃষ্ণের পদাশ্রিত হইয়া আমার এতদূর অভিমান! বিদ্যুদ্বেগে এই সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল এবং তিনি ছিলিম লইয়া ধূমপান করিলেন। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদস্পর্শ করায় স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সহিত সমভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন; আমি তাঁহার নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত কথা শুনিয়া পরিহাস করিয়া বলিলাম,—"তুই গাঁজাখোর, তামাক খাবার ঝোঁকে ম্যাথরের কল্‌কে টেনেছিলি।" বিবেকানন্দ উত্তর করিলেন, "না হে, ইহাতে গুরুদেব আমাকে জীবনরক্ষাপ্রদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি আর কাহাকেও ঘৃণা করিতাম না।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিলেন—"আমি এক স্থানে আছি, তথায় আমার নিকট উপদেশ লইবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। তিন দিন অনবরত লোকসমাগম, আলাপ করিয়া সকলে উঠিয়া যায়, কিন্তু আমার আহার হইয়াছে কি না, তাহা কেহ একবার জিজ্ঞাসাও করে না। তৃতীয় রাত্রে যখন সকলে চলিয়া গিয়াছে, এক দীন ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, 'মহারাজ, আপনি তিন দিন তো অনবরত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, কিন্তু জলপান পর্য্যন্ত করেন নাই, ইহাতে আমার ব্যথা লাগিয়াছে।' আমি ভাবিলাম, নারায়ণ স্বয়ং দীনবেশে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কিছু আমাকে আহার করিতে দিবে?' সে ব্যক্তি অতি কাতরভাবে বলিল, 'আমার প্রাণ চাহিতেছে, কিন্তু কিরূপে আমার প্রস্তুত করা রুটি দিব? যদি বলেন, আমি আটা, ডাল আনি, রুটী ডাল প্রস্তুত করিয়া

অগ্নি স্পর্শ করি না। তাহাকে বলিলাম, 'তোমার প্রস্তুত করা রুটী আমাকে দাও, আমি তাহাই আহার করিব।' শুনিয়া সে ব্যক্তি ভয়ে অভিভূত! সে খেত্‌রির রাজার প্রজা, রাজা যদি শোনেন যে, চামার হইয়া সন্ন্যাসীকে তাহার প্রস্তুত করা রুটী দিয়াছে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করিবেন এবং তাহাকে স্বদেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন! আমি তাহাকে বলিলাম, 'তোমার ভয় নাই, রাজা তোমাকে শাস্তি দিবেন না।' এ কথায় তাহার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল না। কিন্তু বলবান্ দয়াপ্রভাবে ভাবী অনিষ্ট উপেক্ষা করিয়া ভোজ্য বস্তু আনিয়া দিল।" বিবেকানন্দ বলেন—"সে সময় দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণ-পাত্রে সুধা আনিয়া দিলে সেরূপ তৃপ্তিকর হইত কি না সন্দেহ।" বিবেকানন্দের নয়নধারা নির্গত হইতে লাগিল। ঐ ব্যক্তির দয়া দেখিয়া স্বামীজি সেদিন মনে মনে ভাবিয়াছিলেন,—এইরূপ শত সহস্র উচ্চচেতা ব্যক্তি কুটীরে অবস্থান করে, আমরা তাহাদিগকে হীন বলিয়া ঘৃণা করি। স্বামী বিবেকানন্দের নীচ জাতির প্রতি অসীম সহানুভূতি উদ্দীপিত করিবার ঐ ঘটনা একটি বিশেষ কারণ। তিনি বলিতেন, তাঁহাকে নিরভিমান করিবার জন্য ঐ শিক্ষা উপস্থিত হইয়াছিল।

অভিমান যে কিরূপ দৃঢ়মূল, তাহা বুঝাই দববার জন্য দৃষ্টান্তচ্ছলে তিনি আমাকে নিকট আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। যখন তিনি খেত্‌রির রাজার অতিথি, তখন খেত্‌রির রাজা একদিন জনৈক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে গান গাহিতে আনিলেন। বিবেকানন্দ ভাবিলেন, সঙ্গীত-ব্যবসায়ী স্ত্রীলোক কখনও সুচরিত্রা হইতে পারে না, বিশেষতঃ তিনি স্ত্রীলোকের গান শোনেন না। সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া উঠিলেন,—খেত্‌রির রাজা তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া গান শুনিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। বিবেকানন্দ ভাবিলেন—অনুরোধ করিতেছেন, একটা গান শুনিয়াই উঠিব। গায়িকা গান ধরিল;—আমাদের সে গানের এক ছত্র মাত্র মনে আছে,—"প্রভু, মেরা অওগুণ চিত না ধরো, সমদরশী হ্যায় নাম তুমারো।" গানের ভাব এই যে, "প্রভু, তুমি তো দোষগুণ বিচার করো না, গঙ্গায় অপবিত্র জল আসিলে সেও গঙ্গাজল হইয়া যায়।" বিবেকানন্দ বলেন, আমি গান শুনিয়া ভাবিলাম যে, এই আমার সন্ন্যাস! আমি সন্ন্যাসী—এ সামান্যা বনিতা—এ জ্ঞান আজও আমার রহিয়াছে! বিশ্বব্যাপিনী জগদম্বার দর্শন আজও আমি পাইলাম না! তদবধি সেই গায়িকাকে মাতৃ-সম্বোধন করিতেন এবং যখন খেত্‌রি রাজবাটীতে যাইতেন, তখনই তাহাকে ডাকাইয়া গান শুনিতেন এবং সেই গায়িকা বিবেকানন্দের মাতৃসম্বোধনে মাতৃভাবাপন্না হইয়া মাতৃচক্ষে বিবেকানন্দকে দেখিতেন। এই ঘটনা সাধন-অভিমানীর একটি অঙ্কুশস্বরূপ। ঈশ্বর কোন্ পথে কাহাকে লইয়া যান, তাহা মানববুদ্ধির অতীত। যদি কোন সাধনাভিমানী এই গায়িকাকে যৌবনাবস্থায় দেখিয়া নারকী বলিয়া ঘৃণা করিতেন, এই ঘটনা দেখিলে নিশ্চয় বুঝিতেন যে, তাঁহার ধারণা ভ্রান্তিমূলক ছিল। ঈশ্বরকৃপাই মূল, সামান্যা গায়িকা অনায়াসে বাৎসল্য-প্রেমের অধিকারিণী হইয়াছিল।

এস্থলে ধুনী কামারণী—যাঁহাকে আমরা দেবী-জ্ঞানে প্রণাম করি, তাঁহার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সম্বন্ধ মনে পড়িতেছে, রামকৃষ্ণদেব যখন যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন তখন তিনি একেবারে ধরিয়া বসিলেন যে, তিনি ভিক্ষা অপর কাহারও কাছে লইবেন না, ঐ ধুনী কামারণীর নিকট গ্রহণ করিবেন। তাঁহার মহাজ্ঞানী পিতা অদ্ভুত পুত্রের ইচ্ছায় বাধা প্রদান করিলেন না। কারণ, সকলেই অবগত আছেন যে, যে সময় শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম গয়াধামে গমন করেন, তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, গদাধর তাঁহার পুত্র হইবেন—বলিতেছেন। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনচরিতে আছে। সেইজন্যই তিনি তাঁহার পুত্রের নাম গদাধর রাখিয়াছিলেন। গদাধর ধুনীর নিকট ভিক্ষা লইলেন ও ধুনীর 'গদাই' হইলেন। এস্থলে মাতাপুত্রের একটি আশ্চর্য্য

প্রেমের ঘটনা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কামারপুকুর অঞ্চলে অর্থাৎ পরমহংসদেবের জন্মস্থানে চিংড়িমাছ প্রায় পাওয়া যায় না। একদিন কামারণী চিংড়িমাছ পাইয়াছিলেন, যদিও কামারণী তাঁহার গদাইকে যেখানে যা উত্তম সামগ্রী পাইতেন, খাওয়াইতেন, কিন্তু তাঁহার বড়ই ক্ষোভ ছিল, ব্রাহ্মণের পুত্রকে রন্ধন করা দ্রব্য দিতে পারিতেন না। চিংড়িমাছ পাইয়াছেন, কিন্তু ক্ষুদিরাম প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ নন, ব্রাহ্মণেরও দান গ্রহণ করিতেন না। কামারণী চিংড়িমাছ দিলে তো গ্রহণ করিবেন না! চিংড়িমাছ রন্ধন করিয়া কলসী-কক্ষে বারি আনিবার নিমিত্ত দোরে শিকল দিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, গদাই শিকলি খুলিয়া চিংড়িমাছ নিয়া পলাইতেছে। দেখিবামাত্র ধুনী চীৎকার করিতে লাগিলেন, "ও গাদই, খাস্ নে—খাস্ নে!" গদাই তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া খাইতে খাইতে চলিল। ধুনী ভয়ে অভিভূত,—ক্ষুদিরাম ব্রাহ্মণ, এ কথা শুনিলে আর গদাইকে তাহার নিকট আসিতে দিবে না। কিন্তু এ মাতাপুত্রের বিচ্ছেদ কে করিবে? ধুনী পুত্রের সেবা করিয়া অন্তকালে পুত্রের সম্মুখে "হরি" বলিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-মাতা ধুনীর চরণে শত সহস্র প্রণাম!

আমরা উপরোক্ত খেতড়ীর চামারের কথাটির শেষকথা এখনও বলি নাই। চামার ভয় করিয়াছিল, বিবেকানন্দ স্বামীকে আহার প্রদান খেতড়ীর রাজা শুনিলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ চামারের সে ভয়ের কথা জানিয়াও খেতড়ীর রাজার নিকট ঐ চামারের চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিলেন। কাজেই কয়েকদিন পরেই খেতড়ীর রাজার নিকট চামারের ডাক পড়িল। চামার কাঁপিতে কাঁপিতে উপস্থিত। কিন্তু রাজপ্রসাদলাভে চামারকে আর চামারের বৃত্তি করিতে হইল না। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, দান বিফল হয় না. চামার নিষ্কাম ছিল, কিন্তু কামনা করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে দানে একগুণে শতগুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—এই চামার-বিবেকানন্দ-সংবাদ।

আমরা নারায়ণ-জ্ঞানে নরসেবার উল্লেখ করিতেছিলাম—যে সেবার; আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট গ্রহণ করিয়া আশ্রমের যুবকবৃন্দ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আমরা অত্যাশ্চর্য্য সেবা দেখিয়া যতই প্রশংসা করি, কিন্তু তাঁহারা যে দ্রুতপদে মুক্তির নিকট অগ্রসর হইতেছেন, এ কথা উপলব্ধি করা আমাদের কঠিন হয়। প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গেই বলি, "হ্যাঁ, খুব উচ্চ কার্য্য করিতেছে বটে, কিন্তু যুবাবয়সে ঐরূপ একটা ঝোঁকে কার্য্য করিতেছে আর কি। পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া, বাপ-মাকে ত্যাগ করিয়া যে অধঃপাতে যায় নাই,ইহাই প্রশংসার বিষয়।" ঐরূপে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তাহা যে তাহারা অতি যত্ন সহকারে সমাধা করে, এ কথা শত্রুর মুখেও নিঃসৃত হয়। কিন্তু ভ্রমবশতঃ বুঝিতে বিলম্ব হয় যে, যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের নেতাস্বরূপ হইয়া ভারতবর্ষে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনার্থ নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, সেই মহৎকার্য্য এই সকল বালকের দ্বারাই সুসম্পন্ন হওয়া একমাত্র সম্ভব। মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান, পার্শি, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী বিবিধ জাতি ইহাদের অদ্ভুত সেবা-দৃষ্টে পরস্পর জাতীয় বিদ্বেষ ত্যাগ করিতে নিশ্চয় বাধ্য হইবে। সেবাশ্রমভুক্ত সেবাগ্রাহিগণ যে জাতিই হোক, সেবাশ্রমে আসিয়া বুঝিবেন যে, এই সকল বালকদের তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব নাই। কারণ, সেব্য ও সেবকদিগের ভিতর বর্ণগত, জাতিগত এবং ধর্ম্মগত প্রভেদ থাকিলেও ইহারা তাঁহাদিগকে সমভাবে সেবা করে। তাঁহারা নিশ্চয় অবাক্ হইয়া ভাবিবেন, ইহারা কারা? ইহারা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী?—যে ধর্ম্মাবলম্বীই হোক, আর যাঁহারা সেবা গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের মতে ইহাদের ধর্ম্ম ভ্রান্ত ধর্ম্মই হোক, কিন্তু এ বালকেরা যে তাঁহাদের ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে—এ কথা তাঁহাদের বুঝিতে হইবে নিশ্চয়। কেন না, তাঁহাদের মতেও তো নরসেবা প্রধান ধর্ম্ম। প্রেমের

অদ্ভুত প্রভাবে প্রেম দৃষ্টে প্রেম লাভ হয়, এই অদ্ভুত সেবায় সেবকের প্রেম দৃষ্টে যিনি সেবা পাইতেছেন, তাঁহারও হৃদয়ে ঐরূপে প্রেমের উদ্দীপনা হইবে নিশ্চয়। তাঁহার জাতিগত ধর্ম্মগত বিদ্বেষ —উচ্চ দৃষ্টান্তে মলিন হইবে। সেবাগ্রহীতা সুস্থশরীরে সেবাশ্রম হইতে ফিরিয়া এই উচ্চাশয় যুবকবৃন্দের পরিচয় নিজ সমাজমধ্যে প্রচার করিবেন এবং তাহা সেই সমাজে যিনি যিনি শুনিবেন, তাঁহাদেরও বিদ্বেষভাবে আঘাত লাগিবে। বিদ্বেষশূন্যতাই একতার মূল। এই সকল যুবক যদিচ বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তথাচ বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার ফলে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া উচ্চচেতা ব্যক্তিগণ প্রাণপণ করিতেছেন, বক্তৃতা, সভা, প্রবন্ধ প্রভৃতিতে যাহা না হয়, যুবাগণের সেবায় তাহা হইতেছে। একতা স্থাপনের বিঘ্নবাধা সমূলে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইতেছে। বিদ্যালাভের ফল, বিদ্যালাভের কার্য্য—এই সেবাকার্য্যে যে দেদীপ্যমান—ইহা স্থূলদৃষ্টিতে লক্ষ্য হয়। যাঁহারা সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহারা আবার দেখিতে পইবেন যে, এই যুবকেরা সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান লাভ করিতেছেন, যে জ্ঞানলাভে আর ঈশ্বরলাভে প্রভেদ নাই। এই বিশ্বপ্রেম-লাভে সক্ষম হইলে পর প্রতি ব্যক্তি তাহার দৃষ্টান্তে শত শত ব্যক্তিকে প্রেমিক করিবে। প্রেমজননী ভারতে প্রেমের বিকাশ হইবে এবং সেই প্রেমে জগৎ মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষকে তীর্থজ্ঞানে ভারতের ধূলি মস্তকে ধারণ করিবে। দূরে আমেরিকায় সেই তীর্থজ্ঞান অঙ্কুরিত হইয়াছে! ইংলণ্ডেও সেই তীর্থজ্ঞান উপ্ত, ভারতের সকল স্থানেই রামকৃষ্ণ-মিশন সেই তীর্থজ্ঞান বপন করিবার জন্য নিযুক্ত আছে। যথায় যথায় রামকৃষ্ণ-মিশন, সেইখানেই প্রকাশ যে, ভারত পুণ্যভূমি! পুণ্যভূমি কাশীধামের সেবাশ্রমের যুবকেরা ধীরে ধীরে শিক্ষাদান করিতেছে,—দেখিয়া যাও—ভারত পুণ্যভূমি!

উল্লেখ করিয়াছি, স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নির্ণীত দুই পন্থারই চরম-সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেবা-পন্থায় সিদ্ধিলাভের ফলস্বরূপ এই যুবকবৃন্দকে দেখাইবার চেষ্টা পাইলাম। আবার অপর দিকে অদ্বৈত শ্রম দেখুন:—স্বামীজি শ্রীগুরুর নিক নির্ব্বিকল্প-সমাধি লাভ করিয়া কিরূ ধ্যান-পন্থার পথিক সকল সৃজন করিয়া ছেন, তাহা অদ্বৈতাশ্রমে লক্ষ হইবে। ঐ যে অদ্বৈতাশ্রমে বালক সন্ন্যাসিগ দেখেন, উহাদের ক্রিয়াকলাপ আত্মত্যাগ সেবাশ্রমের বিবেকানন্দের শিষ্যগণ অপেক্ষ কোন অংশে ন্যূন নয়। বিষয়-মমতা-বর্জ্জিত হইয়া প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কঠোর তিতিক্ষায় আত্মোন্নতি-সাধনে নিযুক্ত। সন্ন্যাস-অভিমান নাই; পবিত্র বস্ত্র দেবসেবার উপযোগী—এই নিমিত্ত গৈরিকবস্ত্র ধারণ; সন্ন্যাসীর বেশে নীচ-চিন্তা দমন হয় এবং নীচ-চিন্তায় আত্মগ্লানি জন্মে, এইজন্য মস্তক মুণ্ডন করিয়া কমণ্ডলু ধারণ। পরীক্ষা ব্যতীত রত্ন চেনা কঠিন, পরীক্ষা করিলে অদ্বৈতাশ্রমের বালকবৃন্দকে কতক চেনা যায়। এ বালকগণ সংসারত্যাগী, কিন্তু সংসার-কর্ত্তব্যত্যাগী নহে। অদ্বৈতাশ্রমে উপস্থিত হইলে তাঁহারা কিরূপ অতিথিসৎকার করেন, বুঝিতে পারা যায়। গৃহীর যেরূপ অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য, এই বালকেরাও সেইরূপ কর্ত্তব্যকার্য্য প্রদর্শন করেন। অতিথিকে স্থানদান, পরিচর্য্যা, আত্ম বঞ্চনা করিয়া ভিখারীদিগের যতদূর সাধ্য, অতিথির তৃপ্তির জন্য সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকেন। সংসারে যেরূপ বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান, ইঁহারাও এখানে তাঁহাদিগকে আনত-মস্তকে সেই সম্মান প্রদর্শন করেন। এদিকে কঠোর তপস্বী,— বিরামহীন তপস্যা, দেবসেবা একমাত্র কার্য্য! ধ্যান জ্ঞান সমস্তই দেবতায় অর্পিত; দৈহিক ক্লেশ, রোগ-তাড়না, এমন কি, নিজ নিজ দেহে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা, এবং অটল অচল থাকিয়া কোন অবস্থাতেই ইঁহারা কাতর নহেন। ইঁহাদের উপাসনা, উপাসনার নিমিত্ত —কোনও আর্থিক অবস্থার নিমিত্ত নয়। প্রতিষ্ঠালাভে ইঁহাদের তীব্র ঘৃণা! পরমলাভ ঈশ্বরলাভই লক্ষ্য এবং সকল কার্য্যই সেই লক্ষ্যের অন্তর্গত। অনেকেই তাঁহাদের প্রতি উপহাস-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। অনেকেই

বলেন—ইদানীং সন্ন্যাসী হওয়া একটা ঢং! দূর হইতে বলিতে পারেন, কিন্তু অদ্বৈতাশ্রমে আসিয়া সমস্ত পরিদর্শন করিয়া এ কথা মুখে আনিতে তাঁহাদের জিহ্বা জড়িত হইবে। দেবকার্য্যে যে অষ্টপ্রহর নিযুক্ত থাকা যাইতে পারে, এ কথা আমাদের অনেকেই সম্ভবপর বিবেচনা করেন না এবং কঠোর তপস্যার কথা শাস্ত্রেই পড়িয়াছেন, অদ্বৈতাশ্রমে আসিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। অদ্বৈতাশ্রমের বালকেরা কঠোর তপস্বী। যে কঠোর তপস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সেই কঠোর তপস্যায় এই বালকবৃন্দ নিযুক্ত। শরীর, মন, প্রাণ সমস্ত ঈশ্বরে অর্পিত। ইঁহাদিগের কার্য্য সমালোচকের দৃষ্টির বহির্ভূত। সেবাশ্রমের যুবাগণ প্রশংসাপ্রার্থী না হইয়াও প্রশংসা পান, কিন্তু এ বালকগণ কেবল উপহাসভাজন। তাহারা কাপড় পড়ে, তাহাতেও উপহাস; তাহারা পীতবস্ত্র গায়ে দেয়, তাহাতেও উপহাস; তাহারা শিক্ষা ত্যাগ করিয়াছে,এই জন্য নিন্দা; গৃহ ত্যাগ করিয়াছে—এই জন্য নিন্দা; পিতামাতা ত্যাগ করিয়াছে—এই জন্য ক্রোধ!—তাহাদের আদর্শে অন্যান্য বালকগণ খারাপ হইবে, এইজন্য ক্রোধ! এ সমস্তই তাহারা সহ্য করে। কেহ বলিতে পারেন, —হইতে পারে, তুমি ইহাদের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য, কিন্তু ইহাদের দ্বারা সংসারের কি উপকার হইল? কিন্তু ভাবুক বুঝিবেন, ভারতবর্ষের অবনতির কারণ —ধর্ম্মের অবনতি! কপট ব্যক্তির কপটাচারে ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা জন্মিয়াছে। পাশ্চাত্য আদর্শে আত্মসুখার্জ্জনই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। যে কার্য্যফলে দৈহিক সুখস্বচ্ছন্দে থাকা যায়, সেই কার্য্যই প্রকৃত কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতেছে। যে ব্যক্তি সহৃদয় বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, তিনিও—যাহারা ঈশ্বরোদ্দেশে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাদিগকে ভ্রান্ত বলেন। যখন দেখিবেন, এই যুবাবৃন্দ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া চরম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, যখন দেখিবেন, আনন্দময়ের আশ্রয়ে পরমানন্দ লাভ করিয়াছে, যখন রোগ-শোক-তাড়নায় ও চতুর্দ্দিকে মারীভয়ে বিচলিত হইয়া আভাস পাইবেন যে, যাহার জন্য আজীবন বিব্রত ছিলাম, তাহাতে কেবল চিন্তাজ্বরে জীর্ণ হইয়াছি, সম্মুখে মৃত্যুচ্ছায়া দেখিয়া যখন বিকল হইবেন, তখন বুঝিবেন—এ বালকেরা কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল! তখন বুঝিবেন,হৃদয়ে শান্তিলাভের একমাত্র উপায়ই ধর্ম্ম। রোগশোকমৃত্যু-সঙ্কুল ধরায় স্থির থাকিবার অপর উপায় নাই। এই বালকগণের দৃষ্টান্তে বুঝিবেন, ধর্ম্ম ভাণ নয়, ধর্ম্ম হৃদয়ের বস্তু—অর্জ্জন করা যায় এবং সেই অর্জ্জনই সার অর্জ্জন! তখন ভারতে ধীরে ধীরে ধর্ম্মের পূর্ব্ব-মাহাত্ম্য ভারতবাসীর অনুভূত হইলে তাহারা সকলে বুঝিতে পারিবে—ধর্ম্মেই ভারতের উন্নতি, ধর্ম্মেই ভারতের প্রাধান্য—ধর্ম্মেই ভারতের জীবন।

সাধারণ ব্যক্তির মনে আপত্তি উঠিতে পারে যে, ভারতের ধর্ম্মজীবন হইয়াই তো ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! ধর্ম্মজীবন হওয়ায় ভারতের বিজ্ঞান নাই, শিল্প নাই, ভারত হীনতেজা ও পরাধীন। এরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ধর্ম্ম কি, জানেন না। ভারতের যে সকল পূর্ব্বকীর্ত্তি শুনিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হন, পাশ্চাত্যের যে সকল বৈজ্ঞানিক কার্য্য দেখিয়া তাঁহারা স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন, "ভারতেরও এ সকল ছিল,"—জানিবেন, সেই সকল কীর্ত্তি ভারতের ধর্ম্মবলে। যাহা জাতীয় জীবন, তদবলম্বন ব্যতীত জাতীয় উন্নতি সাধন হইতে পারে না। ইংলণ্ডের অর্থোপার্জ্জন এবং ফরাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেরূপ জাতীয় উন্নতির ভিত্তি, ভারতের ধর্ম্মও সেইরূপ। ধর্ম্মাশ্রয় ব্যতীত ভারতে উন্নতির প্রত্যাশা বিফল, ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে ধর্ম্মের উন্নতি ভিন্ন কদাচ উন্নতি হইবে না। আমরা যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণ হইলে আজই দেখিতে পাইব, ভারতও পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব-প্রতিশ্রুত দ্বিবিধ পন্থার উল্লেখ করিয়া দ্বিবিধ ফললাভ বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইয়াছি এবং সংক্ষেপে দেখাইয়াছি যে, স্বামী বিবেকানন্দ উভয় সাধনেই সিদ্ধ। কিন্তু

উভয় সাধনার ফল যাহা বর্ণনা করিয়াছি, তাহা সকলের চক্ষে পড়ে নাই।

আমাদের জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত বিদেশে যাইয়া কলকব্জা শিক্ষা করা উচিত—আমাদের নেতারা বলেন। কেহ বা বলেন, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে উন্নত হও, বিজ্ঞানই জাতীয় উন্নতি সাধন করিবে। রাজনৈতিক আন্দোলনই কাহারও মতে উন্নতির নির্দ্দিষ্ট পথ। কিন্তু এই সকল নেতারা যদি এ কথাটি বিবেচনা করেন যে, কে ঐ সকল আমাদিগকে শিখাইবে আর কেনই বা শিখাইবে? বিনা স্বার্থে কেহ কোনও কাজ করিয়া থাকে কি? আমরা ঐ সকল শিখিয়া তাহাদের অপেক্ষা উন্নত হইব, এই জন্যই কি তাহারা আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবে?—ইহা কদাচ হইতে পারে না। পাশ্চাত্যজাতিসকলের মধ্যে পরস্পরে নানা বিষয়ে আদান প্রদান চলে, এই জন্য পাশ্চাত্য জাতিরা পরস্পর পরস্পরের সহকারী। আমরা ঐ উন্নত জাতি সকলের সহিত কি আদান প্রদান করিব? আমাদের দিবার বস্তু কি আছে? সকলই ত গিয়াছে। এক বস্তু আছে—ধর্ম্ম, অবশ্য এ বেদমূলক ধর্ম্মের তুলনা নাই—কিন্তু সেই ধর্ম্মও তো এ সময় অতি ক্ষীণ অবস্থায় অবস্থিত। ধর্ম্মোন্নতির জন্য ভারতবাসীর অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না সত্য এবং ভারতবাসি-প্রদত্ত শিক্ষাই ভারতবাসীকে ধর্ম্মোন্নত করিতে পারে। ভারত নিজে ধর্ম্মোন্নতি করিয়া যদি অপর জাতিসকলের সহিত আবার আদান-প্রদানে প্রবৃত্ত হয়, তবেই আনতকস্তকে অপর উন্নত জাতিসকল ভারতকে সাংসারিক বিদ্যা গুরু-দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিয়া প্রকৃত-সত্য লাভাশায় ভারতকে আশ্রয় করিবে। 'সাম্য, সাম্য', এই কথা সকলের মুখেই শুনি, বাস্তবিকই সমস্ত মানব একপরিবারস্বরূপ বাস করে এইরূপ উন্নত অবস্থা লাভই মনুষ্য-সমাজের চরম। কিন্তু সে চরম অবস্থা পাইবার সম্ভাবনা কি? কাহারও মস্তিষ্কে উদ্ভূত হইয়াছে, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিলেই পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ রহিত হইবে। অতএব নরঘাতী অস্ত্রসকল সৃজন করিয়া সংসারে শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু দেখা যায়, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাবুদ্ধিই অস্ত্রবৃদ্ধির একমাত্র কারণ। কেহ আবার বলেন, দার্শনিক শিক্ষার দ্বারাই মানব একপরিবারস্থ হইবে। কিন্তু দর্শন ত নানাবিধ—কোন্ দর্শনবলে একপরিবারস্থ হইবে? যদি এরূপ কোনও দর্শন থাকে, যাহার শিক্ষায় বুঝিতে পারা যায় যে, তুমি আমি এক, তোমায় ক্লেশ দিলে আমি ক্লেশ পাইব—যদি ঐরূপ একত্ব স্থাপন কোনও দর্শনের দ্বারা সম্ভব হয়—তা হ'লেই জগতে সাম্য প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, নচেৎ নয়। সে সাম্য-স্থাপক দর্শন—বেদান্ত-দর্শন। কিন্তু বেদান্ত-দর্শন কেবল মাত্র পাঠে তাহা হয় না, বেদান্ত-দর্শন উপলব্ধি করিতে হয়। যেমন আমি আমাকে জানি, সেইরূপ তুমি আমি অভেদ ইহা জানিতে হয়। পড়া বা শোনা কথায় উপলব্ধি হয় না। ঐ উপলব্ধি সাধন-সাপেক্ষ এবং ঐ সাধনসম্পন্ন করিবার জন্যই এই অদ্বৈত-সেবাশ্রম। যথার্থ সাম্যের ভিত্তিস্বরূপ এই আশ্রমদ্বয়কে ঐ জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ স্থাপন করিয়াছেন। অতএব এস ভাই! সকলে মিলিত হইয়া বলি, 'জয় রামকৃষ্ণের জয়! জয় বিবেকানন্দের জয়!'

সৎনাম।

(ঐতিহাসিক নাটক)

চরিত্র।

পুরুষ।

আরঙ্গজেব	...	...	ভারত-সম্রাট্।
হামিদ খাঁ / বিষণ সিংহ	...	...	আরঙ্গজেবের সেনাপতিদ্বয়
কারতরফ খাঁ	...	...	মোগল দুর্গাধিপ।
মীরসাহেব	...	...	কারতরফ খাঁর সেনানায়ক।
করিম	...	...	কারতরফ খাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য।
মহান্ত	...	...	সৎনামী পণ্ডিত।
ফকীররাম	...	...	সৎনামী পরিব্রাজক।
রণেন্দ্র	...	...	মহান্তর শিষ্য।
চরণদাস	...	...	ফকীররামের শিষ্য।
পরশুরাম	...	...	সৎনামী ধনাঢ্য যুবক।
রঘুরাম	...	...	রাজপুত্র।

আরঙ্গজেবের মন্ত্রী, সুবেদার, রহিম, আবদুল, কৃষক, নাগরিকগণ, সৎনামী-যুবাগণ, সৎনামী-সৈন্যগণ, রক্ষীগণ, দূতগণ, যবন-সৈন্যগণ, পারিষদগণ, পাইকগণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্ত্রী।

বৈষ্ণবী	...	...	মহান্তর কন্যা।
মোহিনী	...	...	ঐশ্বর্য্যশালিনী বৃদ্ধা বারাঙ্গনা।
গুল্‌সানা	...	...	কারতরফ খাঁর কন্যা।

পান্না, যুবতীগণ, সখিগণ, সৎনামা নারীগণ ইত্যাদি।

ভূমিকা।

"সৎনামী" সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। ইহারা ভগবান্‌কে "সৎনাম" বলে, ঐ নিমিত্ত ইহাদের নাম "সৎনামী"। নাটকের ঐতিহাসিক অংশ কয়েকখানি পুস্তক হইতে সঙ্কলিত। * বৈষ্ণবী নাম্নী জনৈক রাজপুত-রমণী এই বিদ্রোহের নেত্রী ছিলেন। আমার ধারণায় ঐতিহাসিক নাটক বা উপন্যাসরচয়িতার কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহার রচিত পুস্তকে সাময়িক অবস্থা ও ঘটনার বৈলক্ষণ্য না দৃষ্ট হয়। ভিক্‌টার হুগো, ডুমা, ইউজিনস্থ, সার্ ওয়াল্‌টার স্কট প্রভৃতির গ্রন্থ এরূপ রচনার দৃষ্টান্তস্থল।

এই নাটক প্রণয়নে আমি তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিচার পাঠকবর্গের উপর নির্ভর।

---

* 1. The posthumous papers of the late Sir H. M. Ellot. K. C. B.
2. British India by Hugh Murray F. R. S. E and Others.
3. Scott's History of Dekkan.
4. Calcutta Review.
5. Elphinstone's History of India.
6. Mogul Dynasty (Catron),

বর্ত্তমান সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সৎনাম নাটকের অভিনয়-দর্শনে কতকগুলি মুসলমান কোন কোন স্থলে আপত্তি করায়, তাঁহাদের ইচ্ছামত সেই সেই স্থল সংশোধিত হইল।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সৎনাম।

প্রথম অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

মহান্তের আশ্রম-সম্মুখ।

মহান্ত ও বৈষ্ণবী।

মহান্ত। মা, দুটি খাওগে না—বেলা হ'লো!

বৈষ্ণবী। না না—এখন আমি ভাব্‌বো।

মহান্ত। কি ভাব?

বৈষ্ণবী। তা কি আমি জানি, তা জানি না। কি ভাবি—অনেক দূর, অনেক দূর, কত কি, কত কি!

মহান্ত। দেখ মা, বোঝো, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আর তোমার ত্রিভুবনে কেউ নাই, আমি ম'রে গেলে কি হবে?

বৈষ্ণবী। না না, মরো না বাবা, মরো না, আমি এখন ভাবি।

মহান্ত। তোমার গর্ভধারিণীকে মনে পড়ে?

বৈষ্ণবী। কে জানে। বাবা, তুমি আকাশ দেখ না? দেখ না, দেখ না, কত কি আছে। কত কে আসে!

মহান্ত। কি দেখ?

বৈষ্ণবী। জানি না।

মহান্ত। আমার কথা তুমি বোঝ না কেন? দেখ, কন্যাপুত্রের লোক প্রার্থনা করে, বৃদ্ধকালে সেবা করবে বলে। তুমি কি বুঝতে পার না, তুমি অমন ক'রে বেড়াও, তাতে আমার মনে কত দুঃখ হয়। এখন আমার [illegible] হ'য়েছ; দিন নাই, রাত নাই, সাঁঝ নাই, সকাল নাই—একলা নদীর ধারে, গাছতলায় গিয়ে ব'সে থাক, লোকে আমায় তাতে নিন্দা করে, তা জান?

বৈষ্ণবী। আমি ঘরে থাক্‌তে পারি না বাবা, —আমার মন হুহু করে বাবা।

মহান্ত। আচ্ছা—একটি রাঙ্গা বর আন্‌বো, বিয়ে কর্‌বি?

বৈষ্ণবী। না না, ও কথা শুনতে নাই, ও কথা শুনতে নাই!—এই দেখ, আমার বুকের ভিতর মানা ক'চ্চে—শুনতে নাই, বলো না, বলো না তা হ'লে আবার চলে যাবো, আবার চলে গেলে আর আসবো না।

মহান্ত। আচ্ছা, খেগে না; তুই না খেলে আমি তো খাই না জানিস্?

বৈষ্ণবী। কি কর্‌বো বাবা!

মহান্ত। হা আমার অদৃষ্ট! গৃহিণী কৌমারীব্রত ক'রে কি কন্যা-রত্নই আমায় দিয়ে গেছেন! মৃত্যুকালে প্রতিশ্রুত করে নিয়েছে, কন্যাকে কিছু বল্‌বো না। আচ্ছা, তোমার অনুরোধই রক্ষা কর্‌বো, কন্যাকে কিছু বল্‌বো না; কন্যার অদৃষ্টে যা আছে, হবে। রণেন্দ্র আমার পুত্র অপেক্ষা অধিক, আমার অবর্ত্তমানে সে বোধ হয়, আমার কন্যাকে ফেল্‌তে পার্‌বে না।

(ফকিররামের প্রবেশ)

কি ফকির, হাস্‌ছ কেন?

ফকির। আমোদ প্রাণ ভরে গেছে,—'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' কাবুল হ'তে ফিরে আস্‌ছেন—তাই আনন্দে আর বাঁচ্‌ছি

শিক্ষা পেয়ে আমাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ আরও কিছু অধিক পরিমাণে হবে।

মহান্ত। হিন্দুর প্রতি আওরঙ্গজেব বাদসার আর স্নেহ কি?

ফকির। কেন মহান্তজী, তোমরা তো টোল ক'রে ক'রে ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছ যে, নির্ব্বাণ লাভ করো। কেহ যদি মারে, সে কিছু নয়—স্বপ্ন মাত্র! বাড়ী কেড়ে নেয়, স্ত্রী কেড়ে নেয়, সেও স্বপ্ন মাত্র! স্ত্রীও নাই—বাড়ীও নাই। একমাত্র পুত্রকে না খেতে দিয়ে হত্যা করে, সেও স্বপ্ন—কিছুই নয়, মায়া! খালি নির্ব্বাণ হবার চেষ্টা করো! তা আওরঙ্গজেব বাদসা সুমেরু হ'তে কুমেরু পর্য্যন্ত হিন্দুর আবালবৃদ্ধবনিতাকে নির্ব্বাণমুক্তি দান করবেন; তিনি দিল্লীশ্বর—জগদীশ্বর, সব পারেন কি না!

বৈষ্ণবী। হিঃ হিঃ হিঃ!

মহান্ত। কিরে বৈষ্ণবী, এখনো ব'সে রইলি, খেতে গেলি নি?

ফকির। খাওয়া কি মহান্তজী, নির্ব্বাণ—নির্ব্বাণ!

মহান্ত। ব্যঙ্গ রাখ, তোমার কথাটা কি? আওরঙ্গজেব বাদসা কি হিন্দুদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন?

ফকির। আরে ক্রুদ্ধ কেন? দেখ্ছেন, হিন্দুরা বহুকাল হ'তে সাধন ক'রে ক'রে মনুষ্যাকার বৃক্ষ-প্রস্তর হয়ে সব সহ্য কচ্চে, কেন না, শেষে মুক্তিলাভ করবেন। এতদিনে বোধ হয়, সাধন-ক্রিয়া সমাপ্ত হ'য়েছে; সেই নিমিত্ত পরমদয়াল বাদ্সা মোগলরূপী জগদীশ্বর কৃপা ক'রে মুক্তিদান করবেন।

মহান্ত। আচ্ছা ফকির, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, কিন্তু শাস্ত্রের কথা নিয়ে দিবারাত্রি ব্যঙ্গ কর কেন?

ফকির। কে বল্লে ব্যঙ্গ করি? আ মরি মরি, এমন চমৎকার শাস্ত্রব্যাখ্যা! মনে হয়, শাস্ত্রকারেরা যদি জানতেন যে, অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গীতার উপদেশ পাঠ ক'রে ভারতবর্ষে হিন্দুরা মনুষ্যাকারে গাছ-পাথর হবে, সকল অত্যাচার সহ্য করবে, জড়ের ন্যায় বিচলিত হবে না, তা হ'লে বোধ হয়, শাস্ত্রগুলি পোড়াতেন এবং নিজে তুষানল করে প্রায়শ্চিত্ত করতেন।

বৈষ্ণবী। হিঃ হিঃ হিঃ!

মহান্ত। তোমার বিবেচনায় কি শাস্ত্রকারেরা ভ্রান্ত?

ফকির। ভ্রান্ত নয়?—ঘোর ভ্রান্ত! তাঁদের বোঝা উচিত ছিল, কালে দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ পণ্ডিত হবে, শাস্ত্রে উপর টীকা চালাবে; যে অর্থে শাস্ত্র লিখেছেন, সে অর্থ আর থাক্‌বে না।

মহান্ত। ফকির, বৃদ্ধ হ'লে, আজও বুঝলে না যে, রজোগুণে মুক্তি হয় না; রজোগুণে কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মায়, জীবকে বাসনায় জড়িত করে।

ফকির। আর তমোগুণে জড় হ'য়ে বাসনার হাত এড়ায়!

মহান্ত। মূর্খ, আমি কি সে কথা বল্‌ছি. তমোগুণে অলস জড় হয়। কুম্ভকর্ণ তমোগুণের আদর্শ। সত্ত্বগুণ উদয় হ'লে তবে পরমার্থ লাভ হয়—যেমন বিভীষণ। রজোগুণ রাবণ,—দেবকন্যা, নাগকন্যা হরণ, এই তো তার ফল?

ফকির। আপনার কি ধারণা যে, হিন্দুস্থানে সকলে সত্ত্বগুণী, তাই বিজাতীয়ের পদাঘাত সহ্য করে? তা নয়।—একবার চক্ষু খুলে দেখ যে, ঘোর তমোতে দেশ আচ্ছন্ন—অলসে কুম্ভকর্ণের মত জড় হ'য়ে পড়ে আছে! অনলস হয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'লে, তবে সে জড়তা দূর হবে। রজোগুণের প্রভাবে তমোগুণ নাশ হবে। ভগবান্ বলেছেন, কার্য্য ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। জড় তমোগুণী কি চৈতন্য লাভ কর্‌তে পারে? সৎকার্য্য-ফলে হৃদয়ে সত্ত্বগুণের উদয় হয়, তবে সে নির্ব্বাণে অধিকারী। জড় হয়ে থাক্‌লে যে, সত্ত্বগুণী হয়, তা মনে করো না। আমাদের অপেক্ষা মুসলমান শ্রেষ্ঠ—তারা তমাচ্ছন্ন নয়—রজোগুণী বীরপুরুষ। বীর ব্যতীত কেউ সত্ত্বগুণ লাভ করে না।

বৈষ্ণবী। হিঃ হিঃ হিঃ!

মহান্ত। যাক্, তোমার সঙ্গে তর্কের প্রয়োজন নাই। এখন তোমার কথাটা কি, বুঝিয়ে বল্ না?

ফকির। এই যে তোমায় বল্লেম;—কাবুলের যুদ্ধে গিয়ে বাদ্সা তলোয়ার খেয়েই এসেছেন,তারা কাবুলে,তাদের নির্ব্বাণ-অভিলাষ নাই,তলোয়ার চালাতে পান নাই—তলোয়ার ভোঁতা হ'য়ে আছে—তাই বোধ হয় দয়াল পুরুষ ভাবছেন,তলোয়ারও সানানো হবে, আর হিন্দুদের নির্ব্বাণমুক্তি দানও হবে, সেই জন্য তাঁর সৈন্যেরা কাট্‌তে কাটতে, লুট কর্‌তে কর্‌তে ধেয়ে আস্‌ছেন।

বৈষ্ণবী। হিঃ হিঃ হিঃ!

মহান্ত। বৈষ্ণবী, যা, এক ঘটি জল এনেও তো উপকার কর্‌বি না; এই বৃদ্ধ বয়সে স্বয়ং রন্ধন করে দিচ্ছি, সময়ে দুটি আহার কর্‌বি, তাও পারিস্ না।

ফকির। মহান্তজী, আজও কন্যার বিবাহ দাও নাই?

মহান্ত। হুঁ! এ কিম্ভূতকিমাকার কন্যাকে কে বিবাহ কর্‌বে বল? বিধাতার কি বিড়ম্বনা, এমন সুন্দর দেহে চৈতন্য দেন নাই! একি অদ্ভুত সৃষ্টি, কিছুই বুঝ্‌লেম না। একবার বিবাহের সম্বন্ধ করেছিলেম, তাতে তিন-দিন বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিল।

বৈষ্ণবী। বাবা বাবা, আর ও কথা বলো না—আর ও কথা বলো না! ও কথা আমি শুন্‌তে পার্‌বো না, আমি চলে যাবো। দেখো দেখো, আমি কি করি দেখো! হিঃ হিঃ হিঃ! আমি বটতলায় ব'সে আকাশ দেখি গে, আর ভাবি গে।

[প্রস্থান।

মহান্ত। দেখ ফকির, আমার অদৃষ্ট! দিবারাত্র বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়,—ভয় নাই, লজ্জা নাই,একলা নদীর ধারে ব'সে থাকে। গৃহকাজ ত করেই না, সময়ে আহারও নাই। তোমার কি বোধ হয়, কোন উপদেবতা আশ্রয় করেছে?

ফকির। আমি তো কিছু বুঝি না। মহান্তজী, আমি সত্য বল্‌চি, আমি অনেক স্থান ভ্রমণ করেছি, এমন তেজস্বিনী, সুলক্ষণা কুমারী আমি কোথাও দেখি নাই।

মহান্ত। সুলক্ষণা—হুঁ! গৃহিণী কৌমারী-ব্রত ক'রে এই কন্যারত্ন লাভ করেছিলেন। মৃত্যুকালে প্রতিশ্রুত ক'রে লয়েছেন, কন্যাকে যেন কিছু না বলি। যাক্, আমার আর ক'দিন? সৎনাম! যে যার কর্ম্মফল ভোগ কর্‌বে, আমি কি কর্‌বো?

ফকির। মহান্তজী,শাস্ত্রের মর্ম্ম কি, কন্যা নিজ কর্ম্ম-ফলে জন্মেছে বা মহান্তজী ও তাঁর গৃহিণীর সে কার্য্যফলের কিছু অংশ আছে?

মহান্ত। আমাদেরও কর্ম্মফল, নইলে এ ভোগ হবে কেন?

ফকির। ও আক্ষেপ রাখ। এখন প্রস্তুত হও, কিছু অর্থ নাও, মেয়েটাকে নিয়ে পালাই চলো।

মহান্ত। আর ফকির! সৎনামের মনে যা আছে তা হবে, এ বৃদ্ধ বয়সে আর কোথায় যাবো। যেখানে পালাবো, সেইখানেই তো দিল্লীশ্বরের রাজ্য!

ফকির। মহান্তজী, ভিরকুটী রাখো, সাত্ত্বিক ভাব ছাড়ো কেন মুসলমানের হাতে প্রাণ দেবে? তাঁর সৈন্যেরা নাড়োল নগর দিয়েই দিল্লী যাবে।

মহান্ত। তুমি যাও ভাই—আমি আর কোথায় যাবো?

ফকির। নিতান্তই বৃদ্ধবয়সে মুসলমান-হস্তে নির্ব্বাণ লাভ কর্‌বে? বোঝো—আমি আর বিলম্ব কর্‌তে পাচ্ছি না, অপর বন্ধুবান্ধবকে সংবাদ দেব—তুমি অবুঝ হয়ো না, আত্মরক্ষার উপায় করো; বিধর্ম্মী-হস্তে কেন অপঘাতে প্রাণত্যাগ কর্‌বে?

মহান্ত। ভাই, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই।

ফকির। তুমি পণ্ডিত, না নিশ্চেষ্ট কাপুরুষ! আপনার জীবন, কন্যার ধর্ম্মরক্ষায় বিমুখ হচ্ছো? ভাল, যা বোঝ, তাই করো, আমি চল্লেম। আবার বল্‌চি,এখনও আমার কথা রাখো।

মহান্ত। সৎনামের যা ইচ্ছা, তাই হবে।

ফকির। সৎনামের কি ইচ্ছা, তা বুঝেছি। হা নির্ব্বোধ শাস্ত্রাভিমানি!

[ফকিরের প্রস্থান।

মহান্ত। সৎনাম! সৎনাম! ফকির ভেবেছেন, অদৃষ্ট-ফল লঙ্ঘন করবেন পলায়নে অদৃষ্ট খণ্ডন হবে! আরে মূর্খ, তাও কি হয়? সৎনাম! সৎনাম!

(একদল মোগল-সৈন্যের প্রবেশ)

সকলে। আল্লা আল্লা হো!

১ম সৈন্য। সুবেদার, এ বুড়ার পাশ বহুত মাল আছে; এ কাফেরদের মোল্লা, ভূতের পূজা ক'রে বহুৎ রুপেয়া জমা করেছে।

সুবে। আরে, কি তোর কাছে মাল আছে, নিক্‌লে দে।

২য় সৈন্য। সুবেদার, ওর একটা বড় জোয়ান বেটা আছে।

সুবে। পিছের বাৎ পিছে। বুড়া, রুপেয়া দেও।

মহান্ত। আমি গরীব, আমি রুপেয়া কোথা পাবো, আমার যা আছে নাও।

সুবে। কোথায় জমিনের নীচে গেড়ে রেখে-ছিস্, বাইরে আন,নাও,ওর ঘর লুট করো।

১ম সৈন্য। ও টাকা গেড়ে রেখেছে, ঘটী-বাটী নিয়ে কি করবো?

সুবে। দে, রুপেয়া দে।

মহান্ত। দোহাই দিল্লীশ্বরের! আমার কিছুই নাই।

সুবে। নেই? ও হাতের বুড়ো আঙ্গুল বেঁধে গাছে লট্‌কে দে।

মহান্ত। আমি মিথ্যাবাদী নই। আপনারা রাজা, কেন মিথ্যা দণ্ড দেবেন! আমার অর্থ নাই।

সুবে। বুড়া, তোর রুপেয়া নাই? তবে মুসল-মান হ।

মহান্ত। জীবন থাকতে নয়।

সুবে। তবে মর কাফের।(অস্ত্রাঘাত ও মহান্তের মৃত্যু) কুচ করো।

[সকলের প্রস্থান।

(রণেন্দ্রর প্রবেশ)

রণেন্দ্র। এ কি সর্ব্বনাশ! এ কি হলো! গুরুহত্যা দেখলেম, এই কি অদৃষ্টে ছিল! কে এ কাজ করলে! কে রে নরাধম, কে রে নির্দ্দয়, এ সর্ব্বনাশ কে করলে?

(একজন লোকের প্রবেশ)

লোক। ও রে বাপ্ রে,ও রে বাপ্ রে, হিন্দুর বাঁচওয়া নাই রে, কারও বাঁচওয়া নাই রে, মুসলমানের হাতে কারও বাঁচওয়া নাই!

রণেন্দ্র। কি—কি—কি হয়েছে?

লোক। সুবেদার সব কাট্‌তে কাট্‌তে চলেছে। মহান্তজীকে কাট্‌ছে দেখে দৌড়ে গিয়ে ঝোপের ভিতর লুকিয়েছি-লেম, সেখানে গিয়ে তাড়া করেছে। ও রে বাপ্ রে, কি হবে রে—কি হবে রে!

[প্রস্থান

রণেন্দ্র। গুরুদেব, তোমার অপঘাত-মৃত্যু দেখলেম। এর কি প্রতিশোধ আছে! গুরুদেব, মার্জ্জনা করুন, আপনার শিক্ষা আমি ত্যাগ করলেম,—আজ হ'তে জিঘাংসা আমার জীবনের ব্রত, মোগল-হত্যা আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান। যত পাপ হয়, হোক। গুরুদেব, তোমার পাদস্পর্শ ক'রে বলচি, আমি নির্ব্বাণ চাই না। মোগল-কুল নির্ম্মূল করতে পারি, তবে আবার শাস্ত্রাধ্যয়ন করবো, তবে আবার যোগ-ক্রিয়া করবো। মুসলমান ধ্বংশ না ক'রে যদি আমি পরকাল কামনা করি, যেন মুসলমান-হস্তে আমার মৃত্যু হয়।

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। এ কি, এ কি, রক্ত কেন! বাবা এমন ক'রে রক্তের উপর শুয়ে কেন? এ কি,বাবা উঠ। রণেন্দ্র—রণেন্দ্র, বাবা এমন ক'রে শুয়ে কেন?

রণেন্দ্র। আরে অভাগিনি, আরে উন্মাদিনি,

আমরা পিতৃহীন,—গুরুদেবকে মোগলে বধ করেছে !

বৈষ্ণবী। কি কি রণেন্দ্র, মোগলে মেরেছে, মোগলে মেরেছে ! (কম্পন) আমায় ধরো না, ধরো না, আমি মূর্চ্ছা যাবো না, আমি এই রক্তে স্নান করলেম। রণেন্দ্র—রণেন্দ্র, আমি চল্লেম। বাবা মরে গিয়েছেন, আমি কাঁদবো না,—আমার কাজ আছে, আমার কাজ আছে, আমি চল্লেম। রণেন্দ্র, তোমারও পিতা, তুমি সংকার ক'রো। আমি পাগ্‌লী, আমি চিরদিন পিতাকে যন্ত্রণা দিয়েছি, আমি সংকার করলে পিতা রাগ করবেন। রণেন্দ্র, রণেন্দ্র, তুমি সংকার ক'রো,তুমি সংকার ক'রো আমার সংকারে অধিকার নাই। আমায় পাগল মনে ক'রো না। রণেন্দ্র,আমার মাথার চুল দেখ্‌ছো ? —কত চুল দেখ্‌ছো ? হাজার মোগল বধ হবে, আমি একগাছি চুল ছিঁড়বো ! —এমনি করে আমি কেশহীনা হবো ! তার পর একদিন বুকের রক্ত দিয়ে বাবার তর্পণ করবো ! আমি চল্লেম, আমি চল্লেম

রণেন্দ্র। কোথায় যাস্, কোথায় যাস্, এ সময় পাগ্‌লামো করিস নে।

বৈষ্ণবী। না ভাই—না রণেন্দ্র—আমি পাগল নই। দেখ, আমার মাথায় বাজ পড়েছে, আমার পাগ্‌লামোর উপর বাজ পড়েছে। আমার কিছু মনে থাকতো না,জ্ঞান তো। আজ শোনো, তিন বছরের বেলায় মা মরেছেন,সে দিন একবার এমনি হ'য়েছিল, বাবার আদরে আবার কেমন হ'য়ে গিয়েছিলেম। আজ সে আদরের উপর বাজ পড়েছে,—আমার সব কথা মনে পড়েছে, দিন—দিন, প্রহর—প্রহর, দণ্ড—দণ্ড, পলে—পলে যা হয়েছে,সমস্ত মনে পড়েছে, বাবা যা তোমায় পড়াতেন, তা মনে পড়েছে ;—শুনবে ? শোনো—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥
মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে,
ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥

এর অর্থ বুঝেছি ! দুর্ব্বল-হৃদয়ে কাঁদবো কেন ? নগবালা মহিষাসুর বধ করেছেন, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করেছেন—আমি মোগল বধ করবো।

রণেন্দ্র। যেও না—যেও না, স্থির হও।

বৈষ্ণবী। কি ক'রে স্থির হবো ! ঐ দেখ,শিখিবাহিনী, শক্তিধারিণী, বিমানবিহারিনী আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছেন ; ঐ দেখ, রণরঙ্গিণী যোগিনীরা মার চতুর্দ্দিকে অট্টহাসে নৃত্য কচ্চে,ঐ দেখ—ঐ আকাশপটে দেখ ! আমার চক্ষের উপর যে ছায়া ছিল, সে ছায়া দূর হয়েছে ;—ভৈরবীর উজ্জ্বল মূর্ত্তি আমার নয়নপথে পতিত হয়েছে ;—দেবী আমার উদ্দেশ্য, আমার অন্তরে বল্‌ছেন,—সম্মুখে আমার প্রশস্ত পথ।

[প্রস্থান।

রণেন্দ্র। হা—ভগ্নি, হা গুরু-কন্যা ! ক্ষুদ্রহৃদয়-দৌর্ব্বল্য আমিও ত্যাগ করলেম।

(প্রতিবাসিগণের প্রবেশ)

মহাশয়, আপনারা দেখুন, কি সর্ব্বনাশ !

১ম-প্রতি। পাপরাজ্যে দিন দিন এইরূপই হবে। চল, যথাস্থানে মৃতদেহ লয়ে যাই। মহাত্মাকে যখন হত্যা করেছে, আমরাও নগর পরিত্যাগ করি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

বেশ্যাপল্লীস্থ পথ।

পরশুরাম ও বৈষ্ণবী।

বৈষ্ণবী। দাও দাও, তলোয়ারখানা আমায় দাও ; তুমি হিন্দু, তলোয়ার নিয়ে কি করবে ? আমায় দাও।

পরশু। কে তুমি ?

বৈষ্ণবী। আমি যে হই,তলোয়ার নিয়ে তুমি কি করবে? কেন তলোয়ার নিয়ে সং সেজে রয়েছ? মুসলমান যদি বাপকে বধ করে, তলোয়ার নিয়ে পালাবে; যদি ঘর জালিয়ে দেয়, তলোয়ার নিয়ে ছুট্‌বে; যদি শস্য কেটে নেয়, তলোয়ার ফেলে জোড়হস্ত করে দাঁড়াবে; যদি ছেলে কেড়ে নেয়, বন্ধু মারে, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করে, কেঁদে তলোয়ার আপনার বুকে মার্‌বে;— তোমার শাস্ত্রের নিষেধ, তোমায় তলোয়ার খুল্‌তে নাই! দাও—দাও তলোয়ার আমায় দাও।

পরশু। তুমি কে?

বৈষ্ণবী। আমি মহিষমর্দ্দিনী, রণরঙ্গিণী, মোগলকুল-বিনাশিনী!—আমি হিন্দু বটে, কিন্তু তোমাদের মত হিন্দু নই, মোগলকে ভয় করি না। তলোয়ার তুমি রেখো না, আমায় দাও, কেন মার হাতের তলোয়ারকে অপমান করো; অসুরনাশিনী এই অস্ত্র ধরে অসুরকুল নির্ম্মূল করেছিলেন। অস্ত্রের পূজা করো, কিন্তু অস্ত্রের অপমান করো, বোঝ না, অসির বড় তৃষা,মোগল-শোণিতপানে বড় তৃষা।

পরশু। তুমি কিসে জান্‌লে, আমি অস্ত্রের অপমান করি?

বৈষ্ণবী। এই তো সমস্ত নগর বেড়িয়ে দেখ্‌লেম,—একজন মুসলমান দেখে, ঘর-বাড়ী, স্ত্রীপুত্র ছেড়ে দশজন হিন্দু পালাচ্চে;— তাদের হাত আছে, অস্ত্র আছে, মানুষের আকার, কিন্তু গো, মেষ, ছাগ অপেক্ষা হীন। পালাচ্চে—পালাচ্চে, আর মোগলেরা পাছে পাছে গিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে অস্ত্রাঘাত কর্‌ছে, কেউ ফিরে চাচ্ছে না।

পরশু। আমি সে হিন্দু নই।

বৈষ্ণবী। কিসে জান্‌বো? এই তো এ বাড়ীতে মুসলমানেরা আমোদ কচ্ছে; ঐ শোনো, যন্ত্রের ধ্বনি শোনো, আকাশ-ব্যাপী সুরলহরী শোনো, উচ্চহাস্যরব শোনো, তলোয়ার হাতে আছে,—যাও, গিয়ে বধ করো।

(পান্না, রহিম ও আবদুলের প্রবেশ)

পান্না। রহিম, রহিম—তোমার মাথার দিব্যি, আমি বল্‌চি, আমি পরশুরামকে চাইনে, আমি সাত দিন তারে বাড়ী আস্‌তে দিই নাই। আবদুল—ভাই, রহিমকে বুঝিয়ে বলো।

বৈষ্ণবী। এগোও—এগোও লুকোচ্ছ যে? তলোয়ার খোলো।

পরশু। চুপ, স্থির হও।

রহিম। পা ছাড়, নইলে লাথি মার্‌বো।

পান্না। দ্যাখ্, রহিম, তোর জন্যে মরি, আর তুই আমায় পায়ে ঠেলে যাচ্ছিস্, তোর ভাল হবে না!

রহিম। আচ্ছা, তুই পরশুরামকে চাস্‌নে?

পান্না। না,সত্যি বল্‌চি—চাইনে।

রহিম। আচ্ছা, তুই পরশুরামকে তার বাড়ী বাঁদী পাঠিয়ে তারে ডেকে আন; আমার সামনে যদি তার মুখে দাঁড়িয়ে লাথি মার্‌তে পারিস্, তা হ'লে তোর সঙ্গে আলাপ রাখ্‌বো।

পান্না। আচ্ছা, তুই ঘরে আয়, আমি এখনই বাঁদী পাঠাচ্ছি।

পরশু। বাঁদী পাঠাতে হবে না! রহিম—আমার মুখে পদাঘাত কর্‌বে? পদাঘাত কিরূপ, দ্যাখ্। (রহিমকে পদাঘাত)

রহিম। কাফের!

(আবদুল ও রহিম উভয়ের পরশুরামকে আক্রমণ)

(যুদ্ধে রহিমের পতন)

পান্না। রহিমকে খুন করলে—রহিমকে খুন করলে!

(অন্য দুই জন মুসলমানের প্রবেশ)

(বৈষ্ণবী কর্ত্তৃক নবাগত মুসলমানদ্বয়ের চক্ষে দুই মুষ্টি ধূলি ক্ষেপণ)

(আবদুল ও পরশুরাম পরস্পর পরস্পরকে আঘাত)

পান্না। খুন কর্‌লে, খুন কর্‌লে!

[পান্নার প্রস্থান

(বৈষ্ণবী ভূপতিত রহিমের তরবারি
লইয়া নবাগত মুসলমান-
দ্বয়কে প্রহার)

বৈষ্ণবী। চলো—চলো, আজকের মত কাজ হয়েছে, আরও অনেক কাজ আছে। ও কুলটার পানে চেয়ো না—চল—চল—তুমি আঘাত পেয়েছ,এখনি মারা যাবে,তোমার জীবন অমূল্য, এসো—এসো, এসো ভাই, এসো। আবার যবন মারবো, এসো—এসো।

[পরশুরামকে সবলে টানিয়া লইয়া বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

—— ——

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—*—

পান্থনিবাস।

ফকিররাম ও চরণদাস।

ফকির। বাবা চরণদাস ?

চরণ। আজ্ঞে।

ফকির। উঠেছ বাবা ?

চরণ। আজ্ঞে না—শুয়ে আছি।

ফকির। উঠতে যে হচ্ছে বাবা।

চরণ। আমিও তাই মনে কচ্ছিলেম, উঠতে হচ্ছে বটে।

ফকির। একবার সহরে যেতে হচ্ছে।

চরণ। আজ্ঞে ৮ (উত্থান ও গমনোদ্যম)

ফকির। কোথ' যাচ্ছ ?

চরণ। আজ্ঞে সহরে।

ফকির। সহরে কি কর্‌বে বাপ ?

চরণ। আজ্ঞে তাও তো বটে,সহরে কি কর্‌বো, তাও তো বটে।

ফকির। একবার মহান্তর খবরটা আন্‌তে হবে।

চরণ। আজ্ঞে সে খবর পাবার আর যো নাই।

ফকির। কেন রে বাপ ?

ফকির। কার সঙ্গে বাপ ?

চরণ। আজ্ঞে, সেটি বল্‌তে পার্‌লেম না, তবে রোস্‌নাই হোচ্ছে দেখে এলেম।

ফকির। বিবাহের রোস্‌নাই ?

চরণ। আজ্ঞে শুভবিবাহ নয় শুভবিবাহ নয়; শুভ—সৎকার হচ্ছে, সৎকার হচ্ছে।

ফকির। এ শুভসংবাদ কখন পেলে বাপ ?

চরণ। আজ্ঞে, আপনি রাত্রে অনুমতি কচ্ছিলেন—সংবাদ পান নাই, তাই আমি একবার ঘুরে এলেম,দেখ্‌লেম, খুব রোস্‌নাই।

ফকির। এ কথা আমায় বল নাই কেন বাপ ?

চরণ। আজ্ঞে, তাই তো—বলি নাই কেন ?

ফকির। তার মেয়েটির কি খবর জান ?

চরণ। আজ্ঞে কে কি বল্লে যেন।

ফকির। কি বল্লে, মনে ক'রে দেখ্‌বে কি ?

চরণ। দেখ্‌তে হচ্ছে বই কি মশায়—দেখ্‌তে হচ্ছে বই কি ?

ফকির। তারে কি মুসলমান ধরে নিয়ে গেছে ?

চরণ। আজ্ঞে, ওটা বড় ঠাওর কোত্তে পাচ্ছি নে।

ফকির। তারও কি রোস্‌নাই দেখ্‌লে ?

চরণ। আজ্ঞে সেটা বড় দেখ্‌লেম না।

ফকির। কোথাও কি চ'লে গিয়েছে ?

চরণ। আজ্ঞে না, চলে যায় নাই, ছুট মেরেছে।

ফকির। তার কি তত্ত্ব পাওয়া যায় নাই ?

চরণ। তবেই তো—

ফকির। তবেই তো কি বাপ ?

চরণ। আজ্ঞে তাই তো—

ফকির। স্মরণ হচ্চে না বাপ ?

চরণ। আজ্ঞে ঠিক বলেছেন।—ঠিক বলেছেন।

ফকির। তবে আমায়ও সে দিকে যেতে হচ্ছে, চল।

চরণ। তাই তো বলি, যেতে হচ্ছেই তো—যেতে হচ্ছেই তো

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

ফকির। রণেন্দ্র, তোমার মুখের ভাবে বোধ হ'চ্ছে, সংবাদ সত্য।

রণেন্দ্র। আজ্ঞে দুরন্ত মোগল গুরুদেবের প্রাণ-

ফকির। (স্বগত) সত্যই মহাত্মজী নির্ব্বাণ লাভ করেছেন (প্রকাশ্যে) মেয়েটা কোথায়, কিছু সংবাদ জান?

রণেন্দ্র। আজ্ঞে অদ্ভুত ঘটনা শুনুন,—গুরুদেবের মৃতদেহ-দর্শনে সহসা যেন কোন সংহাররূপিণী দেবী এসে তার হৃদয়ে আবির্ভূতা হলেন;—গুরুদেবের চরণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলে যে, মোগল-নিধন তার জীবনে ব্রত।

ফকির। কি কি! মোগল বধ ব্রত! (স্বগত) আশ্চর্য্য নয়, তেজস্বিনী বালিকা লক্ষণে আমার অনুমান হয়েছে।

রণেন্দ্র। কিছু বুঝতে পারলেম না;—গীতার শ্লোক বল্লে। বলে, তার মাতৃবিয়োগ হতে যে সব ঘটনা হয়েছে, সকল তার মনে পড়েছে; এমন কি, গুরুদেব আমায় যে সকল পাঠ দিতেন, সে সমস্ত সে বল্‌তে পারে। উন্মাদিনী সহসা তেজস্বিনী, শাস্ত্র-দীক্ষিতা বালিকা। প্রভু, এরূপ প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের কারণ কি? শোকে অভিভূত হ'য়ে আরও জড়ত্বের সম্ভব, কিন্তু দেখ্‌লেম যে, চৈতন্যের দীপ্তিতে তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল। প্রভু, আমি স্বরূপ বর্ণনা করেছি।

ফকির। বাপু, মহাবলশালিনী শক্তির কার্য্য-কালে বিকাশ হয়, প্রকৃত উত্তেজনা ব্যতীত সে মহাশক্তি সঞ্চালিত হয় না। আমরা যা দেখি, যা শুনি—সমস্ত ছবি মনে প্রতি-ফলিত থাকে; জীবনের কোন ঘটনাই বিফল নয়। কি বীজ কোন্ সময় অঙ্কু-রিত হবে,তা মানব-বুদ্ধির অতীত। তীক্ষ্ণ শোকে জড়তার আবরণ ছেদ হয়েছে, হৃদয়ের সংস্কার প্রকাশ পেয়েছে। শাস্ত্রে ঋষিরা এর সম্পূর্ণ আভাস দিয়েছেন। স্থির জেনো, যারে আমরা উন্মাদিনী বল্‌ছি, সে সামান্যা নয়।

রণেন্দ্র। প্রভু, আর একটি নিবেদন,—শত্রু-সংহারে কি নরহত্যা হয়? গুরু-হত্যাকারী কি দণ্ডের উপযুক্ত নয়?

ফকির। বাপু, সত্য-ত্রেতা দ্বাপরে তো শত্রু-বধ শাস্ত্রে বিধি ছিল, কিন্তু কলিতে শুন্‌ছি সে মহাপাপ!

রণেন্দ্র। আপনার কি আজ্ঞা?

ফকির। বাপু, আমার আজ্ঞায় তো পণ্ডিত-মণ্ডলীর শাস্ত্রব্যাখ্যা খণ্ডন হবে না। তা তোমার এ জিজ্ঞাসার কারণ কি?

রণেন্দ্র। গুরুহত্যার প্রতিশোধ দেব।

ফকির। পারলে ভাল, কিন্তু তুমি একা তো এক সেপাই দেখ্‌ছি।

রণেন্দ্র। প্রভু, আমি একা সত্য, কিন্তু শাস্ত্র-পাঠে অবগত আছি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই।

ফকির। তুমি কি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ? দৃঢ়প্রতিজ্ঞের অর্থ কি তুমি অবগত আছ? এক মন, এক ধ্যান হ'য়ে কার্য্যে ব্রতী হওয়া, পাপ-পুণ্য উভয়কে তুচ্ছ করা, শত শত প্রলোভন উপেক্ষা করা, কামিনী-কটাক্ষ না হৃদয়ে বিদ্ধ হয়, কাঞ্চন না আকর্ষণ করে, সম্মানে না নয়ন দূর করে। তুমি যদি এরূপ কুল-তিলক পাশমুক্ত পুরুষ জন্মগ্রহণ করে থাকো, সত্যই তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

রণেন্দ্র। প্রভু, আশীর্ব্বাদ করুণ, প্রলোভনে সঙ্কল্প ভঙ্গ হবে না। দেব, আমি অল্প-বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন, কিন্তু গুরুদেবের লালন-পালনে আমি বুঝ্‌তে পারি নাই যে, আমার পিতামাতা পরলোকে। বিষয়-ত্যাগী মহাপুরুষ আমার সম্পত্তিরক্ষার নিমিত্ত প্রকৃত বিষয়ীর ন্যায় কার্য্য ক'রে-ছেন, কখনো কোন কুবচন বলেন নাই, আমি তাঁর একমাত্র কন্যা অপেক্ষা প্রিয় ছিলাম। আমার সেই গুরুদেবকে বিনা অপরাধে মোগলে বধ করেছে। প্রভু! প্রলোভন কি এই প্রবল স্মৃতি অপেক্ষা বলবান্?

ফকির। দেখ বাপু, মহামায়ার সংসার, নারীরূপে তিনি পৃথিবীতে বিরাজ করেন। যদি নারী হ'তে তুমি দূরে থাকো, বোধ হয়, অপর প্রলোভনে তোমায় বিচলিত কর্‌তে পারবে না, কিন্তু রমণীর বড় মুগ্ধ-কারিণী শক্তি!

রণেন্দ্র। প্রভু, রমণীর কি সাধ্য, আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে? কৌমার-ব্রত আমার জীবনের পণ, কুমারের ন্যায় বীর্য্যশালী হবো, এই আমার উচ্চ আশা, রমণীর দাসত্ব করবো না আমার স্থিরসঙ্কল্প; রমণী হ'তে আমার ভয় নাই।

ফকির। বাপু, তোমার ভয় নাই, কিন্তু ঐটুকতেই আমার ভয় হচ্ছে। শুন রণেন্দ্র, যদি মহাকার্য্যে ব্রতী হয়ে থাকো, নির্ভয়-হৃদয়ে অগ্রসর হও। যে কার্য্যে ব্রতী হয়েছ, তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখো, কখনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না। কামনা—এমন কি, মুক্তিকামনা-শূন্য হও। প্রকৃত পাশ-মুক্ত পুরুষের মুক্তিরও কামনা নাই। —দৃঢ়প্রতিজ্ঞের কোন বন্ধন নাই, ভয়ও নাই। এই লক্ষণযুক্ত মহাপুরুষই প্রকৃত মুক্ত।

রণেন্দ্র। প্রভু, গুরুদেবকে স্মরণ ক'রে কখনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হবো না।

ফকির। এক ভয় রেখো। কালসর্পের ন্যায় রমণীসঙ্গ ত্যাগ ক'রো। দয়া, মায়া, ঘৃণা, উপেক্ষা—নারীপ্রলোভন নানা রূপ ধারণ করে। মহামায়াকে মাতৃজ্ঞানে দূরে অবস্থান ক'রো, নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হবে।

রণেন্দ্র। প্রভু, আশীর্ব্বাদ করুন।

ফকির। আমার আশীর্ব্বাদ নয়, আপনাকে আপনি আশীর্ব্বাদ করো, আপনার মনুষ্যত্ব উত্তেজনা করো, আপনার দেবত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখো। বাপু, আমার একটি কথা। দেখ, হিন্দুস্থানে মহাসাহসী পুরুষ আছে। কিন্তু ধর্ম্মপ্রিয় ভারতবাসী পরকাল কামনা করে, সেইজন্য মুসলমানের পীড়নে বিচলিত হয় না, ভাবে, এখানে ক'দিন! ক্রমে সেই সংস্কারে দারুণ কুফল উৎপন্ন হয়েছে। অনভ্যাসে কার্য্যকারী রজোগুণ দূর হয়েছে, সকলে তমোগুণে অভিভূত, এই নিমিত্ত সকলে কার্য্যভীরু। সাংসারিক কার্য্যে সাহসহীন বটে, অপঘাতের ভয়ে অস্ত্রচালন করে না, কিন্তু অন্তিম সময়ে দেখা যায় যে, হিন্দুর তিলমাত্র মৃত্যুভয় নাই। অপর অপর জাতি যে সকল কথায় উত্তেজিত হয়, পরমার্থপ্রার্থী হিন্দু-হৃদয় তাহাতে উত্তেজিত হয় না। আত্মীয়রক্ষা, স্বদেশরক্ষা এ সকল কথায় কর্ণপাতও করে না; চায় মুক্তি, যে কার্য্য দ্বারা মুক্তিলাভ বোঝে, নির্ভিকহৃদয়ে সে কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হবে। এমন হিন্দু অতি বিরল, যে ধর্ম্মরক্ষার জন্য কিছুমাত্র উত্তেজিত হয় না। দেখ, মুসলমান দেব-দেবীর মন্দির ভঙ্গ করছে, হিন্দুরা জীবন উপেক্ষা ক'রে দেব-দেবী লয়ে পলায়ন করে। দেখা যায়, সে সময় তাদের মুসলমানের ভয় দূর হয়। তুমি যদি তোমার উপদেশ ও আদেশে বোঝাতে পার, মাতৃভূমির নিমিত্ত, ধর্ম্মের নিমিত্ত, মোগল-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা অপঘাত নয়—কাশী-মৃত্যু অপেক্ষা শ্রেয়,—বোধ করি, অনেকে তোমার কার্য্যে অনুধারণ করতে প্রস্তুত হয়।

রণেন্দ্র। মহাশয়, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, —প্রণাম।

ফকির। চিরজয়ী হও।

[রণেন্দ্রের প্রস্থান।

(স্বগত) একি! সুদিন উদয় হলো! কুমার কুমারী মোগল-ধ্বংশে ব্রতী?—শুভলক্ষণ বটে! বৃদ্ধবয়সে কি সৎনাম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন! (প্রকাশ্যে) বাপু চরণ, মেয়েটাকে খুঁজলে ভাল হয় না?

চরণ। আজ্ঞে হাঁ,—আপনি ঝোঁপে-ঝাঁপে যাবেন, আমি ডালে ডালে খুঁজবো।

ফকির। তবে এসো, সব বেঁধে টেঁধে নাও। আমরা পরিব্রাজক, এক স্থানে থাকার আবশ্যক কি?

চরণ। আজ্ঞে বেঁধে টেঁধে নেবো, না আগেই যাবো? ফিরে এসে আবার বেঁধে নিয়ে যাবো।

ফকির। বাপু, আর ফিরে কেন? এ স্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

সোহিনীর বাটী।

সোহিনী ও যুবতীগণ।

সোহিনী। তুই সেই গানটি গা, গানের ভাব তো বুঝেছিস্? তুই গাবি, সত্যি যেন তোর প্রাণ হ'তে গান উঠছে; দেখি, কেমন শিখ্‌লি।

১মা যুবতী।

গীত।

নারীর মনে সরম নাই তো সই।
সকলি ফুরায়ে গেছে,
তবু সই মন ভুলেছে কই॥
পুড়ে মরম হয়েছে ছাই,
মরমে আর ব্যথা তো নাই,
সেই ভাল সে আছে ভাল,কইলো তারে চাই;
একলা ব'সে মনের ছলে,
ভুলে তারি কথা কই।
বুঝি লো মন যাদু জানে,
নিরাশ হ'তে আশা আনে,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা সোনার স্বপন ভেসে যায় প্রাণে,
বুঝালে মন কেঁদে বলে সে বিনা কেমনে রই॥

সোহিনী। দ্যাখ, সুর-লয় ঠিক হয়েছে, কিন্তু গানে একটু বিষাদের ভাব রয়েছে, দেখ্‌ছিস্?

২য় যুবতী। হাঁগা, তোমার এ বয়সে এত বিরহ এলো কোত্থেকে?

সোহিনী। দ্যাখ, আমাদের বেশ্যার প্রেম এই বয়সে, যৌবনে আমাদের প্রেমের অবকাশ নাই। এতদিন পরে কে মনের মানুষ ছিল, তা বোঝ্‌বার সাবকাশ হয়েছে।

২য়া যুবতী। যৌবনে প্রেম চাপা দিয়ে বুড়ো বয়সে বুঝি মরা আগুন জ্বালাতে হয়।

সোহিনী। জ্বালাতে হয় না লো, আপনি জ্বলে ওঠে।

যুবতীগণ।— গীত।

হয় না লো জ্বালাতে পিরীত
আপনি জ্বলে ওঠে।
মরা আগুন শুক্‌নো বুকে,
জ্বলে ফিন্‌কি ছোটে॥
গরবের সে দিন বয়েছে,
মনে মনে সব রয়েছে,
চলে গেছে কত সয়েছে;—
আঁতে আঁতে আঁক পড়েছে,
বোঝে নি তো মন মোটে।
ভাবি সে তো আপন হ'ত,
সয়েছে আর সইতো কত,
রাখলে তারে যেতো না সে তো,
সব গিয়েছে তবু বালাই,
তাড়ালে এসে জোটে॥

সোহিনী। এই তো বুঝেছিস্।

৩য়া যুবতী। ওঃ—তোমার এত পিরীত গা? কি দিয়ে চাপা দিয়েছিলে?

সোহিনী। প্রাণের সুসার জীবনের নারীর একমাত্র রতন—আত্মসমর্পণ ছেড়ে, প্রেম টাকার চক্‌চকানিতে দিয়ে রেখেছিলেম।

১মা যুবতী। এখন তো খুঁজে পেয়েছ?

সোহিনী। এখন খুঁজে পেয়ে আর কি কর্‌(তবে আগের কথা মনে ক'রে এক এক নিশ্বাস ফেলি।

যুবতীগণ।— গীত।

অযতনে দিয়াছি বিদায়।
জানিনে যৌবন-মদে মন বাঁধা তারি পায়
ভাবিনু গরবঘোরে, বেঁধেছি রূপের ডো(
রবে শত অনাদরে মম প্রেম-পিপাসায়
অভিমানে যায় সে যখন,
বুঝে তবু বোঝে নি মন,
ভালবাসা জনমের মতন,
পায়ে ঠেলে চলে যায়॥

সোহিনী। ও লো, এইবার তোরা বু(প্রেমের দরদ বুঝেছিস্। এখন যা, বে(হয়েছে, বৈকালে আবার আসিস্।

[যুবতীগণের প্রস্থা(

করি। দিন দিন এ নিদারুণ জ্বালা সহ্য অপেক্ষা একেবারে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া শ্রেয়।

ফকির। আহা, সাধু—সাধু!

চরণ। আহা, বঁধু—বঁধু।

২য় নাগ। বলুন,—আর উপায় কি আছে?

ফকির। যুক্তি—সদ্‌যুক্তি বটে, কিন্তু ভাবছি, একটা অগ্নিকুণ্ডে তো সব সৎনামী সম্প্রদায় পুড়্‌তে পার্‌বে না।

২য়-নাগ। নিজ নিজ গৃহে অগ্নিকুণ্ডে ক'রে সপরিবারে পুড়ে মরুগ।

ফকির। মুসলমানেরা টের পাবে। সন্ধান পেয়ে ফৌজদারের পাইক এসে যদি বলে যে,—'খবরদার কাফের, বাদসার হুকুম, মর্‌তে পার্‌বি নে,'—তখন কার আর সাহস হবে বল যে, আগুনে ঝাঁপ দেয়? তখন কুয়ো হ'তে জল তুলে সব অগ্নিকুণ্ড নিভাতে হবে।

চরণ। তাই তো, বাদ্‌সার হুকুম ঠেলে কে মর্‌বে বল? কার এমন বুকের পাটা?

২য়-নাগ। মহাশয়, যে মরণে কৃতসঙ্কল্প, তার আর বাদ্‌সায় ভয় কি?

ফকির। বটে, মরণে কৃতসঙ্কল্প হ'লে, বাদসার ভয় থাকে না? তা তো আমি জানি নে, —হায় হায়, এতদিন তা জানি নে—তা জানি নে।

চরণ। তা জানি নে—তা জানি নে।

৩য় নাগ। জান্‌লে কি ক'র্‌তেন?

ফকির। অন্তত: একটা মোগল বধ ক'রে মর্‌তেম। না—না—তা বুঝি বড় ভাল দেখায় না—তা বুঝি বড় ভাল দেখায় না! নরহত্যা,বাপ রে! শত্রুহত্যা—অত্যাচারি-হত্যা-—পুত্রহন্তাহত্যা—-নারী-বলাৎকারি-হত্যা-—জাতকুল-ধন-জন-সর্ব্বস্ব--অপহরণ-কারিহত্যা,—মহাপাপ! মহাপাপ!! সত্ত্ব-গুণ নাশ হবে! সত্ত্বগুণ নাশ হবে!!

চরণ। বাঁশ হবে—বাঁশ হবে!

৩য়-নাগ। সে কি সম্ভব! মুসলমান বলবান্! মোগল বধ কর্‌বেন?

ফকির। বাপু,না বুঝে কি ব'লে ফেলেছি। মুসলমানের গায়ে তো তলোয়ার ব[illegible] না!

চরণ। মাছিটি বসে না,—পিছ্‌লে পড়ে!

১ম নাগ। আমরা মরণে কৃতসঙ্কল্প,—এ[illegible] প্রতিশোধ দিয়ে মরি এসো।

ফকির। অমন কাজ কর্‌বেন না! ছি [illegible] অমন কথা মুখে আন্‌বেন না। হিন্দুদে[illegible] মধ্যে প্রতিশোধ দেওয়া সেকালে ছি[illegible] একালে ও কথা বল্‌তে নাই—মু[illegible] আন্‌তে নাই! যে প্রগাঢ় 'তম'তে আম[illegible] আচ্ছন্ন আছি, যেরূপ প্রস্তরবৎ অত্যাচা[illegible] সহ্য কচ্ছি, প্রতিশোধ-কথা মুখে আন্[illegible] সে 'তম'র কিঞ্চিৎ হ্রাস হবে। বৃক্ষ-প্রস্তর[illegible] আদর্শ কর্‌তে হবে;—এই যত নুড়ি আ[illegible] গাছ আছে,—সত্ত্বগুণে সব নির্ব্বাণ হবে আহা বৃক্ষ-প্রস্তর, তোমরাই যথার্থ হিন্দু— তোমরা যথার্থই সৎনামী! কি বলেন[illegible]

১ম-নাগ। মহাশয়, আপনি কি বলেন?

ফকির। কিছুই নয়, আপনার অন্তর[illegible] জিজ্ঞাসা করো,—ঠিক বলে দেবে। নিত[illegible] অন্তর সে উপদেশ দেয়,কিন্তু আমরা বিশ্ব[illegible] করি না। ধর্ম্মের ভাণ ক'রে হিন্[illegible] হৃদয়ে ভীরুতা অধিকার ক'রেছে। য[illegible] বলবান্ হ'তে, যদি মোগলকে মার্জ্জ[illegible] কর্‌তে পার্‌তে,অত্যাচারে যদি বিচলিত [illegible] হ'তে, যদি অন্তরে অন্তরে ভগবান[illegible] ডেকে মোগলকে না অভিশাপ দিতে, [illegible] হলে জান্‌তেম যে, ধর্ম্মরক্ষার্থ প্রতিশে[illegible] দাও নাই। কিন্তু তা নয়,—তোম[illegible] মার্জ্জনা—ভয়ে;—মুসলমানের নিকট প[illegible] হবে, এই ভয়ে মার্জ্জনা। দেখ কি ভীরুত[illegible] সকলে ঐক্য হয়ে অগ্নিকুণ্ডে পড়্‌তে চাচে[illegible] কিন্তু মুসলমান-সম্মুখীন হ'তে সাহসী হচে[illegible] না। অধীনতায় অবনত প্রাণের আর [illegible] পরিচয় দেবে? মাতৃভূমির দুঃখে অব[illegible] একজনও শোণিত দান করে, হায়! এ[illegible] সাহসী কেউ নাই!

২য়-নাগ। বলবান্ মুসলমান্, এ কথা নিশ্চ[illegible]
যে কার্য্যে নিশ্চয় পরাজয়,
যুক্তি কভু নয়—

হেন কার্য্যে হস্তার্পণ।
অত্যাচার বাড়িবে তাহায়।

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। অত্যাচার অধিক কি হবে?
ভ্রমি মাতৃভূমি,—
হের কত মন্দির পতিত,
ক্ষেত্র কত শস্যহীন, মরে প্রজা অনাহারে,
মোগলের অস্ত্রাঘাতে শব রাশি রাশি,
শত গ্রাম অরণ্যসমান,
অট্টালিকা পশুর আবাস,
কত শত সুন্দরী কামিনী
জাতিভ্রষ্টা—বিধর্ম্মীর বলাৎকারে ;
অত্যাচার বাড়িবে কি আর?

১ম-নাগ। এখনো রয়েছি সবে কন্যা-পুত্র লয়ে,
বিচার-আলয়ে দণ্ড পায় অত্যাচারী।
কিন্তু হ'লে বিগ্রহে সজ্জিত,
গ্রাম জ্বালাইবে, স্ত্রী-পুত্র বধিবে,
ধ্বংস হবে সংনামীর দল।
সমরে সজ্জিত মোরা হব কত জন?
অসংখ্য মোগল,
জেনে শুনে ধ্বংস কেন করি আকিঞ্চন?

২য়-নাগ। নাহি সেনা, নাহি অস্ত্র,
নাহি লোকবল,
সম্প্রদায় কিরূপে বা ঐক্য হইবে?
হইতে মোগলপ্রিয়, অর্থ-লালসায়—
কেহ বা করিবে গুহ্য মন্ত্রণা প্রকাশ,
ধ্বংস হব প্রথম উদ্যমে।

ফকির। এরই নাম বিজ্ঞতা! ডাঙ্গায় সাঁতার
শিখে জলে নাম্‌তে হবে। খালি সভা ক'রে
বাদ্‌সার কাছে আবেদন পাঠান যাক্।

চরণ। হাঁ, হাঁ, সভা করতে হবে!

রণেন্দ্র। কি হেতু মোগলগণ অজেয় ভারতে!
বীর্য্যহীন হিন্দুগণ এ নহে কারণ—
মেরুশির, উপত্যকা, বিশাল প্রান্তরে
হিন্দুর বীরত্ব-গাথা রয়েছে অঙ্কিত।
হিন্দুর পতন, অনৈক্য কারণ ;—
দ্বেষ-হিংসা পরস্পরে,
উচ্চনীচ জাতি-অভিমান—
দৃঢ়ীভূত কুমন্ত্রীর উপদেশে—
ধর্ম্ম-অভিমানে
স্বজাতি-বান্ধব-পরিত্যাগ।
অন্যথা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা স্বার্থপর ব্রাহ্মণের মুখে
হীনমতি অশাস্ত্রীয় শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনি,
অশাস্ত্রীয় হীনবিধি করিয়া আশ্রয়,
ভেদবুদ্ধি জন্মেছে ভারতে।
সেই হেতু স্বরূপ-শাস্ত্রের মর্ম্ম করিয়ে লঙ্ঘন,
স্বতন্ত্রতা-ভাব যত হিন্দুর হৃদয়ে,
ভারতের পতনের কারণ এ সব।
অংশে অংশে পরাজিত হয়েছে ভারত।

২য়-নাগ। মহাশয়, রাজপুতনায় রাজপুত্রগণ
প্রকাশিল অসীম বিক্রম।
কিন্তু কি ফল ফলিল?
হিন্দুরক্ত বহিল কেবল,
এই মাত্র পরিণাম।
বীরেন্দ্র প্রতাপসিংহ করিল উদ্যম,
চিতোর না হইল উদ্ধার।
প্রতিদুর্গে জহর-ব্রতের অনুষ্ঠান,—
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিল রাজপুত-বালা,
বীরগণে শোণিত দানিল ;
পুত্রকন্যা সনে মহারাণা ভ্রমিল কাননে,
নিষ্ফল সকলি কাল মোগল-বিগ্রহে।

রণেন্দ্র। ভেদবুদ্ধি পরাজয় হেতু।
যবে বীরবর মানসিংহ অম্বর-ঈশ্বর,
অতিথি হইল আসি রাণার আলয়ে,
একত্রে ভোজন অস্বীকার করিলেন রাণা।
বাদসাহে ভগিনী-অর্পণ
ঘৃণার কারণ তাঁর।
অভিমানে হ'ল বন্ধুভেদ,
হল্‌দিঘাটে বহিল শোণিত,
রাজপুত—রাজপুত-প্রতিবাদী!

২য়-নাগ। মহাশয়,
মোগলে ভগিনী দান করিল যে জন,
নিষিদ্ধ তাহার সনে একত্রে ভোজন।

রণেন্দ্র। এই শাস্ত্রব্যাখ্যা! ধীর ভেদবুদ্ধি হেতু
সেই হিন্দু, বেদ যেই করে সত্য জ্ঞান।
হ'লে অনাচার, আছে প্রায়শ্চিত্ত তার,
তথাপিও হিন্দু সেই, বেদ যদি মানে।
কিন্তু মুসলমানে কন্যাদান করে যেই কুলে,
কি ফল লভিবে—পরাজয় হবে,

ভোজনে তাহার সনে
হয় যদি পাপের সঞ্চার,
স্বদেশবৎসল নাহি গণে সেই পাপ।
যে সকল রাজপুতগণে
মুসলমান-সনে কুটুম্বিতা করিল স্থাপন,—
মহারাণা ত্যজি অভিমান,
সে সকলে দানিলে সম্মান,
আত্মহীন জ্ঞানে সবে অবনতশিরে
শ্রেষ্ঠ মানি নেতৃপদে বরিত রাণায়।
পরে একত্র হইয়ে মোগলে করিলে দূর
হিন্দু রাজা বসিত ভারত-সিংহাসনে।
মুসলমান-সংস্পর্শে—হয় যদি পাপের সঞ্চার,
তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে সাধন,
হইতেন মহারাণা মোক্ষ-অধিকারী।
দেখ, হিন্দুর কি ভ্রম!
করি বৃথা অভিমান,
বান্ধব-স্বজন করিয়াছে পরিত্যাগ;
মিত্র ছিল, শত্রু এবে সবে।
উচ্চ-পদস্থিত আছে বহু হিন্দুগণ,
ঘৃণা মোরা করি সে সবারে।
না করি বিচার বিধর্ম্মীর অধিকারে—
বিধর্ম্মীর বিদ্যা উপার্জ্জনে,
বিধর্ম্মীর বৃত্তিভোগ মাত্র দোষে
ধর্ম্মচ্যুত হয় নি তাহারা;
কিন্তু সে সবারে বিধর্ম্মী সমান করি জ্ঞান।
এই ঘৃণা হেতু সুশিক্ষিত হিন্দু যুবাগণে
স্বতন্ত্র জাতির সম করে অবস্থান।

৩য়-নাগ। আর্য্যবংশ-নির্ম্মলতা কিরূপে রহিবে?
মোগলের সংস্পর্শে ধর্ম্ম নাশ হবে!
তব উপদেশমত কার্য্য যদি হয়,
সনাতন ধর্ম্ম নাহি রহিবে ভারতে।

রণেন্দ্র। করি মোরা নির্ব্বাণ-কামনা,
কিন্তু স্বজাতিরে ঘৃণা প্রথম প্রক্রিয়া তার।
অযথা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়ে শ্রবণ
জন্মিয়াছে হেন সংস্কার।
জনকের অবতার মহাত্মা নানক—
এই ভেদ-বুদ্ধি নাশ হেতু,
শিখ-ধর্ম্ম করেন প্রচার;—
হিন্দু হয় মুসলমানগণে।
দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ কেহ হ'লে মুসলমান,
শিখসম্প্রদায় তারে করিবে গ্রহণ,—
বিধর্ম্মী যেমন—
হিন্দু হ'লে কোন মুসলমান,
পুনঃ করে সমাজে গ্রহণ,
হয় সে নির্ম্মল লয়ে ঈশ্বরের নাম।
হিন্দু করে স্বজাতিরে পরিত্যাগ।
কিন্তু শতমুখে ঘোষে—
মহাপাপ নাশ হয় দেব-দেবী নামে!
হায় হায়! কিবা বিড়ম্বনা,
ঈদৃশ উদার ধর্ম্ম যার—
কুঞ্চিত কুটিল ভাব ব্যবহারে তার।

৩য়-নাগ। হেন তব হয় কি ধারণা—
পরাজয় হইবে মোগল?

রণেন্দ্র। দমিত মোগল হের মহারাষ্ট্র-বলে।
ধনহীন জনহীন পার্ব্বতীয় যুবা,
শিবজী ভারতপূজ্য,
দিল্লীশ্বরে করিলা দমন,
স্থাপিলা স্বাধীন রাজ্য অসি-সঞ্চালনে।
কর সাহস আশ্রয়—
উপেক্ষিয়া জয় পরাজয়,
ধর্ম্ম লক্ষ্য করি সবে হই অগ্রসর।

২য়-নাগ। সভয় ভারতবর্ষ মোগল-বিক্রমে।
হয় যদি বিরোধী সৎনামী—
কে করিবে আশ্রয় প্রদান?
হব মাত্র সমূলে নির্ম্মূল।

রণেন্দ্র। মহাশয় করি মোরা নির্ব্বাণ-কামনা
সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান প্রধান সাধন।
মৃত্যুরে যে ডরে, বিপদে আশঙ্কা যার,
উচ্চকার্য্যে একাকী না হয় অগ্রসর—
কার্য্য করে অন্যের আশ্রয়ে—
মোক্ষের কি সেই জন হয় অধিকারী?
মোক্ষলুব্ধ মহাত্মা না দেখে ফলাফল;—
চাহে সৎকার্য্যের ভার,
কার্য্য অনুষ্ঠান জীবনের সার,
একা, বহু, না করি বিচার—
আত্মত্যাগে অভিপ্রেত কার্য্যে হয় ব্রতী
হেন মহাজন ধরে অমোঘ শকতি।
মুক্ত যেই পুরুষ প্রধান,
সংসারে অসাধ্য কিবা তার?
হে ধীমান্! মোরা সবে সৎনাম-আশ্রি

উচ্চরবে সৎনামের জয় করি গান,
মহা কার্য্য করি অনুষ্ঠান,
রাখি মাতৃভূমি-মান,
ধর্ম্মের গৌরব ব্যক্ত করি পুণ্যধামে।
এস ভাই, মোক্ষলুব্ধ-চিত্ত কেবা,
এস এস মহাকার্য্যে কর যোগদান।

২য়-নাগ। মহাশয়, আমি আপনার দাস, আমায় গ্রহণ করুন। আমার ধন, মান, জীবন এ সমস্ত আপনার চরণে অর্পণ করলেম। পারি যদি মাতৃভূমির জন্য শোণিত দান করবো।

সকলে। আমি– আমি---জয় সৎনাম!

ফকির। দেখো, সৎনামের নাম গ্রহণ করলে, সে নাম না কলঙ্কিত হয়।

সকলে। কদাচ নয়!—জয় সৎনাম!

২য়-নাগ। আমাদের কার্য্য বলুন?

রণেন্দ্র। যেখানে মোগল পীড়ন করচে দেখবেন, সেইখানে পীড়িতের সাহায্য করুন; ঘরে ঘরে মহামন্ত্র দেন, নিজ আদর্শে অন্যকে উৎসাহ প্রদান করুন। এই স্থানে আমরা আবার কল্য একত্রিত হবো।

[নাগরিকগণের প্রস্থান।

ফকির। বৎস, কতদূর কৃতকার্য্য হ'লে?

রণেন্দ্র। মহাশয়, আপনার চরণ-প্রসাদে অনেকেই মোগল-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে প্রস্তুত। প্রতি অট্টালিকায়, প্রতি কুটীরে আমি যথাসাধ্য উৎসাহ দান করেছি। যে সকল হিন্দু মোগলের ভৃত্য হ'য়েছে, তারাও কার্য্যকালে মোগল-পক্ষ ত্যাগ ক'রে আমাদের সাহায্য করবে;—এ প্রদেশে সকল মোগল-গৃহে মোগল-বিরোধী হিন্দু সুযোগ-কামনায় অবস্থান করচে।

ফকির। আমি এক সংবাদ শুনলেম, পরশুরাম নামে কে একজন তোমার ন্যায় গৃহে গৃহে উত্তেজনা দান কচ্চে। সত্য মিথ্যা চরণ আজ সন্ধান নিতে যাবে—সে মোগলের চর, না সত্য কোন মহাত্মা সৎনামী।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

---*---

উদ্যান।

বৈষ্ণবী ও যুবতীগণ।

১মা যুবতী। সখি, আমরা হীন নারী, আমাদের হ'তে কি হবে?

বৈষ্ণবী। আমরা হীন! লোকে আমাদের হীন বলে, তাইতে আমরা হীন! বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন নারীগর্ভে জন্মেছেন, নারীর জন্য লক্ষ্যভেদ ক'রে শত রাজাকে পরাজয় করেছেন। আমরাই বীর প্রসব করি। সহধর্ম্মিণীরূপে আমরাই বীরকে উৎসাহ দিই। সকলই নারীর—সংসার নারী-চালিত। আমরা হীন! অকারণ আমরা আমাদের হীন বিবেচনা করি।

১মা যুবতী। সখি, আমরা খেলার জিনিস, আমাদের নিয়ে খেলা করে।

বৈষ্ণবী। আমরা খেলার জিনিস হই, তাই আমাদের নিয়ে খেলা করে। আমাদের রূপলাবণ্য, হাব-ভাব,মুনিমুগ্ধকারিণী সঙ্গীত-ধ্বনি, কাব্যালাপ, এ সব কি খেলার জিনিস? যাতে দেবতা মুগ্ধ হয়, তা কি খেলার জিনিস?

২য়া যুবতী। সই, চিরকালই তো খেলার জিনিস হয়ে আসছি। যতদিন যৌবন, ততদিনই আদর, তারপর বাসি-ফুলের মত পায়ে মাড়িয়ে চ'লে যায়।

বৈষ্ণবী। সে আমাদের দোষ। আমরা মনে করি, তোষামোদ ক'রে, পদানত হয়ে, পরপুরুষকে বশে রাখবো। যদি তোষামোদে পুরুষ বশ হতো, তা হ'লে কেহ আপনার নারী ছেড়ে আমাদের কাছে আসতো না। আমরা বিদ্যাবলে আকর্ষণ করি;—সে বিদ্যা পুরুষের পায়ে ফেলে দিলে থেঁৎলে যাবেই তো। যদি প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিতেম, যদি আমার জেনে তার হতেম, তা হ'লে কি ছেড়ে যেতো?
আমরাও [illegible]

ফুরালে চলে যায়। কিন্তু দেখ ভাই, যদি ইচ্ছা করি, আমরা জনে জনে বীরাঙ্গনা হতে পারি।

৩য়া যুবতী। দিদি, তোমায় তো বলেছি, তুমি যা বলবে, তাই শুন্‌বো, তুমি যে রকমে লওয়াবে, সেই রকমে চল্‌বো।

বৈষ্ণবী। ভাই দেখো, হোক্‌ না হোক, মনের সাধ মিটাই এসো। যদি এমন একটি প্রণয়ী পাই যে, বীর, ধীর, মান্য, গণ্য, শতযুদ্ধজয়ী, পরমসুন্দর, আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে, এমন প্রণয়ী হলে কেমন য়?

৩য়া যুবতী। দিদি, তোর সব কথাই খেপীর মত।

বৈষ্ণবী। তা খেপীই হই আর যা হই, আমার প্রতিজ্ঞা যে, ভীরু পুরুষকে কখনই অঙ্গ স্পর্শ করতে দেব না। যে নারীপ্রকৃতি, সে আবার নারী স্পর্শ করবে কেন? আমি বীরবেষ্টিতা বীরনারী হয়ে বেড়াবো।

৩য়া যুবতী। তা ভাই, তোমার মুখের ভাব দেখে বোধ হয়, তুমি পারো।

বৈষ্ণবী। তুমিও পারো, আমরা সকলে পারি। কি পারি জান—মুসলমানের ভয় হতে হিন্দুস্থানকে পরিত্রাণ কর্‌তে পারি, মুগ্ধকারিণী শক্তিবলে পুরুষকে উত্তেজিত ক'রে একাকী শত মোগলের সম্মুখীন করতে পারি, হীন বেশ্যা বলে জগতে যে ঘৃণা আছে, সে ঘৃণা দূর করে ভারতে পরমারাধ্যা হই! দেখো, আমাদের সকলকে কোন না কোন ধনাঢ্য যুবা উপাসনা কচ্ছে, জনে জনে সহস্র সহস্র জনের উপর অধিকার। আমরা যদি তাদের বলি, ভালবাসার পরীক্ষা দাও, তা হ'লে কি তারা দেয় না? যে পেছোবে, তার সঙ্গে প্রণয় কিসের? কেন তারে যৌবন দেব? যে ধনও দেবে, প্রাণও দেবে, তারই হবো—নইলে কার!

য়া যুবতী। আচ্ছা ভাই, দেখি, তুমি কি খেলাটা খেলো।

বষ্ণবী। আমার খেলা নয়;—আর ভারত-ললনার খেলার সময় নাই। ভারতললনা অনেক দিন ঘুমিয়েছে, আর ঘুমের সময় নাই। কুলাঙ্গনারা চির-পরাধীনা, স্বামীর অধীন হয়ে উৎসাহবিহীনা হয়েছে। ভারতকে উৎসাহ প্রদান আমাদের কাজ, কুলাঙ্গনাকে উৎসাহপ্রদানে শিক্ষাদান আমাদের কাজ, ধর্ম্মের জন্য হিন্দু-অসি কোষমুক্ত দেখা আমাদের কাজ, ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য বক্ষের শোণিত প্রদান কর্‌তে উত্তেজনা করা আমাদের কাজ। এসো, সেই কার্য্যে নিযুক্ত হই; হীনের হীন হ'য়ে উচ্চ অপেক্ষা উচ্চ হবো। এই ভারতবর্ষে আমাদেরই গৃহে বৈজ্ঞানিক, কবি, চিত্রকর, আমাদেই উৎসাহে স্বকার্য্যসাধনে যত্নশীল হয়েছে। গুণী, ধনী, মানী সকলেই এই বারাঙ্গনাগৃহে এসে আমোদ করেছে; তখন ভারতের সুদিন! ধরাপতি আমাদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ কর্‌তেন। কিন্তু সে দিন আর নাই, গুণবতী নারীর প্রশংসা-লালসায় পরস্পর প্রতিযোগী হ'য়ে, কবি কবিতা রচনা করেছে, চিত্রকর চিত্র অঙ্কণ করেছে, গায়ক গান করেছে; যুদ্ধকালে বারাঙ্গনা জয়ধ্বনি দিয়ে বীরের কল্যাণ কামনা করেছে। সে দিন ফুরোয় নাই। আমরা ইচ্ছা কর্‌লে আবার আমাদের সে দিন ফিরে আসে।

২য়া যুবতী। দিদি, সত্যই তোমার কথায় মন সতেজ হয়। দেখি কি হয়, সকলে তোমার মতেই চল্‌বো। ঐ সব আস্‌ছে, তোমার সেই গানটি গাও।

(যুবাগণের প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। গীত।

দেখিস্‌ লো কে জানে নারীর মান।
যেচে প্রাণ বেচ্‌লে ধারে পদে পদে অপমান॥
সাম্‌লে থাকিস্‌ হ'স্‌ লো হুঁসিয়ার,
প্রাণ সঁপে দিস্‌ আপন
প্রাণের কদর আছে যার;
মানী বিনা ধারে কে আর নারীর মানের ধার!
যার মান গেছে, তার প্রাণ কি আছে,—
আছে শুধু কথার কাণ॥

জীবন যৌবন দেব লো যারে,
দেখ্‌বো সে কি ভার নিতে পারে,
যার কোঁচ্‌কানো প্রাণ মচ্‌কে যাবে
প্রাণ দিলে তারে;
যে সাগরে ঝাঁপ দিতে পারে—
করবে কদর নারীর প্রাণ॥

কবি-যুবা। আমি একটি কবিতা লিখেছি, শোনো।

বৈষ্ণবী। কবিতার ভাব তো এই—একটি নায়ক একটি নায়িকার মুখচুম্বন কচ্ছে! নয় তো কোন নাগর নাগরীর বিরহে হা-হুতাশ কচ্ছে! ও কবিতা শুন্‌বো কি, আমরা নিত্য দেখি।

কবি-যুবা। বাবা,প্রেম ছাড়া আর কি হয় বল?

বৈষ্ণবী। তোমার মত কবির আর কি কবিতা হবে! "প্রাণ রে, তোমার জন্যে মরি", ও শুনে শুনে অরুচি হয়ে গেছে!

কবি যুবা। আচ্ছা চাঁদ, কাল "মারকাট" লিখে আন্‌ছি।

বৈষ্ণবী। দেখ, লিখো, দশজন হিন্দু পালাচ্ছে, আর একজন মুসলমান পয়জার-পেটা কচ্ছে।

চিত্রকর-যুবা। আচ্ছা, আমার এই চিত্রখানি দেখ; এ যদি তোমার পছন্দ না হয়, তা হ'লে আর আমি তুলি ধর্‌বো না। দেখো, চিতোর-কামিনীরা অগ্নিতে ঝাঁপ দিচ্ছে, আর বীরেরা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে শত্রু-শিবির-দিকে ছুটছে।

বৈষ্ণবী। কি—কি,দেখি দেখি! এরা কি আমাদের মত নরনারী, না কল্পনা ক'রে চিত্র করেছো? এত পুরুষ, এত মেয়েমানুষ প্রেম না ক'রে ওরা আগুনে পড়্‌ছে—আর এরা মুসলমান মর্‌তে ছুটেছে? মিছে কথা, তুমি ছবি পুড়িয়ে ফেলে দাও।

চিত্রকর-যুবা। ওঃ, ন্যাকা হচ্ছেন; চিতোরের ঘটনা জানেন না।

বৈষ্ণবী। আমাদের মন দিয়ে কেমন ক'রে বুঝ্‌বো বল যে, মুসলমানে স্পর্শ কর্‌বে ব'লে আগুনে ঝাঁপ দেয়। আর তোমাদের দেখে কিসে বিশ্বাস কর্‌বো যে, পুরুষমানুষ মুসলমানের সম্মুখে অস্ত্র তুলে যেতে পারে!

চিত্রকর-যুবা। কেমন হয়েছে,একবার চাঁদ মুখে বলো না?

বৈষ্ণবী। যা বুঝিনে, তা আর বল্‌বো কি! দেখ্‌ তো ভাই তোরা,ব্যাটা ছেলে না কি আবার মুসলমান মার্‌তে যায়, না তলোয়ার কোমরে বেঁধে আমাদের বাড়ীতে এসে বলে,—"প্রাণপ্রিয়ে, একবার চাঁদ-মুখ তুলে চাও!"

১মা যুবতী। হ্যাঁ হে, দিদি রোজ রোজ লজ্জা দেয়, তোমরা কেউ দু'জন মোগলকে ঠেঙ্গিয়ে দিতে পার না?

৩য়-যুবা। মার্‌তে পার্‌বো না কেন? তারপর বাদসার হ্যাপা সাম্‌লায় কে,—তুমি?

৪র্থা যুবতী। তবে তোমরা এই বাড়ী নাও, আমাদের মত সজ্জাগজ্জা করে বসো; আর তোমাদের তলোয়ার আমাদের এক একখানা দাও, দেখ, আমরা বাদসাকে ভয় করি কি না।

৩য় যুবা। আর তলোয়ার কেন চাঁদ, তোমাদের নয়ন-বাণে একশো বাদসার মুণ্ড ঘুরে যায়।

বৈষ্ণবী। আমাদের আর নয়নে বাণ কি বলো! যদি নয়নে বাণ থাকতো,তা হ'লে তোমাদের বুকের গণ্ডারের চাম্‌ড়া ভেদ কর্‌তো, তোমাদের মনে ঘৃণা হতো, স্ত্রী-পুত্র মোগলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তা সহ্য কর্‌তে পার্‌তে না। যাক্‌, আমোদ কর্‌তে এসেছো, বসো, গান শোনো, আমোদ করো, কিন্তু প্রেমের কথা ব'লো না;—প্রেম বীরের, কাপুরুষের নয়,—জেনো, বীর ব্যতীত কেউ নারীর প্রাণ পায় না।

রঘুরাম। তুমি আমার একটা কথা শোনো, তোমার ঘরে চলো।

বৈষ্ণবী। কথা তো সেই—তুমি ভালবাসো; তা আমার কি? তুমি রাজকুমার, তোমার ধন আছে, আমায় দেবে—এই না?

রঘুরাম। আমি যথাসর্ব্বস্ব দেব।

(ইত্যবসরে যুবাগণের বাঞ্ছিত যুবতীগণের

বৈষ্ণবী। তা আমি জানি। তুমি তো দেবে, তারপর মুসলমানের রাজ্য, যদি কেড়ে নেয়, আমি কি কর্‌বো?

রঘুরাম। তুমি না বলেছ, তোমায় যে ভালবাসে, তারে তুমি ভালবাস্‌বে?

বৈষ্ণবী। হাঁ, বলেছি।

রঘুরাম। তবে এখন যদি মিথ্যা কথা কও, ধর্ম্মে সবে না।

বৈষ্ণবী। ধর্ম্ম—ধর্ম্ম কি? কোন্ ধর্ম্ম? হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমান-ধর্ম্ম, না ম্লেচ্ছধর্ম্ম? আমরা হিন্দু, আমরা কি ধর্ম্ম মানি?

রঘুরাম। তা বটে তুমি পাষাণী, তোমার ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, প্রাণ নাই—তুমি পাষাণী!

বৈষ্ণবী। তোমার কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম আছে? তোমার কি প্রাণ আছে?

রঘুরাম। যদি দেখাবার হতো, বুক চিরে দেখাতেম।

বৈষ্ণবী। প্রাণ বুক চিরে দেখাতে হয় না, কার্য্যে দেখাতে হয়। বিধর্ম্মী মোগল শত শত স্বধর্ম্মীকে দিন দিন হত্যা কর্‌ছে দেখ্‌ছো, তোমার প্রাণ আছে, তোমার ব্যথা লাগে না! শত শত বালকহত্যা, বৃদ্ধহত্যা, বলাৎকার তোমার চক্ষুর উপর হচ্ছে, তোমার প্রাণ আছে, ব্যথা লাগে না! মোগলেরা মন্দির ভঙ্গ করে মসজিদ নির্ম্মাণ করছে, তোমার ধর্ম্ম আছে, তোমার ধর্ম্মে এ সকল সহ্য হয়! পুণ্যস্থান, তীর্থস্থান কলুষিত হচ্ছে, তোমার কর্ম্ম আছে, অঙ্গুলী সঞ্চালন ক'রে নিবারণ করো না! বল্‌ছো, আমায় ভালবাসো, তুমি কারেও ভালবাসো না, তোমার হৃদয়ে ভালবাসা নাই। তুমি জন্মভূমিকে ভালবাসো না, স্বজাতিকে ভালবাসো না, আপনার পরিবারবর্গকে ভালবাসো না; তুমি আপনার ধর্ম্ম ভালবাসো না, মনুষ্যত্ব ভালবাসো না, ভালবাসো ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, তাই আমার উপাসনা কচ্ছো। যদি পৃথিবীতে কোন বস্তু তোমায় ভালবাস্‌তে দেখ্‌তেম, তা হ'লে বুঝ্‌তেম, একদিন ভালবাস্‌তে পারো। কিন্তু বুঝ্‌লেম, তোমার হৃদয় ভালবাসাহীন,—হিন্দুর হৃদয় ভালবাসাহীন। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ভালবাসা—মুখের কথা, অন্তর অসার।

(যুবা ও যুবতীগণ পরস্পর পৃথক হইয়া একদিকে যুবাগণের ও অন্যদিকে যুবতীগণের কথোপকথন)

রঘুরাম। তুমি কে? তুমি এ স্থানে কেন?

বৈষ্ণবী। তোমারই জন্য।

রঘুরাম। ব্যঙ্গ রাখো, বল? যদি তোমার ভালবাসার যোগ্য হ'তে পারি, তা হ'লে কি তুমি ভালবাস্‌বে?

বৈষ্ণবী। যখন ভালবাসার যোগ্য হবে, আমি কোন ছার, জগতের তুমি আরাধ্য বস্তু হবে।

রঘুরাম। আচ্ছা, পরের কথা পরে। বুঝেছি, প্রাণবিসর্জ্জনে তোমার ভালবাসা কিন্‌তে হবে। ভালবাসো আর না বাসো, যদি আমার মৃত্যুসংবাদ পাও, জেনো, তোমার ধ্যান ক'রে মরেছি।

[প্রস্থান।

(যুবতীগণের বৈষ্ণবীর নিকট আগমন)

১মা যুবতী। দিদি, তুমি মানুষ নও। বুঝ্‌তে পেরেছি যে, আমরা যুবাদের নরকগামীও কর্‌তে পারি, আর মনে কর্‌লে সৎকার্য্যেও লওয়াতে পারি। আমরা এই পরস্পর বলাবলি কচ্ছিলুম,—আমরা যার যার সঙ্গে কথা কয়েছি, সকলেই আমাদের কথা শুনে প্রথমে আশ্চর্য্য হয়ে গেল,—বিলাস-চক্ষে না দেখে উপাসনার চক্ষে আমাদের দেখ্‌লে। আমাদের প্রতি অনুরাগ শতগুণে বৃদ্ধি হয়েছে বলে বোধ হ'ল। তুমি ওদের সঙ্গে কথা কইলে ঠিকটি বুঝ্‌তে পার্‌বে।

বৈষ্ণবী। (দূরস্থিত যুবাগণের প্রতি) ও হে, এসোই না, এত পরামর্শটা কিসের? এসো না, বসো, একটু আমোদ করি।

২য় যুবা। দেবি! যদি দিন পাই, আমোদ কর্‌বো, তোমরা প্রকৃত আমোদের বস্তু! আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি, আমরা কাপুরুষ। তোম্‌রা বেশ্যা নও—দেবাঙ্গনা, আমাদের

মনুষ্যত্ব দান কর্তে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়েছ। পারি যদি মনুষ্য ব'লে পরিচয় দেব,—নচেৎ অস্থিমাংসের ভার আর বহন কর্বো না। জয় সৎনামের জয়!

সকলে। জয় সৎনামের জয়!

সকলে।— গীত।

ঢালিব রুধির জননী পিপাসিতা,
দানিতে শোণিত সজ্জিতা দুহিতা,
কীর্ত্তিদাত্রী প্রসীদ!
কঠোর-নিনাদিনী নারী রণাঙ্গনে,
সনাতন কেতন উড়িবে গগনে,
সন্তান পূজিবে পুন তরবারি,
কুসুম-চন্দন অর্পিবে নারী,
প্রজ্বলিত হৃদি আরতি কারণ,
ধূপ দীর্ঘশ্বাস অনল বরিষণ,
অর্ঘ্য-সলিল মোগল-রক্ত-হ্রদ,
রঙ্গিণী নর্ত্তন ভীষণ আমোদ,
কীর্ত্তিদাত্রী প্রসীদ।

[সকলের প্রস্থান।

———

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

পরশুরামের গুপ্তমন্ত্রণা-গৃহ।

মুসলমান-বেশে পরশুরাম ও অন্যান্য সৎনামীগণ।

পরশু। ভাই, তোমরা আমায় মার্জ্জনা কর। তোমরা জনে জনে বীরপুরুষ, যথার্থ সৎনামের উপাসক, কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। তোমাদের পরীক্ষা ক'রে বুঝ্লেম যে, নিষ্ঠুর মোগল কোন প্রকার যন্ত্রণা দিয়ে তোমাদের নিকট আমাদের গুপ্ত-মন্ত্রণা জান্তে পার্বে না। এ বিষম সময়ে পরীক্ষা আবশ্যক ব'লেই উৎকট পরীক্ষা করেছি। তোমরা মার্জ্জনা কর।

১ম সৎ। পরশুরাম, কেন কুণ্ঠিত হ'চ্ছ? পর- [illegible]

কখন উদ্ধার হবে না। তোমার পরীক্ষা দ্বারা আমরা বুঝেছি, মৃত্যুভয়ে, যন্ত্রণাভয়ে সৎনামী-যুবা মুসলমানের অধীন হবে না।

(দুই জন মোগল-পাইকবেশী সৎনামী সহ বন্দী অবস্থায় মোগল-বেশে চরণদাসের প্রবেশ)

১ম পাইক। সর্দ্দার, এ ব্যক্তি সৎনামী, রাজ-দ্রোহী; সৎনামী পরশুরামের অনুসন্ধান কচ্ছে।

পরশু। কে তুমি?

চরণ। মোল্লার ছাওয়াল।

পরশু। তুমি হিন্দু—সৎনামী,—প্রাণভয়ে মিথ্যা কথা ক'চ্ছ; কিন্তু মিথ্যায় কোন ফল হবে না। যদি জীবনে প্রয়াস থাকে, সত্য বল; নচেৎ অগ্নিদ্বারা তোমায় দগ্ধ ক'রে বধ করবো!

চরণ। দৈ আল্লা, মুই মিছে জানি নে।

পরশু। তুমি হিন্দু;

চরণ। আরে হিন্দুর বাপের ভিটে চষি।

পরশু। তুমি সৎনাম-উপাসক।

চরণ। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) তোবা—তোবা!

পরশু। আমাদের নিকট তোমার প্রতারণা চলবে না; সত্য কথা বলো যদি, নিস্তার পেলেও পেতে পারো। তুমি কোন্ সৎনামীর চর, বলো? নচেৎ তোমার মুখে গোমাংস দিয়ে ধর্ম্মনষ্ট কর্বো, তারপর জীবন্ত কবর দেবো। ধর্ম্ম যাবে—প্রাণ যাবে।

চরণ। আরে কবর দিতে চাচ্চ, এ তো বড় ব্যাটার কাজ কচ্চো।

পরশু। তুমি মুসলমান?

চরণ। কারো সাথ নিকে দিয়ে পর্কে নাও।

পরশু। এখনো ব্যঙ্গ কচ্চ?

চরণ। না—নিকে কর্বার মোর বড় সখ! মোদের সাতপুরুষে নিকে হয় নি, সাদির ক্ষোভটা মিটিয়ে নি।

পরশু। পাইক, এর দশ অঙ্গুলীতে তৈলাক্ত বস্ত্রখণ্ড বেষ্টন ক'রে অগ্নি দাও।

চরণ। আর কানি খোঁজ্বে কনে? আমার এই কাপড় ছিঁড়ে দশ আঙ্গুলে জড়াও, [illegible]

আঙ্গুলে রোসনাই করে নিকে কর্‌তি যাই।

১ম সং। মশায়, এ কাফের, অগ্নিতে পোড়ালে এর ধর্ম্মনষ্ট হবে না; এর মুখে গোমাংস দিয়ে কবরে দেওয়া যাক্।

চরণ। এক কটরা সরবত এনো, মাংস খেয়ে পিয়াস মেটাব কি না?

পরশু। তুমি সৎনামী নও?

চরণ। আমি চাচার পোলা—সৎনামী হলাম কবে?

পরশু। আচ্ছা, এই কাগজে 'সৎনাম' লেখা আছে, এতে পা দাও।

চরণ। এই তো দেলাম।

পরশু। তুমি বড় সয়তান, আচ্ছা, তোমার ব্যঙ্গ এখনি দূর হবে, খাও—এই গোমাংস খাও।

চরণ। পেট্‌টা বড় ভার আছে,—এই জিবে ঠেকাই, তাতেই তোমার কাজ হবে।

২য় সং। স্ত্যাই তুমি মুসলমান?

চরণ। আরে চিন্‌তি পাচ্ছ না?

পরশু। দাও, এরে কবর দাও। দেখো, এই কবরে তোমার মত পাচজন সৎনামী আছে, কবরের ভিতর রাজ-বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করগে।

চরণ। ধর্‌ছো ক্যান? মাটী চাপা দেবা? এই আমি উল্‌ছি। (কবরে প্রবেশোদ্যত)

পরশু। এখনো বল?

চরণ। আহা মামু, ব্যাশ আছি,দাও না ড়'মুটো মাটী ফেল! বকে কেন মুখ শুকুচ্ছো, কবর দিয়ে ব্যাটার কাজ ক'রে চলে যাও।

পরশু। দাও—কবর চাপা দাও। (কবর বন্ধ করন) পরীক্ষা হয়েছে, শীগ্‌গির খোলো, শীগ্‌গির খোলো,—বিলম্ব হ'লে মারা যাবে।

(চরণকে বাহির করন)

। কি—চাচা—তোল্লে [illegible]

। কবরে তোমার উপযুক্ত শাস্তি হবে না। অঙ্গের চর্ম্ম খুলে নিয়ে বধ কল্লো।

। আর এক কাজ কর্‌বা? খুব আমোদ হবে। গজাল ফুটিয়ে ফুটিয়ে মার্‌বা? তা তোমার যেমন সখ, তেম্‌নি করো, আমার মানা নাই,চাম খুলি নিতি চাও—খোলো।

পরশু। কে তুমি?

চরণ। তোমার ফুপু।

পরশু। মহাশয়, স্বরূপ পরিচয় দেন, দেখুন, আমরা মুসলমান নই। এ অধমের নাম পরশুরাম, আমার তত্ত্ব কেন কচ্চেন? আপনাকে যন্ত্রণা দিয়েছি, মার্জ্জনা কর্‌বেন।

চরণ। পরশুরাম ঠাকুর, ওতে কিছু মনে ক'রো না, কিছু মনে ক'রো না, মরাটা কতক অভ্যাস হলো। রণেন্দ্র ঠাকুর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে চান। তুমি সৎনামী, না মোগলের চর—আমি সন্ধান কর্‌তে এসে-ছিলেম।

১ম সং। কে,রণেন্দ্র? সেই মহাপুরুষই আমায় এই কার্য্যে ব্রতী করেন।

পরশু। সে মহাত্মার নাম আমি শুনেছি। দাসের প্রতি কি তাঁর আজ্ঞা, বলুন?

চরণ। ঠাকুর, সে পরামর্শ তোমরা দু'জনে ক'রো।

পরশু। কোথায় তাঁর দর্শন পাবো?

চরণ। তুমি যেথায় বলো, তিনি তোমার নিকট আস্‌বেন।

পরশু। নগরপ্রান্তে বিকট শ্মশান, সে স্থানে মনুষ্যের সমাগম নাই;—আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমরা তথায় উপস্থিত থাক্‌বো,অনুগ্রহ ক'রে তথায় উপস্থিত হ'লে আমার দেখা পাবেন।

১ম-পাইক। মহাশয়, আপনি প্রকৃত সৎনাম-উপাসক, আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আপনি সৎনামের উপর পদার্পণ কর্‌লেন? সত্য বটে, তাতে সৎনাম লেখা ছিল না, কিন্তু তা তো আপনি অবগত ছিলে না?

চরণ। মহাশয়, আমার গুরুদেব বলেন যে, বিধর্ম্মীর কাছে ইষ্টদেবতা গোপন কর্‌বার নিমিত্ত, ইষ্টনামের উপরও পা দেওয়া কর্ত্তব্য। যে পাতক হয়, অগ্নিতে পা দগ্ধ কর্‌লেই প্রায়শ্চিত্ত হয়।

২য় পাইক। হ্যাঁ—এরূপ নিয়ম আমাদের হিন্দুর মধ্যে বটে ; শুনেছি, এরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্তেরও প্রয়োজন নাই।

চরণ। হ্যাঁ, নাই বটে,কিন্তু মনটাও খুঁত খুঁত করে।

১ম পাইক। কিন্তু যদিচ আমরা গোমাংস দিই নাই, আপনি তো গোমাংসজ্ঞানে জিহ্বায় স্পর্শ করলেন ?

চরণ। গোমাংস মুখে দিয়ে যদি গুরুতর পাপ হয়, সে পাপে আমরই নরক হবে, কিন্তু গুহ্যমন্ত্রণা ব্যক্ত হবে না। কিন্তু আপনি নরকে যাবো, এই ভয়ে বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌বো, এরূপ উপদেশ আমার নয়। নরকে কি যন্ত্রণা আছে, জানি নে। কিন্তু ধরুন, গোমাংস না স্পর্শ করলে ঘোরতর নরক-যন্ত্রণা এড়াতেম। তারপর আত্মগ্লানি !—সে নরকের হাতে কি ক'রে বাঁচতেম ? আত্মগ্লানির অপেক্ষা নরক শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

১ম সং। দেখ্‌লেম,—আপনার মৃত্যুভয় নাই, যন্ত্রণার ভয় নাই। গোমাংস না স্পর্শ কর্‌লে ধরুন,আমরা না হয় আপনার প্রাণবধ কর্‌তেম। মর্‌তেন বটে, কিন্তু আপনার তো মহাপাপ হতো না।

চরণ। যদি আপনারা সত্য মুসলমান হতেন, আমি গোমাংস না স্পর্শ করলে তার প্রথম ফল কি হতো জানেন ?—আপনারা জান্‌তেন, আমি হিন্দু ;—আরও জানতেন, হিন্দুরা চর পাঠায়। আমায় গোমাংস দিয়ে বধ করলে, আপনারা মনে মনে ধোঁকা খেতেন,—মনে সন্দেহ হতো, আমি বা সত্যই মুসলমান। আর একজন হিন্দু-চরকে বধ কর্‌তে মনে ধোঁকা হতো। তারপর আমি তো ধরা দিয়ে মর্‌তে আসি নাই যে, আপনারা মেরে ফেল্‌লে নিশ্চিন্ত হতেম। আমি এসেছি, সৎনামের কাজে —তোমাদের সন্ধান নিতে—মরে তো ভূত হয়ে সংবাদ দিতে পার্‌তেম না। কাজ কর্‌তে এসেছি, যাতে না মারা পড়ি, সেই চেষ্টা করেছি।

পরশু। মহাশয়, আপনি প্রকৃত মুক্তাত্মা, কর্ম্মযোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। কার্য্যই আপনার উদ্দেশ্য, কার্য্যই আপনার জীবন, আপনি ফলাফল-জ্ঞানশূন্য—নরকেরও আপনি ভয় রাখেন না।

চরণ। যখন সৎনামের আশ্রয় অবলম্বন করেছ, তখন তোমরাও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, তোমাদেরও নরকের ভয় নাই। আমাদের হিন্দুর মধ্যে বিড়ম্বনা কি জানো ? মুসলমানকে আক্রমণ করে না কেন জানো ?

১ম পাইক। মুসলমান বলবান্—এই ভয়ে।

চরণ। না। মৃত্যুভয় হিন্দুর নাই। বাঙ্গালী বলে এক জাতি হিন্দু আছে, জগৎ জুড়ে যাদের ভীরু ব'লে জানে, তাদেরও দেখেছি, মৃত্যুকাল উপস্থিত হ'লে জাহ্নবীতীরে নিয়ে যেতে উৎসাহের সহিত স্বজনকে অনুরোধ করে। হিন্দুর কি ভয় জানো ?—মুসলমানের হাতে মরে পাছে অপঘাত-মৃত্যু হয় ! হায় হায়, যদি এই সংস্কার দূর হয়, যদি গীতার প্রকৃত মর্ম্ম হিন্দুরা হৃদয়ে স্থান দেয়, তা হ'লে বুঝ্‌তে পারে যে, আত্মরক্ষার জন্য, ধর্ম্মস্থাপনের জন্য, বিধর্ম্মি বিরোধী হ'য়ে প্রাণ দিলে কোটি জীবন গঙ্গায় সজ্ঞান মৃত্যুর ফল হয়। হায় হায়, এ ধারণা হিন্দুর হৃদয়ে স্থান পেলে ভারত অজেয় হতো। অযথা শাস্ত্রব্যাখ্যায় দেশ উৎসন্ন গেল।

পরশু। মহাশয়, আপনিই যথার্থ হিন্দু, যথার্থই শাস্ত্রজ্ঞ। জয় সৎনামের জয় !

সকলে। জয় সৎনামের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নগরপ্রান্তস্থ বনসংলগ্ন শ্মশান।

সোহিনী ও বৈষ্ণবী।

সোহিনী। সঙ্গে লয়ে রঙ্গিণী সঙ্গিণী,
করিলে অদ্ভুত রঙ্গ তুমি মা রঙ্গিণী।

ঘরে ঘরে করিয়ে ভ্রমণ,
তব উপদেশ মত কহিয়ে বচন—
মন্ত্রসম শক্তি সে কথার—
উত্তেজিত করিয়াছি হিন্দু-কুলাঙ্গনা ;—
ঘরে ঘরে পতি-পুত্রে করে উত্তেজনা,
হইতে মোগলবাদী।
নাহি মৃত্যুভয়, গায় মুখে সৎনামের জয়—
ভয়শূন্য ভীরু-হৃদি নারীর উৎসাহে।
মনে ছিল কাশীধামে ত্যজিব জীবন।
কিন্তু শুনি তোমার বচন,
সে বাসনা নাহি আর,
যথাসাধ্য হব তব কার্য্যে অনুকূল।
ক্ষুদ্র কার্য্য আমা হতে হলে সমাধান,
ভাবিব মা সার্থক জনম।
মরি যদি বিধর্ম্মীর করে,
কৈবল্য করিব লাভ জেনেছি নিশ্চয়।
বুঝিয়াছি কথায় তোমার,
যাগ-যজ্ঞ, তপ-জপ নাহি কিছু হেন
মাতৃভূমি-পূজা সম।
আছে বহু রত্ন-ধন—কর মা গ্রহণ
অর্জ্জন সফল হবে তব কার্য্য-ব্যয়ে।

বৈষ্ণবী। একা তুমি করেছ মা অসাধ্য সাধন—
তব সঞ্জীব-বচনে—
কুলাঙ্গনা বীরাঙ্গনা পুনঃ হিন্দুস্থানে।
প্রতি গৃহে গৃহে,
প্রত্যেক কুটীরে দানিয়াছ উপদেশ,
হিন্দুকুলনারী যেই উপদেশ-বলে
করিয়াছে উত্তেজনা
পিতা-পুত্র-স্বামী-ভ্রাতাগণে :
অদ্ভুত প্রভাব তব ;—
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ স্বদেশবৎসল
তব মহামন্ত্র-দীক্ষা-লাভে মাতঃ !
হলে প্রয়োজন অর্থ তব করিব গ্রহণ।

(পরশুরাম ও যুবক-যুবতীগণের প্রবেশ)

বী। আসিতেছে বীর্য্যবান্ সৎনামী সন্তান,
পরশুরাম সনে মন্ত্রণা কারণে।
দিতে হবে মহাত্মায় কার্য্য পরিচয়,
প্রস্তুত কি আমরা সকলে ?
াম। দিব কিবা পরিচয় নাহি জানি।
কিন্তু সৎনামের পূজাহেতু জীবন অর্পণে
সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ সবে তব উপদেশে ;—
দেবী তুমি, সেবক আমরা সবে।
সাধ্যমত তব উপদেশ-বাণী
প্রচার করেছি ঘরে ঘরে।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ—
উত্তেজিত সে মন্ত্রপ্রভাবে।

(চরণদাসের প্রবেশ)

চরণ। (স্বগত) কে আর এমন ছুঁড়ী আছে যে, ছোঁড়া মাতাবে ? মহাসুর দিগ্বিজয়ী কন্যা আছেই আছে।

১ম যুবা। এ কি !—ইনি কি রণেন্দ্র ?

পরশু। না, ইনি একজন সৎনামী মহাপুরুষ, পরিচয় হ'লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন। বড় সুরসিক লোক, কথা কয়েই দেখুন না।

১ম যুবা। কি হে নাগর, বড় খর যে, কে বট

চরণ। নাগর বটি।

২য় যুবা। নাগর, কোন নাগরীর উপর ক'রে ?

চরণ। দাঁড়াও, দোকানে এসেছি, মাল বুঝে-সুঝে নি।

৩য় যুবা। (যুবতীগণকে লক্ষ্য করিয়া) ওহে, তোমাদের ভারি খদ্দের জুটেছে।

চরণ। (অনেক যুবতীকে দেখিয়া) এ শ্যাওড়া-গাছে চড়বার মত বটে, কিন্তু কই, এ না।

২য় যুবা। কি নাগর পছন্দ হলো না ?

চরণ। না, এর ছোট জান, শ্যাওড়া গাছে থাকে। (২য়া যুবতীকে দেখিয়া) তোমার তালগেছে জান বটে, কিন্তু তোমার কম্ম নয়, সে দস্যি ছুঁড়ীর পাল্লা দিতে পার্‌বে না।

২য়া যুবতী। আমায় দেখ না ?

চরণ। আমি তো শুয়েপেত্নী খুঁজ্‌তে আসি নি।

৩য় যুবা। কি হে, এরেও পছন্দ হলো না ?

চরণ। আরে র'সো র'সো—কুৎ কবুচি। (বৈষ্ণবীর প্রতি) হ্যাঁ, এই বটে, গয়না-গাঁটী পড়ে মোসখেকো চেহারা করেছিস বটে! খুব চটক ফিরিয়েছিস্!

বৈষ্ণবী। কি চটক ফিরিয়েছি ?
চরণ। গাছকোমর বেঁধে অশথগাছে থাক্‌তিস্ তো ?
বৈষ্ণবী। তোর কি চোখ নাই ? আমি কি অশথগাছে থাক্‌বার মত ?
চরণ। বটে বটে, এখন বাঁশবনে—শ্মশানে থাকিস্ ?
বৈষ্ণবী। আমি অট্টালিকায় থাকি, বাঁশবনে থাকবো কেন ?
চরণ। তোর স্বভাব, এই যে দিবি অট্টালিকায় বসেছ।
বৈষ্ণবী। তা তুই আমার কাছে কেন এসেছিস্?
চরণ। এখনো গাছে চড়িস্ কি না, দেখতে।
বৈষ্ণবী। তোর এত গরজ কেন ?
চরণ। আছে গরজ,নৈলে গেছো মেয়ের খোঁজ করি ? তোরে ঝোঁপে ঝাঁপে খুঁজে খুঁজে দু'শো শ্যাল তাড়িয়েছি, আর বটগাছ, অশথগাছের ডালে বাঁদর বস্‌তে দিই নাই,—তড়াক তড়াক্ ক'রে, রূপি হয়ে ডালে ডালে লাফ্ মেরেছি,—কি ভোলই ফিরিয়েছিস্ !
বৈষ্ণবী। এঃ—এ ক্ষ্যাপা !
চরণ। ক্ষ্যাপা বই কি! আমি কি আর দেখি নে, তুই যখন আনাচে কানাচে ডালেডোলে বেড়াতিস্, তখন তোর এক চটক ছিলো,—তোর হাস্যবদন ছিলো, ছুঁড়ী, ছুঁড়ীর মত ছিলি ; একটু বেতালা ছিলি বটে, কিন্তু এখন যেন কিম্ভূত কিমাকার হয়েছিস্। আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি নে, তুই তখন পাগ্‌লি ছিলি, না এখন পাগ্‌লি হয়েছিস্ ?
বৈষ্ণবী। তবে তোমার পছন্দ হয়েছে ?
চরণ। আমি তো আর বলদ-চাপা শিব নই যে, বুক পেতে দেবো,আর রণ-রঙ্গিণী ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে নাচবে। তোরা দেখ্‌ছিস কি, ও পালে পালে নরবলি খাবে, তবে রঙ্গিণী খাওা হবে।
পরশু। (চরণের প্রতি) কই মহাশয়, সৎনামশ্রেষ্ঠ রণেন্দ্র কোথায় ?
চরণ। এইবার আপনাকে একটু মাপ করতে হচ্ছে। আমার একটু ধোঁকা হয়েছিল যে, তখন মুসলমান সেজেছিলেন, কি হিন্দু সেজেছিলেন ? তাই রণু ঠাকুরকে একটু তফাতে রেখে তত্ত্ব নিতে এসেছি। এখন সে সন্দেহ দূর হয়েছে।
পরশু। কিসে ?
চরণ। এই মহিষমর্দ্দিনীকে দেখে। (উচ্চকণ্ঠে) জয় সৎনাম !

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

পরশু। এই কি সে মহামতি রণেন্দ্র সুধীর ?
রণেন্দ্র। রণেন্দ্র এ দাস।
পরশু। স্বাগত হে সৎনাম-প্রধান !
পরশুরাম অধমের নাম,
আছি সবে তব প্রতীক্ষায়,
তব সুমন্ত্রণা-মত কার্য্যে হব রত।
রণেন্দ্র। মহাশয়, ঘুচাও সংশয়—
কেবা এ রমণীবৃন্দ হেরি ?
মন্ত্রণায় নারী কি কারণ ?
কুলাঙ্গনা এঁরা কি সকলে ?
বেশে নাহি পাই পরিচয়,
বেশভূষা বেশ্যা সম সবাকার !
বৈষ্ণবী। বারাঙ্গনা, নহে কুলাঙ্গনা ;
কিন্তু সৎনাম-আশ্রিত—ব্রত সৎনামের সেবা।
উষ্ণ রক্ত-স্রোত বহে ধমনীতে,
বহে যথা পুরুষশরীরে।
ধন, মান, প্রাণদানে প্রস্তুত সকলে,
প্রস্তুত যেমতি—যত
সৎনাম-আশ্রিত কার্য্যব্রত যুবকমণ্ডলী।
রণেন্দ্র। এ কি আঁখির বিভ্রম,
কিংবা সত্য তুই বৈষ্ণবী সম্মুখে!
কালামুখী, বেশ্যা বলি দিলি পরিচয়
নাহি হলো লজ্জার উদয় ?
শত ধিক্ জনমে রে তোর !
ধরি পিতার চরণ,
পিতৃ-রক্ত স্থাপিয়া মাথায়
প্রতিজ্ঞা করিলি কলঙ্কিনী—
পরিণাম এই কি রে তার ?
প্রত্যয় না হয়—সত্য কি বৈষ্ণবী ?

কিংবা কোন' পিশাচী আসিয়ে,
সে আকার করিয়ে ধারণ—
শেলাঘাত করে বুকে!
বল ভগ্নী বল—রাখো প্রাণ—
কর বেশ্যাভাণ বুঝিতে আমার মন!
জন্ম তব গুরুর ঔরসে,
মহাদেবী গুরুপত্নী তোমার জননী
নহ বেশ্যা তুমি;
কহ, এসেছ কি উদ্দেশ্য-সাধনে?
প্রতারণা কেন ভ্রাতা সনে!

বৈষ্ণবী। সত্য তব অনুমান,
নহি নহি উদ্দেশ্য-বিহীনা!
কিন্তু জেনো, বেশ মম নহে প্রতারণা!
এতদিন বেশ্যাগৃহে হয়েছি পালিতা,
শিখেছি মোহিনী বিদ্যা বেশ্যার যেমন,
দীক্ষাদাত্রী বৃদ্ধা যোষা হের।

রণেন্দ্র। কুলকলঙ্কিনী, দূর হ পাপিনী!
এই হেতু পরিণয় অস্বীকার তোর?
নিত্য নব যুবা-প্রেম-আশে;
এই হেতু,
উদ্বাহের নামে হয়েছিলি গৃহত্যাগী?
বৃক্ষমূলে নদীকূলে বসিয়ে বিরলে,
বুঝি তোর ছিল এই ধ্যান?
চাহিয়ে আকাশ পানে,
হ'ত বুঝি সাধ তোর মনে,
পক্ষী সম উড়ি দেশে দেশে—
মজাইবি যুবজনে?
গুরুদেব—গুরুদেব!
প্রতিশোধ হ'ল না তোমার—
অক্ষম সন্তান তব।
কখনো করনি কোন দক্ষিণা গ্রহণ,
নন্দিনীর রক্ষাভার দিয়েছ কেবল।
কিন্তু বিফল জীবন—
নারিলাম গুরু-আজ্ঞা করিতে পালন,
কুলটা দুহিতা তব।
কি হেতু উদ্যম—দিব প্রাণ বিসর্জ্জন!

বৈষ্ণবী। ত্যজ খেদ, শুন ভ্রাতা স্বরূপ বচন।
বেশ্যাগৃহে হয়েছি পালন,
বেশ্যার মোহিনী-বিদ্যা করেছি অর্জ্জন,
জেনো তব উচ্চকার্য্য করিতে সাধন,
নহে দেহ-দানে ইন্দ্রিয়-তৃষায়।
কার সাধ্য স্পর্শে মম কায়,
কৌমারীনন্দিনী আমি!
নেহার সঙ্গিনী—
কৌমারীর অনুচরী ভীষণা যোগিনী!
সত্য বটে কলুষিত কায়;—
কিন্তু উচ্চ কামনায়,
মাতৃভূমি-পূজা হেতু উৎসাহ-অনলে,
মহাপাপ দগ্ধ এ সবার।
কার্য্যফলে বুঝিবে এখনি।
কিন্তু ভ্রাতঃ, সত্য যদি হই কলঙ্কিনী,
হ'য়ে থাকো প্রভু-আজ্ঞা-পালনে অক্ষম,
প্রায়শ্চিত্ত হবে কিবা জীবন অর্পণে?
যেই মহাকার্য্যে ব্রতী তুমি,
কার তরে করিবারে চাও পরিহার?
গুরু-কন্যা হেতু?
সামান্য এ বিঘ্ন তব উচ্চ কার্য্যে বাদী!
শুন ভ্রাতা, মমতা না করিলে বর্জ্জন,
অন্য লক্ষ্য রাখিলে জীবনে,
স্বকার্য্য না হইবে উদ্ধার।
মজে যদি মজুক সকলি,
হয় হোক বারাঙ্গনাপূর্ণ মাতৃভূমি,
হয় হোক কাপুরুষ হিন্দুস্থানবাসী,
অসহায়, একা কর কার্য্যের উদ্যম,
অপেক্ষা রেখো না তুমি কার।
পরাপেক্ষা সম,
কার্য্যক্ষেত্রে হেন বিঘ্ন নাহিক দ্বিতীয়।

রণেন্দ্র। কথা তোর নির্ম্মলাত্মা প্রবীণা সমান
শিখেছিস্ বেশ্যার আচার—
বহু বাক্-নিপুণতা।
কিন্তু তোর কুৎসিতা প্রকৃতি—
কুলটার রীতি—
সমাগত যুবাবৃন্দ দিতেছে প্রমাণ।
ধিক্ তোরে—বধ্য নহ গুরুর দুহিতা!

বৈষ্ণবী। স্থির হও, কর অবধান।
সমাগত যুবাবৃন্দ করিবে প্রমাণ,
কিবা কার্য্যে বারাঙ্গনারূপা ভগ্নী তব।
জান কি, কি শিক্ষা মম বেশ্যা-উপদেশে?
প্রেম-আশা মমতায় দিতে বলিদান!
ধনার্জ্জনে বেশ্যা করে প্রেম পরিহার—

মমতা না স্পর্শে বেশ্যা-হৃদে—
যন লক্ষ্য—লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় কদাপি।
বেশ্যার দীক্ষায় লক্ষ্য প্রতি পূর্ণদৃষ্টি মম।
লবণাক্ত সাগরে ডুবিয়ে,
দৃঢ় পণ—অমূল্য রতন—করেছি অর্জ্জন।
ভার তব গুরুহত্যা-প্রতিবিধিৎসার।
হের তোমা সম দৃঢ়ব্রত যুবকমণ্ডলী।
রাজপুত্র নেহার সম্মুখে,
প্রেম-আশে এসেছিল মহাজন,
আত্মতত্ত্ব জানে না তখন,
হের সে কামুক যুবা স্বদেশ-বৎসল।
অধীনস্থ দ্বিসহস্র সৎনামী লইয়ে
মোগল-বিরুদ্ধে রণে দিবে যোগদান।

রঘুরাম। মহাশয়, এই দেবীর দীক্ষায়, সৎনাম সেবায় এ অধম জীবন উৎসর্গ করেছে। পরীক্ষা করুন।

বৈষ্ণবী। হের জনে জনে উচ্চবংশজাত,
কায়মনোবাক্যে সবে মহাকার্য্যে রত।
বিংশতি সহস্র সেনা মোগল-বিরোধী,
হবে এ যুবকবৃন্দ-ইঙ্গিতে চালিত।
নদীকূলে, বৃক্ষমূলে বসিয়ে বিরলে,
দেখিতাম যেই ছবি অঙ্কিত আকাশে,
বুঝি নাই মর্ম্ম তার কৈশোর যখন।
এবে খুলিয়াছে মম তৃতীয় নয়ন,
পাইয়াছি কৌমারী মাতার দরশন।
রতি-কাম ভৃত্য মম কৌমারী-কৃপায়।
নহি কলঙ্কিনী আমি, নেহার বদনে—
দেখ স্থিরদৃষ্টে—
বেশে কি করেছে আবরণ
দারুণ শোণিত-তৃষা?
দেখ না কি অগ্নি মম জলে চারিপাশে?
ভস্ম হবে প্রেম-আশে আসিলে নিকটে!
আজি হবে কৌমারীর পূজা অবসান,
ভৈরবী পূজায় ভাই কর যোগদান।
দেখ, দেখ, শক্তিকরা শিখি-বিহারিণী—
প্রতিষ্ঠিতা অগ্নিবেদি পরে;
নেহার পতাকা শিখি-পদতলে স্থিত;
ওই জাতীয় কেতন—
নারী করে করিবে ধারণ,
ভেদিতে মোগল ব্যূহ—পথ-প্রদর্শিনী।
ছিল বেশ্যা—দেবী এবে হের যত নারী,
মাতার কিঙ্করী—
জনে জনে মোহিনী-প্রভাবে
ইন্দ্রিয়-আসক্ত-করে দেছে তরবারি।

পরশু। মহাশয়, সন্দেহ দূর করুন। এই দেবীর প্রভাবে মোগল-অঙ্গে অস্ত্রচালনে সাহসী হয়েছিলেম। এ তেজস্বিনী দেবী-অঙ্গ অপেক্ষা অনল শীতল, এঁকে কলঙ্কিনী জ্ঞান করবেন না। দেবীলীলা দেবতারাই অবগত,—আমরা কি বুঝবো? কি রঙ্গে বারাঙ্গনা বেশ ধারণ করেছেন, তা আমাদের জানবার প্রয়োজন নাই। এই সমাগত যুবকমণ্ডলী আপনার অধীন; আপনি আজ্ঞা করুন,—আজ্ঞানুসারে আমরা কার্য্য-সাধনের চেষ্টা পাই।

রণেন্দ্র। কর মার্জ্জনা ভগিনী,
স্নেহবশে কহিয়াছি কুবচন।

বৈষ্ণবী। মহাত্মন্, গুরুভক্ত, স্বদেশবৎসল,
শতঋণী আশৈশব তোমার নিকটে,
কনিষ্ঠা তোমার।
আগত ত্রিযাম—
পূজার সময় উপস্থিত,
মহাশক্তি পূজার সময়।
কৌমারী মাতার আজ্ঞা ধরি শিরোপরে,
কল্য করি মোগল নিধন।
জয় সৎনামের জয়!

রণেন্দ্র। বুঝেছি ভগিনী—
নারীদেহে অবতীর্ণা কৌমারী জননী!

বৈষ্ণবী। মাতা শিখি-বিহারিণি!
সমাগত নন্দন-নন্দিনী;
অধিষ্ঠাত্রী উর গো হৃদয়ে,
প্রসীদ প্রসন্নময়ী,
নাশিতে মোগলে আদেশ সন্তানে—
বর দেহ বরাননী হই রণজয়ী।

সকলে।— গীত।

শক্তি-সঙ্গিনী শক্তিস্বরূপা,
সমর-রঙ্গিণী রুধির-লোলুপা ;
জয়দে ভীষণা, ময়ূর-আসনা,
জয়কারিণী, ভয়হারিণী,
শক্তিধারিণী অসুর-বাহিনী হরণে॥

বৈষ্ণবী। (ধ্যানস্থ অবস্থায়)
শুন শুন সৎনাম সন্তান,
মাতার আদেশ শুন ;—
নেতৃ-পদে অধিষ্ঠিত কহ কে হইবে ?
কর এই মুকুট গ্রহণ।
কিন্তু সাবধান !—
শিরে যেই ধরিবে কিরীট,
মমতা কদাপি নাহি স্থান পায় হৃদে,
বৃদ্ধ নারী বালক-নিধনে
নাহি হয় বিচঞ্চল।
কৌমারী মাতার এই কিরীট-প্রসাদ
ধর শিরে কামজয়ী বীর ;—
সাবধান !
রমণী-কটাক্ষ বক্ষে না করে প্রবেশ !
সৎনামের প্রিয় পুত্র পর শিরোপরে।

রণেন্দ্র। মহাত্মা পরশুরাম,আপনি গ্রহণ করুন।

পরশু। মহাশয়, আমার মস্তকে মুকুট কলুষিত হবে,—আমি বেশ্যার দাস ছিলেম।

রণেন্দ্র। মহাশয়, আপনারা জনে জনে বীর-অবতার ; আপনাদের মধ্যে যিনি বিবাহ করেন নাই, তিনি এই মুকুট গ্রহণ ক'রে আমাদের নেতা হোন্। দেবী-সম্মুখে আমি শপথ কচ্ছি, দাসভাবে আমি তাঁর অনুগামী হব।

রাম। হে বীরশ্রেষ্ঠ, আমাদের মধ্যে অনেকেই কুমার আছেন। কিন্তু বেশ্যার প্রেমলালসায় এসে আমরা দেবী-দর্শন পেয়েছি, মনের অবস্থা এখন আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি নাই। কি জানি, যদি পতন হয়, মুকুট কলুষিত হবে, দেবীর অভিশাপগ্রস্ত হবো, সৎনাম-সম্প্রদায় উৎসন্ন যাবে। আপনি এই মুকুট গ্রহণ করুন।

রণেন্দ্র। ভাল, যদি সকলের অভিমত হয়,আমি গ্রহণ করলেম। দেবীর সম্মুখে আমার শপথ,—যদি আমার কৌমারব্রত ভঙ্গ হয়, যেন সম্মুখযুদ্ধ পরিত্যাগ ক'রে, মুসলমানের দাস হ'য়ে কাপুরুষের ন্যায় মোগল-হস্তে নিধন হই। আমি এই মুকুট গ্রহণ করলেম। (মুকুট ধারণ)

বৈষ্ণবী। কি করলে—কি করলে ! দেবীর নিকট শক্তি প্রার্থনা করলে না ! দেবীকে প্রণাম করে মুকুট ধারণ করলে না ! ঐ দেখ, দেবীর মুখ তমাচ্ছন্ন হ'লো ! প্রণাম করো, প্রণাম করো !

রণেন্দ্র। সত্য ভগ্নী, অপরাধ হয়েছে। মা, অপরাধ হয়েছে ; অপরাধ মার্জ্জনা করো, প্রণাম গ্রহণ করো।

বৈষ্ণবী। ভগ্নী রণরঙ্গিণী—তোমরা সকলে প্রসন্না হয়ে অনুমতি দাও, আমি পতাকা গ্রহণ করি। তোমরা কৌমারী-কিঙ্করী, তোমরা প্রসন্না হ'লে মা প্রসন্নময়ী প্রসন্না হবেন, আমার নারী-হৃদয়ে শক্তি দেবেন।

১মা যুবতী। দেবি, দেবি, ভগবতী তোমার প্রতি প্রসন্না, তুমি নির্ম্মলা কুমারী, তুমি পতাকা গ্রহণ করো।

বৈষ্ণবী। (মোহিনীর প্রতি) মা দীক্ষাদাত্রি, ধাত্রী জননি, তুমি আমার হস্তে পতাকা দিলে জান্‌বো, দেবী আমায় নিজ হস্তে দান করলেন।

মোহিনী। মা, পতাকা গ্রহণ করো। তোমার উপদেশে আমার অপবিত্র করে পতাকা স্পর্শ করতে ভয় নাই। তোমার উপদেশে আমি বুঝেছি যে, মার নিকট কন্যার অপরাধ হয় না ; তোমার দীক্ষায় আমার ধারণা হয়েছে যে, মার পূজা করলে মা অন্তরে আবির্ভূতা হন ; তোমার প্রভাবে মা আমার অন্তরে আবির্ভূতা ; মার নামে তোমায় পতাকা প্রদান কচ্ছি।

(পতাকা-প্রদান)

সকলে। জয় কৌমারীর জয় !

সকলে।— গীত।

ভৈরব-উৎসব-মগনা নারী,
চঞ্চল বীর-করে তরবারি ;
ভীমা শুভঙ্করী, জয় কৌমারী।

স্বদেশবৎসলা-প্রদর্শনী পথ,
অরি-রক্তস্রোত পান বীর-ব্রত ;
ধূমকেতু সম উড্ডীন কেতন,
অসি উন্মোচন, মোগল-নিপীড়ন ;
হুঙ্কারে গভীরনাদিনী সাধি,
উত্থিত ভারত রোদনহারী ;
ভীমা রণাঙ্গনা জয় কৌমারী ॥

[সকলের প্রস্থান ।

———

তৃতীয় অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

—*—

শস্যক্ষেত্র ।

দুই জন মুসলমান-পাইকের প্রবেশ ।

১ম পাইক । হ্যা দেখ চাচা, কারতরফ খাঁ ফৌজদারটা সেকেলে আকবরি মুসলমানের মত। এটাকে যে কেন ফৌজদার করেছে, কাফের আর মুসলমান সমান এনসাফ করবে।

২য় পাইক । সিকদারটা জবর আছে।

১ম পাইক । মরদ বাচ্ছা মরদ! সেদিন আমি সাথে, একটা কাফেরের বাড়ী গিয়ে উঠলেম,—টাকা নিলে, মেয়েছেলে বেইজ্জত করলে, একটা ব্যাটারে লাথ ঝাড়লে, মুখ দে লোউ উঠতে লাগলো ।

২য় পাইক । ওর সাথ মনের সাধে দুটো কাফের কেটেছিলুম। সিকদার যাচ্ছে, তারা সেলাম দিলে না। অমনি আমায় ঠেকিয়ে দিলে, গপ্ গপ্ করে তলোয়ারখানা বসে গেল ;—কাছ্ড়াতে লাগ্লো, পানি পানি করতে লাগ্লো!

১ম পাইক । এ আনাজের ক্ষেতে এসে কেন ঘুসলি ? তাদের মেরে কি হাতের সুখ ? ব্যাতে রা সরে না। একটা কেজিয়ে করে যদি পাকা ফসলের ক্ষেতে আগুন ধরান যায়, মেয়ে, মদ্দ, ছেলেগুলো পর্য্যন্ত গালে-মুণ্ডে চাপ্ড়ায় আর নাচ্‌তে থাকে।

১ম পাইক । দেখ্‌চিস্ সয়তানের ঝাড়, তবু মুসলমান হবে না।

(একজন কৃষকের প্রবেশ)

কৃষক । পাইক সাহেব—পাইক সাহেব—সেলাম !

১ম পাইক । ভাই, বড় মকা জবর হয়ে রয়েছে ! (কৃষকের প্রতি) আরে বেলকুল তুড়ে দে তো !

কৃষক । তুলো না—তুলো না, সবে ফুল ধরচে—সবে ফুল ধরচে! ঐ গুলিতে সমবছরের গুজরান ।

২য় পাইক । চোপরাও কাফের ! (চপেটাঘাত)

কৃষক । বাপ রে, মা রে, ক্ষেত লুট্‌লে রে ! বালবাচ্ছা না খেতে পেয়ে মারা যাবে রে ! (পলায়ন)

(চরণদাসের প্রবেশ)

চরণ । পাজি কাফের ! প্যায়দা সাহেবকে মক্কা দিতে চাও না। প্যায়দা সাহেব, এ ক্ষেতকে ক্ষেত পুড়িয়ে দাও, রোসনাই করো ।

১ম পাইক । না না—আচ্ছা মক্কা.—বাড়ী নিয়ে যাবো ।

চরণ । তবে দাঁড়াও, তুলে মোট বেঁধে মাথায় ক'রে তোমার বাড়ী দিয়ে আসি ।

১ম পাইক । নে তোল, তুই আচ্ছা কাফের।

চরণ । আমি কাল মোল্লা ডেকে কল্‌মা পড়্‌বো ।

১ম পাইক । হ্যা—হ্যা, তুই আক্কেলমন্দ ।

চরণ । এই মক্কা তুলি ।

১ম পাইক । বাঃ বাঃ—মজবুত কাফের ।

চরণ । হাতে করে কটা তুলবো, তোমার ওই তলোয়ারখানা দাও, চুটিয়ে ক্ষেত সাবাড় করে দি ।

২য় পাইক। আচ্ছা লে—কাট। (চরণকে তরবারি প্রদান)

চরণ। এই যে কাটি মিঞা সাহেব! (প্রথম পাইককে অস্ত্রাঘাত)

২য় পাইক। খুন—খুন! (পলায়নোদ্যত)

চরণ। যাবে কোথায়? ক্ষেতে দুটো মক্কা খেতে এসেছ, অক্কা হয়ে যাও। (দ্বিতীয় পাইককে অস্ত্রাঘাত) সাহেব, তোমার তলোয়ারখানা নি, কিছু মনে করো না।

[চরণের প্রস্থান।

২য় পাইক। (উঠিয়া) রও কাফের! হল্লা নিয়ে আসি, জানবাচ্ছা গাড়্‌বো। আজ সব ক্ষেত জ্বালাবো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

গৃহপ্রাঙ্গন।

গৃহিণী, কন্যা এবং জ্যেষ্ঠ (ভীমদাস), মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র।

গৃহিণী। (জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি) আজ তোমার জন্মদিন, ষোল বৎসর পূর্ণ হয়েছে, তোমার কার্য্যকাল উপস্থিত, আজ হ'তে কার্য্যভার গ্রহণ করো। তোমার ভগ্নী বীর-পরিচ্ছদ স্বহস্তে প্রস্তুত করেছে, আমি স্বহস্তে তোমায় বীর-সাজে সাজিয়েছি। এই তলোয়ার লও, মুসলমান বধ করো। মুসলমান-পীড়নে তোমার পিতামহ, প্রপিতামহের মৃত্যু হয়েছে। তোমার পিতা প্রতিশোধের নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করেছেন, তুমি তাঁর সহায় হও।

জ্যেষ্ঠ। মা, আশীর্ব্বাদ করো।

কন্যা। দাদা, তুমি যটা মুসলমান বধ করবে, ত'গাছা মালা গেঁথে তোমার তলোয়োরে পরাবো।

জ্যেষ্ঠ। বোন, সৎনাম তোর কল্যাণ করুন। বীর-মাতা হও।

গৃহিণী। আমি স্বহস্তে তোমার কটিতে তলোয়ার বেঁধে দি।

কন্যা। (মধ্যম ভ্রাতার প্রতি) দ্যাখ, দাদা যুদ্ধে মোগল মারতে যাবে। তুই মারতে পারলি নি, ভয়ে পালিয়ে এলি?

মধ্যম। দিদি, তারা চার পাঁচজন মুসলমান ছিল, একলা পার্‌বো কেন?

কন্যা। রাস্তায় পাথর ছিল না, ছুঁড়ে মার্‌তে পারি্‌স নি? তুই কি দেখিস্ নি, একজন মুসলমান দশজন হিন্দুকে মারে? তারা তো ভয় করে না?

কনিষ্ঠ। আমার লাঠি আছে দিদি, আমি খুব ঠ্যাঙ্গাবো।

কন্যা। এই দ্যাখ, এই বালকের যা সাহস আছে, তোর তা নাই। আমি পাড়ার সব ছেলেদের বলে দেব, তুই মুসমানের ভয়ে পালিয়ে এসেছিস্। কেউ তোর সঙ্গে খেলবে না, ছুঁড়ীরা তোর গায়ে ধূলো দেবে, বল্‌বে,—"ভীরু, মুসলমানের ভয়ে পালায়।"

মধ্যম। না দিদি, ব'লো না, আমি এখনি তাদের মার্‌বো।

গৃহিণী। (জ্যেষ্ঠপুত্রের কটিতটে তরবারি বাঁধিয়া দিয়া মধ্যম পুত্রের প্রতি) শোন্—এই তোর দাদা তলোয়ার নিয়ে চলো। তুইও যুদ্ধ শেখ, তোরও ষোল বছর বয়স হ'লে আমি তলোয়ার দেবো।

কনিষ্ঠ। আমায় দেবে?

গৃহিণী। দেবো।

জ্যেষ্ঠ। মা, বিদায় হই!

গৃহিণী। বৎস! গৌরব অর্জ্জন করো।

[জ্যেষ্ঠের প্রস্থান।

(কন্যার প্রতি) দ্যাখ, সন্তানকে যুদ্ধে পাঠানো বড় কঠিন।

কন্যা। মা, সৎনামকে ডাকো তাঁর কার্য্য যেন উদ্ধার হয়।

(গৃহস্বামীর প্রবেশ)

গৃহ-স্বামী। গৃহিণী—গৃহিণী, আজ শুভ দিন। আজ আমরা কারতরফ থাঁয় দুর্গ আক্রমণে যাবো। দুরাত্মা আবালবৃদ্ধবনিতা

এক সহস্র চাষীকে দুর্গে বন্দী করেছে, কাল তাদের প্রাণ বধ করবে।

গৃহিণী। এত কৃপা কেন?

গৃহ-স্বামী। আজ শস্যক্ষেত্রে কলহ হয়েছিলো, আগে দুই জন পাইক আহত হয়। তারপর চৌকীর জমাদার পঁচিশজন অস্ত্রধারী ল'য়ে শস্য পোড়াতে আসে, তাদের মধ্যে চার পাচ জন হত আর সকলে পলায়ন করেছে। সেই রাগে ফৌজদার সহস্র নির্ব্বিরোধী প্রজা ধ'রে নিয়ে গেছে।

গৃহিণী। কেবল বন্দী করে বুঝি শাস্তি হবে না, তাই প্রাণবধ করবেন।

গৃহ-স্বামী। হ্যাঁ—যারা মুসলমান বধ করেছে, যদি তাদের সন্ধান না দিতে পারে, তা হ'লে এই সহস্র ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দিয়ে মারবে।

গৃহিণী। উদ্ধারের জন্য ক'জন প্রস্তুত?

গৃহ-স্বামী। একশত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংনামী।

গৃহিণী। আর সৈন্য কোথায়? শুনেছিলেম, প্রায় বিশ সহস্র সংনামী সজ্জিত?

গৃহ-স্বামী। নানাস্থান হতে তারা আস্‌ছে, তাদের আস্‌তে বিলম্ব হবে। নিকটস্থ অল্প সৈন্য যদি দুনো কুচে আসে, কাল সন্ধ্যার আগে উপস্থিত হ'তে পারবে না। কিন্তু প্রাতেই বন্দী চাষীদের প্রাণবধ হবে। আজ রাত্রে তাদের উদ্ধার না হ'লে আর উপায় নাই।

গৃহিণী। দুর্গে কত সেনা আছে?

গৃহ-স্বামী। সেই কথাই বল্‌তে এসেছি—প্রায় দুই সহস্র। দুর্গের মধ্যে এক শত লোক থাক্‌লে দুই সহস্র আক্রমণকারীকে রোধ করতে পারে। কি জানি, যুদ্ধে কি হয়। ভীমদাস আমার সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চাচ্চে। আমার ইচ্ছা—সে ষোড়শবর্ষীয় বালক—সে তোমাদের রক্ষার জন্য থাকুক।

গৃহিণী। তোমরা যাও, আমরা আত্মরক্ষা করতে পারবো। বালক উদ্যম করেছে, সে উদ্যমে বাধা দিও না।

গৃহ-স্বামী। তোমার যুবতী কন্যার উপায়?

কন্যা। পিতা, মুসলমান স্পর্শ করবার আগে বিষপান করতে পারবো।

মধ্যম। পিতা, যোগাল এলে আমি যুদ্ধ করবো।

কনিষ্ঠ। আমি খুব ঠেঙ্গিয়ে দেব।

গৃহ-স্বামী। তোমাদের উচ্চ কামনা সংনাম পূর্ণ করুন্! বিদায় হলেম।

সকলে। জয় সংনামের জয়।

[গৃহস্বামীর প্রস্থান।

গৃহিণী। (স্বগতঃ) পতি-পুত্র যুদ্ধে পাঠালেম। (কন্যার প্রতি) কাঁদিস নে, চল, আমরা সংনামের পূজা করি গে।

কন্যা। না মা, আর কাঁদবো না, পিতা-ভ্রাতার অকল্যাণ হবে, সংনামের কাছে অপরাধী হবো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

দুর্গস্থ উদ্যান।

গুলসানা ও সখিগণ।

সখিগণ।— গীত।

ফুলের কলি আপনি ফোটে ফুল তা জানে না।
আপ্‌নি বুকে যোগায় মধু কিনে আনে না॥
গোপনে ফোটে হৃদ্-কমল,
গোপনে যোগায় মধু কমল ঢল ঢল;
সরস কমল উথ্‌লে মধু ধায়, মধু বিলাতে সে চায়,
আপন ভাবে ব্যাকুল কমল, বিকিয়ে যেতে বাসনা
আবেগে মানা মানে না॥

১মা সখী। বিবি, আজ তুমি আমোদ ক'চ্ছ না কেন? বাদ্‌সাজাদার সঙ্গে তোমার সাদী হবে—তুমি বিমর্ষ কেন?

গুল। ভাই, কাল প্রাতে সহস্র হিন্দুর প্রাণবধ হবে, তারা নির্দ্দোষী।

১মা সখী। কেন?

গুল। দুষ্টলোক শস্যক্ষেত্রে রাজদূতকে বধ করেছে। পিতা ফৌজ পাঠিয়ে সেই দুষ্ট-লোকের সন্ধান করেন। কিন্তু নিরীহ কৃষীরা সেই দুষ্ট লোক যে কে, তা জানে

না। এই জন্য পিতার আদেশে এক সহস্র প্রজা দুর্গে আবদ্ধ হয়েছে, কাল প্রাতে তাদের প্রাণবধ হবে।

২য়া সখী। হাঁ,—কাফের মারবে, তাতে কি? মুসলমানের হাতে মরে বেহেস্তে যাবে।

গুল। ছিঃ ছিঃ, আমরা নারী, আমাদের এ নির্দ্দয়তা ভাল নয়, কোমলতা নারীর পরিচয়।

১মা সখী। সে আজ নয় তো, এখন চাঁদবদনে একটু হাস দেখি।

সখিগণ।— গীত।

দেখ্‌তে গালে লালী আভা গোলাপ-কলি চায়।
চ'লে তাই তোরে বলে তুলে দে খোঁপায়॥

গরব আর করে না লো গুল,
তোর সৌরভে আকুল,
সাদ ক'রে গুল মালা হ'তে চায়,
দুল্‌বে তোর গলায়,
তোর সুবাস যদি পায়॥
মিঠি মিঠি চিড়িয়া ফুকারে,
কথা কও কয় বারে বারে,
সাধ করে স্বর শিখ্‌তে যদি পায়,—
হৃদয় খুলে যায়—গানে তোয় মাতায়?

(কারতরফ খাঁর প্রবেশ)

কারতরফ। মা, তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে চেয়েছ? কি, বলো, আমায় এখনি দরবারে যেতে হবে। বাছা, তোম্‌রা যাও তো।

[সখিগণের প্রস্থান।

গুল। পিতা, দেহ ভিক্ষা তনয়ায়,
গোলাপ সমান তব প্রস্ফুটিত হৃদি,
স্নেহমধু পরিপূর্ণ তায়।
কেন তবে নিদারুণ পণ?
বালক-বনিতা-বৃদ্ধ করিবে নিধন?
বিরোধী নহে তো সে সকলে,
বিনা অপরাধে কেন করিবে সংহার?

কারতরফ। বৎসে,
রাজকার্য্যে নিষ্ঠুরতা প্রয়োজন।
নহে রাজ্য হ'বে অশাসিত,
প্রবল হইবে হিন্দু নৎনামীর দল
যথা তথা করে বাদ মুসলমান সনে,
হইয়াছে তাহে বহু স্বজাতি সংহার।
ঐক্য হ'য়ে অপরাধী রেখেছে গোপনে,
না হয় সন্ধান,
দোষিগণে পায় পরিত্রাণ।
বধি যদি এ সবার প্রাণ,
ভয়ে গ্রামবাসিগণে দিবে সমাচার,
অঙ্কুরে বিনাশ হবে বিদ্রোহ-মন্ত্রণা।
উপস্থিত নিষ্ঠুরতা ভাব যাহা মনে,
নহে নিষ্ঠুরতা দয়া তাহা;
নিষ্ঠুরতা—বহু প্রাণ রক্ষার কারণ।

গুল। নারীর ক্রন্দন, বালকের আর্ত্তনাদ,
বৃদ্ধের বিলাপ তীব্র মৃত্যু-যন্ত্রণায়,
সহিতে নারিব;
বন্দী ক'রে রাখ সবে—বধ না জীবন।
কর যদি প্রাণবধ ফিরিবে না আর।
শুনেছি শ্রীমুখে তব পিতা,
মানবের হিত,
মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ।
বিপরীত অনুষ্ঠান তবে কি কারণ?

কারতরফ। দিল্লীশ্বর-সনে বাদ করে হিন্দুগণ।
জেনো স্থির, হিন্দুকুল হইবে নির্ম্মূল।
সম্রাট্‌-আজ্ঞায়,
কোটি কোটি হিন্দু বধ হইবে ভারতে।
বিদ্রোহের এইমাত্র ফল।
নির্ব্বোধ সৎনামিগণে হয়েছে বিদ্রোহী,
পরিণাম করেনি গণনা।
বধি যদি বন্দিগণে, ভয় পাবে মনে,
পরিণাম ভাবি সবে নিরস্ত হইবে।

(করিমের প্রবেশ)

করিম। বিশেষ প্রয়োজনে মীরসাহেব আপনার দর্শন যাচ্‌ঞা কচ্চেন।

কারতরফ। মীরসাহেবকে সেলাম দাও। মা, তুমি একটু অন্তরালে যাও।

[গুলসানার প্রস্থান॥

(স্বগত) বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে মীর সাহেব অন্তঃপুরে খপর দিত না।

(মীরসাহেবের প্রবেশ)

মীরসাহেব, আজ রাজ্যে খুব সতর্ক হ'য়ে

দুর্গ-দ্বার রক্ষা করবেন। সম্ভবতঃ নবোৎসাহে সৎনামিগণ বন্দীদের উদ্ধারের চেষ্টা পাবে। প্রহরীদের আজ্ঞা দেবেন যে, আজকের সঙ্কেত-কথা—"আকব্বর"। এ কথা তিনবার জিজ্ঞাসার পর যে না বল্‌তে পার্‌বে, তারে তৎক্ষণাৎ বধ কর্‌বে। যদি কোন হিন্দু গুলী বা তীরের আয়ত্তমধ্যে আসে, তা হ'লে তখনই যেন তার প্রতি আয়ুধ নিক্ষিপ্ত হয়। এই নেন, ফৌজদারী মোহর-অঙ্কিত হুকুম নেন। দরবারে সকলকে উপস্থিত হ'তে বলুন।

মীর। ফৌজদারের যেরূপ হুকুম।

কারতরফ। আপনার কি প্রয়োজন ?

মীর। সাহেব, একজন হিন্দু এইমাত্র সংবাদ দিলে যে, এক সহস্র সংনামী আজ একত্রিত হবে। যে স্থানে সকলে মিলিত হবে, সে স্থান সে জানে। গোপনে সৈন্য ল'য়ে তাদের কি আক্রমণ আবশ্যক বিবেচনা করেন ?

কারতরফ। কে সে? সে তো সংনামীর চর নয় ?

মীর। তাঁবেদার স্থির বল্‌তে পারে না। কিন্তু সে ব্যক্তি বল্‌লে যে, তার প্রতি আর তার পরিবারবর্গের প্রতি সংনামীরা বিশেষ অত্যাচার করেছে। তার কারণ, সে বিদ্রোহে যোগদান কর্‌তে অসম্মত ছিল।

কারতরফ। সে কোথায় ?

মীর। এইখানেই আছে। আজ্ঞা হলে সম্মুখে উপস্থিত করি।

কারতরফ। আনুন, পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্‌।

[মীরসাহেবের প্রস্থান।

(স্বগত) যদি দুরভিসন্ধি থাকে, যন্ত্রণায় অবশ্য প্রকাশ কর্‌বে। হিন্দুদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা অসম্ভব নয়। অনেক হিন্দুই রাজপ্রসাদ-লোভে স্বজাতির মন্ত্রণা ব্যক্ত করেছে, নতুবা ভারত-জয় এত সুলভে হতো না।

(চরণদাসকে লইয়া মীরসাহেবের পুনঃ প্রবেশ)

আরে কাফের, তুই মিথ্যা বলিস্‌ নে, তুই সংনামীর চর।

চরণ। হাঁ জনাব।

কারতরফ। (স্বগত) এ বাতুল না কি (প্রকাশ্যে) তুই সন্ধান জানতে এসেছিস্‌?

চরণ। হাঁ জনাব।

কারতরফ। তুই নিজ মুখে স্বীকার পাচ্ছিস্‌, তুই সংনামীর চর ?

চরণ। হুজুর, তাঁবেদার কি হুজুরের সাক্ষাতে মিথ্যা বল্‌তে পারে ?

মীর। তুমি কি বল্‌ছো ? তুমি সংনামীর চর হ'য়ে এসেছ ?

চরণ। নইলে কি হুজুর আপনার সাম্‌নে আস্‌তে পার্‌তেম,—যমরাজের সাম্‌নে হাজির হতেম। কিসে তাদের হাত ছাড়াতেম ?

কারতরফ। তোমায় কে পাঠিয়েছে ?

চরণ। ঐ আবাগের ব্যাটা রণো।

মীর। তুমি বল্‌লে যে, তুমি রাজদ্রোহী হ'তে চাও নাই, এজন্য তোমায় পীড়ন করেছে। তবে আবার সংনামীর চর হ'য়ে এসেছ কেন ?

চরণ। হুজুর, বাগের মুখে আর কারে পাঠাবে ? যদি ধরা পড়ি, আমি মর্‌বো, তাতে তাদের কি ?

মীর। আর যদি ফিরে সংবাদ দিতে পারো, তা হ'লে কি পুরস্কার পাবে ?

চরণ। এমনি আর কোথাও গর্দ্দানা দিতে পাঠাবেন।

কারতরফ। তুমি বিদ্রোহে যোগদান দিতে অস্বীকার করেছিলে কেন ?

চরণ। জনাব, প্রাণের দায়ে। বাপ-পিতামো'র যে সব টাকাকড়ি ছিল, সে সব তো লুট্‌লে, মাগ-ছেলেকে তো পথে বসালে—তার পর বাদসাহি ফৌজের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে গর্দ্দানা দিতে বলে। আমি গরীব মানুষ, অতটা সখ কি আমার জোটে।

কারতরফ। আচ্ছা, তোমায় তারা বিরোধী

জানে, তা হ'লে তোমার কাছে মন্ত্রণা ব্যক্ত করলে কেন ?

চরণ। ওঃ, বল্‌তে তাদের গরজ কেঁদেচে।

কারতলফ। তবে তুমি কি করে জানলে ?

চরণ। আমি রণোকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম,—'যদি কেল্লার খপর আন্‌তে পারি, কোথায় তোমার দেখা পাবো ?' সে বল্লে,—'দক্ষি-ণের ময়দানে।' ভাব্‌লেম, রণো ব্যাটাকে ধরিয়ে দেবো। এই ধান্দায় আস্‌ছি, দু'জন সৎনামীর সঙ্গে দেখা হলো। তাদের বোল্লেম—'আমি কেল্লায় যাচ্ছি, খপর আন্‌তে।'—তারা বল্লে, 'বেশ—বেশ!- আমরাও আজ রাত্রে কেল্লায় যাব। মাঠে জমায়েৎ হতে যাচ্চি। হাজার জোয়ান জুটে, আজ কেল্লা নেব।' "আমি বোল্লেম,— 'ভালা মোর বাপ, তবে আমি ফিরে আসি, যা'তে কেল্লার মধ্যে যেতে পারো, তার যোগাড় কচ্চি।'

কারতলফ। তোমার কথা যদি মিথ্যা হয় ?

চরণ। কাল যে জল্লাদ হাজার লোক কাট্‌বে, তার আমায় একটা চোট দিতে হাতে বেশী ব্যথা লাগ্‌বে না।

কারতলফ। যদি তোমার সংবাদ সত্য হয়, তুমি জায়গীর পাবে।

চরণ। হুজুর, জায়গীর চাই নে, মাগ-ছেলে ফিরে পেলে বাঁচি। তাদের সব মুসলমানের সঙ্গে কয়েদ রেখেছে।

কারতলফ। মীরসাহেব, দশজন সতর্ক আসো-য়ার সেনা এর সঙ্গে পাঠা'ও। একজন সুদক্ষ সেনানায়ক তাদের চালনা ক'রে নিয়ে যাক্। যে মুহূর্ত্তে এর মন্দ অভিপ্রায় বুঝ্‌বে, তৎক্ষণাৎ এরে বধ করবে। স্বরূপ অবস্থা জেনে আমায় সংবাদ দিও।

চরণ। হুজুর, জয় জয়কার হোক্! জয় জয়কার হোক্!

মীর। হুকুম পেলে তাঁবেদার যেতে প্রস্তুত।

কারতলফ। যেরূপ আপনার অভিরুচি।

[চরণকে লইয়া সেনানায়কের প্রস্থান।

(গুলসানার প্রবেশ)

মা, তুমি বুঝতে পেরেছ কি—এ দয়ার সময় নয়।

গুল। দয়ার সময়-অসময় কি পিতা ?

কারতলফ। বালিকা! রাজকার্য্য বড় কঠিন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

বনমধ্যস্থ কুটীর।

(চরণদাস ও দশজন সৈন্যের সহিত মীরসাহেবের প্রবেশ)

চরণ। হুজুর, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলে সব চম্পট দেবে।

মীর। ঠিক! কোন্ সময়ে জমায়েৎ হবে ?

চরণ। হুজুর, রাত্রি দশ ঘড়ির সময় জমায়েতের বাৎ। আমরা এই কুটীরের ভিতর থাকি, এখনো জমায়েৎ হ'তে দেরী আছে। ঐ বুঝি কে আস্‌ছে, এর মধ্যে সেঁদুন।

(কুটীরমধ্যে অগ্রে চরণদাস, পশ্চাতে মীর-সাহেব ও দশজন সৈনিকের প্রবেশ)

(দুইজন সৎনামীর কুটীরের অপর পার্শ্বে প্রবেশ)

১ম সৎ। যেমন ব্যাটা পাজী, আমাদের সঙ্গে যোগদান করতে চায় নি, তেমনি রণুঠাকুর কেল্লায় পাঠিয়েছেন। খবর আন্‌তে পারে ভালো, ধরা পড়ে, কারতলফ খাঁ খুন করবে।

চরণ। (কুটীরমধ্যে মীরসাহেবের প্রতি) শুন্‌-ছেন—শুন্‌ছেন।

২য় সৎ। আমরা ময়দানে যাই না কেন

১ম সৎ। না, রণু ঠাকুর আর পরশুরাম ঠাকুর এইখানে পরামর্শ কর্‌তে আস্‌ছেন। এখানে ভূতের ভয়ে কেউ আসে না, পরা-মর্শ করবার উপযুক্ত জায়গা।

চরণ। (কুটীরমধ্যে মীরসাহেবের প্রতি) এলো বলে, ব্যাটাকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধো।

মীর। ঠাণ্ডা হও—ঠাণ্ডা হও! কাফেরের কি হাল দেখ্‌বে।

চরণ। খুব রদ্দা দিও,আমার প্রাণটা জুড়ুবে।

মীর। সবুর—সবুর!

১ম সৎ। দেখ, সময় অতীত হয়ে গেছে। তাঁরা বোধ হয় এদিক্ দিয়ে আস্‌বেন না, একেবারেই ময়দানে যাবেন।

(তৃতীয় সৎনামীর প্রবেশ)

৩য় সৎ। ওহে, এখানে দাঁড়িয়ে কেন?—চলো —চলো, ময়দানে চলো—জমায়েৎ হইগে। রণ্ ঠাকুর হুকুম দিলেন—তাঁরা আস্‌ছেন।

১ম সৎ। তবে চলো।

চরণ। হায় হায়, সব ফস্‌কে গেল, এদিকে আসবে না।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

ঐ বুঝি আসছে। মিঞা সাহেব, কারেও হুকম দাও না, এগিয়ে দেখুক। ওঃ, গাটা নিস্‌পিস কচ্ছে। যদি কেউ ধরুতে পারে, যেমন কীল মেরেছিল,তেমনি কিল ঝাড়ি।

মীর। আমার লোক তো তাদের চেনে না।

চরণ। তা আমায় তো একা ছাড়বে না, আমার সঙ্গে একজন লোক দাও

মীর। না না, তুমি মুসলমানের খয়ের খাঁ, তুমি একাই এগিয়ে দেখে এসো।

চরণ। যদি দু' একজন থাকে, ভুলিয়ে এদিকে নিয়ে আসবো।

মীর। হাঁ।

চরণ। ঐ এক ব্যাটা মশাল নিয়ে আসছে, দোরটা চেপে দেন, কেউ যেন দেখ্‌তে না পায়।

(মীরসাহেবের দোর বন্ধ করন ও চরণের বাহিরে আসিয়া শিকলি দেওন)

মীর। এ কি, তুমি দোর দিচ্ছ কেন?

চরণ। রোসনাই কর্‌বো ব'লে।

মীর। কি—কি?

চরণ। এই তোমার সাদি হবে, তাই রোসনাই কর্‌বো।

মীর। নিমকহারামী—নিমকহারামী—দরজা ভাঙ্গো।

চরণ। না মিঞাসাহেব, তা তো পার্‌বে না, কাবাব হবে। দোর দিয়ে তো দু'জনার বেশী বেরুতে পার্‌বে না। আমরা অনেকেই আছি।

(মশাল-হস্তে সৎনামিগণের প্রবেশ)

সকলে। জয় সৎনাম!

চরণ। শুন্‌লে মিঞাসাহেব! এই দেখ, সব মশাল জ্বেলেছি। তা কাবাব হবে, না একটা কথা শুন্‌বে?

মীর। নেমকহারাম, তুই সৎনামীর চর!

চরণ। হাঁ মিঞাসাহেব, সে তো কারতরফ খাঁকে বলেছি।

মীর। বেইমানি!

চরণ। না, ইমানের মতনই কাজ কচ্ছি। এস ভাই,রোসনাই করো,—এই শুক্‌নো জনার ডালে আগুন দাও। (কুটীরস্থ মীরসাহেবের প্রতি) আর দেয়াল ঠ্যালাঠেলি ক'চ্ছ কেন মিঞা সাহেব! বেশ শক্ত দেয়াল, শীগ্‌গির ভাঙ্গ্‌বে না। অত ক'চ্ছ কেন? একটা কথা শোন না। অস্ত্রগুলি দাও, উর্দ্দিগুলি দাও, তা হ'লে অবিশ্যি এখনই ছেড়ে দেবো না—এইখানেই পাহারাবন্দী রাখ্‌বো, তবে কাবাবটা কর্‌বো না। কেল্লা দখল হ'লে ছেড়ে দেবো।

মীর। আচ্ছা, এই অস্ত্র লও, ছেড়ে দাও।

(জানালা গলাইয়া অস্ত্র দেওন)

চরণ। মিঞাসাহেব, অস্ত্র তো দিলে,—উর্দ্দিগুলিও দিতে হবে। ঐ ঘরের কোণে কতকগুলো ন্যাকড়া গাদি করা আছে—তোমাদের দৌরাত্ম্যিতে প্রজারা যা পরে,—সেইগুলি পর', উর্দ্দিগুলি দাও।

মীর। উর্দ্দি কি কর্‌বে? অস্ত্র তো দিয়েছি।

চরণ। কাজ আছে বই কি,- নৈলে খামকা কি গোখাদকের উর্দ্দি চাই? এই সব উর্দ্দি প'রে কেল্লার ভেতর সেঁধুবো, কেউ কিছু বল্‌বে না।

কুটীরস্থ ১ম সৈনিক। (জনান্তিকে) মিঞাসাহেব, যা বল্‌ছে, তা করুন, কেল্লার দোরে গিয়ে সঙ্কেত-কথা তো বল্‌তে পার্‌বে না, তা হ'লেই সেপাইরা গুলী কর্‌বে।

মীর। আচ্ছা ভাই, কায়দায় পেয়েছো, কি কর্‌বো।

চরণ। তলোয়ার ক'খানি গুণে পেলুম। আর দেখ মিঞাসাহেব, পিস্তলগুলি আর ছোরাগুলি যা তোমাদের কোমরে বাঁধা আছে, তা দিতে হবে। কি কি অস্ত্র নিয়েছ, তা তো আমি দেখেছি।

মীর। নাও ভাই নাও, তোমার ধর্ম্ম তোমার ঠেঙ্গে।

চরণ। আমার ধর্ম্ম তো আমার কাছে বটে।

মীর। (স্বগত) শালা কাফের!

চরণ। এইবার ঐ কোণে ন্যাকড়াগুলি প'রে উর্দ্দিগুলি দাও।

মীর। ভাই, বেইজ্জত করো না—বেইজ্জত করো না!

চরণ। মিঞাসাহেব, আমি যে মুসলমান হবো। বেইজ্জতি ক'রে মুসলমানী শিখ্‌বো। দাও—পিস্তল, ছোরা আর উর্দ্দিগুলি বার করে দাও; এই কাটা দোর খুলে দিয়েছি।

(পিস্তল, ছোরা ও উর্দ্দি লইয়া চরণের কাটা দোর পুনরায় বন্ধ করন)

মীর। আবার দরজা বন্ধ ক'চ্ছ কেন ভাই? আবার দরজা বন্ধ ক'চ্ছ কেন?

চরণ। একটা সলা আছে যে চাচা! আজ একটা কথার সঙ্কেত আছে, তা নৈলে কেল্লার দোর খুল্‌বে না,—আমি দোরের পাশ হতে শুনেছিলেম্‌—খাঁ সাহেব বলেছিল,—"আকব্বর"। তা সে কি ঠিক কথা?

মীর। না—না—"সাতায়র"।

চরণ। না মিঞাসাহেব,—"আকব্বর"ই—আমার বোধ হচ্চে। তা একজন সৎনামী যাচ্ছে,—"আকব্বর" ব'লে যদি দুর্গের দোর খোলা না পায়, তা হ'লে তোমাদের কাবাব হ'তে হচ্ছে। মিঞাসাহেব, বোঝ, খামকা কি আর এতটা কচ্ছি!—কারতলব খাঁ মেয়ে ছেলে, বুড়ো, জোয়ান এক হাজার লোককে কাল কাট্‌বেন—তাদের তো কাল বাঁচাতে হবে!

মীর। "আকব্বর"ই বটে।

চরণ। কিসে বিশ্বাস কর্‌বো মিঞাসাহেব?

মীর। এই নাও, খাঁ সাহেবের সই-মোহর করা হুকুম নাও।

চরণ। বাঃ বাঃ, তুমি বেশ লোক।

১ম সৈনিক। আমাদের তো জান খোলোসা দেবে?

চরণ। ভেবো না, আমরা হিন্দু, বিশ্বাসঘাতকতা করি না। যদি হিন্দুরাজাগণ বিশ্বাসঘাতক হতো, তা হ'লে কি তোমাদের রাজ্য হতো?

(রণেন্দ্র ও পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। চরণ, তুমি সাধু! এই সকল পরিচ্ছদ ধারণ ক'রে আমি দশজন সৎনামীকে নিয়ে কেল্লায় প্রবেশ করি।

চরণ। যেতে চাও যাও, কিন্তু একটা সত্যি-মিছে চরণের মত তোমাদের আস্‌বে না।

রণেন্দ্র। চরণ, তুমিই আমাদের নেতা। তোমার যেরূপ পরামর্শ আমরা সেইরূপ কার্য্য কর্‌বো।

চরণ। ঐ বনে এদেরই ঘোড়া বাঁধা আছে। এই পোষাক প'রে এগার জন কেল্লার দিকে আসুক, এরাই ফিরেছে মনে ক'রে কেল্লার দোর ছেড়ে দেবে। আমি আতসবাজী ছেড়ে দেবো,—জান্‌বেন, কেল্লার দোর খোলা;—তারপর যা বোঝেন, কর্‌বেন। এদের সকলকে জোড়া জোড়া পায়ে বেড়ী দিয়ে বন্দী করে রাখুন, কেউ না সংবাদ নিয়ে যায়।

মীর। পোড়াবে না তো বাপু?

চরণ। না আমার জোয়ানপুত,—পোড়ালে তো এখনই পোড়াতে পার্‌তেম, মল পায়ে দিয়ে জেনানা হ'য়ে ইজ্জত বাঁচিয়ে থাক।

(দুই জন সৎনামী কর্ত্তৃক সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করন)

চরণ। (কয়েকজন সৎনামীর প্রতি) এসো ভাই কে যাবে, উর্দ্দি প'রতে প'রতে এসো। বটতলায় ঘোড়া বাঁধা আছে, আমি এগোই।

সকলে। জয় সৎনাম!

চরণ। ভাই, চেঁচিও না। ফটকে চার পাঁচজন প্রহরী আছে, নিঃশব্দে তাদের মারতে হবে। তারপর অস্ত্র-ঘরের প্রহরীদের অমনি চুপি চুপি কবরে সরাতে হবে। সেই অস্ত্রগুলি নিয়ে, কয়েদখানার সেপাইকেও তাদের পেছুতে পাঠাতে হবে। যুবা বন্দীদের হাতে সেই সব অস্ত্র দিয়ে, এই আতসবাজী ছাড়লে যখন দেখ্‌বো, "জয় সৎনাম" বলে সৎনামী কেল্লায় সেঁধুলো, তখন আমাদের কাজের আসান। চিল্লো না—চুপি চুপি চলো।

[চরণদাস ও কতিপয় সৎনামীর প্রস্থান।

(ফকিররামের প্রবেশ)

পরশু। ফকিররাম প্রভু কোথায়?

ফকির। এই যে বাবা, এইখানেই আছি।

পরশু। মহাশয়, লুক্কায়িত হয়েছিলেন কেন?

ফকির। বাপু, আমি এলে কি চরণের মুখে কথা সর্‌তো। আমি যে কথা কইতেম, তাতেই বল্‌তো—'হাঁ তো বটে—তাই তো বটে!'

রণেন্দ্র। প্রভু, এর কারণ কি? এমন কার্য্য-কুশল ব্যক্তি তো আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু আপনার সহিত এঁর প্রথম দর্শনে আমার এঁকে নির্ব্বোধ ব'লে বোধ হয়েছিল। মহাশয় যা বলেন, বুঝুন, আর না বুঝুন, যা তা একটা সায় দেয়।

ফকির। চরণদাস একজন মহাপুরুষ। কি জানি, কেন আমায় গুরু জ্ঞান করে, আমি ওর শিষ্যানুশিষ্যের উপযুক্ত নই। আমায় গুরু-জ্ঞানে দাসভাবসিদ্ধ মহাপুরুষ, আমি যা বলি, বেদবাক্য জ্ঞান করে। বহু জন্ম সাধনে এরূপ দাস্যপ্রেম উদয় হয়। কিন্তু চরণদাস যথার্থ ভগবানের চরণদাস,—ভ্রান্তিশূন্য মুক্ত পুরুষ! বাবা, আমিও এগোই, রামচন্দ্রের সাগর-বন্ধনের সময় কাটবিড়ালী বালি মেখে গা ঝাড়া দিয়েছিল, আমিও সেতুতে দুটি বালি ফেলি।

পরশু। মহাশয়, আপনি আমাদের রুদ্র-অবতার হনুমান্‌।

ফকির। হাঁ বাবা, বলে না হোক্, বাঁদরে আক্কেলটা আছে বটে।

[ফকিররামের প্রস্থান।

রণেন্দ্র। অস্ত্রধারী শত জন আছি উপস্থিত;
দুর্গ রক্ষা করে দুই সহস্র মোগল,
বিংশতি বিধর্ম্মী এক বীরের বিরোধী।
হই অগ্রসর,
অন্য সৈন্য প্রতীক্ষায় নাহি প্রয়োজন—
কি জানি বিলম্বে যদি কার্য্য নষ্ট হয়।
পঞ্চজন আইস মোর সনে;
রজনীর আবরণে
প্রাচীর করিব উল্লঙ্ঘন।
রহ দুইজন বন্দিগণ রক্ষার কারণ।
অবশিষ্ট সৈন্য ল'য়ে ভ্রাতঃ পরশুরাঃ
দেহ-হান দুর্গের দুয়ারে।

পরশু। সুরক্ষিত উন্নত প্রাচীর,
পঞ্চজনে কেমনে করিবে আক্রমণ?
অমূল্য জীবন তব,
পতনে তোমার, সম্প্রদায় যাবে ছারখার।
প্রাচীর লঙ্ঘন যদি প্রয়োজন রণে,
দেহ আজ্ঞা দাসেরে তোমার,
যদ্যপি নিধন হই মোগল-সমরে,
ক্ষতিমাত্র না হইবে এ অধম বিনা।

রণেন্দ্র। চিন্তা দূর কর ধীর আমার কারণ।
আক্রমণে—দৈব-বিড়ম্বনে—এ দেহ-পতনে,
সেনা সৃষ্টি হইবে শোণিতে,
মম পঞ্চ সঙ্গী হবে পঞ্চশত জন
জানিহ নিশ্চয়,
প্রাকার হইবে অধিকার।

(যুবতীগণসহ পতাকা-হস্তে বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

যুবতীগণ। গীত।

নীরবে বহিছে যামিনী।
দূর দুর্গে অরি, চল লো ত্বরাত্বরি;
দামিনী-গামিনী কামিনী॥

গর্ব্বভরে উড়ে মোগল-ধ্বজা,
প্রাণভয়ে কাঁদে বন্দী প্রজা ;
চলো মুক্ত করি স্মরি শক্তিভুজা,
রক্তধারে হবে মাতৃপূজা ;
বিধর্ম্মী-কেতন চূর্ণিত চরণে,
উদিবে জাতীয় পাতাকা গগনে ;
আসন্ন আহব, গৌরব-উৎসব,
রণ-উন্মাদিনী, মত্ত আমোদিনী,
ভৈরবী-সহচরী ভারত-ভাবিনী ॥

বৈষ্ণবী। শুভকার্য্যে বিলম্ব কি হেতু !
চলো দুর্গ অধিকার এখনি হইবে।
কার সাধ্য নিবারিবে সৎনামী-প্রভাব।
এসো এসো !

[যুবতীগণসহ বৈষ্ণবীর প্রস্থান

রণেন্দ্র। নিঃশব্দে এ বনপথে হও অগ্রসর,
আগে আগে যায় ভীমা সংহাররূপিণী,
হও অনুগামী,
কর সৈন্য চালিত হে ভ্রাতঃ !
আইস কেবা যাবে মোর সাথে।

[দুই জন সৎনামী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

১ম সৎ। আমরা যুদ্ধে যেতে পেলেম না।

২য় সৎ। চল্ না, ঐ ক ব্যাটাকে কেটে ফেলে চলে যাই।

১ম সৎ। না না, রণেন্দ্র ঠাকুর তা হ'লে প্রাণ-বধ কর্‌বেন।

২য় সৎ। আরে বুঝিস্ নে, বৈষ্ণবী দেবী খুব খুসী হবেন।

১ম সৎ। ছ্যাখ, হিন্দু হ য়ে কথা দিয়েছে, হিন্দুর কথা মিথ্যা হবে। হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি তো আছেই। আমার বউ আর আমার মেয়ের হাতে দু'খানা তলোয়ার দিয়ে আমরা যুদ্ধে যাই চল। তুই থাক্, আমি ডেকে আনি গে।

[প্রথম সৎনামীর প্রস্থান।

২য় সৎ। একটু লুকিয়ে থাকি ;—আমরা চলে গেছি মনে ক'রে যদি পালাবার চেষ্টা করে, তখনই কোপাবো, কিছু দোষ হবে না।

[দ্বিতীয় সৎনামীর প্রস্থান।

———

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

দুর্গস্থ কারতলফ খাঁর গৃহ-সম্মুখ।

গুলসানা ও কারতলফ খাঁ।

গুল। পিতা, দেখো—দেখো,
দুর্গের মাঝারে উঠেছে আতসবাজী,
অগ্নিবর্ণে 'সৎনাম' লিখিত।

কারতলফ। দুর্গমাঝে
শত্রু আসি পশেছে নিশ্চিত।

গুল। পিতা পিতা,
দুর্গদ্বারে নেহার অনলশিখা।

কারতলফ। দেহ তরবারি,
বিপক্ষ করেছে আক্রমণ।

গুল। (তরবারি প্রদান করিয়া) এসো পিতা,
করি পলায়ন,
নহে সুলক্ষণ—চৌদিকে অনল !
হত যত প্রহরী নিশ্চয়,
কৌশলে করেছে রিপু দুর্গ করগত।
সৈন্যগণ নিদ্রিত সকলে,
নিশ্চয় এ দুর্গ তাত শত্রু-করগত।
রাখ মিনতি কন্যার,
এসো গুপ্তপথে দুর্গ হ'তে করি পলায়ন।

কারতলফ। দুর্গে অরি পশেছে নিশ্চয়।
গুপ্তপথে করহ প্রস্থান।

গুল। পিতা পিতা, তুমি এসো সাথে।

কারতলফ। মুসলমান ধর্ম্ম পরিহার
করিবে কি জনক তোমার ?
পলাইবে হিন্দু-ভয়ে ?
যাও, পিতৃবাক্য করো না হেলন।

(রণেন্দ্র, ফকিররাম ও একজন সৎনামীর প্রবেশ)

রণেন্দ্র। ত্যজ অস্ত্র, নহে যাবে প্রাণ।

কারতলফ। তিন জন কাফেরে না
ডরে মুসলমান।
দেখ,
ইসলাম-আশ্রিত প্রাণ ত্যজে কি প্রকারে ?

রণেন্দ্র। কেহ অস্ত্র করো না আঘাত।
শুন মুসলমান,

হয় যদি মম পরাজয়,
রহিবে তোমার এই দুর্গ অধিকার।
শুন হে সৎনামীগণে,
পরাস্ত যদ্যপি করে মুসলমান বীর,
জানাইও পরশুরামে মিনতি আমার,
উদ্ধার করিয়ে বন্দিগণে,
যান সবে দুর্গ ত্যজি।
পণ মম—
সৎনামী ত্যজিবে দুর্গ মম পরাজয়ে।

কারতরফ। আপনি আমার অস্ত্রের যোগ্য বটেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনার ন্যায় সৎনামী কয় জন আছে?

রণেন্দ্র। অনেক! আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধম।

কারতরফ। বীরবর, যদি সত্য হয়, মুসলমানের বিপদ্ বটে। আসুন, আমি প্রস্তুত।

(উভয়ের যুদ্ধ, কারতরফ খাঁর নিরস্ত্র হওন ও রিক্তহস্তে আক্রমণোদ্যোগ)

রণেন্দ্র। বীর, তব যৌবন অতীত,
বলহীন বাহু তব বার্দ্ধক্যবশতঃ;
মুষ্ট্যাঘাতে অস্ত্র নাহি হবে নিবারণ,
বন্দী হও, ক্ষমা দেহ রণে।

কারতরফ। বন্দী হবে মুসলমান
কাফেরের করে?

ফকির। সত্য, মরো তবে।

(ফকিরের অস্ত্রাঘাত ও কারতরফ খাঁর পতন)

রণেন্দ্র। কে তুই পামর?

ফকির। বাবা, আমি ফকিররাম।

গুল। হা পিতঃ! (মৃত পিতৃদেহ কোলে করিয়া উপবেশন)

রণেন্দ্র। প্রভু, এরূপ অন্যায় কার্য্য আপনার দ্বারা সম্ভব, তা আমি জান্‌তেম না।

ফকির। বাবা, তুমি নেতা, অন্যায় কার্য্য ক'রে থাকি, আমার প্রাণবধ করো। আমাদের ন্যায়-অন্যায় আর এক রকম। যদি তোমার একলার চেষ্টায় দুর্গ অধিকার হতো, তা হ'লে বীরত্ব জানিয়ে যদি প্রতিজ্ঞা করতে যে, তোমার পতনে মুসলমানের দুর্গ অধিকার থাকবে, তথাপি সৎনামের কার্য্য হতো না। চন্দনদাস দোর খুলে রাখলে, অস্ত্রাগার অধিকার করলে, বন্দী যুবাগণকে মুক্ত ক'রে, যুদ্ধে যোগ দিতে অস্ত্র দিলে, পরশুরাম স্বদলে প্রাণপণে যুদ্ধ করলে,—তুমি এসে বীরত্ব জানালে যে, তোমায় পরাস্ত করলেই দুর্গ ছেড়ে যেতে হবে! দেখ বাবা, এই অহঙ্কারেই ভারতের পতন হয়েছে। বীরত্ব ক'রে রাজপুতেরা বারুদ ব্যবহার করতে চান নাই; দূর হ'তে শত্রু বধ করলে বীরত্বের পরিচয় দেওয়া হবে না। আর মুসলমানেরা ঘুমন্ত লোকের বুকে ছুরিও চালালে, আর বীরত্বের গর্ব্ব না ক'রে কামানও চালালে। হিন্দুরা বীরত্ব ধুয়ে খেলেন! রাজ্য দিলেন, ভগ্নী দিলেন, কন্যা দিলেন। কিন্তু মুসলমানেরা আর এক রকম বোঝে। এই যে দুর্গ-অধিকারী, একে কি ভীরু দেখলে? যদি পিস্তল সঙ্গে থাকতো, তোমায় গুলী চালাতো। মুসলমানের গুণ কি জানো? তারা কার্য্য চায়, আত্মগৌরব খোঁজে না। ছলে বলে কৌশলে বাদসার কার্য্য হ'লেই হলো। তোমার মত বীরত্বের পরিচয় দেয় না। তোমার যদি নিজের বাহুবল পরীক্ষা করতে সাধ থাকে, তা অতি সহজ;—রাজ্য জয় করে, দশ বিশ জন মুসলমানকে একা আক্রমণ করলেই হ'ল।

রণেন্দ্র। মহাশয়, আপনার কি আজ্ঞা, মুসলমানের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে?

ফকির। না,—হিন্দুর কর্ত্তব্য সাধন করতে হবে। বাঙ্গলায় এক বার কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণ শুনেছিলেম। তাতে রামভক্ত হনুমন্ত কৌশলে রাবণের মৃত্যু-বাণ হরণ করেছিলেন। কৃত্তিবাস কবির সার্থক কল্পনা। রামভক্ত কপীশ্বর হিন্দুর আদর্শ হওয়া উচিত। রামকার্য্যে, ধর্ম্মের কার্য্যে এইরূপ আত্মাভিমান ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। বাপু, আমরা বুড়ো-হাবড়া, এই রকমই বুঝি। আর একটা মনের পাপ তোমায় বলি, আমি তলোয়ার খুলে প্রস্তুত ছিলেম। যে মুহূর্ত্তে বুঝ্‌তেম যে, দুর্গাধিকারী মোগল তোমা [illegible]

তৎক্ষণাৎ তার শিরশ্ছেদ কর্‌তেম।
তোমার পণে সৎনামীর কার্য্যের ব্যাঘাত
কর্‌তে দিতেম না।

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। এসো এসো,—
সহস্র মোগল বন্দী সৎনামী-সমরে।
আছি সবে আজ্ঞা প্রতীক্ষায়
বিধর্ম্মীর বধিতে জীবন।
আজ্ঞা দেহ দহিতে অনলে,
হিন্দু-মনস্তাপ হবে কিঞ্চিৎ শীতল।
এ কি! কেবা এ বিধর্ম্মী নারী!

(ফকিররামের প্রতি)

প্রভু, অস্ত্র-করে তুমি উপস্থিত,
মুক্ত অসি রণেন্দ্রের করে,
বুঝি এই বিধর্ম্মী দুহিতা,
পিতৃশোকে পরিত্রাণ করহ ইহারে।
রণেন্দ্র। বৈষ্ণবী, ভগিনী,
প্রফুল্ল কমল সম তুমি।
বন্দী মুসলমানগণে করিলে নিধন,
হিন্দু সনে বিধর্ম্মীর প্রভেদ কি রবে?
শুন পুনঃ—যুক্তিসিদ্ধ নহে এই নিষ্ঠুরতা।
হয় যদি মোগলের এরূপ ধারণা,
অস্ত্রত্যাগে নাহি পরিত্রাণ,
এক প্রাণী জীবিত থাকিতে
রণ না করিবে পরিহার।
বৈষ্ণবী। শুন শুন, ইতিহাস করহ স্মরণ।
অভয় প্রদানি পুনঃ মুসলমানগণ,
বন্দী করি বধিয়াছে হিন্দুর জীবন।
যেই অস্ত্রধারী করে অস্ত্র পরিহার,
ধিক্ জীবনে তাহার!
ভীরু জন রাখিতে জীবন,
অস্ত্র ত্যাগ করিবে নিশ্চয়।
শতবার বিধর্ম্মীর শঠতা আশ্বাসে,
প্রাণভয়ে অস্ত্র ত্যজি লইয়ে শরণ,
কাপুরুষ সম হত বন্দী হিন্দুগণ।
ভীরু ত্যজে অস্ত্র তার প্রকৃতি-প্রভাবে।
কৌমার। মাতার আজ্ঞা কর না লঙ্ঘন,
শোণিত-পিয়াসী ভীমা!
কর ভাই মমতা বর্জ্জন,
দেহ আজ্ঞা মোগল-নিধনে;
কহ কারে বধিতে এ শত্রুর দুহিতা।
রণেন্দ্র। দেখ, দেখ, বিমলিনী বালা
উন্মত্তা জনক-শোকে।
হের বিবশা কামিনী,
মুক্তার শ্রেণী ঝরিতেছে দু'নয়নে!
ক্ষান্ত হও, চল ভগ্নি,—
বন্দীর সম্বন্ধে আজ্ঞা দিব যুক্তিমত।
বৈষ্ণবী। ভ্রাতা, মমতা নিষেধ জননীর।
করিলে যখন তুমি মুকুট গ্রহণ,
মেঘাবৃত হয়েছিল জননী-বদন;
আজি দূরদৃষ্টে নেহারি সে মেঘ-ছায়া।
কে জানে কি অঙ্কুরিত হয় কোন বীজে।
সৎনামের কাজে,
নারী-হত্যা-ঘৃণা ত্যাগ কর বীরবর!
রণেন্দ্র। ভগিনী—ভগিনী,
অবলা নিধন নাহি প্রয়োজন।
বন্দী রবে,
অনিষ্ট কি হবে এই মুসলমানী হ'তে?
চলো।

[বৈষ্ণবী ও গুলসানা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বৈষ্ণবী। (স্বগত) নারী হতে অনিষ্ট কি হবে?
রণ তবে কাহার সৃজন?
বীর হয় ভীরু নর কার প্রেম-আশে?
শত যোধে একা রোধে কার রক্ষা হেতু?
কার প্রেমে সন্তানের মায়া,
পুত্রে করে জীবনের সম্পত্তি অর্পণ?
ফেরে নর কাহার ইঙ্গিতে?
ভাই' রমণীরে ক'র ঘৃণা!

[গুলসানার প্রস্থান।

নেতা-বাক্য করি অতিক্রম—
বধিব এ নারীর জীবন।
(চমকিত হইয়া) চতুরা কুমারী,
পলায়েছে শোক পরিহরি।
অতি সুচতুরা, বুঝিয়াছে মনোভাব।
প্রাণভয়ে রমণী করেনি পলায়ন।
তা হইলে যুদ্ধকালে,
পিতার পশ্চাতে রহিত না কদাচিৎ;
বসিত না মৃত পিতা ল'য়ে কোলে।

প্রতিবিধিৎসার হেতু করেছে প্রস্থান!
প্রতিবিধিৎসার অগ্নি রমণী-হৃদয়ে!
শত্রু নাহি করিয়া নিধন,
কৌমারী মাতার আজ্ঞা হয়েছে লঙ্ঘন;—
বীজ হ'তে শত্রুনাশ আদেশ তাঁহার।
হে রণেন্দ্র, সংশয় জন্মায় হৃদে মমতায় তব;
মমতায় প্রেমের সঞ্চার।
প্রেমের সঞ্চার হলে সৎনামী-হৃদয়ে,
সৎনামী-আশ্রয়দাত্রী কৌমারী জননী,
নিজ বল করিবেন হরণ অভয়া।
অল্প সৈন্য কি করিবে মোগল-বিগ্রহে,
সৎনামীর হইবে সংহার।
হে রণেন্দ্র, বীর তুমি,
কিন্তু হেরি হৃদয় মমতাপূর্ণ তব।
কোমলতা—প্রেমে পাছে হয় পরিণত,
আশঙ্কায় হয় মম চিত্ত বিচলিত।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

নিভৃত স্থান।

গুলসানা ও করিম।

গুল। করিম,বাদসার ধনাগারে নাহি সে রতন,
সমতুল হয় যাহে প্রভুভক্তি তব!
যবে দুর্গের চৌদিকে অগ্নি জ্বালিল কাফের,
প্রভুকন্যা রক্ষার কারণ—
উপেক্ষি জীবন—
অনলের মুখে মোরে করিয়াছ ত্রাণ,
নহে গুপ্তপথে ভস্ম হতো কায়া।
বহু রত্ন আনিয়াছি আসিবার কালে,
লক্ষ মুদ্রা মূল্য হবে তার,
করহ গ্রহণ।
করিম। বিবি,
নফর করেছে নিজ কর্ত্তব্য সাধন,
পুরস্কার কিবা তার আর? -
তোমারে লইয়ে যবে দিল্লীতে পৌছিব,
তবে হব নিশ্চিন্ত-হৃদয়;
সে সময় দিও পুরস্কার।
হেথায় অপেক্ষা নহে কদাচ উচিত।
মুসলমান বলি কেহ পারিলে জানিতে,
তখনি বধিবে প্রাণ।
হিন্দু সম পরিচ্ছদ করেছ ধারণ,
কিন্তু অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি কাফের দুর্মন।
গুল। করিম,
আমি তব প্রভুর কুমারী;
কর্ত্তব্য তোমার—মম আদেশ পালন।
যাও লও এ রতন,
চিন্তা ত্যজ আমার কারণ।
মহম্মদীয় ধর্ম্ম-অনুবর্ত্তী এ অধীনী,
দেখে যাব পিতৃহত্যা কাফেরের করে,
বিনা প্রতিশোধ-দানে?
করিম। সাহেবজাদি,
গোলাম কদাপি নাহি যাবে তোমা ছাড়ি।
ছিল মনে, নিরাপদে রাখিয়ে তোমারে,
যত্নবান্ হব দুষ্ট কাফের-নিধনে।
অর্থ তব প্রয়োজন,
বহু কার্য্য সিদ্ধ হয় অর্থের প্রভাবে।
রহিল এ রত্ন মম পাশে,
হবে ব্যয় প্রতিবিধিৎসার প্রয়োজনে।
গুল। সত্য তব বাণী।
দুর্গ হতে করি পলায়ন,
জনশূন্য যে কুটীরে লইনু আশ্রয়,
রহ তথা।
আজি হ'তে পরিচয় তব,
বিদেশী জনেক হিন্দু তুমি।
আমি করিব কি ভাণ,
পরে জানাবো তোমায়।
করিম। বিবি, সেলাম।

[করিমের প্রস্থান।

গুল। হেরিলাম পতাকাধারিণী—
রমণী সে বীরবালা!
শুনিলাম দুর্গ-মাঝে অগ্রে পশিয়াছে,
রমণী হিন্দুর নেতা!
আমিও রমণী,
লভিয়াছি মুসলমান-ঔরসে জনম,
তবে কেন না করিব বৈরি-নির্য্যাতন?

দেখিলাম কোমলতা আছে প্রাণে।
পারি যদি
কটাক্ষ-সন্ধানে বিদ্ধ করি তার হৃদি।
বন্দী করি প্রেমের বন্ধনে,
ল'য়ে যাব সম্রাট্-সদনে,
পিতৃহত্যা প্রতিশোধ করিব প্রদান।
মুসলমান-নারী
পরিচ্ছদে কেহ না বুঝিবে।
আসে কা'রা এ নির্জ্জন স্থানে?
রহি গুল্ম-অন্তরালে। (লুক্কায়িত হওন)

(রণেন্দ্র ও ফকিররামের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। প্রভু, নেতাপদ অন্যজনে করুন প্রদান,
আমি হই অধীন তাহার।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ করিতে নিপাত,
অধম, অক্ষম হেন আদেশ প্রদানে।
বন্দিগণে আশ্বাসবচনে
অস্ত্র ত্যজিয়াছে করি হিন্দুরে প্রত্যয়;
হিন্দু হ'য়ে নিজবাক্য কিরূপে ফিরাব?

ফকির। বাপু, তোমার মনে কি ধারণা যে, ধর্ম্মবিপ্লবের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অবতার হয়েছিলেন? অশ্বত্থামা পাণ্ডবের গুরুপুত্র, অমর, তার প্রাণবধ হবে না, তাই বধ করেন নাই, কিন্তু নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রদানে তার শিরোমণি ছেদন করেছেন। এ দারুণ যন্ত্রণা অপেক্ষা মৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। ধর্ম্মাশ্রিত পাণ্ডব এ কঠিন কার্য্য ক'রে কি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েছিল? তুমি কি ভাব যে, মোগলেরা যদি কোন হিন্দুকে বন্দী করতে পারে, তা হ'লে কি নিষ্কৃতি দান করবে? কখনও করেছে?

রণেন্দ্র। হিন্দুর আদর্শ নহে মোগল কখনো।
মহাপাপ শরণাগতের প্রাণনাশে!
দয়া প্রদর্শন---কার্য্যে প্রয়োজন।
জানে যদি নিশ্চয় মরণ,
অস্ত্র-ত্যাগে নাহি অব্যাহতি,
মরণ সংকল্প করি করিবে সংগ্রাম।
দুর্দ্দম হইবে সবে।

ফকির। বন্দী মোগলেরা কি শরণাগত? অস্ত্র দিলে কি মোগল-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? কৃপা করলে কি তারা বন্ধু হবে? কায়মনোপ্রাণ অর্পণ করে যে শরণাগত হয়, হিন্দুর সে অবধ্য বটে। আর একটা যুক্তি বড় বার করেছো।—মরণ সংকল্প ক'রে যুদ্ধ করবে, এ এক রকম বোঝান বটে। কিন্তু আর এক রকম বুঝে দেখ দেখি।—যদি বোঝে যে, পরাজয় হ'লে অস্ত্র-ত্যাগেও প্রাণরক্ষা হবে না, একটু জোর আক্রমণ দেখ্‌লে তো বিনাযুদ্ধে পলাতে পারে। যেমন মোগল-ভয়ে হিন্দুরা তলোয়ার ভেঙ্গে ফেলে ছুট দেয়। আরও বোঝ—মুসলমান অসংখ্য। কৌমারীর প্রসাদে বার বার যদি তোমার জয়লাভ হয়, সহস্র সহস্র মোগল যদি বন্দী করতে পারো, তাদের কোথায় স্থান দেবে? যে অর্থ সঞ্চয় হয়েছে, তা দ্বারা সৎনামী-সৈন্যের কষ্টে আহার দিতে পারবে, বন্দীদের কি দেবে? রণব্যয়ের অর্থে কি বিধর্ম্মীর ভোজ হবে? বন্দীর রক্ষার জন্য কত সৎনামী রেখে যাবে? মোগল-সমরে এক ব্যক্তিকেও গৃহে রাখ্‌লে চলবে না। কৌমারীর প্রসাদ-মুকুট গ্রহণ করেছো; মুসলমানের মমতায় সৎনামীর সর্ব্বনাশ ক'রে সে মুকুট পরিত্যাগ করো না।

রণেন্দ্র। প্রভু, আপনার বাক্য শিরোধার্য্য। আমি আদেশ দিলেম। কৃপা ক'রে আদেশ দিন, আমি এই স্থানেই থাকি। মার্জ্জনা করুন, সে দৃশ্য আমি দেখ্‌তে পারবো না।

ফকির। দয়া অতি উচ্চ গুণ। কিন্তু জেনো, নির্ম্মম মুক্তপুরুষ ব্যতীত দয়ার প্রকৃত অধিকারী কেহ হয় না। সামান্য হৃদয়ে কামবৃত্তিও কখনো দয়ার আকার ধারণ করে। তোমার মনস্তুষ্টির জন্য, তোমার কথা রক্ষা ক'রে, একাদশজন যারা প্রথমে অস্ত্রত্যাগ করেছিলো, তাদের প্রাণদণ্ড হ'তে নিষ্কৃতি দেবো।

[প্রস্থান।

রণেন্দ্র। ঘোরতর নিষ্ঠুর আচার,
হৃদিকম্প হয় মম।
পিশাচের সম আচরণ—

মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন—
অস্ত্রহীন অরাতির নাহিক নিষ্কৃতি!
অন্যজন এ মুকুট করিলে ধারণ,
না করিতে হ'ত—হত্যাকার্য্যে আজ্ঞা দান।

(গুলসানার প্রবেশ)

গুল। প্রভু, প্রভু, বোধ হয় আপনি কোন
সৎনামী বীরপুরুষ। দাসীকে বলুন,
আত্মহত্যায় কি সৎনামীর পাপ আছে?
রণেন্দ্র। কে তুমি?
গুল। দাসী অতি অভাগিনী!
বিমলা অমলা নামে যমজ ভগিনী,
প্রসবি জননী মৃত সূতিকা-আগারে।
কত যত্নে পিতা দোঁহে করিলা পালন।
আমি অগ্রে ভূমিষ্ঠা অমলা জন্মে পরে,
সে কারণ দিদি ব'লে করে সম্ভাষণ।
একক্ষণে যদিও জনম,
তথাপি বালিকা বলি জ্ঞান হয় তারে।
যদবধি জ্ঞানোদয় মম,
জ্যেষ্ঠা সম করিয়াছি ভগ্নীরে যতন।
পিতৃদেব লোকান্তর-গমন সময়,
স'পিলেন হাতে হাতে ভগ্নীরে আমার।
নন্দিনী সমান সেই ভগিনী আমার,
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম করিয়ে বর্জ্জন,
মহম্মদীয় ধর্ম্মে চাহে হইতে দীক্ষিতা।
কহে, 'হিন্দুধর্ম্ম প্রেত-উপাসনা,
মহম্মদীয় ধর্ম্ম মাত্র সার।'
বুঝি মতিগতি, কহিলাম করিয়া মিনতি,—
'নহে তো বিধান, নিজধর্ম্ম সহসা বর্জ্জন!
তর্ক কর পণ্ডিতের সনে।
মহম্মদীয় ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ করিতে স্থাপন,
পার যদি পণ্ডিতগণেরে পরাজয়ি,
মুসলমানধর্ম্ম-দীক্ষা করিও গ্রহণ,
নিবারণ করিব না আর।'
বাক্য মম অমলা মানিল,
সগর্ব্বে কহিল,—
'ভাল ছয়মাস অপেক্ষা করিব,
আন কেবা শাস্ত্র-সুপণ্ডিত,
ঈশ্বরের বাণী, বেদ অথবা কোরাণ।

রণেন্দ্র। অদ্ভুত রমণী! কোথা ভগ্নী তব?
গুল। নানা দেশ করি পর্য্যটন,
না পাইনু শাস্ত্রজ্ঞ এমন পরাজিবে অমলারে,
আসিয়াছি শেষে এ প্রদেশে।
সপ্তাহে হইবে সেই সময় অতীত।
ইতিমধ্যে না হইলে তার পরাজয়,
প্রাণসমা সহোদরা ধর্ম্মভ্রষ্টা হবে।
হায় হায়, কলঙ্কিত হইবেন পিতৃদেবগণে।
বৃথা স্নেহময় পিতা করিলা পালন,
নারিলাম অনুরোধ রাখিতে তাঁহার।
শ্রেয়ঃ এ জীবন বিসর্জ্জন!
অন্য কিবা প্রায়শ্চিত্ত কহ মহামতি?
রণেন্দ্র। অবলারে বুঝাইতে কেহ না পারিল?
সোদরা তোমার হেন তর্ক-সুনিপুণা?
বিচার কি করিয়াছে সৎনামীর সনে?
গুল। না, পোড়া অদৃষ্টের দোষে
পাই নাই সৎনামী পণ্ডিত-দরশন।
রণেন্দ্র। ত্যজহ বিষাদ,
শাস্ত্রজ্ঞ সৎনামী তারে বুঝাবে নিশ্চিত।
গুল। দেব, তব আশ্বাস-বচনে
মৃতদেহে হয় মম জীবন-সঞ্চার।
বহুগুণসম্পন্না ভগিনী।
রূপবতী গুণবতী সোসর তাহার
নাহি কোন সম্রাট্-ভবনে।
দেব, রহে যেন দয়া এ দাসীর প্রতি;
কার্য্যে ব্যাপ্ত রহি যেন না হও বিস্মৃত।
রণেন্দ্র। গৃহে যাও, ভেবো না সুন্দরী।
গুল। প্রণাম চরণে।

[রণেন্দ্রের প্রস্থান।

গুল। বিস্তার করেছি মায়াজাল।
দুর্ভেদ্য নারীর মায়া জান না সৈনিক!
শাস্ত্রজ্ঞ কাহারে পাঠাইবে?
আপনি আসিবে!
মুখে হাসি, চোখে জল বিবশা ব্যথায়,
রুক্ষকেশা দয়া-আকাঙ্ক্ষিনী,
জানু পাতি করজোড়ে করিয়ে মিনতি,
মুখ তুলি চাহিব বদনপানে!

দাসী হব প্রতিহিংসা-তৃষা ত্যজি।
বিকসিত কানন-কুসুম,
সৌরভ প্রদান' অঙ্গে মম ;
চন্দ্রমা, জ্যোৎস্না কর দান ;
পাপিয়া বুল বুল, রবে যায় হয় প্রাণাকুল,
ঋণ দেহ সে স্বরলহরী ;
নবীন-নীরদ, ধারা দেহ দু'নয়নে ;
হাস বসি গোলাপ অধরে ;
এসো স্বর্গ হ'তে হাউরিমণ্ডল,
দেহ দেবদূতে ভুলাবার ছল,
ধর্ম্মাত্মা পিতার মৃত্যু দিব প্রতিশোধ !

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

রণস্থল।

রণেন্দ্র, পরশুরাম ও সৎনামীগণ।

রণেন্দ্র। শত শত্রু-দুর্গ করগত সৎনামীর।
এ প্রদেশে উঠিয়াছে বিধর্ম্মি আবাস।
এতদিন করিলাম যত শ্রম সবে,
বাল্যখেলা সে সকলি জেনো বন্ধুগণ,
উপস্থিত কার্য্য-তুলনায়।
হের দূরে সম্রাটের সেনা
সাগর-লহরী সম অগ্রসর রণে !
জমীদারগণ সবে নিজ দলবলে,
সম্মিলিত সম্রাট্‌বাহিনী-সনে।
বিষণ সিং কুলাঙ্গার রাজপুত-বেষ্টিত
চালিছে মোগল-অনীকিনী।
দক্ষতায় নির্ম্মিয়াছে ব্যূহ।
মধ্যস্থল দৃঢ়ীকৃত গোলন্দাজগণে,
দক্ষিণে পদাতি চমূ, বামে আসোয়ার।
পঞ্চাশৎ সহস্র অধিক এ অরাতি,
হিন্দু দশ সহস্র আমরা,
এস, বীরদম্ভে করি আক্রমণ।
শত জন সহ রণ করি জনে জনে,
বার বার জিনেছি সমর।
এবে পঞ্চগুণ মাত্র শত্রুসেনা,
কিন্তু সুশিক্ষিত—
বহু রণে পরীক্ষিত সবে—
বহু আয়াসের প্রয়োজন।
হের ঐ উড্ডীন পতাকা ;
ধূমকেতু সম ভাতে গগনমণ্ডলে,
আসিতেছে বৈষ্ণবীর সেনা।
রাজপুত্রগণ, সংহতি স্বগণ,
আগুয়ান বৈষ্ণবী-পশ্চাতে,
আক্রমিবে অরি-মধ্যশ্রেণী।
ভ্রাতঃ পরশুরাম,
যাও তুমি রোধ আসোয়ারে,
বৈষ্ণবীর পার্শ্ব নাহি করে আক্রমণ।
রোধি আমি পদাতিকগণে।

পরশু। ভাই,
সহস্র আসোয়ার আছে অধীনে আমার,
রোধিব বিপক্ষগণে পঞ্চশত জনে।
পদাতিক আক্রমণে
বহু সৈন্য হবে প্রয়োজন ;
মম অর্দ্ধ সেনা তব রহুক সংহতি।

রণেন্দ্র। অরি-সমাবেশ ভাই কর নিরীক্ষণ।
বৈষ্ণবীর সেনা
মধ্যভাগ ভেদিবারে করিছে উদ্যম।
পার্শ্ব যদি আসোয়ার করে আক্রমণ,
হিন্দুসেনা পরাস্ত হইবে।
প্রাণপণে রোধ আসোয়ারে।
পার যদি বিমুখিতে বিপক্ষ-সোয়ার,
পার্শ্ব হ'তে মধ্যভাগে দিও হানা।
তখনি হইবে রণজয়,
অর্পিত তোমার করে জয় পরাজয়।

পরশু। যাই বীর,
সম্মানিত তোমার আদেশে।

[প্রস্থা

রণেন্দ্র। হের বীরগণ,
দুরাত্মা বিষণ
অশ্বপৃষ্ঠে পদাতিক করে উত্তেজিত,
বৈষ্ণবীর পার্শ্ব [illegible]

উপস্থিত হেতা মোরা পঞ্চশত জন,
পঞ্চ সহস্রেক মাত্র চালিছে বিষণ,—
উড়াইব বাতে তুলা সম।

সকলে। জয় জয় সৎনামের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

(যুবতীগণসহ বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। দেখ দেখ রণ-উন্মাদিনী
কৌমারীসঙ্গিনী!
ভেদি মধ্যদেশ,
দুর্দ্দম সৎনামীশ্রেণী করিছে প্রবেশ।
পথ-প্রদর্শিনী সমর-অঙ্গনা তোরা সবে,
ছারখার এখনি হইবে মধ্যদেশ।
হের দূরে প্রায় পরাজিত হিন্দু অশ্বারোহী;
চল, করি আদর্শ প্রদান,
দিতে হয় মোগলে কিরূপে বলিদান।

যুবতীগণ। জয় কৌমারীর জয়!

[সকলের প্রস্থান।

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। বৈষ্ণবীর ধরি অবয়ব,
সাক্ষাৎ কি সমরে কৌমারী!
যথা রণ-সন্ধি তথা ভীমার উদয়;
সূর্য্যোদয়ে তমঃ নাশ প্রায়,
বিধর্ম্মী নিহত তথা।
ধাইছে ভীষণা,
নদী অতিক্রমি আক্রমিতে বিষণের দল।
চল শীঘ্র ভীমার পশ্চাতে।

[সকলের প্রস্থান।

(একজন সৈন্যের সহায়ে আহত অবস্থায় পরশুরামের প্রবেশ)

সৈন্য। বীরবর, হও স্থির হয়েছে সমর জয়।

পরশু। ত্যজ মোরে বন্ধু যদি তুমি,
দেহ প্রাণ ত্যজিতে আহবে।
নহে মহা ভার, আমি কুলাঙ্গার,
পড়িলাম অস্ত্রাঘাতে মুমূর্ষু হইয়ে।
পশিয়াছে বৈষ্ণবী সমরে,
একাকিনী যুঝে বামা মোগল-মাঝারে!
দেহ মোরে যাইতে সাহায্যে তার।

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। শত শত জনে বধিনু বিষণ জ্ঞানে,
কিন্তু সে দুর্জ্জন, মম অস্ত্রে পাইয়াছে ত্রাণ।
ঐ পুনঃ বাহিনী করিছে সমাবেশ।

[প্রস্থান।

পরশু। (উত্থিত হইয়া) কোথা আমি—
বৈষ্ণবী কোথায়?
ঐ শুনি সৎনামীর সিংহনাদ!
ঐ দূরে, বৈষ্ণবীর করে উড়িছে পতাকা।

[পরশুরাম ও পশ্চাতে সৈন্যের প্রস্থান।

(ফকিররাম ও চরণের প্রবেশ)

ফকির। বাবা চরণ, বুড়ো হাবড়া আমি,—ম'লে কি এলো গেলো বল? যাও বাবা, তুমি যুদ্ধে যাও। রণেন্দ্রের পাশে পাশে থেকো। ও প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে বিষণকে আক্রমণ ক'চ্চে। বাবা, ওর শত্রুর অস্ত্রের মাঝে বুক দাও গে। বাবা, কুণ্ঠিত হয়ো না, তোমার গুরুর আজ্ঞা।

চরণ। যে আজ্ঞে।

[চরণের প্রস্থান।

(একজন আহত সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য। জয় সৎনামীর জয়!

ফকির। বাবা, তোমার এত ফূর্ত্তি কেন? তোমার তো সাংঘাতিক অস্ত্রের আঘাত দেখ্‌ছি।

সৈন্য। তেমন সাংঘাতিক আঘাত নয়, যুদ্ধে জয় হয়েছে, সৎনামী বিজয়ী হয়েছে। সে যুদ্ধে যদি বিধর্ম্মীর অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়, এ অপেক্ষা আর বাঞ্ছনীয় মৃত্যু কি হবে।

[প্রস্থান।

(রণেন্দ্র, চরণ ও পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। ভাই, আমার মত অকর্ম্মণ্যকে আর কার্য্য-ভার দিও না।

রণেন্দ্র। বীরবর, বোধ হয় সুরাসুর তোমার অমোঘ বীর্য্যে ঈর্ষিত। একা তুমি অসাধ্য সাধন করেছ, শত অস্ত্রাঘাতে যুদ্ধে নিরস্ত

ফকির। পরশুরাম, তোমার বীর-কার্য্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তুমি কেন ক্ষুব্ধ হও ?

পরশু। বৈষ্ণবী কোথায় ?

চরণ। কোথায় কে আহত মুসলমান জীবিত আছে, ছুঁড়ী বুঝি তাই মড়া উট্‌কে দেখ্‌ছে, একটা খোঁচা দেবে।

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

এই যে।

বৈষ্ণবী। ভাই রণেন্দ্র, এখনও আমাদের কার্য্য-সিদ্ধি হয় নাই, আজ রাত্রেই আমরা অগ্রসর হই। যখন এই সম্রাট্‌-সৈন্য পরাজিত হয়েছে, তখন আগ্রার পথ মুক্ত। সম্রাট্‌-শিবিরে ভগ্ন-পাইক উপস্থিত হবার আগেই আমরা আগ্রা আক্রমণ করি।

রণেন্দ্র। যথার্থ বলেছ। চলো, সৈন্যদের আদেশ দিই, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ক'রেই অগ্রসর হোক্।

সকলে। জয় সৎনামের জয় !

[রণেন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(রণেন্দ্রের গমনোদ্যোগ, এমন সময় পশ্চাতে করিমের প্রবেশ)

করিম। মহাশয়, বিমলা দেবী আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন। আপনি আজ যদি তাঁর ভগ্নীর সহিত দেখা না করেন, তা হলে সর্ব্বনাশ, কাল তাঁর ভগ্নী মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করবেন।

রণেন্দ্র। (স্বগত) কি করি, প্রতিশ্রুত আছি, যাবো। সৈন্যদের অগ্রসর হ'তে আজ্ঞা দিয়ে, একবার দেখা করবো। তার পর দ্রুতগমনে সৈন্যের সহিত মিলিত হবো। কি করবো, বিশ্রাম করা হলো না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তুমি যাও, দেবী যে বনমধ্যস্থ শিবির দেখিয়েছিলেন, সেই-খানেই তো আছেন ?

করিম। আজ্ঞে হাঁ।

করিমের একদিকে ও রণেন্দ্রের অন্য দিকে প্রস্থান।

(ফকিররাম ও চরণের পুনঃ প্রবেশ

ফকির। বাবা চরণ, আমার কিছু মনটা উচাটন হয়েছে।

চরণ। আজ্ঞে তা হয়েছে।

ফকির। লোকটা কে ? রণেন্দ্রের সঙ্গে কথা কইলে, চেনো ?

চরণ। আজ্ঞে যেন চেনো চেনো কচ্ছি।

ফকির। সন্ধান নিতে পারো ? চুপি চুপি পা দেয়, একটা ছুঁড়ী ফুঁড়ি কোথায় পেয়েছে ঘাপ্‌টি মেরে আছে, নইলে ফুসফুসুনি খালি মরদে মরদে হয় না।

চরণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, বড় চুপিসারে কথা।

ফকির। তোমার বোধ হয় এ কি জাত ?

চরণ। আজ্ঞে তাই তো, কি জাত ?

ফকির। দেখ, হিন্দু তো নয়ই। একটু বাবরণের চালচুল দেখেছ ? ছেলাম করতে গিয়ে যেন নমস্কার করলে।

চরণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, ছেলাম কর্‌তে রুকেছিল

ফকির। যাও বাবা, তুমি সন্ধান নাও।

চরণ। যে আজ্ঞে ?

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সোহিনীর বাটীর সম্মুখ।

দ্বারদেশে গুলস্‌ানা দণ্ডায়মানা।

(সৎনামী-বালকগণের প্রবেশ)

(গীত)

ডন্ ফেলে খুব জোর করি আয় ভাই।
না হ'লে জোর, বেঁধে কোমর,
কি ক'রে করবো লড়াই॥
জোর না হ'লে গায়,
লড়াই দেখে ছুটে সে পালায়,
সে দুও খেয়ে যায় ;
খেলে না কেউ তারে নিয়ে,
তারে নিয়ে খেলতে নাই।

সে খালি করে ভয়, মিছি মিছি মিছে কথা কয়,
সে ভাল ছেলে নয় ;
ছি ছি এ মিথ্যেবাদী তালি দে বলে সবাই ॥

[বালকগণের প্রস্থান ।

(সোহিনীর বাটীর ভিতর হইতে আগমন)

সোহিনী। নিষেধ মা,
অজ্ঞের পশিতে এই পুরে।
সেই হেতু ভৃত্যগণে করেছে নিষেধ।
দেবস্থান —
অ াত পুরুষ নারী প্রবেশে মা মানা।
কে তুমি ?
কি কার্য্য মা মোর সনে ?

গুল। মা গো, বৈশ্যজাতি,
আগ্রায় আবাস আমার।
বাদসার অত্যাচার শুনেছ জননী।
রাজদূত আসি,
বন্দী করি পতিরে আমার—
লয়ে গেল বিনা অপরাধে।
জাতি রক্ষা হেতু,
আসিয়াছি সৎনামীআশ্রয়ে।
পতির বন্ধুর বাস আছিল নাড়োলে,
রহিলাম কয় দিন আশ্রয়ে তাঁহার।
অধীনীরে দয়া করি বান্ধব সুজন,
স্বামীর আনিতে তত্ত্ব করেন গমন।
মা গো,
নিদারুণ পত্র তাঁর পাইলাম কালি ;—
দুষ্ট জনে রাজদ্রোহী করিল প্রমাণ,
প্রাণবধ হয়েছে তাঁহার।
শুনি গো জননী,
মোগল-নিধন হেতু সৎনামী সজ্জিত।
আছে গো কিঞ্চিৎ অর্থ পতির অর্জ্জিত,
সৎনামীর সৎকার্য্যে করিব সমর্পণ,
বড় আকিঞ্চন মনে।
কৃতার্থ কর গো দুহিতায়,
যৎকিঞ্চিৎ অর্থ এই করিয়ে গ্রহণ।

হিনী। অর্থ দান,
যদি বৎসে বাসনা তোমার,
আছে নেতাগণ,,

গুল। কেবা নেতা জানিনে জননী।
করিয়াছি পণ, গৃহে নাহি করিব প্রবেশ—
পতির বিয়োগে—সন্ন্যাসিনী,
বিধবার আচরণ করিতে কামনা।
বহুমূল্য রত্ন এ সকল কোথায় রাখিব ?
কৃপা করি রাখ মাতা তোমার নিকটে।

সোহিনী। সত্য হেরি মহার্ঘ রতন এ সকল।
ভাল, রাখি আমি তব তুষ্টি হেতু।
কিন্তু যুবতী মা তুমি,
নিরাশ্রয়ে কোথায় রহিবে ?

গুল। মা গো,
এ সংসারে স্থান আর নাহি বহুদিন।
পতির পাদুকা হেতু অপেক্ষা আমার।
পাইলে পাদুকা,
বুকে ধরি অগ্নি-মাঝে করিব প্রবেশ।
ছিল সাধ, মোগল-বিনাশ দরশন।
কিন্তু নারী, নহি অস্ত্রধারী,
প্রতিবিধিৎসার সাধে দিয়ে জলাঞ্জলি,
অনলে তাপিত দেহ ঢালি,
জুড়াব গো দারুণ সন্তাপ।
হায় হায়, মনে সাধ হয়,
পারিতাম যদি অস্ত্র করিতে ধারণ,
বিধর্ম্মি-শোণিতে করিতাম পতির তর্পণ।

সোহিনী। তবে কেন অস্ত্র নাহি ধর ?
কি হইবে অনলে শরীর বিসর্জ্জনে ?
তোমা সম সৎনামী যুবতীগণে,
পতাকা ধরিয়ে করে,
অসুর-সংহারে যথা দেবী রণাঙ্গনা,
বিপক্ষশ্রেণীর মুখে হয় অগ্রসর।
জন্মভূমি-জননী কারণ,
বীর-ব্রতে কেন ব্রতী না হও যুবতী ?

গুল। মাতা, জানি না নিয়ম।
কেবা দেবে দীক্ষা মহাব্রতে,
কেমনে মিলিব যত বীরাঙ্গনা সনে ?

সোহিনী। দেখি বৎসে পতিব্রতা তুমি।
নাহি অপর নিয়ম।
যতদিন মহাকার্য্য না হয় উদ্ধার,
প্রণয় না পরশে অন্তরে।
যে রমণী [illegible]

গুল। কহ মাতা অদ্ভুত কাহিনী।
একত্র মিলিত রহে যুবক যুবতী,
প্রণয় সঞ্চার মনে অসম্ভব নয়।
কিন্তু দৃঢ়পণ যার,
প্রেমালাপে বিরত হইতে,
নহে বটে অসম্ভব তার।
কিন্তু মনে মনে জন্মিলে প্রণয়,
মন নয় বশীভূত,
অমঙ্গল ঘটিবে কি ? কহ গুণবতী !

সোহিনী। কৌমারী-আশ্রিত এই
সৎনামীবাহিনী ;
কৌমারীর প্রণয় নিষেধ।
কাহার' যদ্যপি দেখে প্রণয়-লক্ষণ,
তখনি বর্জ্জন করে তারে।
দৈব-বিড়ম্বনে, সাধারণ জনে
প্রেমে মুগ্ধ হ'লে ক্ষতি নাহিক অধিক
কিন্তু যেই নেতা সৎনামীর,
হয় যদি মন্মথ-পীড়িত,
ভঙ্গ হবে সৎনামীর ব্রত,
সর্ব্বনাশ হইবে নিশ্চয় !
করি কৌমারীর পূজা,
নেতা করিয়াছে শিরে মুকুট ধারণ
কলঙ্কিত যদি নাহি হয় সে হৃদয়,
ত্রিভুবনে নাহি পরাজয়।
শক্তিকরে আগে আগে ময়ূরবাহিনী,
ছারখার করিবেন বিপক্ষের শ্রেণী।

গুল। মাতা,
কোন্ মহাজন এই কার্য্যে নেতা ?

সোহিনী। রণেন্দ্র—কুমার সম নির্ম্মল-হৃদয়।

গুল। দাসীরে কি করিবে গ্রহণ ?

সোহিনী। কালি বৎসে, এসো এই স্থানে।
বুঝ নিজ মন,
দৃঢ় যদি হয় তব পণ,
দীক্ষা তবে করিও গ্রহণ।
দীক্ষিতা বিহনে মানা প্রবেশিতে পুরে ;
যাও তুমি অদ্য নিজ স্থানে।

[সোহিনীর প্রস্থান।

গুল। বুঝেছি বুঝেছি—কৃতকার্য্য হব,
অরিকুল নিশ্চয় নাশিব।
প্রেতিনী কৌমারী, মুকুট তাহার
চূর্ণ হবে নারী-পদাঘাতে।
আরে মূঢ়, আরে হীন পুরুষ দাম্ভিক,
ফিরিতেছ নারীর ইঙ্গিতে,
নারী নেতা তোর পতাকাধারিণী,
তবু অহঙ্কার মনে,
রমণীর প্রেম না স্পর্শিবে !
আরে বুঝেও বোঝ না,
প্রতিহিংসা নারীর কেমন !
অঘটন ঘটায়েছে নারী,
করিয়াছে অস্ত্রধারী ভীরু হিন্দুগণে,
তবু পণ—রমণীর প্রেম বিসর্জ্জন !
নহ স্বদেশ-বৎসল,
উত্তেজিত নহ সবে মাতৃভূমি হেতু !
ধিক্ ধিক্ ঘৃণিত কাফের,
ধাও রমণীর পাছু পাছু,
ঘৃণা লজ্জা না হয় উদয়।
আরে হীন-প্রাণ হিন্দুগণ,
দলিবারে চাহ মুসলমান—
কোরাণ জীবন যার !
যেই মুসলমান, ধর্ম্মবিস্তারের তরে,
চন্দ্রকলা-অঙ্কিত-পতাকা ধরি করে,
পৃথিবীর কাফের করেছে পদানত,
দ্বন্দ্ব তার সনে, রমণীর অঞ্চল ধরিয়ে !
ধিক্ তোর আস্পর্দ্ধায় সৎনামী-বর্ব্বর !

[প্রস্থান।

(করিমের প্রবেশ)

করিম। এই বাড়ীতে ভূতের পূজো হয়, গোড কেটে লোউ দিতে পারতেম্।

(চরণের প্রবেশ)

চরণ। আরে বাপধন, মুই কনে যাবো—মুই কনে যাবো ?

করিম। কে তুই ?

চরণ। হ্যাদে, মুই চাটগাঁ হ'তে আইচি, মুনিবের সাথে এইএ এলাম। হঁদুতে মুনিবডারে খুন কর্‌ছে, মুই পেলেইচি, দই বাবা !

করিম। তুই মুসলমান ?

চরণ। হ্যাদে তুই কেডা ? তুই মুসলমান নও ?

করিম। না, আমি হিন্দু।

চরণ। দোই আল্লা, পরাণটা বধিস্ না চাচা,--পরাণটা বধিস্ নে। মুইও ইঁদু—মুইও ইঁদু! ঝুট বল্‌চি, মুই মুসলমান লয়,—মুই মুসলমান লয়।

করিম। তুই কে, ঠিক বল্, যদি বাঁচ্‌তে চাস্; নৈলে আমি হিন্দু, তোরে এখনই কেটে ফেল্‌বো।

চরণ। বাপধন, তোর চরণ ধরি, পরাণ বধিস্ নে—পরাণ বধিস্ নে! মুই ইঁদু, মুই রাবায়ণ শুন্‌চি। দই আল্লা—না না, দই ডুগ্‌গি, দই ডুগ্‌গি—মুই ইঁদু!

করিম। তুই হিন্দু, মুসলমান সেজেছিস্।

চরণ। হাঁ চাচা, মুই ইঁদু—মুই ইঁদু, মুই গাঙ্গের জলে নমাজ করি।

করিম। আমি হিন্দু, আমার কাছে কেন মিছে কথা কচ্ছিস্?

চরণ। না চাচা—না চাচা, মুই ইঁদু, মোর গলায় সুতি ছাল চাচা, মুই মোল্লা ছালুন চাচা, ঐ মুসলমানে ছিঁড়ে দিয়েছে চাচা!

করিম। তুই মুসলমান।

চরণ। এই তাল্লাক দিচ্ছি চাচা, মুই ইঁদু চাচা! মুই মেটীর দেবতা ক'রে পূজো করি চাচা!

করিম। তুই হিন্দু, আমি বুঝতে পেরেছি। আমার কাছে ভাঁড়াচ্ছিস্।

চরণ। হয় চাচা—ভারাচ্ছি বটে চাচা! তোমায় বুঝে নিয়েছি চাচা, ইঁদু সাজ্‌চো চাচা। যাবা কনে চাচা, মোর সাথে আস্‌তি হবে চাচা, মুই কাবাব আঁদ্‌চি চাচা, দু'গরাস খাতি হবে চাচা!

করিম। তুই মুসলমান আমি বুঝেছি, তোর কাছে আমি থাক্‌বো না।

চরণ। না চাচা, মুই ইঁদু চাচা, তোমায় ধর্‌তি আইচি চাচা!

(পদদ্বয় বন্ধন)

করিম। ছাড়।

চরণ। যাবা কনে চাচা, চরণ ধর্‌ছি চাচা!

করিম। কেন বাপু, আমি বিদেশী হিন্দু, আমায় কেন তাড়না ক'চ্ছ?

চরণ। হ্যাদে, কুটুম্বিতা কর্‌বো চাচা, হাতে দরি দেবো চাচা, সাথে সাথে আস্‌তি হচ্চে চাচা! (হস্তদ্বয় বন্ধন)

করিম। আচ্ছা চলো—কোথা নিয়ে যাবে চলো।

চরণ। হ্যাদে, এখন ঠাওর হলো চাচা! তোমায় দেখ্‌ছি চাচা, তুমি কারতরফ খাঁর নোকর চাচা!

করিম। তুমি কি বল্‌ছো, আমি জানি নি। চল না, কোথায় নিয়ে যাবে।

চরণ। তোমায় মুনিবের কাছে পাঠাবো চাচা। পা দুটো বাঁদ্‌চি, ধীরে ধীরে আসো চাচা!

করিম। চলো—বিনা দোষে হিন্দুর উপর অত্যাচার ক'চ্ছ। (স্বগত) এ সেই সৎনামীর চর, আমি বুঝেছি।

চরণ। ভাব্‌তিছ কি চাচা, আমি সেই বটে চাচা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

গুলসানার শিবিরাভ্যন্তর।

পালঙ্কোপরি অর্দ্ধশয়নাবস্থায়
অসতর্কভাবে গুলসানা।

গুল। (গীত)

কে জানে হায় ভেসেছি কোথায়।
আঁধারে নাই ধ্রুবতারা, ভাসি ধ'রে বাসনায়॥
আতঙ্ক-উল্লাস সনে, বিপরীত ভাব মনে,
মগন আপন ধ্যানে, কূলে ফিরে নাহি চায়।
নিরাশায় আশা ধরি, বিষাদে যতন করি,
পারি হারি নাহি ডরি,
জানিনে যাই কি আশায়॥

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য, এরূপ অবস্থ-

ভূষার প্রভেদ। বিমলা মৃত্তিকাজড়িত হীরকখণ্ড, অমলা যেন সেই হীরকখণ্ড শিল্পীর কৌশলে মার্জ্জিত। মলিনবেশা বিমলা বা সুসজ্জিতা অমলা, কে অধিক লাবণ্যবতী, তা স্থির করা যায় না। গানটির মর্ম্মে অনুভব হয়, যেন বালা হৃদয়ের আবেগ ঢেলে দিচ্ছে,—ভয়জড়িত আকাঙ্ক্ষা স্বর-লহরীতে প্রকাশ পাচ্ছে। মুগ্ধকারিণী কে এ? আহা, এ নির্ম্মলা বালা মুসলমান হবে? সৈন্যশ্রেণী পরিত্যাগ ক'রে রমণীর কাছে আসতে কুণ্ঠিত হচ্ছিলেম, কিন্তু আমার দ্বিধা দূর হয়েছে। এমন সুন্দরী আমি কখনও দেখি নাই। চন্দ্রের কলঙ্ক কার প্রাণে সয়? কে জানে, সুন্দরীর মুসলমানধর্ম্মে কেন অনুরাগ!

গুল। (যেন চমকিতভাবে উঠিয়া) আপনি এসেছেন? রণকার্য্য ত্যাগ ক'রে আপনি যে পদাশ্রয় দেবেন, এতদূর সাহস দাসীর হয় নাই।

রণেন্দ্র। কেন, আমি তো তোমার ভগ্নীকে বলে পাঠিয়েছিলেম।

গুল। সত্য, তথাপি আমার মনের আশঙ্কা দূর হয় নাই। বসুন।

রণেন্দ্র। আমি অধিক বিলম্ব করতে পারবো না। তুমি হিন্দু-কুমারী;—কি নিমিত্ত মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করতে চাও?

গুল। মহাশয়, আমার একটি কথার উত্তর দিন।

রণেন্দ্র। কি, বল?

গুল। হিন্দুশাস্ত্রে কি এমন বিধি আছে, যে মুসলমানীকে হিন্দু করা যায়?

রণেন্দ্র। অবশ্য আছে

গুল। লিপিবদ্ধ থাকলে থাকতে পারে। কিন্তু কার্য্যে তো দেখি, রন্ধন-গৃহে কুক্কুর, বিড়াল প্রবেশ করলে ভোজ্য বস্তু নষ্ট হয় না, কিন্তু মুসলমান প্রবেশে সে সকল আহার্য্যদ্রব্য পরিত্যাগ করতে হয়। দেখতে পাই, সামান্য পশুকে হিন্দু আদর করে, কিন্তু মুসলমান-স্পর্শে হিন্দু আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করে। যদি শাস্ত্রে বিধি থাকে, তবে কার্য্যে সে পরিচয় কই? কিন্তু মুসলমানকে নির্দ্দয় বলেন, বিধর্ম্মী বলেন। মুসলমানের নির্দ্দয়তার কারণ কি? ধর্ম্মপ্রচার—মানবের হিত। মুসলমান কায়মনোবাক্যে জানে যে, মহম্মদীয় ধর্ম্ম-গ্রহণে মনুষ্যের পরমার্থ লাভ হয়। সেই নিমিত্ত অসি মোচন ক'রে বলে যে, কোরাণ গ্রহণ করো, নয় মরো। উদ্দেশ্য এই, যদি শত ব্যক্তির মধ্যে ভয়ে হোক, যাতে হোক—একজনকেও মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করা যায়, তা হ'লে সে স্বর্গে যাবে। মানবের স্বর্গ-কামনায় মুসলমানের নিষ্ঠুরতা। এই মহাকার্য্যে মুসলমান নদীর স্রোতের ন্যায় শোণিতপ্রবাহ দানে মানবের হিত সাধন চেষ্টা করেছে। কিন্তু হিন্দুরা কি বলে? অপর জাতি দূরে থাক, নিজ সমাজ পরিত্যাগ ক'রে পর্ব্বত-গুহায় বাস করো,—আপন মুক্তিসাধন করো। স্বার্থপরতা!—এর অধিক স্বার্থপরতা আমার কল্পনায় আসে না!

রণেন্দ্র। তুমি দেবী, তুমি অসাধারণ রমণী, তুমি যথার্থই বলেছ। কিন্তু জেনো, হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম তা নয়। কপট ও স্বার্থপর ব্যক্তিরা হিন্দুধর্ম্মের এইরূপ মর্ম্ম প্রচার করেছে। কিন্তু দেখ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাপুরুষ আবির্ভাব হ'য়ে মুসলমানকেও সনাতন ধর্ম্ম প্রদান করেছেন। মুসলমান দরাফ খাঁ রচিত গঙ্গাস্তোত্র স্নানান্তে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে পাঠ করে। ধর্ম্মবিপ্লবেই ভারতের দুর্গতি হয়েছে। সৎনামীর সেই কুসংস্কার দূর করবার জন্য অস্ত্রধারণ।

গুল। আপনি ত সৎনামী?

রণেন্দ্র। হাঁ, অধম সৎনামীর দাস।

গুল। আপনি কি মুসলমানীকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দিতে পারেন? আপনি কি মুসলমানীকে হিন্দু করতে পারেন?

রণেন্দ্র। অবশ্য পারি। প্রকৃত যে ধর্ম্মপিপাসু, সে হিন্দুর আদরণীয়।

গুল। প্রকৃত অপ্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু, মুসলমানের সে কথা নাই। প্রকৃত হোক, অপ্রকৃত

হোক্, ভয়ে হোক্, মৈত্রতায় হোক্, প্রলোভনে হোক্, ধর্ম্মতৃষ্ণায় হোক্,—ধর্ম্মদীক্ষা দানে মুসলমান সর্ব্বদা প্রস্তুত।

রণেন্দ্র। সুন্দরি, তুমি জান না, দয়াল নিতাই দ্বারে দ্বারে হরিনাম দিয়েছেন। দেশে দেশে সংকীর্ত্তন করে বলেছেন,—জানতে অজানতে, ভ্রান্তে অভ্রান্তে যে হরি বলে, সেই ধন্য! তুমি সংশয় দূর কর।

গুল। মহাশয়, চৈতন্য, নিত্যানন্দ এখন নাই, নানকও অন্তর্হিত, এখন কে মুসলমানীকে হিন্দু করতে পারে বলুন।—আপনি পারেন?

রণেন্দ্র। সৎনামের দোহাই দিয়ে পারি।

গুল। কার্য্যে পরিচয় দিতে পারেন?

রণেন্দ্র। অবশ্য।

গুল। দেখো দেখো বাক্য নাহি নড়ে,
বুঝি তব সৎনাম-প্রভাব!
শুন গুণমণি, মুসলমানী এ অধিনী—
মৃত দুর্গাধিপ কারতরফ খাঁর সুতা।
রাখ বাক্য তব,
হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দেহ পদাশ্রিতে;—
হিন্দু বলি সমাজে হে করহ গ্রহণ,
তা হইলে মানিব বচন,
নহে বাক্য আড়ম্বর বুঝিব কেবল।

রণেন্দ্র। এসো, করিব তোমারে
সনাতনধর্ম্ম দীক্ষা দান।

গুল। যাবো? কোথা যাব?
কহ কি নাম করিব উচ্চারণ?
যে নামে পবিত্র হয় বিধর্ম্মী-জনম,
সেই নাম উচ্চারণ করি শতবার।
সনাতন ধর্ম্ম যদি হিন্দুধর্ম্ম হয়,
শুন মহাশয়,
দেহ তবে আশ্রিতারে স্থান;
এই দণ্ডে—এই ক্ষণে
নহে অস্ত্রধারী—বধ মুসলমানীর প্রাণ।
করেছি শ্রবণ,
রমণীর উপদেশে সৎনামীর পণ
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ বধিতে মোগলে।
বধ'—বধ' তবে মোরে।
দীক্ষাদান করিব এখনি।

রণেন্দ্র। কিন্তু কহ সুবদনী
হিন্দুধর্ম্মে কি হেতু তোমার অনুরাগ?
সুশিক্ষিতা শাস্ত্রে তুমি বুঝেছি নিশ্চয়।
শাস্ত্র-মর্ম্ম বুঝি মনে মনে,
শাস্ত্র সত্য জ্ঞানে—
কর কি সুন্দরী তুমি দীক্ষা আকিঞ্চন?

গুল। জিজ্ঞাসায় কিবা প্রয়োজন?
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কহিলে এখনি।
কহিলে এখনি—
ভ্রান্তে বা অভ্রান্তে ধর্ম্ম করিলে গ্রহণ,
উচ্চগতি হইবে তাহার;
কহিলে এখন—
তব দেবতার নাম করি উচ্চারণ,
হিন্দু হবে বিধর্ম্মী সকল।
তবে কেন চাহ শুনিবারে,
হিন্দুধর্ম্ম কি কারণ করিব গ্রহণ?
বুঝিবে কি, করি যদি স্বরূপ বর্ণন?
অন্তর আমার তুমি কিরূপে দেখিবে?
দেহ দীক্ষা এই ভিক্ষা চাহি।

রণেন্দ্র। শুন সুকেশিনি,
আছে হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম,
যাহার নিকটে দীক্ষা করিবে গ্রহণ,
মনোভাব গোপন নিষেধ তার ঠাঁই।

গুল। কহি শুন স্বরূপ বচন।
পিতৃশোকে বিহ্বলা কামিনী,
কাঁদিল বিবশা পিতৃশির লয়ে কোলে।
জনেক রমণী চাহিল বধিতে তারে।
তুমি মতিমান্, হ'য়ে কৃপাবান্
প্রাণরক্ষা করেছিলে অবলার।
পুরুষ হৃদয় তব, যোদ্ধা অস্ত্রধারী,
রমণীর মনোভাব বুঝিবে কেমনে?
সেইক্ষণে মুসল্‌মান-সুতা,
করেছে তোমায় বীর পতিত্বে বরণ।
তুমি ধ্যান জ্ঞান তুমি মনোপ্রাণ,
রমণী মাগিছে পদ-সেবা-অধিকার।
সেই হেতু করিয়ে ছলনা
আনিয়াছি তোমারে এ স্থানে।

সুবেশা অমলা এই শিবিরবাসিনী,
নহে ভিন্ন দুই জন।
হের রুক্ষকেশ—এই ছদ্মবেশ—
দেখ' দেখ' অমলা—বিমলা!

রণেন্দ্র। প্রেমবাক্য শুনিতে নিষেধ।

গুল। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম করহ প্রমাণ।
নহে রাখ সৎনামীর পণ,
বধ' এই মুসল্‌মানী-প্রাণ।
চাহি নাই প্রেম-কথা কহিতে তোমায়;
কিন্তু করিয়াছি পতিত্বে বরণ,
শুনি হিন্দুরমণীর আছে এ নিয়ম,
কদাচিৎ না করিবে অন্তর গোপন
প্রাণপতি করিলে জিজ্ঞাসা।
তাই ব্যক্ত করিয়াছি প্রেম-কথা
জিজ্ঞাসিলে তুমি—
দিই নাই পরিচয় জানাতে সোহাগ;
দাসী মাত্র, চাহি তব সেবিতে চরণ;
নাহি চাই আলিঙ্গন বদন-চুম্বন।
প্রেম-কথা,প্রেম-ভাবে কে সম্ভাষে তোমা?
গুরু তুমি, দীক্ষা দাও, শিষ্যা আমি তব
শুন, ধনরত্ন যা ছিল দাসীর,
সৎনামীর কার্য্যে তাহা করেছে অর্পণ,
কালি কৌমারীব্রতের দীক্ষা করিয়া গ্রহণ,
পতিকার্য্যে মিলিব সৎনামী-নারী সনে।
দেহ হিন্দু, দেহ তব ধর্ম্ম সনাতন।

রণেন্দ্র। লহ সৎনামের নাম পবিত্র হইবে

গুল। জয় সৎনাম! হয়েছে কি নাম উচ্চারণ?
হিন্দু আমি আজি হ'তে?

রণেন্দ্র। হাঁ।

গুল। দেখ অস্ত্রধারী,
হিন্দু বলি দিও পরিচয়,
কথা তব মিথ্যা নাহি হয়।
তব সহধর্ম্মিনী অধীনী,
বিশ্বাসে তাহার যেন করো না আঘাত।

রণেন্দ্র। না—না।

গুল। সমস্বরে বলো তবে সৎনামের জয়!
জয় সৎনাম!

উভয়ে। জয় সৎনাম!

[রণেন্দ্রের প্রস্থান।

গুল। সত্য স্বামী তুমি মম,
মিথ্যা নাহি বলিয়াছে মুসল্‌মান সুতা।
পিতৃহত্যা-প্রতিশোধ করিয়াছি প্রাণ!
স্পর্শিয়াছি তোমার অন্তর।
যাও যাও—বোঝনি আঘাত,
তীক্ষ্ণ তীর পশেছে হৃদয়ে,
বুঝিবে দারুণ ব্যথা নির্জ্জনে বসিয়ে।
ব্রত ভঙ্গ করেছি সৎনামী!
মহাব্রতে ব্রতী জেনো তব প্রেমাধীনী;
জীবনের ব্রত সাঙ্গ হবে তব পায়!
নাহিক উপায়,
চলেছি যে পথে আর ফিরিবারে নারি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

সৎনামী-শিবির-সম্মুখ।

সোহিনী ও চরণদাস।

সোহিনী। চরণ—চরণ! তোমার প্রভুকে ব'লো, এখন আর পুরুষ মানুষকে গায়ে হাতটি দিতে দিই না।

চরণ। হাতে হাড় ফোটবার ভয়ে কেউ গায়ে হাত দেয় না। তা বেশ করো। এখন আমায় ডেকেচ কেন, বল?

সোহিনী। তোমার প্রভুরও তো আর নব-যৌবন নাই।

চরণ। তবু হোক্ বাছা, অত নয়। আয়না-টায়না তো ঢের আছে, মুখখানি পোড়া দোকো বেগুন হয়েছে, তা কি বোঝ না?

সোহিনী। নাও নাও, গুমোর করো না, তোমার প্রভুর রূপের ছটায় তো বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে।

চরণ। বিদ্যুৎ না চম্‌কাক্—মাথায় শকুনি উড়ে না।

সোহিনী। চরণ, তুমি আমার একটি কথা শুন্‌বে বলেছিলে।

রণ। সেই ইস্তক তো লাখ্ কথার উপর শুনেছি।

মোহিনী। তার জন্যই তো বল্‌ছিলেম, লাখ্ কথা হ'য়ে গেছে, আমাদের বে দিয়ে দাও।

রণ। প্রভুর ঘরে একটি মিট্‌মিটে প্রদীপ জ্বলে। তুমি গিন্নী হ'য়ে ঘরে নড়্‌লে চড়্‌লে পেত্নীর ভয়ে সে পথে আর মানুষ চল্‌বে না।

মোহিনী। শোনো চরণ, আমার একটি মিনতি রাখ, এই রত্নগুলি লও, এ কোন সাধ্বীর সম্পত্তি, আমার রোজগারের নয়। তোমার প্রভুর কাছে যেতে আমার সাহস হয় না। তুমি এই রত্নগুলি রাখো, তাঁরে দিও। এই লও, আমি চল্লেম, ঐ কে আস্‌চে।

রণ। আমি প্রভুকে সব গুছিয়ে বলতে পারবো না। তুমি নিজে বল্‌বে এসো। ভয় নাই, প্রভু বলেন যে, মোহিনী তার বাল্য চপলতার সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

মোহিনী। চরণ, সৎনাম তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রণেন্দ্র, বৈষ্ণবী ও পরশুরামের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। বাদ্‌সা অতি সতর্ক। ভেবেছিলেম, যুদ্ধের সংবাদ তার নিকট না যেতে যেতে আমরা আগ্রা আক্রমণ কর্‌তে পার্‌বো। কিন্তু তাহির খাঁ দুই ক্রোশ অন্তরে লক্ষ সৈন্য লয়ে আমাদের গতি রোধ ক'চ্ছে। আমার ইচ্ছা, অদ্য রাত্রে বিশ্রাম ক'রে কল্য প্রাতে তারে আক্রমণ কর্‌বো।

(ফকিররামের প্রবেশ)

[illegible]। আমার ইচ্ছা ছিল, অদ্য রাত্রেই যুদ্ধ দান করি।

[illegible]। সমস্ত দিন ঘোরতর যুদ্ধে সকলে ক্লান্ত, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম আবশ্যক। কাল সূর্যোদয় না হ'তে হ'তে আক্রমণ করা যাবে। (রণেন্দ্রের প্রতি) শত্রুশিবির কিরূপে স্থাপিত, সে সংবাদ কি পাওয়া গেছে?

বৈষ্ণবী। হাঁ, আমি এইমাত্র তথা হ'তে আস্‌ছি। আমাদের অল্পসংখ্যা জ্ঞানে নদী পার হ'য়ে বাদ্‌সা-সৈন্য এসেছে। বোধ হয়, তাহির খাঁর কল্পনা যে, কল্য প্রাতে সেই-ই আক্রমণ কর্‌বে। সৈন্য-সমাবেশ আমি চিত্রিত করেছি; এই মানচিত্র দেখ।

ফকির। অবশ্য সকলেই পরিশ্রান্ত, কিন্তু এক প্রহর বিশ্রাম ক'রে কি সৎনামীর ক্লান্তি দূর হবে না?

রণেন্দ্র। ভগ্নি, তুমি প্রকৃত সৎনামীর নেতা, আমায় সেনাপতি সাজিয়েছ মাত্র। (ফকিররামের প্রতি) মহাশয়, আপনি বামে আর আমি মধ্যদেশ আক্রমণ করি। ভ্রাতঃ পরশুরাম, তুমি দক্ষিণে। শত্রু অসতর্কভাবে অবস্থান ক'চ্ছে, এ সুযোগ উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। এসো, নেতাদের আদেশ দিই।

বৈষ্ণবী। আমি একবার মহামায়ার পূজা ক'রে আসি ভ্রাতা পরশুরাম, সেনাপতি তোমার উপর গুরুতর ভার অর্পণ কর্‌লেন। যুদ্ধকালে তোমার নিজ সৈন্য সঞ্চালন দিকে দৃষ্টি রেখো। আমার ন্যায় শত শত রমণীর মৃত্যুতে সৎনামীর কার্য্যের বিঘ্ন হবে না। আমার মিনতি, তুমি আমার উপর লক্ষ্য রেখো না।

[বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

পরশু। (স্বগত) তোমার শত্রুর অস্ত্র যদি তোমার রক্ষার্থে বুকে ধারণ কর্‌তে পারি, এ হ'তে উচ্চ আশা আমার আর নাই, জান না, তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী!

[পরশুরামের প্রস্থান।

ফকির। রণেন্দ্র, যেও না, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

রণেন্দ্র। আজ্ঞা করুন।

ফকির। তুমি জান কি, তোমার নিকট পত্র লয়ে যে বাহক এসেছিল, সে হিন্দু নয়—সে মুসলমান। তোমার বিপক্ষ [illegible]

তার অভিপ্রায়। নিশ্চয় জেন, সে শত্রুর চর।

রণেন্দ্র। প্রভু, মুসলমান হওয়াই সম্ভব, কিন্তু শত্রুর চর নয়।

ফকির। সে কি কোন রমণীর দূত? সেই রমণীর সহিত তুমি কি সাক্ষাৎ কর্‌তে গিয়েছিলে?

রণেন্দ্র। প্রভু, মুসল্‌মান যদি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে ইচ্ছা করে, তার সহিত সাক্ষাৎ করায় কি দোষ আছে?

ফকির। কিন্তু যদি সে মুসল্‌মান ভান ক'রে তোমায় ডেকে থাকে, তা হ'লে সে শত্রু নিশ্চয়। শোন, সে নারী অতি চতুরা। সে হিন্দু বলে পরিচয় দিয়ে,রত্নদানে মোহিনীকে প্রতারণা করেছে। সে মোহিনার নিকট কৌশলে অবগত হয়েছে যে, সংনামীর নেতাকে প্রণয়ে আবদ্ধ কর্‌তে পার্‌লে, সংনামী-সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। যখন তুমি আমার নিকট তোমার মহৎ উদ্দেশ্য জানাও, আমি তোমায় নারী-সংসর্গ কালসর্পের ন্যায় ত্যাগ কর্‌তে বলেছিলেম। যদি তুমি সে বাক্য হেলন কর, তোমার গুরুহত্যার প্রতিশোধ হবে না।

রণেন্দ্র। কিন্তু সকলকেই তো দয়া করা কর্ত্তব্য। নারী দয়ার পাত্র নয় কেন?

ফকির। আমার চিরধারণা যে, প্রত্যেক নারী মহামায়ার রূপান্তর। দয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৃত্তি মানবজীবনে আর নাই। নারী এমনই মায়াবী, সেই বৃত্তি অবলম্বনে পুরুষ-হৃদয় মুগ্ধ করে। বৎস! শত শত দৃষ্টান্ত পাবে যে, মৃতবন্ধুর পত্নীকে আশ্রয় দান কর্‌তে গিয়ে আশ্রয়দাতার যুবতী সংসর্গে মন বিচলিত হয়েছে। ক্রমে বন্ধুত্ব, মনুষত্ব, কর্ত্তব্য—সকলই বিস্মৃত হয়ে সেই বন্ধুপত্নীর সহিত নিরয়গামী হয়েছে। নির্ম্মল দয়ার লক্ষণ শুন। কদাকার,বহু পুত্রভারে পীড়িতা রমণী সম্পূর্ণ দয়ার পাত্রী। কিন্তু দেখ, তদপেক্ষা উন্নত অবস্থার সুন্দরী রমণী অনেকের দয়ার ভাজন। তুমি আমায় প্রভু বল, প্রকৃত দয়ার লক্ষণ শুন। যদি কে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, মলাবৃত, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত জীবকে পরমাসুন্দরী রমণীর ন্যায় বিমল চক্ষে দর্শন করে, সমভাবে উভয়ের শুশ্রূষা সাধনে নিযুক্ত থাকে, সেই মহাপুরুষ প্রকৃত দয়ার্দ্রচিত্ত। দয়ার এই লক্ষণ যার হৃদয়ে অঙ্কিত নাই, যার কুষ্ঠরোগগ্রস্ত আর সুন্দরীতে সমদৃষ্টি নাই, আমার সামান্য অনুমানে সে যথার্থ দয়ার অধিকারী নয়। দেখ, তুমি উচ্চাশয়, মহামায়ার নিকট প্রার্থনা করো যে, তিনি দয়ার বেশ-ভূষায় কামকে না সজ্জিত করে তোমার প্রতারিত করেন। তোমায় বার বার বলেছি, মহামায়া নারী-রূপা। নারী বল, আর স্বয়ং মহামায়া বল—একই। মহামায়ার নিকট প্রার্থনা ক'রে নারী হ'তে দূরে অবস্থান ক'রো, এই আমার মিনতি। বৎস, উপস্থিত যে প্রস্তাব তোমার নিকট কর্‌ছিলেম, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিচ্ছি। অপেক্ষা করো, আমি আস্‌ছি।

[ফকিররামের প্রস্থান

রণেন্দ্র। চল সত্য; মুসলমান দুহিতা অকপটে তা ব্যক্ত করেছে। কিন্তু সে শত্রু কখনই নয়। আমার প্রতি তার প্রগাঢ় অনুরাগ নিশ্চিত। নচেৎ কেন সংনামী কার্য্যে অর্থদান কর্‌বে? কেন হিন্দু হ'বার আকাঙ্ক্ষা কর্‌বে? আমি পরশুরাম ঠাকুরকে সমস্ত বৃত্তান্ত কি ক'রে বল্‌বো। নারী, লজ্জা পরিত্যাগ ক'রে, অন্তরের কথা আমায় স্বরূপ বর্ণনা করেছে। সে কথা অপরের কাছে ব্যক্ত করা কাপুরুষত্ব। ভাল, উনি নিষেধ করেন, আর তার সহিত সাক্ষাৎ করবো না।

(চরণ ও করিমের সহিত ফকিররামের প্রবেশ

ফকির। তুমি জিজ্ঞাসা করো—এ কে?

রণেন্দ্র। তুমি হিন্দু, না মুসলমান?

করিম। আপনার নিকট আমার আত্মগোপনের প্রয়োজন নাই, আমি মুসলমান।

রণেন্দ্র। তুমি হিন্দু ব'লে পরিচয় দিয়েছিলে কেন ?

করিম। তা না হ'লে হিন্দুরা আমায় বধ কর্‌তো, আমার কর্ত্রীর কার্য্য হতো না।

ফকির। তোমার কর্ত্রীর কি কাজ ?

করিম। কি কাজ তিনিই জানেন, আমি ভৃত্য।

ফকির। তোম্‌রা শত্রু।

করিম। আমি শত্রু বটে, কিন্তু তিনি কি, আমি জানি না।

রণেন্দ্র। তিনি হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, এখন তিনি হিন্দুর পক্ষ। আমার কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে তুমি কি কর্‌বে ?

করিম। আমি মুসলমান, হিন্দুর সেবা কর্‌বো না। আর তাঁর অন্ন-রুটীর প্রত্যাশা রাখ্‌বো না।

ফকির। তোমার যে বেইমানী হবে ?

করিম। ইমান ধর্ম্ম নিয়ে, বিধর্ম্মীর দাসত্ব স্বীকার না করলে আমি বেইমান হবো না।

ফকির। এর প্রতি কি কর্‌বো ?

রণেন্দ্র। আপনি যেরূপ বিবেচনা করেন, আমি সৈন্য সজ্জিত করিগে।

[রণেন্দ্রের প্রস্থান।

ফকির। তুমি মুক্ত, তোমার যথায় ইচ্ছা গমন করো। (চরণ কর্ত্তৃক বন্ধন মোচন) যাও, অপেক্ষা ক'চ্ছ কেন ?

করিম। আমার ইচ্ছা।

ফকির। তোমার ভয় নাই। তোমার যথায় ইচ্ছা, আমার লোক তোমায় রেখে আস্‌বে। যাও। চরণ, এর সঙ্গে যাও, বুঝেছ ?

[ফকিররামের প্রস্থান।

করিম। তোমার প্রভুর আজ্ঞা বুঝেছ ? না বুঝে থাকো, আমি বুঝিয়ে দিই। আমার কর্ত্রী কোথায় থাকেন, সেই সন্ধান তোমায় নিতে বলেছেন। কিন্তু বৃথা পরিশ্রম কর্‌বে, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে না। আমায় বন্দী ক'রে বিশেষ কাজ করেছ। বন্দী না করে যদি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে, হয় তো সন্ধান পেতে, আমার কর্ত্রী কোথায় কিন্তু তুমি আমার পরম বন্ধু, আমি যথেষ্ট সতর্ক হয়েছি। ইচ্ছা হয় সঙ্গে এসো।

চরণ। মিঞা সাহেব, কান মলে দিয়ে যাও, এমন ঝক্‌মারি আর কখনো কর্‌ব না। যাও দাদা যাও, ছেলাম।

করিম। ছেলাম দাদা, এবার তুমি পেছন পেছন এলে যদি তোমার পায়ের শব্দ শুনতে না পাই, তা হ'লে তুমি আমার কান মলো।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

আগ্রা-দুর্গাভ্যন্তর।

আরঙ্গজেব, হামিদ খাঁ, বিষণ সিংহ ও পারিষদগণ।

আরঙ্গ। সৎনামী—সৎনামী,
আছে মাধি সম্প্রদায়,
অনুমানি সৎনামী তাহারা।
কৃষিকার্য্যে রত,
ত্যজি হল, অস্ত্রধারী বিরুদ্ধে আমার :—
মশক হইল বলবান্।
সৎনামী—সৎনামী—
সত্য এ সংবাদ,
অগ্রসর রণে দিল্লী-সিংহাসন আকিঞ্চন।
সুকৌশলী সবে :
ভুলায়েছে দুর্গাধিপগণে
মুসলমান ফকিরের বেশে।
প্রতি দুর্গ-মানচিত্র করিয়ে গ্রহণ,
অনায়াসে অসতর্ক সেনা পরাজয়ি,
মুসলমান-সুরক্ষিত দৃঢ় দুর্গ শত
হস্তগত হীণ-প্রাণী কৃষকের।
হে হামিদ, পৃষ্ঠ দেছ কাফের-সমরে
রাজন্ বিষণ সিংহ,

শুনেছি রাজপুত-বংশে জনম তোমার,
ভিখারীর যুদ্ধে ভঙ্গীয়ান!
অদ্ভুত সকলি—অদ্ভুত সকলি!!

হামিদ। জাঁহাপনা!
সবিনয় করি নিবেদন,
শত্রু অতি সমরকুশল।
অদ্ভুত কাহিনী,
অশ্বপৃষ্ঠে নারীদল পতাকাধারিণী!
সহস্র কামানে নাহি ভাঙ্গে অরিশ্রেণী,
গুলী করে বারিধারা জ্ঞান;
বর্শা, অসি অঙ্গে নাহি পশে।
অসীম সাহসে
শতজনে একজন করে আক্রমণ।
অরি-করে খেলে অসি দামিনীর প্রায়,
শত শত আঘাতে লুটায়।
ভীমকায় সলিল যেমন
মহাবেগে করে আক্রমণ;
প্রবল প্রবাহে তার স্থির কেহ নহে।
সেনানী বিষণ সিং অসীম বিক্রমে,
পুনঃ পুনঃ ভগ্নশ্রেণী করি উত্তেজিত,
দিল রণ অরাতিরে;
সকলি বিফল হলো বিপক্ষ-বিগ্রহে।

বিষণ। জাঁহাপনা,
বীরবর হামিদ, লইয়ে আসোয়ার
করিলেন অসাধ্য সাধন;
মনুষ্যের সাধ্য যাহা করেছিল শূর।
কিন্তু সৎনামীর অশ্বারোহী ঝটিকা সমান
দিল হানা হুহুঙ্কারে।
বাদ্‌সার আসোয়ার জীবিত থাকিতে একজন
না ত্যজিল রণ।
সমরান্তে দেখিলাম, শব-মাঝে মুমূর্ষুর প্রায়,
পতিত হামিদ মহাবীর।
যাদু এ নিশ্চয়।
মুসলমান রাজপুত অসংখ্য বাহিনী,
মাত্র দশ সহস্র সৎনামী
বিমুখিল মুহূর্ত্তেকে!

আরঙ্গ। হাঁ—হামিদ খাঁ বল্লেন,—'আপনি মহাবীর'; আপনার মুখে শুনলেম,—'হামিদ খাঁ মহাবীর।' উভয়েই স্থির করেছেন, যাদু। কিন্তু যাদুতে আমার সৈন্য নষ্ট হয়েছে। আপনারাও বোধ হয় যাদু-বি[দ্যা] জানেন, নচেৎ কিরূপে পরিত্রাণ পেলে[ন]?

(একজন প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। জাঁহাপনা, রণস্থল হ'তে দূত এসেছে[।]

আরঙ্গ। আনো।

[প্রহরীর প্রস্থান]

(পারিষদগণের প্রতি) জ্ঞান হয়, দূত মহ[া]শয় আপনাদের মত কোন সুন্দর গ[ল্প] শোনাবেন।

(দূতের প্রবেশ)

বুঝেছি, পরাজয় হয়েছে।

দূত। সরমে না যুয়ায় বচন,
দুর্জ্জয় অরাতি, হত সমস্ত বাহিনী,
জীবিত নফর মাত্র ভীষণ সমরে।
রাজ্যময় বিদ্রোহ উদয়।
একা নাহি যুঝে আর সৎনামী বর্ব্বর,—
জমীদার, তালুকদার, বহু রাজাগণ,
মিলিত বিপক্ষ-সনে রণে।
কেবা নাহি জানি,
শুনি এক কাফের-কামিনী,
বৈষ্ণবী তাহার নাম,
কুহকিনী সেই নারী,
কুহকে তাহার,
ভুলেছে নির্ব্বোধ হিন্দুগণে।
জাঁহাপনা, করুন মার্জ্জনা,
দেখেছি সে ভীষণারে।
পতাকা লইয়া করে,
অশ্ব পরে অরি-সেনা-অগ্রগামী;
জ্ঞান হয় সয়তানের নারী।
অসি-হস্তে শত শত কাফের-কামিনী,
সহচরীগণ সঙ্গে তার,
হুঙ্কারে প্রবেশে রণে।
উজ্জ্বল মুকুট শিরে বীর একজন,
ঝলসে নয়ন সেই মুকুট-প্রভাবে,
উপস্থিত হয় সে যথায়,
অস্ত্রধারী নিস্তার না পায়।
সেনাগণে উৎসাহ প্রদানে
নায়ক ফিরাতে নারে।

অগ্রসর শত্রু আশুগতি ;
হেন লয় মন,
অদ্য রাত্রে নগর করিবে আক্রমণ।

আরঙ্গ। যাও—যাও—সয়তানি ! শত সমরজয়ী ক্ষত্রপুত্র ও মুসলমান বীর উপস্থিত আছে, কে যুদ্ধে যাবে ? এখানে লক্ষ সৈন্য আছে, দিল্লী হ'তে লক্ষ সৈন্য আগতপ্রায়, এই সমস্ত সৈন্য লয়ে কোন্ বীর কাফের-যুদ্ধে যাবে ? সকলেই নীরব। ভাল, স্বয়ং বাদসাই যাবে। বাদসা-দর্শনে স্বয়ং সয়তানও অসি কোষমুক্ত করতে অক্ষম হবে। বাদসার পশ্চাতে যেতে কেহ কি সাহস করেন ?

১ম পারিষদ। জাঁহাপনা,
যাব এ নিশ্চয়।
অমলা জীবন বাদসার।
প্রাণপণ করিব আমরা।
জানু পাতি মিনতি চরণে,
আজ্ঞা দেহ নফর সকলে।

আরঙ্গ। হাঁ আর আমি দিল্লী গমন ক'রে অন্তঃপুরে লুক্কাইত হই যে, এই তো আপনাদের মন্ত্রণা ? উপদেশের অপেক্ষা করতেম না। হামিদ খাঁ বাহাদুর ও রাজা বিষণ সিংহের পরাজয়-সংবাদ অগ্রেই এসে পৌঁছেছিল। আমি তাহির খাঁকে শত্রুর গতিরোধ করবার আজ্ঞা প্রদান ক'রে নিশ্চিন্ত ছিলেম না ; কেবলমাত্র বাদসা ঘোষণা দিয়ে অপেক্ষা করছি, যে কয়জন যথার্থ ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত বাদসার কাযভার গ্রহণ করেছে ; কয়জন কোরাণ বলে, সয়তান উপাসক, ভূতের উপাসক কাফেরকে ভয় করে না, তার পরীক্ষা কচ্ছি। কিন্তু দেখছি, কোরাণে বিশ্বাস আছে, পাঁচবার নমাজ করে, বোধ হয়, এরূপ মহম্মদীয় বীর-পুরুষ রাজকার্য্যে নিযুক্ত নাই। তিন দিবস বাদসার আজ্ঞাপ্রচার হয়েছে, যে কেহ শত্রুদমনে প্রস্তুত, তাকে বাদসা আলিঙ্গন-দানে বাদসাই তরবারি অর্পণ করবেন ; সমর-জয় হ'লে বাদসার দক্ষিণ-পার্শ্বে তাঁর আসন হবে। কিন্তু উপযুপরি দূত এসে সংবাদ দিচ্চে যে, ভূতের আশঙ্কায়, সয়তানের আশঙ্কায়, কোন মুসলমান বাদসার প্রসাদলাভে প্রস্তুত নয়। অতএব ইসলাম ধর্ম্মের সম্মান স্বয়ং বাদসাই রক্ষা করবে। যদি কেহ বাদসার পশ্চাতে যেতে সাহসী থাকেন, তিনি শীঘ্র প্রস্তুত হোন্। তাহির খাঁকে আমি ধন্যবাদ দিই। যদিচ তিনি বাদসার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে শত্রুকে সম্মুখ-যুদ্ধ দিয়েছেন,—তাঁর প্রতি আদেশ ছিল, কেবল মাত্র পথ রোধ করবেন, যুদ্ধ দেবেন না, শত্রু যাতে না আহার পায়, তার চেষ্টা পাবেন,—তথাপি যে তিনি পরাজিত হ'য়ে আমার নিকট সংবাদ আনেন নাই, জীবন সত্ত্বে রণস্থল ত্যাগ করেন নাই, এই জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিই।

দূত। জাঁহাপনা, তাহির খাঁ বিপক্ষ-সৈন্য অল্প দেখে, নিশ্চয় যুদ্ধে জয় হবে অনুমানে আক্রমণ করেছিলেন।

আরঙ্গ। বাদসা অপেক্ষা স্বয়ং অধিক জ্ঞানী বিবেচনা করা তাঁর সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। বোধ হয়, মৃত্যুকালে তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়ে থাকবে। সকলে যান। বাদসা কিরূপ যুদ্ধ করে, যদি দেখবার সাধ থাকে, প্রস্তুত হোন।

সকলে। জাঁহাপনা, আমরা প্রাণদানে প্রস্তুত।

আরঙ্গ। কার্য্যে পরিচয় পাবো।

[আরঙ্গজেব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(অন্য দূতের প্রবেশ)

আরঙ্গ। কি সংবাদ ? কোন কি মুসলমান কুলতিলক বাদসাহের প্রসাদলাভে প্রস্তুত ?

দূত। জাঁহাপনা, নিবেদন করতে শঙ্কা হয়, সমস্ত রাজ্য ঘোর আশঙ্কায় পরিপূর্ণ। সকলের ধারণা যে, সয়তান-চালিত সৎনামী অগ্রসর হ'লে নিশ্চয় পরাজয়। কেবল একটি মুসলমান-রমণী শিবির-দ্বারে উপস্থিত আছে।

আরঙ্গ। তারে সত্বর লয়ে এসো।

[দূতের প্রস্থান।

পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে সৈন্যগণ ভীত। এ ভয় না দূর করলে জয়লাভের আশা নাই। যেমন হিন্দুরা শশিকলা-অঙ্কিত মোগল-পতাকা দৃষ্টে হীনবল হয়, সৎনামী-যুদ্ধে আমার সেনাদেরও সেইরূপ অবস্থা। কোরাণ হ'তে বয়েৎ উদ্ধৃত করে পতাকায় দেবো; প্রচার করবো, আমার প্রতি স্বপ্নে মহম্মদের আজ্ঞা হয়েছে, 'কোরাণের বয়েৎ কেতনে থাকলে যাত্ দূর হবে।' যাতুই স্বীকার পাবো। সকলেরই কুহক ব'লে বিশ্বাস হয়েছে, সে বিশ্বাস কথায় দূর হবে না। সকলে বলে, আমি প্যাগম্বরের প্রিয়; তাঁর আদেশে আমি স্বয়ং অগ্রসর হচ্ছি, এ কথা জানলে যাদের ভয় দূর হবে।

(গুলসানার প্রবেশ।)

কে তুমি?

গুল। মৃত দুর্গাধিপ কারতরক খাঁর কন্যা।

আরঙ্গ। যে কার্য্যে শত-রণজয়ী মহা মহা বীর প্রবৃত্ত হতে সাহস করে না, সে কার্য্যে তুমি বালিকা, কিরূপে অগ্রসর হ'চ্ছ?

গুল। স্বচক্ষে দেখেছে বাঁদী পিতার নিধন।
নিরস্ত্র যখন, কাফের ক'রিল অস্ত্রাঘাত,
বজ্রাঘাত হইল হৃদয়ে,
শত্রুর শোণিত-তৃষা দহে নিরন্তর।—
তৃষা বলবতী—তৃপ্ত না হইবে
শত্রুর শোণিত-স্রোত বিনা।

আরঙ্গ। শুন লো যুবতী তুমি কুলবতী,
দেখ নাই সমর কেমন।
জান না কেমনে করে সৈন্য-সঞ্চালন।
তব পরে গুরুভার করিব অর্পণ,
যুক্তিযুক্ত কথা নহে বালা।
বিশেষতঃ যে শত্রু-প্রভাবে,
বার বার পরাজয় পাইয়া আহবে,
যাতু জ্ঞানে সৈন্যগণে নাহি হয় স্থির,
কেমনে করিবে তুমি উৎসাহ প্রদান?

গুল। জাঁহাপনা, দেখি নাই সংগ্রাম কেমন?
যত যত হইল সমর,
উপেক্ষি গুলীর শ্রেণী, কামান-গর্জ্জন,
প্রতি রণে উপস্থিত ছিল এ অধীনী।
বুঝিয়াছি, কি কৌশলে করে আক্র[মণ]
কি উপায় আক্রমণ নিবারণ হেতু;
কোন্ স্থানে কেমনে সৈন্যের সমাবে[শ]
সবিশেষ অবগত বাদসা-কিঙ্করী।
কোন্ দীক্ষাবলে রণস্থলে দুর্দ্দম সৎনাম[ী]
সবিশেষ বাঁদী অবগত।
কি কুহকে চালিত সৎনামী-অনীকিনী
জানিয়াছে ইসলাম-কামিনী;
নারীজ্ঞানে কর ঘৃণা জাঁহাপনা!
সংবাদ কি দানে নাই আসি দূতগণে,
বিপক্ষ-কেতন-করে অগ্রগামী নারী?
নারী-মন্ত্রে সৎনামী দীক্ষিত?

আরঙ্গ। কহ বালা, নারী-মন্ত্রে সৎনামী দীক্ষি[ত]?

গুল। সৎনামী-শ্রেণীর নেত্রী জনেক রমণী
পিতৃ-বৈরি প্রতিবিধিৎসার হেতু বালা,
রমণীর মোহিনী প্রভাবে,
উৎসাহিত করিয়াছে হলজীবিগণে।
শুন শুন জাঁহাপনা, কিবা মন্ত্রবলে
হীন কৃষিগণ এবে মোগলবিজয়ী।
হিন্দু-মাঝে হয় এক দানবীর পূজা,
শক্তিধরা, ময়ূর-বাহিনী সে আকার।
পূজা করি তার,
করিয়াছে অঙ্গীকার সৎনামী সকলে,
যত দিন নাহি হয় মোগল-পতন,
করিবে অরাতিগণ প্রণয় বর্জ্জন।
কিন্তু যবে প্রণয় স্পর্শিবে
সৎনামী নেতার হৃদে,
সৎনামী উপাস্য,—নাম কৌমারী রাক্ষসী,
নিজ বল করিবে হরণ;
সমূলে নির্ম্মূল হবে সৎনামীর দল।
বিস্তারিয়া নারীর চাতুরী,
সৎনামী-নেতারে মুগ্ধ করেছে কিঙ্করী।
হইয়াছে প্রেমের সঞ্চার;
কিন্তু সে প্রণয় পায় নাই সম্পূর্ণ বিকাশ।
মজাইতে তারে পুনঃ করিব কৌশল,
চাতুরী না হইবে বিফল,
অসংশয় অরিদল হবে ছারখার।
জাঁহাপনা,
যদি ধর্ম্মের স্থাপনে, মাতৃভূমি উদ্ধার কারণে,
হিন্দুগণে হ'ত উত্তেজিত,

দেশ-হিতে রত,
ধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝে হ'ত ভারত জাগ্রত,
মোগলের সিংহাসন নিশ্চয় টলিত।
রাজপুত প্রতাপ রাণা প্রমাণ তাহার,
অটল স্বদেশভক্ত আকবর প্রভাবে।
শিবাজী মারহাট্টা দস্যু, দ্বিতীয় প্রমাণ,
শিক সেনা তৃতীয় দৃষ্টান্ত নরনাথ!
মনুষ্যত্ব হেতু নহে হিন্দু অস্ত্রধারী,
মনুষ্যত্ব হেতু কেহ অস্ত্র নাহি ধরে,
নিজ মনুষ্যত্ব পরে নাহিক নির্ভর।
হবে জয় কৌমারীর বরে,
এ বিশ্বাস রাখিয়া অন্তরে,
শত অরি জনে জনে করে আক্রমণ,
বিশ্বাস-প্রভাবে জয় লভে অনায়াসে,
হইলে বিশ্বাসভঙ্গ নিধন নিশ্চয়

আরঙ্গ। বয়সে নবীনা, কিন্তু প্রবীণা সমান
ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত
কিন্তু আমি বুঝিতে না পারি,
কিরূপে প্রবল অরি বিশ্বাস-প্রভাবে?
জয়ী শত্রু বিশ্বাসের বলে,
এই কি তোমার অনুমান?
শুনি অস্ত্র নাহি পশে শত্রুকায়,
কামান-গর্জ্জন, গুলীর বর্ষণ
বিফল অরাতি রণে।
এ সংবাদ সত্য যদি হয়,
বিনা সয়তান-আশ্রয়,
কহ বালা কিরূপে সম্ভব?

গুল। জাঁহাপনা, করহ মার্জ্জনা,
অবোধ কিঙ্করী,
বুঝাও ভারত-স্বামী,
কি কুহক করিয়ে আশ্রয়,
কোন সয়তানের দীক্ষা বলে,
বন্দী ক'রে জনকে বসেছ সিংহাসনে?
অগ্রজ তব ভুবনবিখ্যাত দারা;
কোন্ মন্ত্রবলে জয়ী তার রণে?
সহায়-সম্পত্তিহীন একলা যুবক,
কার মন্ত্রে করিলে মন্ত্রণা,
ভারতের রাজছত্র ধরাইবে শিরে?
হৃদয়ের বিশ্বাস তোমার!
ঘোর রণসন্ধি-মাঝে করিয়ে প্রবেশ,
অরি-অস্ত্র স্পর্শেনি শরীরে;
বিপক্ষের গুলীবরিষণ, কামান-গর্জ্জন,
বিশ্বাস-প্রভাবে তব সকলি বিফল।
বুঝিয়াছ আপন জীবন-পরীক্ষায়,
অসম্ভব সম্ভব বিশ্বাসে!
তবে কেন নাহি মান বিশ্বাস-প্রভাব?

আরঙ্গ। বৎসে,আজি হ'তে কন্যা তুমি বাদসার।
মনে মনে অবশ্য মা করেছ বিচার,
বাদসার প্রকৃতি কেমন!
নহে তুমি হেতায় না হ'তে উপস্থিত।
জানো তুমি বিধিমতে,
আরঙ্গজেব প্রত্যয় না করে কোন জনে।
সুত, সুতা, জায়া
অবিশ্বাস সকলের পরে।
কিন্তু কহি স্বরূপ তোমারে,
চাহ যদি লয়ে যেতে সয়তান-সম্মুখে,
না হ'ব পশ্চাৎপদ জানাই নিশ্চয়।
এস মাতা, নহে ইহা মন্ত্রণার স্থান,
প্রতি ইষ্টকের আছে কাণ।
মন্ত্রণা করিব বৎসে মৃত্তিকা-গহ্বরে,
যথা করি দেব-উপাসনা
ময়ূর-আসন ত্যজি।

গুল। আছে কার্য্য বহুতর, যাইব সত্বর,
রেখেছি ঘোটকশ্রেণী পথে।
না হইতে চন্দ্রমা উদয়,
অরাতি-সৈন্যের পার্শ্বে যাইতে হইবে।
শিবিরে আসিয়ে পুনঃ জানাব সেলাম!

আরঙ্গ। বৎসে, তব যথা অভিরুচি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

গুলসানার শিবির।

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। এই তো শিবির,কিন্তু কাহারে না হেরি।
পত্রে বামা করিয়াছে অঙ্গীকার,

দেখা দিতে অনুরোধ না করিবে আর।
লিখিয়াছে,—'এই শেষ দেখা,'
অর্থ কিবা?
মনোখেদে যাইবে কি বিদায় লইয়ে?
কিংবা আত্ম-বিসর্জ্জন পণ,
প্রেমের সন্তাপে কিছু নহে অসম্ভব।
দ্রুত অশ্ব-চালনে কে আসে?
আসিয়াছি বহুক্ষণ,
আসে কি সংবাদী কেহ কোন বার্ত্তা লয়ে?
অধীর হৃদয়, ফলাফল বুঝিতে না পারি।
চিত বিচলিত,
নিজ চিত্তে স্থাপিতে প্রত্যয় সাহস না হয়।
মনে জাগে মুসলমানী।
জাগে মনে রুক্ষ-কেশা মলিনবসনা,
জাগে মনে নয়নে নীরদধারা,
জাগে মনে জানু পাতি তুলিয়ে বদন,
যোড়করে মিনতি আমায়।
পরশিয়াছে প্রেম কি হৃদয়ে?
অন্তর কি করে প্রতারণা?
ধরি নরার আকার,
প্রেম কি করেছে ছার হৃদি অধিকার?
এই শেষ, আর না আসিব—
যতদিন শত্রু নাহি নাশি,
আর দেখা নাহি দিব।
(গুলসানার প্রবেশ)
এ কি!
শ্রমবারি বহে তব কায়,
দৃষ্টি তব উন্মাদিনী প্রায়,
কোথা ছিলে?—বহুক্ষণ আছি প্রতীক্ষায়

গুল। দেখি বিলম্ব তোমার,
মনে মনে করিনু বিচার,
তুমি না আসিবে,মম শেষ আশা না পুরিবে
দরশন আর না পাইব।
সে কারণ করেছি যে পণ,
কতদূর সে সঙ্কল্প শাস্ত্রের সঙ্গত,
চিন্তা করিলাম বসি বিজন প্রদেশে।
পুনঃ হলো মনে, নিদয় নহ তো তুমি—
অধীনীরে করিয়ে স্মরণ,
বুঝিবা দানিবে দরশন।
দেখি মিথ্যা বলেনি হৃদয়।

রণেন্দ্র। শীঘ্র কহ তব প্রয়োজন।
সুসজ্জিত সম্রাট স্বয়ং,
আসিয়াছি বহু কার্য্য ত্যজি।

গুল। ওহে মহাজন,কিছু আর নাহি প্রয়োজন,
পেয়েছি দর্শন, সফল জীবন মম।
বড় সাধ ছিল মনে বারেক হেরিব,
পূর্ণ আশা বীরবর কৃপায় তোমার।
যাও ফিরে, হ'লে রণজয়,
কভু মনে করো অভাগীরে।
নিষেধ তোমার—প্রেম নাহি চাই।
যদি দয়াগুণে, তিলমাত্র স্থান পাই তব মনে,
প্রেত-আত্মা তৃপ্ত হবে এ দাসীর।
যাও বীর, পূর্ণ সাধ তোমার প্রসাদে।

রণেন্দ্র। বাক্য তব বুঝিতে না পারি,
কহ লো সুন্দরী,
শেষ সাধ—প্রেত-আত্মা—এ কি কথা শুনি।

গুল। মহাব্রতে ব্রতী মহাশয়,
ছার রমণীর পণ কে শুনিবে আর।
সিদ্ধ মনস্কাম,
গুণধাম, নিজ কার্য্যে করহ গমন।

রণেন্দ্র। কহ কি কারণ,
করিয়াছ কি কঠিন পণ?
কহ কেন শেষ সাধ পূর্ণ তব?

গুল। শুন বীরমণি, হৃদি দহে প্রবল অনলে,
কে জানে মরণে বহ্নি হবে কি শীতল!
প্রাণ বিসর্জ্জন বিনা নাহিক উপায়।
তুমি হে কুমার, আশ্রয় কৌমার-ব্রত,
দৃঢ়পণ তুমি গুণধাম,
তব মনে না পাইব স্থান,
তবে কেন সহি দারুণ যন্ত্রণা!
নরকে নাহিক অগ্নি হেন,
তাপ যার প্রেমাগ্নি হইতে।
শাস্ত্রে কয়,—
'নিশ্চয় নিরয়গামী আত্মঘাতী প্রাণী!'
খেদ নাহি তায়,
শীতল নরক-বহ্নি এ বহ্নি হইতে!
স্বামী, পতি, প্রাণেশ্বর! প্রণাম চরণে।
[প্রস্থান।

রণেন্দ্র। শুন, শুন, কোথা যাও?
[প্রস্থান।

(পট-পরিবর্ত্তন)

—*—

বনপথ।

(রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। কোথা গেল ? মিশা'ল অনিলে !
হইলাম রমণীর নিধন-কারণ।
অহো বুঝেছি হৃদয়,
সর্ব্বনাশ, ভালবাসি মুসলমান দুহিতারে !
হায় কেন করিলাম মুকুট গ্রহণ।
স্বজাতির ধ্বংসের কারণ জনম কি অভাগার ?
গুরুদেব, গুরুদেব ! দেখা দাও,
অন্তরের কলুষ করহ দূর।
মজিল মজিল, ব্রত ভঙ্গ হলো,
ছিঃ, ছিঃ, কোনমতে মন নাহি বুঝে।
ধন, প্রাণ, মন, করি সমর্পণ,
নিজ ধর্ম্ম করিয়ে বর্জ্জন,
হিন্দু-ধর্ম্মে হইল দীক্ষিতা
আমার প্রণয়-আশে।
রাখিবারে সংনামীর পণ,
সযতনে মনোভাব করেছে গোপন,
দিল শেষে আত্ম-বিসর্জ্জন
দারুণ প্রেমের দায়।
কন্দর্প ! তব শর তীক্ষ্ণ অতিশয়,
অস্থির পুরুষ-হৃদি !
কোমল নারীর প্রাণ সহিবে কেমনে ?

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। কহ ভাই বিজনে বসিয়ে কি কারণ ?
সজ্জিত সম্রাট্ রণে।
উৎসাহিত সংনামী-বাহিনী,
উল্লসিত আসন্ন বিগ্রহে,
আছে তব আজ্ঞা-প্রতীক্ষায়।
নেতাবৃন্দ অধীর সকলে,
দিতে হানা করিছে মন্ত্রণা।
এসো এসো, নিশ্চেষ্ট কি হেতু ভ্রাতঃ ?
রণেন্দ্র। ভগ্নি, হেরি তরবারি আছে তব করে,
বিদরি হৃদয়, যন্ত্রণা করহ অবসান।
যোগ্য নহি সংনামীর নামে আর ;
স্পর্শিয়াছে প্রণয় অন্তরে
অক্ষম অধম।
বিমল সংনামী-অনীকিনী—
চালিবার নাহি শক্তি আর।
হৃদয়ে হতাশ, নাহি প্রতিহিংসা-আশ,
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, উচ্চ-ব্রত দিছি বিসর্জ্জন,
রমণী-প্রণয়-মুগ্ধ বধ পাপিষ্ঠেরে।
বৈষ্ণবী। মিথ্যা কথা !
দয়া-মধু-পূর্ণ তব হৃদি,
তাই ভাব প্রণয়-আসক্ত তুমি।
শুন বাণী, কুটিলা সে মুসলমানী,—
তোমারে মজাতে,
উচ্চ-ব্রত ভঙ্গের কারণ,
পাপীয়সী করিয়াছে ভাণ।
অন্তরের দুর্ব্বলতা করি পরিহার,
যাও ভ্রাতা যাও।
মার্জ্জনা মাগিয়া দেবী কৌমারীর পায়,
বীরমণি,সাজায়ে বাহিনী,বিনাশ সম্রাট্-চম
ময়ূর-আসনে—
তব শিরোমুকুট করহ সংস্থাপন।
পাপিষ্ঠ মোগল-নাশ এখনি হইবে।
মুক্তপ্রায় নাহি রহ আর।
রণনাদে হৃদি-দুর্ব্বলতা যাবে দূরে।
যাও শীঘ্র বাহিনী-মাঝারে,
নহে সবে হবে ভগ্নোদ্যম।
যাও যাও, বিলম্ব করহ কি কারণ ?
রণেন্দ্র। শুন ভগ্নি,
তব বাক্যে যাইব সমরে।
কিন্তু শুন, অন্যে করো মুকুট অর্পণ।
আমি অভাজন ;
ভার লাগে বীর-পরিচ্ছদ,
অসি-ভার বহিতে অক্ষম ভুজ।
কহিছে অন্তর, আমি মহা অপরাধী !
তুমি কৌমারীর প্রধানা কিঙ্করী,
তব বাক্যে হয় যদি কলুষ মোচন,
তবে শ্রেয়, নহে হায় সকলি মজিবে ;
বৈষ্ণবী। যাও যাও, বিলম্ব না কর,
নির্ম্মল কুমার সম তুমি,

রণেন্দ্র। দেবী তুমি, যাই তব বাক্য অনুসারে।

[রণেন্দ্রের প্রস্থান।

বৈষ্ণবী। মাতা কৌমারী জননী,
বিচঞ্চল দাসীর অন্তর।
বুঝেছি গো বুঝেছি মা শক্তি-সঞ্চারিণি!
কলুষিত রণেন্দ্র-হৃদয়।
প্রায়শ্চিত্ত হেতু তার উর শুভঙ্করী!
কোটি জন্ম তব পায় করি মা অর্পণ।
যেই শাস্তি নাহিক নরকে,
কোটি জন্ম সেই-শাস্তি দেহ দুহিতায়।
হও মা সদয়া,
রণজয় দেহ মাতা সমর-অঙ্গনা।

(গুলসানার প্রবেশ)

গুল। শুন শুন শুন বীরাঙ্গনা!
কোটি জন্ম করিয়ে অর্পণ,
প্রেম-স্মৃতি হবে না মোচন।
নাহি শক্তি আর দেবীর তোমার,
রোধিবারে মোগলের বল।
চিন্তা কিবা কর মনে?
কর' তব অসি উন্মোচন,
নিধন করহ মোরে।
কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে আমার,
জীবনের নাহি সাধ আর,
হয় যদি তব করে আমার সংহার,
আছে দূত মম, জানাইতে সেই সমাচার।
শুনি মম মরণ-সংবাদ,
সৎনামী-নেতার,
শতগুণে বৃদ্ধি হবে মনের বিকার;
নহে আসি নাই তব অস্ত্রমুখে।
শুন, কিবা হেতু মম আগমন,
জানাইতে তব অনুতাপ।
চিনেছ কি কেবা এ রমণী?
দুর্গমাঝে, বিবসা পিতার
শোকে দেখেছিলে যারে।
জয়-আশা করহ বর্জ্জন,
ফিরাও সৎনামীশ্রেণী,
বহু হত্যা দেখিবে কি হেতু?
যা চাহিব বাদ্‌সা দানিবে,
মার্জ্জনা চাহিব আমি সৎনামীর তরে
ফিরাও সৎনামীগণে ঘরে।
দারা-পুত্র অনাথ কাঁদিবে,
কোপে মোগল-সম্রাট্,
বিভ্রাট ঘটাবে হিন্দুস্থানে।
হিন্দু হবে অধিক পীড়িত।
রণেন্দ্রেরে করেছি বরণ,
হিন্দু আমি, নহি মুসলমানী,
তাই কহি হিন্দুগণ-কল্যাণ কারণ।
যাও ফিরে, সমরে না হবে কভু জয়।
বুঝে দেখ, তব মনে জন্মেছে সংশয়।
প্রেমাসক্ত নেতা,
সন্দিগ্ধ-চিত্ত পতাকা-ধারিণী,
বীজহীন-মন্ত্রে আর কি ফলিবে ফল।
বুঝ' মনে সুবদনী

বৈষ্ণবী। ভগ্নি,—ভগ্নি,
যদি হিন্দুধর্ম্ম তুমি করেছ গ্রহণ,
কহ রণেন্দ্রেরে প্রতারণা করেছ তাহারে।
হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর ক'রো না সর্ব্বনাশ।
আমি দাসী হ'বে তোমারে সেবিব,
দেবীজ্ঞানে পূজা তব হইবে ভারতে।
ধরি তব পায়,
রক্ষা করো হিন্দুরে কৃপায়,
যাও দেবী রণেন্দ্র-সমীপে,
কহ তারে, করিয়াছ প্রতারণা,
রণে তারে দেহ উত্তেজনা।
গুণবতী, রাখ রাখ দাসীর মিনতি!

গুল। ভগ্নী বলি সম্ভাষ আমায়,
বিচারিয়ে আপন হৃদয়,
বুঝ তুমি অন্যের অন্তর।
আমি তব রণেন্দ্রের প্রেমের অধীনী,
প্রেমের শকতি ভাল জানি।
তব কথামত গেলে রণেন্দ্র-সমীপে,
কহি যদি কহিলে যেমত,
বিপরীত হবে তায় হিতে।
জান, কি বুঝিবে নেতা তব?
পূর্ব্বে ছল করিয়াছি যাহা,
তাহা না বুঝিবে,
এবে করি ছল তার কল্যাণ কারণ,

শতগুণে প্রেম বৃদ্ধি পাবে।
জান না—জান না ভগ্নি, প্রেমের চরিত,
নহে তুমি বুঝিতে নিশ্চিত,
কি হেতু পরশুরাম আসিয়াছে রণে?
তোমার কারণে!
ভগ্নী বলে করে সম্বোধন,
প্রত্যয় না কর সে বচন।
কেশ ছিন্ন হইলে তোমার,
দারুণ আঘাত বাজে অন্তরে তাহার;
দেখনি সমরে,
যথা তুমি তথায় পরশুরাম।
তব প্রেমশূন্য হৃদি,
বুঝ নাই সে কারণ।
বৈষ্ণবী। কহ ভগ্নি, আছে কি উপায়।
এ সঙ্কটে করহ উদ্ধার।
হিন্দুস্থান হিন্দুর বসতি,
হিন্দু তুমি গুণবতী,
তবে কেন সাধ ভগ্নী হিন্দুর অহিত?
গুল। শুন ভগ্নি, ছিলে উন্মাদিনী,
সমরে কি হেতু আজ পতাকাধারিণী?
প্রতিবিধিৎসার হেতু!
বুঝ আপন হৃদয়ে পরের অন্তর-দাহ।
নাহি কি অন্তর তাপ মন?
অস্ত্রহীন স্নেহময় জনক নিহত,
স্বচক্ষে দেখেছি আমি বিধর্ম্মীর করে
দেখিয়াছি মরণ-যন্ত্রণা।
মৃতদেহ মাত্র তুমি দেখেছ পিতার,
পিতৃ-মৃত্যু দেখেছি সম্মুখে।
প্রতিবিধিৎসার হেতু করি পলায়ন,
নহে প্রাণভয়ে,
করেছিলে যবে মম বধের কামনা।
কর নাই পিতার সংকার,
মৃত-পিতা করি পরিহার,
আমিও করেছি পলায়ন।
করিয়াছি পণ!
জান ভাল রমণীর মন,
সাগর শুষিবে, সুমেরু টলিবে,
নারী-প্রতিহিংসানল না হবে নির্ব্বাণ।

বৈষ্ণবী। মা কৌমারী- মা কৌমারী!
কি হলো!

[বৈষ্ণবীর প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

রণেন্দ্র ও বৈষ্ণবী।

রণেন্দ্র। শুন ভগ্নি, সকল প্রার্থনা,
ক'রেছেন মহাদেবী মার্জ্জনা আমায়,
পুনঃ হৃদে সাহস সঞ্চার।
কিন্তু সত্য কহি,
এখনো হৃদয়ে আছে মুসল্‌মানী-ছবি;
স্মৃতি-মাঝে বিরাজে মূরতি;—
রাখি প্রাণে সুদৃঢ়-বন্ধনে।
কিন্তু হ'লে অন্যমন—
সেই চিন্তা উঠে চিতে।
সেই হেতু মিনতি তোমায়,
পুনঃ যদি হই আকর্ষিত,
যাই যদি মুসলমানী-পাশে,
উপেক্ষিয়ে ভ্রাতৃ-স্নেহ বধো এ অধমে।
মাতার নিকটে চেয়েছি মার্জ্জনা।
স্মরি মায়ের চরণ করিয়াছি পণ,
যদ্যপি স্বচক্ষে দেখি বধে কেহ তারে,
প্রাণভয়ে যদ্যপি সে ডাকে সকাতরে,
ফিরে নাহি চাব,—অন্য পথে যাব।
আসন্ন সমরে তুমি রহ মোর সাথে
তিলমাত্র বিচলিত দেখিবে যখন,
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে করিও নিধন।
বৈষ্ণবী। ভাব কেন হে বীরকেশরী?
স্পর্শে নারী সবার হৃদয়,
বীর তায় নাহি হয় বিচলিত।

যোগভঙ্গ হয়েছিল তাঁর,
কিন্তু যোগীশ্বর
মদন দাহন করিলেন নয়ন-অনলে;
স্মরহর নাম সে কারণ।
মন্মথের শরাঘাতে না হয় কাতর,
অধিক মাহাত্ম্য জেনো তাঁর।
সুসিদ্ধ-সঙ্কল্প যেই বীর—দৃঢ়পণ,
হৃদয়দৌর্ব্বল্য পারে করিতে বর্জ্জন,
তা হ'তে মহৎ কেবা এ তিন ভুবনে?
অস্ত্রাঘাত বিনা কেহ না হয় কাতর;
কিন্তু প্রবল আঘাতে যেই বীর রহে স্থির,
ধন্য বলি মাহাত্ম্য তাঁহার।
কৌমারীর প্রিয়পুত্র তুমি মহামতি,
এস আশুগতি ভেদ করি বিপক্ষের শ্রেণী।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। চারিদিকে অরি।
কোথায় বৈষ্ণবী, পতাকা না হেরি তার?
অসংখ্য বিপক্ষদল সাগরের প্রায়।
অধীর অন্তর মম বৈষ্ণবী কারণ।
একাকী কামিনী, ভেদিয়াছে বিপক্ষের শ্রেণী।
ঐ দূরে নেহারি পতাকা,
চারিদিকে অরাতিবেষ্টিত।
এস—এস সবে দ্রুতগতি,
পতাকা অরাতি যেন না করে গ্রহণ।

[পরশুরামের প্রস্থান।

(স্বদলে বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। হে সঙ্গিনী, সমররঙ্গিণী,
ছারখার বিপক্ষবাহিনী।
বামপক্ষ নেহারি দুর্ব্বল,
অরিদল প্রবল নেহার।
বিদ্যুৎগমনে—অসি-সঞ্চালনে—
এসো বামপার্শ্ব ভেদি অরাতির।

(পরশুরামের প্রবেশ)

ভীরু, অজি সেনাদল,
আসিয়াছ ধরিবারে নারীর অঞ্চল!
তাই বামপক্ষ হীনবল।
শক্তি যদি নাহি তব ভেটিতে মোগল,
কোষে অসি করিয়া স্থাপন, কর দরশন,
বীরাঙ্গনাগণে, কেমনে চরণে,
দলে যত বিধর্ম্মী মোগল।

[স্বদলে বৈষ্ণবীর প্রস্থা

পরশু। পার্শ্বে তব জীবন ত্যজিব,
এই মাত্র কামনা আমার।

[পরশুরামের প্রস্থা

(চরণ ও ফকিররামের প্রবেশ)

ফকির। বাপু চরণ, বৃদ্ধ হয়েছি, দৃষ্টি ভ
চলে না, ঠাউরে দেখো দেখি, বাদসার ছ
কোথায়? ঐ না ঝক্‌মক্ ক'চ্ছে হে?

চরণ। আজ্ঞে ঠাওর কচ্ছি বটে, ঝকচে ব

ফকির। অনেক গুলো মুসলমান চারিদিকে ঘে
রয়েছে না?

চরণ। আজ্ঞে তাই তো বটে—রয়েছে বটে।

ফকির। তা দেখ, আমাদের সেনারা যেম
দক্ষিণপার্শ্বে লড়্‌ছে লড়ুক। ও মুসলমান
গুলো তুলোর মত উড়্‌লো বলে। জন
পঞ্চাশ এ দিক ও দিক্ হ'তে টেনে নিয়ে
বাদসার দেখা পাবো না?

চরণ। আজ্ঞে আমি দেখা ক'রে আস্‌ছি
আপনি দাঁড়ান।

ফকির। তা বাপধন, দোষ কি? বুড়ো হয়েছি
একলা থাক্‌তে পারি না,—যাই না তোম
পাছু পাছু।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পট-পরিবর্ত্তন)

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

আরঙ্গজেব।

আরঙ্গ। অভয়-হৃদয় মোগলনিচয়,
কোরাণ-বয়েত হের অঙ্কিত কেতনে,
কতক্ষণ দেওগণ সহিবে সমর?
সয়তানি-কুহকে কি পতাকা উড়াইবে?

হের ধূমকেতু সম চন্দ্রকলা-অঙ্কিত পতাকা,
করিবে অনল বরিষণ,
হবে শত্রু এখনি নিধন।
প্রাণসম পাতসার তোমরা সকলে,
অসংখ্য সমরে সাথী,
তুচ্ছ এ অরাতি,
দল বীরবৃন্দ বাহুবলে।
হিন্দুস্থানে হিন্দু নাম আর না থাকিবে,
ইস্‌লামের মহিমা রহিবে,
কিবা ভয় হও অগ্রসর।
কিন্তু যদি সমর-কাতর,
অটল মোগল-অনীকিনী,
দেখ একা পাতসা তোমার,—
হস্তী-সঞ্চালনে নাশিবে বিপক্ষগণে।
হে হামিদ, রক্ষা কর বাহিনী তোমার;
পাতি জানু দৃঢ়করে বন্দুক ধরিয়ে,
সঙ্গীন কণ্টকে
ছিন্ন কর বিপক্ষের আসোয়ার;
শ্রেণীমাঝে যেন নাহি পশে।
হে বিষণ সিং, সমরে প্রবীণ,
বজ্রের সমান সহস্র কামান
আছে তব আজ্ঞা-অপেক্ষায়
ভস্মিবারে অরিগণে অনল-জৃম্ভণে।
(স্বগত) মজিল মজিল রণে নাহি পরিত্রাণ,
অতি বলবান্ এই ভিক্ষুকমণ্ডলী।
দেখিয়াছি অনেক সংগ্রাম;—
সমরে রাজপুত করে প্রাণ তৃণজ্ঞান,
মহারাষ্ট্র মৃত্যু নাহি গণে,
কিন্তু কেহ নহে সংনামী-সোসর;
চূর্ণ সেনা ঘোর আক্রমণে।
অদ্ভুত ঘটনা! সমরে অঙ্গনা
কেতনধারিণী, আয়ুধচালিনী,
মত্ত-মাতঙ্গিনী সম দলে দলবল।
হেতায় সেথায়,
কোটি কোটি দামিনীর প্রায়,
ঝলকি ঝলকি খেলে বীরবামাশ্রেণী।
কঠোরনাদিনী!
গর্জ্জনে চমকে মম চমূ।
যাই আমি বিপক্ষ-সম্মুখে,
জনকে করিয়ে বন্দী, বধি ভ্রাতৃগণে,
করেছি কি দিল্লী-সিংহাসন উপার্জ্জন,—
মোগলের ময়ূর-আসন—অর্পিতে সংনামী-
করে?

(গুলসানার প্রবেশ)

দেখ সর্ব্বনাশ! বিফল কৌশল তব;
মুহূর্ত্তে মজিব, হবে সংনামীর জয়।

গুল। জাঁহাপনা, ক্ষণমাত্র স্থির হয়ে
কর দরশন।
দেহ পঞ্চজন মোগল আমায়।
হিন্দুবেশ করিয়া ধারণ
যথা আমি করিব গমন,
যায় যেন পাছু পাছু মোর;
যেন বন্দী করিবারে, অথবা লইতে প্রাণ।
হিন্দুগণে ভাবে মোরে সংনামী-রমণী।
হের গুপ্ত সংনামীর বেশ,
প্রতারিত মোগল না হয় অরিজ্ঞানে।

(মরুতরঙ্গ খাঁর প্রবেশ)

আরঙ্গ। মরুতরঙ্গ খাঁ, হও মোর কন্যার অধীন।

[মরুতরঙ্গ খাঁ সহ গুলসানার প্রস্থান।

নিশ্চিন্ত হইতে নারি নারীর বচনে,
যায় যাবে প্রাণ, হই অগ্রসর রণে।

[আরঙ্গজেবের প্রস্থান।

(সৈন্যগণ সহ রণেন্দ্রের প্রবেশ)

রণেন্দ্র। দেখ দেখ, মোগল-রাজপুত
শিবা সম করে পলায়ন।
ধাও পশ্চাতে সবার,
জনেক না ত্যজে রণস্থল।

[দুই জন ব্যতীত সৈন্যগণের প্রস্থান।

সম্রাটের যোগ্য আরঙ্গজেব,
এ বৃদ্ধ বয়সে ধরে অসীম সাহস।
নিজ হস্তী করিল নিধন,
না যাইবে সমর ত্যজিয়ে।
বাদ্‌সার রক্ষাহেতু
শ্রেণীবদ্ধ মোগল আবার।

(হামিদ খাঁ ও বিষণ সিংহের প্রবেশ)

উভয়ে। রণ-সাধ দেহ বিসর্জ্জন।

রণেন্দ্র। বাতুল মোগল,
বাতুল রাজপুত-কুলাঙ্গার!
(স্বপক্ষীয় সৈন্যদ্বয়ের প্রতি)
দেখ, কেহ না হও সহায়,
বুঝুক মোগল কত বল সৎনামীর করে।

(যুদ্ধ করিতে করিতে বিষণ সিংহ ও হামিদ খাঁর পতন ও রণেন্দ্রের বিষণ সিংহের বক্ষের উপর উপবেশন)

(সৎনামী সৈনিকবেশে করিমের প্রবেশ)

করিম। প্রভু, হেরিলাম দূর হ'তে—
যুঝে একাকিনী নারী
পঞ্চজন মোগলের সনে।

রণেন্দ্র। নিশ্চয় শমন করেছে স্মরণ
সেই পঞ্চ জনে।
(রক্ষিদ্বয়ের প্রতি) এস বীরদ্বয়, রক্ষা করি অবলায়।

[পতিত বিষণ সিংহ ও হামিদ খাঁ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিষণ। (উত্থিত হইয়া) মৃত্যু কি ভুলেছে অভাগায়?
হই নাই হত, এখনো জীবিত?
লেপিনু কলঙ্ক-কালি রাজপুত-নামে!
[প্রস্থান।

হামিদ। (উত্থিত হইয়া) দৃঢ়-করে ধরে অসি অরি।
ঘৃণিত বদন পাতসায় আর না দেখাব।
ঐ সেই বীর, কোথা গেল! করি অন্বেষণ।
[হামিদ খাঁর প্রস্থান।

(পট-পরিবর্ত্তন।)

যুদ্ধক্ষেত্র।

(পঞ্চজন মোগলসহ কপট-যুদ্ধ করিতে করিতে গুলসানার প্রবেশ ও পতন)

(রণেন্দ্রের প্রবেশ ও মোগল-সৈন্যগণকে পরাস্ত করণ)

রণেন্দ্র। উঠ উঠ সুবদনী,
পতিত মোগল হের তব পদতলে।

গুল। কে রণেন্দ্র, তব ধর্ম্ম ভঙ্গ হবে;
যাও যাও—থেকো না হেতায়,
শত্রু আমি কহে তব বন্ধুগণে।
শত্রু—শত্রু, নাহি রহ শত্রুর নিকটে
যাও—যাও,
ত্যজি প্রাণ জয় জয় সৎনাম বলিয়ে।

রণেন্দ্র। নহ শত্রু।
একাকিনী রণস্থলে রাখিয়া তোমারে
কেমনে যাইব?
এস এস সুবদনী,
শত্রু জ্ঞান আর না করিবে,
মহাসমাদরে,বৈষ্ণবী তোমারে দিবে স্থান

গুল। জর জর অঙ্গ মম অস্ত্রের আঘাতে,
উঠিবার নাহিক শকতি।

রণেন্দ্র। এস চন্দ্রাননী করি তোমারে বহন

(গুলসানাকে উত্তোলন, দুর্ব্বলতা ভানে গুলসানার রণেন্দ্রকে আলিঙ্গন)

এ কি,বিদ্যুৎ-ঝলক সম উত্থিত প্রবাহ শিরে
কণ্টকিত সর্ব্ব অঙ্গ বামার পরশে,
যায় যাক্ প্রাণ,—করি বদন চুম্বন!

(চুম্বন ও মস্তক হইতে মুকুট স্খলিত হওন)

(হামিদ খাঁ, বিষণ সিংহ ও করিমের প্রবেশ)

করিম। আর তব নাহিক নিস্তার।

রণেন্দ্র। এ কি, জীবিত কি মৃত!
সকলি সম্ভব, খসেছে মুকুট শিরে!
বলহীন বাহু পুনঃ আয়ুধ-ধারণে!

গুল। ত্যজ অস্ত্র, নাহি আর কৌমারী সহায়
নহে প্রতারণা,
সত্য কহি পতি তুমি মম,
সত্য মুসলমান ধর্ম্ম করিয়ে বর্জ্জন,
তব ধর্ম্ম করেছি গ্রহণ।
বধ মোরে নিজ করে।
জানি তব শাস্ত্রের বচন,
মরিলে পতির করে হয় ঊর্দ্ধগতি!

রণেন্দ্র। শুন শুন, যে হও সে হও,
তব মুখচন্দ্র হেরি আঘাতিতে নারি,
তব ছবিপূর্ণ মম আপাদ-মস্তক!

হৃদিমাঝে স্থান দান করেছি তোমায় ;
নাহিক উপায় ;
তুমি মোর হৃদয়-ঈশ্বরী !

গুল। (স্বগণের প্রতি) কর বাদসার কার্য্য,
নিরস্ত কি হেতু ?

করিম। (রণেন্দ্রের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া)
মশায়, আসুন।

[রণেন্দ্রকে লইয়া গুলসানা, বিষণসিং,
হামিদ খাঁ ও করিমের প্রস্থান।

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। গেল গেল, সকলি মজিল,
ছিন্ন-ভিন্ন সৎনামীর শ্রেণী !
আরে ভীরু সেনাগণ,
পলায়ন কর কি কারণ ?

নেপথ্যে। পলাও, পলাও,
নহে ত মোগল কালান্তক যম।

বৈষ্ণবী। হায়, বুঝিলাম এতক্ষণে,
কৌমারীর প্রসাদ-মুকুট লুণ্ঠিত ধরণীতলে !
(মূর্চ্ছা)

(ফকিররামকে ধরিয়া চরণের প্রবেশ)

ফকির। ছাড় পামর, গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিস্‌নে, তোর নরক হবে। ছাড় বর্ব্বর ! চরণ, —চরণ, তোরে মিনতি কচ্ছি, আমায় বোঝা,এ ছার প্রাণের প্রয়োজন কি ? চরণ তোর হাতে অস্ত্র আছে, আমায় বধ কর ! আর যন্ত্রণা সয় না—আর যন্ত্রণা সয় না।
(মূর্চ্ছা)

বৈষ্ণবী। (উত্থিত হইয়া) পিতা—পিতা,
আছে এখনও উপায়,—
ধরি মুকুট মাথায়, আমি যাব রণে।

(পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। (স্বগত) নহে একা, আমি যাব পার্শ্বে
তব।

[বৈষ্ণবীর পশ্চাতে পরশুরামের প্রস্থান।

ফকির। (উঠিয়া) চরণ—চরণ, কি আনন্দের দিন ! জয়লাভ হয়েছে, স্বহস্তে বিধর্ম্মী বাদসার মুণ্ড ছেদন করবো !

চরণ। (স্বগত) ভয় কি চরণ, আপনার মাথা আপনি কাট্‌বি।

[বেগে প্রস্থান।

(কয়েকজন মোগল-সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈনিক। পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হও, যারে পাও, বধ কর, আহতকে বধ করতে ঘৃণা করো না।

(ফকির ও পশ্চাতে চরণের প্রবেশ)

ফকির। তবে আপনি মরো।

(মোগলকে অস্ত্রাঘাত, মোগলের মৃত্যু,
ফকিরের মূর্চ্ছা)

২য় সৈনিক। তবে রে কাফের !

চরণ। ওঃ, তোমাদের বাপ-দাদা ডেকেছে।

(চরণের সহিত যুদ্ধে সৈন্যগণের পলায়ন)

চতুর্দ্দিকে মুসলমান, কোথায় নিরাপদ্ স্থান ? প্রভুকে কোথায় লয়ে যাই ? সৎনাম, তোমার চরণে ভিক্ষা, গুরুহত্যা না দেখ্‌তে হয় ! দোহাই সৎনাম !—দোহাই সৎনাম ! —ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও ! (ফকিররামকে উত্তোলন)

ফকির। চরণ—চরণ, আমি বন্দী হয়েছি ?

চরণ। আজ্ঞে, আজ্ঞে—

ফকির। দেখ চরণ তুমি সরে যাও, আমায় নরকে লয়ে যাবে, দেখে তোমার প্রাণে আঘাত লাগ্‌বে।

চরণ। প্রভু—প্রভু, দাসের বুকে বজ্রাঘাত করবেন না। ইন্দ্রের আসন আপনার জন্য প্রস্তুত, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার আসন আপনার জন্য শূন্য, প্রভু, এরূপ দুর্নীত-বাক্য কেন আপনি বলছেন ?

ফকির। চরণ—চরণ,তুমি তো একদিনের জন্যও আমায় ব্যথা দাও নাই ! তবে কেন ব্যথা দিচ্চ, নরকে যেতে কেন আমায় বাধা দিচ্চ ? বলো—বলো, কোথা গেলে আমি শান্তি পাবো বল ? নরকে যেতে কেন নিষেধ কচ্ছ ? দেখ,—বিষে বিষক্ষয় হয়,

বোধ হয় কিছু শীতল হব। চরণ, তুমি তো সঙ্গে ছিলে; দেখেছ, সৎনামীশ্রেণী ভঙ্গ, মুসলমান সৎনামীর পৃষ্ঠে আঘাত করছে, হাহাকার রবে ভূতলে পতিত হচ্ছে! তুমি দেখেছ, আমার হাতে অস্ত্র ছিল, সৎনামীর নেতা মুসলমানীর প্রণয়ের অনুরাগী দেখেও বধ করি নাই—নারকীর স্নেহে আমায় বদ্ধ করেছিল। চরণ! কৌমারী দেবীর প্রসাদ-মুকুট কেন তোমার শিরে স্থাপন করি নাই। দেখো, বিবেচনা করো, রণেন্দ্রকে বধ করি নাই, নারী-বধে ঘৃণা ক'রে সেই মুসলমানীকে বধ করি নাই, তোমার শিরে মুকুট দিই নাই;—এ মহাপাতকীর স্থান নরক বই আর কোথায়? ভেবো না, নরকে আমার কোন যন্ত্রণা হবে না, কথঞ্চিৎ শান্তি হবে। গেল—গেল—স্বপ্নের ন্যায় ফুরুলো! চরণ চরণ, আমি কি জাগ্রত? তুমি সত্যবাদী, তোমার কথার আমার প্রত্যয় হবে। আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি নয়?

চরণ। প্রভু, সন্তান অপেক্ষা দাসকে স্নেহ করেন, দাসের মুখ চেয়ে স্থির হোন্।

ফকির। চরণ, তোমার কাছে অস্ত্র আছে? আছে—আছে, তুমি হীন নও, আমার মত ভীরু নও, বিধর্ম্মীর অস্ত্রাঘাতে তোমার অস্ত্র ভঙ্গ হয় না, বিধর্ম্মীর অস্ত্রাঘাতে তুমি মুমূর্ষু হও না। আছে—আছে—তোমার নিকট অস্ত্র আছে।

চরণ। প্রভু, চরণের আর অস্ত্রের প্রয়োজন নাই। প্রভু! তুমি ধ্যান-জ্ঞান, তুমি অস্ত্র ধরেছিলে ব'লে অস্ত্র ধরেছিলেম। প্রভু, যতক্ষণ না তোমায় কোন নিরাপদ্ স্থানে লয়ে যাই, ততক্ষণ অস্ত্রের প্রয়োজন।

ফকির। তবে মূঢ়! তবে পামর! কেন তুই আমায় মুসলমান-হাত হতে উদ্ধার কর্‌লি? কেন তুই বিংশতি নরহত্যা ক'রে আমায় নরক-যন্ত্রণা দিলি? তুই দূর হ। চরণ, তোর মনে কি এই ছিল,—এই নিদারুণ যন্ত্রণা দিবি? চরণ, তোর বাহুতে শত হস্তীর বল, আমায় অস্ত্রাঘাত না করিস্, গলা টিপে বধ কর। আমার হাতে অস্ত্র নাই, আমি আত্মহত্যা কর্‌তে পাচ্ছি না। চরণ—চরণ, সমর জয় হয়েছে—সমর জয় হয়েছে! এসো—এসো, মহা উল্লাসের দিন!

[বেগে ফকিররামের প্রস্থান, পশ্চাতে চরণের দ্রুতগমন।

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। এসো পুনঃ বিস্মৃতি হৃদয়ে;
অমৃতের ধারা-বরিষণে
স্মৃতি-অগ্নি করহ নির্ব্বাণ!
দারুণ অনল,
তুলনায় চিতানল সুশীতল!
বৃথা নারী-করে ধরিলাম অসি,
স্রোতস্বতী সম বৃথা বহিল শোণিত,
বৃথা উচ্চকুলোদ্ভব নিরীহ যুবক,
উত্তেজিত পাপ-মন্ত্রে মম,
প্রাণ দিল এ কাল-সমরে।
পিতা,মাতা,স্বদেশী স্বধর্ম্মী,বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন,
ভাসিল এ রণস্রোতে!
বৃথা এ বিদ্রোহ।
রাজ-রোষানল উদ্দীপনা হেতু,
ছারখার করিতে ভারত,
নারীরূপা ভারতের কণ্টক পাপিনী!
করিলাম মাতৃ-অপমান,
প্রসাদ-মুকুট তাঁর দানি হীনজনে।
ধিক্ ধিক্—শত ধিক্ জীবনে আমার,
না হইল পিতার তর্পণ!
এসো মমতা হৃদয়ে,
যাহে অরি-অস্ত্রাঘাতে হয় প্রাণনাশ
কোথা মা কৌমারি,
এ কি দণ্ড দাও নন্দিনীরে?
শত্রু-অস্ত্র ভঙ্গ হয় কায়,
মৃত্যুরূপী কামান-অনল
বিফল.নাশিতে অভাগীরে!
নাহি হেন যন্ত্রণা নরকে
যাহে সমুচিত শাস্তি হয় মম।
যাই যাই—ধরি গিয়ে বাদসার পায়;
ভিক্ষা মাগি করিয়া মিনতি,
নিদারুণ দণ্ডে যাহে তনু হয় নাশ।
এসো এসো এসো মুসলমান,

শত্রু আমি—শত্রু আমি—
বধ বধ শীঘ্র—কেন কর পলায়ন ?
এস ত্বরা নাহি ভয়,
নির্ভয়ে কর অস্ত্রাঘাত।
না করিব অসি-সঞ্চালন।
এসো এসো এসো রে বিধর্ম্মী।
ধৃত কর—বধহ আমায়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সম্রাট্-সভা

আরঙ্গজেব ও মন্ত্রী।

আরঙ্গ। কি কি আজ্ঞা দিয়েছ? হিন্দুমন্দির নির্ম্মাণের আজ্ঞা দিয়েছ? শুনেছি, লক্ষ নর-শির ব্যতীত কাফেরের দেবীর বেদি প্রস্তুত হয় না। লক্ষ লক্ষ কাফেরের শিরশ্ছেদ ক'রে যত পার মন্দির রচনা করো, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বধ করো, মুসলমানের নিষ্ঠীবন ত্যাগের স্থান তো চাই। বধ করো—বধ করো,কত হত্যা হলো,তার তালিকা দাও।

মন্ত্রী। নফরে অভয়-আজ্ঞা দেহ জাঁহাপনা।
তব কঠিন শাসনে,
উত্থিত বিদ্রোহী-শির এ ভারত-ভূমে।
রাজনীতি-বিশারদ স্বর্গীয় আকবর,
করিলেন সুনীতি-সঙ্গত যে নিয়ম,
কেন প্রভু কর ব্যতিক্রম?
রাজকার্য্য-সুদক্ষ আকবর মহামতি,
হিন্দুসনে করিয়ে সম্প্রীতি
ক'রেছেন সাম্রাজ্য বিস্তার।
করি তার বিরুদ্ধ আচার,
কুফল ফলেছে জাঁহাপনা।

আরঙ্গ। কি—কি মন্ত্রী, তুমি কি মনে স্থান দিয়েছ, আকবরশার হিন্দু-মুসলমানের প্রতি পক্ষপাতহীন দৃষ্টি ছিল? আশ্চর্য্য! তাঁর রাজনীতি কোনও মুসলমানের [illegible] নাই। শুন মন্ত্রী, স্থিরচিত্তে বিবেচনা করো,—মহামতি আকবর শা দেখেছিলেন যে, তখনও হিন্দুজাতি মহাবলশালী। সেই জন্ম সদ্ভাব ক'রে তাদের বশতাপন্ন করেছিলেন। তুমি যা বলেছ, তা সত্য। হিন্দুদের ভূতের ধর্ম্মের প্রতি বড় অনুরাগ; হিন্দুরা সকলই সহ্য কর্‌তে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি আঘাত কর্‌লে অস্ত্রধারণ করে। দেখ,আকবর শার কি সুকৌশল! রাজপুত-কামিনীগণকে বেগম ক'রে, রাজপুত মানসিংহ দ্বারা বাঙ্গলা হ'তে কাবুল পরাজয় করেছেন। সেই জাতিভ্রষ্টা রাজপুত-কামিনীগণ, মুসলমানকে আলিঙ্গন দান করেও বেগমমহলে তুলসী-বৃক্ষ স্থাপন ক'রে ভেবেছে, তথাপি তারা হিন্দু। যদি তিনি কাফের-কামিনী না গ্রহণ করতেন,তা হ'লে রাজপুতনায় জাতীয়-বিদ্বেষ জন্মাত না, তা হ'লে হয় তো কাফের রাণা প্রতাপ রাজদণ্ড মোগল-কর হ'তে বলপূর্ব্বক গ্রহণ কর্‌তো। কিন্তু দেখ, রাজপুতনায় গৃহবিচ্ছেদ হলো, হল্‌দীঘাটের যুদ্ধে রাণা একা, আর সকল রাজপুতই আকবরের পক্ষ হ'য়ে অস্ত্রধারণ কর্‌লে। মন্ত্রী, তোমার ধারণা, হিন্দুর প্রতি আকবরের স্নেহ ছিল। হিন্দুরা পত্র লেখে দেখেছ কি? পত্র মোরক ক'রে ৭৪॥ লেখে, তার অর্থ কি, জানো? জান না। চিতোর-যুদ্ধে হিন্দুর উপবীত তৌল ক'রে ৭৪॥০ মণ হয়। সেই জন্ম হিন্দুরা ইঙ্গিতে তাল্লাক দেয়, মালিক ভিন্ন যে পত্র খুল্‌বে, চিতোর-যুদ্ধে যত হিন্দু নিহত হয়েছে, সেই সমস্ত হিন্দুহত্যার পাতকী হবে। ঐ সমস্ত হিন্দুই আকবরের আজ্ঞায় নিহত হয়েছিল। আকবর মিছরির ছুরী,তিনি শঠ। আমার সে শঠতা অবলম্বনে প্রয়োজন নাই,—আমি কাফের-ধর্ম্মের প্রকাশ্য শত্রু। রাজকার্য্যে তাঁকে শঠতা অবলম্বন কর্‌তে হয়েছিল। এখন অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন, সমস্ত কাফেরই পদানত আমার সে শঠতা অবলম্বনের প্রয়োজন

কর্‌তেন, তার অর্থ—হিন্দুরা বশীভূত হোক্, তাঁর সে কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে। তাঁর সে রাজনিয়ম যদি পিতা বুঝতেন, তা হ'লে আমি তাঁরে সিংহাসনচ্যুত কর্‌তেম না, ভ্রাতৃবর্গ হত্যা ক'রে রাজদণ্ড গ্রহণ কর্‌তেম না। সাজিহান শা আকবরের রাজনীতি বোঝেন নাই, তাই হিন্দু-মুসলমানকে সমান করেছিলেন। যাও, কুণ্ঠিত হয়ো না প্রকৃত মুসলমানের যা কর্ত্তব্য, তোমার বাদ্‌সা তাই কচ্চে। নতুবা মহম্মদ তাঁর দাসকে সিংহাসনচ্যুত কর্‌তেন।

মন্ত্রী। বাদসার আজ্ঞা অখণ্ডনীয়।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

(বন্দী অবস্থায় রণেন্দ্রকে লইয়া বিষণসিং, হামিদ খাঁ, করিম ও গুলসানার প্রবেশ)

আরঙ্গ ইনি সৎনামীর সেনাপতি? বসবার স্থান দাও। (গুলসানার প্রতি) বেটি, তুমি সিংহাসনের পার্শ্বে এসো। আপনারাও আসন গ্রহণ করুন। বন্দী করেছেন? এঁর নাম রণেন্দ্র?

হামিদ খাঁ। হাঁ জাঁহাপনা, এঁরই নাম রণেন্দ্র।

আরঙ্গ। হামিদ খাঁ, বিষণসিং, বুঝলেম, তোমরা কার্য্যদক্ষ। (করিমের প্রতি) তুমি কে?

করিম। জাঁহাপনা, আমি গুলসানার ভৃত্য।

আরঙ্গ। ভৃত্য নও, তুমি ওমরাও, তোমার বাদসার আজ্ঞা।

করিম। (মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া) জাঁহাপনা, বাদসার প্রসাদে দাস কৃতার্থ। ভৃত্য বাদসার প্রসাদে মহা গৌরবান্বিত। কিন্তু মিনতি, জাঁহাপনা প্যাগাম্বরের প্রিয়পাত্র। আমার এই প্রভুকন্যা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন, পুনর্ব্বার এঁরে ইস্‌লামধর্ম্ম প্রদান করুন, তা হ'লেই দাস কৃতার্থ হবে, নচেৎ প্রভু আমায় স্বর্গ হ'তে তিরস্কার কর্‌বেন।

আরঙ্গ। স্থির হও, আর তোমার প্রভুকন্যা নয়, বাদসার দুহিতা। তার বাদ্‌সা-পিতার ন্যায় কৌশল-নিপুণা, তুমি চিন্তা দূর কর;— ওমরাও, তুমি চিন্তা দূর কর। (গুলসানার প্রতি) বসো মা।

গুল। ময়ূর-সিংহাসন দাসীর যোগ্য নয়।

আরঙ্গ। হুঁ! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই, তোমার পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ হয় নাই, কেমন—না?

গুল। হাঁ জাঁহাপনা! (স্বগত) হৃদয়! স্থির হও! উপায় নাই, আমি প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ। প্রাণ-বিসর্জ্জনে তোমায় শাস্তিদান কর্‌বো!

আরঙ্গ। হুঁ মর্‌বে—মর্‌বে, কে মর্‌বে? রণেন্দ্র। হুঁ! এসো হামিদ, এসো বিষণ। মর্‌বে, মর্‌বে—সৎনামীর সেনাপতি মর্‌বে, কেমন? যোদ্ধা—আমি যোদ্ধা ভালবাসি। তোমাদের নিকট পিস্তল আছে। দেখ, নিরস্ত্র বীরপুরুষকে বধ করা ভাল নয়, কি বল? এসো, আমরা তিনজনেই এক সময়ে গুলী নিক্ষেপ করি, তা হ'লে কার গুলীতে প্রাণত্যাগ করেছে, তা নির্ণয় হবে না, সুতরাং নিরস্ত্র যোদ্ধৃহত্যা আমাদের কারো দ্বারা হবে না। কি আজ্ঞা করেন সৎনামীর সেনাপতি? নীরব কেন? আপনি তো ভীরু নন!

রণেন্দ্র। (গুলসানার প্রতি) শোন, তুমি যে হও, আমার মৃত্যু দেখো, এই আমার প্রার্থনা। যদিচ বার বার ফকিররাম প্রভু আমায় সতর্ক করেছেন, যদিচ বার বার তিনি তোমায় শত্রু বলে, আমায় তোমা হ'তে দূরে অবস্থান কর্‌তে আদেশ ক'রেছেন, তথাপিও মৃত্যুকালে আমার ধারণা হচ্চে না, তুমি আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী নও। দেখ, এখনও তোমার বদনে, নয়নে, হাবভাবে আমার প্রতি তোমার সম্পূর্ণ আসক্তি বোধ হচ্ছে। কি জানি কেন? এখনও আমার মনে হয় যে, তুমি সত্য সত্যই হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছ, এখনও মনে হয়, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী তুমি আমার পত্নী। কি জানি কেন? ছিঃ ছিঃ, মনের এ কি বিষম ভ্রম!

গুল। ভ্রম নয়, সত্য, স্বর্গে তোমার চরণে নিবেদন কর্‌বো।

রণেন্দ্র। (বাদসার প্রতি) যবন, আমি প্রস্তুত।

আরঙ্গ। যবন—যবন! (সেনাপতিদ্বয়ের প্রতি) আমার পিস্তলে গুলী ভরা আছে, আপনারা প্রস্তুত?

বিষণ। জাঁহাপনা, এরে বন্দী করে রাখুন, বধ করবেন না।

আরঙ্গ। রাজপুতবীর, পার্ব্বতীয় মূষিক শিবাজীর ন্যায় তা হ'লে কাফের পলায়ন করবে। ইনি পুনর্ব্বার হিন্দুসৈন্যের নেতা হ'লে, বোধ হয় নিরঙ্গ আর এঁরে বন্দী করতে পারবেন না। শত্রু-সংহারই প্রয়োজন কি বলেন? হিন্দু-সেনাপতির কি আজ্ঞা?

রণেন্দ্র। তোমার নারকীয় হৃদয়ে পরিহাস আসে, এ আমার ধারণা ছিল না।

আরঙ্গ। আজ্ঞে না, পরিহাস নয়। ভারতবর্ষের সম্রাট্ বীরত্বের গৌরব জানে, নচেৎ স্বহস্তে তোমার প্রতি গুলী নিক্ষেপ করতে সঙ্কল্প করতো না। বিষণসিং, হামিদ খাঁ, আমি প্রস্তুত, তোমরা প্রস্তুত হও। তিনবার বাদসা পদশব্দ করলে, শত্রুর প্রতি গুলী নিক্ষিপ্ত হবে। এক—দুই——তিন——

(আরঙ্গজেব, বিষণসিং ও হামিদ্ খাঁ। তিন জনের একসঙ্গে গুলী নিক্ষেপ ও রণেন্দ্রের পতন ও মৃত্যু)

গুল। প্রাণনাথ, মার্জ্জনা করো, আমি সত্যে আবদ্ধ। সত্যভঙ্গ তোমার শাস্ত্রে নিষেধ। সত্য পালন করেছি, স্বর্গে তোমার পদ-সেবায় অধিকার দিও। (আরঙ্গজেবের প্রতি প্রতিশ্রুত জাঁহাপনা দাসীর নিকটে,—

যা চাহিব করিবে প্রদান।

দেহ মোরে স্বামী-সৎকারের অধিকার।

হে বিষণ সিং, হিন্দু তুমি,

আছে তব হিন্দু-ভৃত্যগণ,—

লইতে শ্মশানভূমে স্বামীরে আমার

আজ্ঞা দেহ তব ভৃত্যগণে।

জাঁহাপনা,বিদায় মাগিছে তব দুহিতা চরণে;

হিন্দুর নিয়মে হব স্বামী-সহগামী।

জাঁহাপনা ... [illegible]

কপটতা ছিল না, কপটতা ছিল না। ভাল, যাহা অভিরুচি! নারী-চরিত্র—নারী চরিত্র! সকলই বিপরীত-ভাবপূর্ণ! বোধ হয়, সমস্ত হিন্দুললনা কৃতসঙ্কল্প হলে ভারত-সিংহাসনে হিন্দু উপবেশন করে। রমণীর সকলই বিচিত্র, আরঙ্গজেবের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত। মরবে—কাফেরের সঙ্গে মরবে। (করিমের প্রতি) দেখ ওমরাও, তোমার প্রভুকন্যাকে বধ করবার ইচ্ছা হচ্ছে? বাদসার হুকুমে নিরস্ত হও। দেখ—দেখ, নারী-চরিত্র শেষ পর্য্যন্ত দেখ, একটা জ্ঞান লাভ হবে। নারী-চরিত্র দুর্জ্ঞেয়, কোরাণের বাক্য, সে বাক্য সফল হবে।

গুল। জাঁহাপনা বিদায়! প্রাণেশ্বর, স্থান দাও পায়। (রণেন্দ্রের চরণতলে গুল-সানার পতন ও মৃত্যু)

আরঙ্গ। (করিমের প্রতি) ওমরাও, তোমার অস্ত্রাঘাতের অপেক্ষা করে নাই, প্রাণত্যাগ করেছে।

করিম। হা কারতরফ খাঁ, তোমার কন্যার ভার কেন এ অধমকে দিয়েছিলে? স্বর্গ হ'তে দেখ, আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করি।

(বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া করিমের মৃত্যু)

(বৈষ্ণবীর প্রবেশ)

বৈষ্ণবী। যবন, আমিই প্রধান বিদ্রোহী। কারে ইঙ্গিত কচ্ছ? আমার প্রেমশূন্য হৃদয়, কেউ আমার নিকটে আসতে সাহসী হবে না। আমার হৃদয়-তাপ, কালানল সম আমার লোমকূপ হতে বহির্গত হচ্ছে। আমার চতুর্দ্দিকে অনল,আমায় কেউ আবদ্ধ করবে না। ভয় করো না, আমি দণ্ড গ্রহণ করতে তোমার নিকট এসেছি।

আরঙ্গ। আমি ইঙ্গিত করি নাই। তোমার মনোভাব আমি সকলই বুঝেছি। তোমার সম্প্রদায় ছিন্ন, তুমি আশাশূন্য, হৃদয়ের শান্তির জন্য মুসলমানের শক্তি গ্রহণ করতে এসেছ। আমি বুঝেছি, নৈ[illegible] [illegible]

আমার বৃত্তিভোজী অনেক বৈজ্ঞানিক, মহা কষ্টকর মৃত্যু কিরূপে হয়, তা আবিষ্কারে প্রবৃত্ত। কিয়ৎপরিমাণে তারা কৃতকার্য্যও হয়েছে। অনাহারে মৃত্যু, দেহ হ'তে চর্ম্ম ছিন্ন দ্বারা মৃত্যু, চীন-প্রথামত পাকস্থলী ছিন্ন ক'রে যন্ত্রণা প্রদান, অনিদ্রায় জীবন নাশ করণ, এ অপেক্ষা দ্বিগুণ কষ্টকর মৃত্যু তারা আবিষ্কার করেছে। কিন্তু তোমার প্রতি কষ্টকর মৃত্যু আজ্ঞা দেব না। তুমি সত্যবাদিনী, আমি তোমার প্রাণদণ্ড আজ্ঞা দিলে, বল—সত্যকথা বল, যারে যবন বল —সে ভারতবর্ষ শাসনের উপযুক্ত কি না? আমার আজ্ঞায় তুমি যথা-তথা ভ্রমণ কর। তোমার নিমিত্ত অট্টালিকা প্রস্তুত, তোমার ব্যয়ের নিমিত্ত রাজকোষ মুক্ত, যত বিলাস ইচ্ছা, তুমি ভোগ কর, কেবল হিন্দুদের উত্তেজনাকারিণী শক্তি তোমার হরণ কর্‌লেম। দেখ, তোমার বাহুতে বল নাই। তুমি যথায় যাবে, বাদ্‌সার দূত তোমার সঙ্গে থাকবে, কোন হিন্দুকে আর তুমি জাতীয় স্বাধীনতার জন্য উত্তেজিত কর্‌তে পারবে না।

বৈষ্ণবী। তোমায় সেলাম কচ্ছি, জানু পেতে তোমায় জাঁহাপনা স্বীকার কচ্ছি, আমার প্রাণদণ্ড করো। স্বহস্তে আত্মহত্যা কর্‌বার চেষ্টা করেছি, অসি হস্তচ্যুত হয়। বাদ্‌সা, জাঁহাপনা, আমার মৃত্যু-আজ্ঞা দাও।

আরঙ্গ। না সুন্দরি! যদি সম্ভব হতো, যদি তুমি মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে, তুমি আমার প্রধানা বেগম হ'তে; কিন্তু তা সম্ভব নয়। তোমার কি দণ্ড, তা আমি আপনার প্রাণ দিয়ে বুঝেছি। শুন্‌বে?— যখন পিতাকে বন্দী কর্‌বার কল্পনা করি, যখন জেষ্ঠ দারাকে পরাজয় কর্‌বার মানস করি, তখন একবার মনে হলো, যদি কৃতকার্য্য না হই! ভাব্‌লেম, তাতে ক্ষতি কি, যদি বন্দী হই, আমার মৃত্যু-আজ্ঞা হবে, যন্ত্রণার যাতে কঠোর মৃত্যু হয়, সেই আজ্ঞা হবে; তাতে ভয় কি? তুমি হিন্দু, [illegible]

কোরাণের উক্তিও তদ্রূপ। জেনেছিলেম, আমি দেহ হতে স্বতন্ত্র। যখন দেহপীড়িত হবে, আমি স্বতন্ত্র হয়ে অবস্থান করবো, আমার আঘাত লাগ্‌বে না। সুন্দরী, দেহ-আত্মার প্রভেদ তোমারও অনুভূত। যতদিন দেহ-পিঞ্জরে অবদ্ধ থাকো, ততদিনই তোমার যন্ত্রণা, দেহনাশে তুমি যন্ত্রণা হতে মুক্ত হবে। অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী হ'য়ে, স্বচক্ষে স্বদেশী, স্বধর্ম্মীর পীড়ন দেখ, তোমার এই শাস্তি। "জিজিয়া" কর পুনর্ব্বার সংস্থাপিত দেখ।

বৈষ্ণবী। ওই ওই বিমানচারিণী,
ময়ূরবাহিনী, শক্তি-সঞ্চারিণী
আবাহন করেন কন্যায়;
ওই অট্টহাস, দিক্ সুপ্রকাশ,
ওই ভীমা রণাঙ্গণা, ওই পরাৎপরা,
ওই হাস্যাধরা, ওই ওই মধুরভাষিণী
আবির্ভাব নন্দিনীর তরে।
লহ মাতা, তাপিতা দুহিতা।
শুন শুন জননীর ভবিষ্যৎ-বাণী;—
আরে হিন্দু-পীড়ক যবন,
এবে তব রাজ্যমাঝে বণিক্ যে জন,
বংশনাশ হ'বে তব সেই শ্বেত-করে।
ওই মাতার সঙ্গিনী, ওই মহা প্রভাবশালিনী,
ভুবনমোহিনী সিতাধরা,
সাগরতরঙ্গ-মাঝে বিরাজিতা বামা,
শ্বেতপুত্রগণে সুবেষ্টিতা!
নেহার যবন, ওই তব বংশহন্তা শ্বেত বীরগণ
মাতার সঙ্গিনী শ্বেতাম্বুজা সরোজ-অঙ্গিনী
বীর্য্যবলে ভারত করিবে অধিকার।
যতদিন কামিনী-কাঞ্চন,
হিন্দুগণ করিবে বর্জ্জন,
না করিবে দীন ভ্রাতৃসেবা,—
ততদিন কামিনী-কাঞ্চন-সঞ্চালিত
স্বর্থপর বর্ব্বরনিকর
রবে সবে পরাধীন—বিধর্ম্মী-কিঙ্কর!
যাই, যাই, যাই গো জননী!

(পতন ও মৃত্যু)

আরঙ্গ। বিষণ সিংহ, তুমি হিন্দু-প্রথামত এদের

যোগদান কর্‌বে, সে বিদ্রোহী হ'লেও কেউ না তারে ধৃত করে। এই আমার মোহরাঙ্কিত হুকুমনামা গ্রহণ করো। আমি স্বয়ং মন্ত্রীকে রাজ্যে ঘোষণা দিতে আজ্ঞা দিচ্ছি। (হামিদ খাঁর প্রতি) হামিদ, এই ওমরাওর অন্তিম কার্য্য তোমার উপর ভার। (স্বগত) শ্বেতনারী ভারতের ভবিষ্যৎ অধিকারিণী। সত্য—সত্য,—আমার প্রাণ বল্‌ছে সত্য ; কাফের-নন্দিনী সত্যবাদিনী।

[আরঙ্গজেবের প্রস্থান।

হামিদ। নারী-চরিত্র অতি অদ্ভুত !

বিষণ। হাঁ খাঁ সাহেব, নারী-চরিত্র দেবতারাও অবগত নন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

শ্মশানের পথ।

মোহিনী ও যুবতীগণ।

যুবতীগণ। (গীত)

রবি-শশী তারকা উঠ' না গগনে,
আঁধার আবর পুণ্য-নিকেতনে,
মগনা অধীনা রোদনে।
কৌমারী চিরসঙ্গিনী, ধরাতলে হেমাঙ্গিনী,
রণশ্রান্ত রণ-রঙ্গিণী ;
পতিত বিজয়-ধ্বজা পতাকাধারিণী সনে ॥
বিফল এ বীরব্রত, বিফল শোণিতস্রোত,
ঘোরা নিশা, গৌরব বিগত ;
শ্মশান এ পুণ্যধাম, বিলুণ্ঠিত বীরগণে ॥

১মা যুবতী। (মোহিনীর প্রতি) কোথায় যাও, কোথায় যাও ?

মোহিনী। আমার যাবার জায়গা আছে, আমার মনের মানুষ আছে ;—কোথায় যাই, দেখবি আয়। এ দারুণ জ্বালা, এ দারুণ জ্বালা ! তার কাছে না গেলে এ জ্বালা নিব্‌বে না।

[প্রস্থান।

২য়া যুবতী। ভাই, আমরা এখন কি ক'র্‌বো ?

১মা যুবতী। কেন ? যে কাজ কচ্ছি। যতদিন দেহে প্রাণ থাকবে, ততদিন মোগলের অনিষ্ট কর্‌তে নিরস্ত হবো না।

২য়া যুবতী। চলো, দেখি বৈষ্ণবী কোথায়। বীরবালা আবার সৈন্য সৃজন কর্‌বে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

শ্মশান।

(রণেন্দ্র, গুলসানা এক চিতায় শায়িত ও অপর চিতায় বৈষ্ণবী)

বিষণ সিং ও হিন্দু-সৈন্যগণ।

বিষণ। হায় হায় ! স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌লেম ! হায় মাতৃভূমি, আমার কি পরিত্রাণ আছে ?

জনৈক সৈন্য। মা ভারতভূমি, সামান্য বেতনের জন্য বিধর্ম্মীর পক্ষ হয়ে অস্ত্রধারণ করি। স্বজাতি, স্বধর্ম্মী, পিতা, ভ্রাতার প্রতি গুলী নিক্ষেপ ক'রে মুসলমানকে জয়-সংবাদ প্রদান করি। সে সময়ে জয়োল্লাসে মত্ত বিধর্ম্মীরা হয় তো হিন্দু-মাতা, হিন্দু-পত্নী, হিন্দু-দুহিতার বলাৎকারে প্রবৃত্ত। সে সময় জয় হয়েছে ব'লে উল্লাস করি, আপনাকে বীর ব'লে গণ্য করি। মা গো, এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ব্যতীত সুজলা সুফলা ভারতভূমি দীনহীনা কেন হবে ?

(পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। শুন শুন,
মমতা-বিহীন এই শ্মশান-প্রান্তরে
হিন্দুপুত্র যেই জন আছ উপস্থিত,
শুন মম কলুষিত চিত্তের আখ্যান।
যেই বিমলা বৈষ্ণবী,
হের চিতায় শায়িত,
ভগ্নী বলি সম্ভাষণ করিতাম তারে ;
কিন্তু কলয-[illegible]

নন্দদুলাল।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যমুনা।

(যোগমায়া, নিদ্রা, তন্দ্রা, ও স্বপ্ন)

যোগ। বিষ্ণুর আদেশে আমি অংশে নন্দালয়ে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেছি। কারাগারে দেবকী-জঠরে নারায়ণও অবতার হয়েছেন। যশোদা আমার মায়ায় আচ্ছন্না আছেন, আমায় যে প্রসব করেছেন, তা তিনি জানেন না। পুত্ররূপী নারায়ণে লয়ে বসুদেব যমুনাপারে আস্‌বেন। নারায়ণকে যশোদার কোলে স্থাপন ক'রে,আমায় লয়ে কংসের করে অর্পণ করবে। যোগনিদ্রা! তোমার প্রতি আমার আদেশ এই,—এই সকল ঘটনা যেন নয়-চক্ষের অতীত হয়,যেন গোপ-গোপী কাহারও নয়নপথে বসুদেব না পতিত হয়। তোমাদের প্রভাবে গোকুল আচ্ছন্ন আছে। যদবধি আমার নিকট আদেশ না পাও,—তদবধি যেরূপ গোকুল আচ্ছন্ন আছে, যেন সেরূপ থাকে। যশোদার নিকট হ'তে বসুদেব আমায় ল'য়ে যমুনা পার হয়ে গেলে, তবে যেন গোকুলবাসিগণ সচেতন হয়।

নিদ্রা। মা, যেরূপ অনুমতি, সেরূপ হবে। তন্দ্রা-স্বপ্নে বেষ্টিতা হয়ে,—আমি গোকুলে কেলি কচ্ছি। ঘোর নিদ্রায় গোকুল অভিভূত। মা দেবকার্য্য সহজেই সম্পন্ন হবে। কিন্তু মা, জান্‌তে ইচ্ছা হয়—তোমাদের এরূপ দেহধারণের কারণ কি?

যোগ। পৃথিবী দনুজভারে ভারাক্রান্ত হয়ে,—গোরূপ ধারণ ক'রে, ব্রহ্মার নিকট নিজ দুঃখ প্রকাশ করেন। ব্রহ্মা দেবগণ পরিবেষ্টিত হয়ে,—ক্ষীরোদ-তীরে অনন্তশয্যাশায়িত বিষ্ণুর স্তব করেন, দেবগণের স্তবে তুষ্ট ভগবান্ পৃথিবীর ভারমোচনে অবতার হবেন স্বীকার করেন,—আর আমায়ও অবতীর্ণা হ'তে বলেন। চল,—ওই বসুদেব আস্‌ছেন। অনন্তদেব ফণা বিস্তার দ্বারা শিশুরূপী পরমাত্মাকে বারিধারা হ'তে আচ্ছন্ন ক'রে সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছেন।

[যোগমায়ার প্রস্থান।

(নিদ্রা, তন্দ্রা ও স্বপ্নের গীত)

সকলে— নাচি শতদল'পরে ধীরে।

নিদ্রা— ধীরে নরে অলসে অবশে ডোবে অচেতন নীরে॥

তন্দ্রা—আগে আগে, নয়ন রাগে সোহাগে করি কেলি,

স্বপ্ন—বিবিধ বসনে, কুসুম কাঞ্চনে, সাজি নয়, সনে খেলি,

সকলে— জীবন-স্রোত প্রবাহিত সম, বিষম রঙ্গ তাহে,

সেই সেই সেই,সেই আর নেই,বিভ্রমে মন ধায়ে;

ত্যজিলে রঙ্গ, সে ভ্রম-ভঙ্গ,

জ্ঞান-জ্যোতি ধীরে ফিরে।

[সকলের প্রস্থান।

(বসুদেবের প্রবেশ)

বসু। বারিধারা ঘোরতর, কম্পমান ধরাধর,
যমুনা সাগর সম বহে।
উথলিত এ তুস্তার, কেমনে হইব পার,
ঘূর্ণমান—মতি স্থির নহে॥
কঠোর কর্কশ নাদে, গর্জ্জে বজ্র নানা ছাঁদে,
দামিনী দলকি ঘোর আঁধার মাতায়।
বায়ু-রবে দিক্ পূর্ণ, উচ্চ-শাখি-শির চূর্ণ,
কাঁদিয়ে গর্জ্জিয়ে বায়ু ধায়॥
এ কেমন নাহি জানি, মিথ্যা কিবা দৈববাণী,
পার হব যমুনা কেমনে,
উদয় হৃদয়ে ভয়, পুত্র কন্যা বিনিময়,
কিরূপে করিব হায় নন্দের ভবনে॥

এ কি আশ্চর্য্য! অনায়াসে শিবা পার হয়ে গেল দেখ্‌ছি। তবে আমি পার হ'তে পার্কো না কেন? ওই পথে আমিও পার হই। এই তো প্লাবনবৎ চতুর্দ্দিকে ঘোরতর বারিধারাবরিষণ,—কিন্তু বারিবিন্দু আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'চ্চে না। যেন ছত্রবৎ উর্দ্ধে কে আমায় আচ্ছাদন ক'রে রেখেছে। হায় হায়,—কি হ'ল,—কি হ'ল,—অকূল পারাবারে পুত্র বিসর্জ্জন দিলেম!

দৈববাণী। ভেব না ভেব না তুমি সুমতি সুজন।
পাইবে নন্দন, ধীর! ত্যজ শোক মন॥
বিষ্ণু-পদ-স্পর্শ করে যমুনা কামনা।
ভক্তাধীন ভগবান্ পুরান বাসনা॥

বসু। এই যে পেয়েছি! আহা, কে অভাগা এসেছিস্? এমন অভাগার কাছে এসেছিলি যে, কারাগারেও তোরে স্থান দিতে পার্‌লেম না! পিতা হয়ে পরের ঘরে রাখ্‌তে এলেম! কি ব'লে তোর গর্ভধারিণীকে প্রবোধ দেব, জানি না। এবার যশোদার সর্ব্বনাশ কর্‌তে চলেছি, দৈববাণী যদি সত্য হয়,—তার সুকুমারী কন্যা ল'য়ে কংস-করে অর্পণ কর্‌তে হবে! কি দুর্দ্দৈব! আমার কি দুর্দ্দৈব! আমার অদৃষ্টে— ভগবান্ এত লিখেছিলে!

[বসুদেবের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

কংসালয়—কারাগার-সম্মুখ।

(দরওয়ান ও দরওয়ানীর প্রবেশ ও গীত)

স্ত্রী— যব রোদিয়া ছেলিয়া টাঁা টাঁা টাঁা
ময় নিদ্ গেলো।
মে গুজারি ডর‍্মে সারা রাতি কাহে বেইমান
তুনা এনালো॥
পুরুষ— তর্ তর্ তর্ ঝর ঝর ঝর পাণি বর্ষে,
ময়্‌সে কায়্‌সে নিকাসে,—
স্ত্রী—তু পাজী ভারি, একেলি ক্যায়্‌সে গুজারি,
আবি আয়ি যো হোগিয়া ফর্সা,
উভয়ে— নেহি কেজ্রিয়াসে কাম্,
ভালা চ্যালো চ্যালো।

(দ্বিতীয় দরওয়ানের প্রবেশ)

২য় দর। কেয়া মিতিনি আগেয়ি? বড়া ফক্তিকা রাত। আজ ফিন্ ল্যাড়কা পটক্ যাইয়ে। বসুদেব রোয়েগা,—দেবকী রোয়েগি।

স্ত্রী। আরে কেয়া খপর,—কেয়া খপর?

২য় দর। আরে কা কহো, দেবকীকা কাল্ রাত্‌মে এক্‌ঠো লেড়্‌কী ভয়া।

১ম দর। তোম্‌কো তো বাতায়া—ও টাঁা টাঁা রোদিয়া।

২য় দর। আরে তোম্'তো ভাই বহুৎ নিদ্ গিয়া। খপরদারিমে রহে কোন্?

১ম দর। আরে ভাই, ফুর্ত্তিসে নিদ্ গিয়া। মহারাজজী ওই ল্যাড়্‌কাকো পটক্ দেগা; শিরপর ঘুমায়েগা টাঁা-টাঁা রোয়েগা, যেসা খঞ্জনিকা আওয়াজ দেগা। দেবকী বসুদেব মুরছ, খাকে গিরেগা। আদ্‌মী লোক মুমে পাণি দেগা! উঠেগা, ছাতি পিটেগা,—ফিন্ মুরছ যাগা,—ফিন্ উঠেগা,—ফিন্ পড়েগা,—কেত্তা মজা হোগা, ওই ফুর্ত্তিসে নিদ্ গিয়া।

২য় দর। আগর্ কয়েদী ভাগ্ যাতা।

১ম দর। আরে এত্তা আঁধিয়া রাৎমে কৈ বাহার জানে সেকে?

যো তোমারে মাফিক্ বেইমান না, ওহি সেকে! যো দোস্তি জানে, ওহি সেকে,— যেস্‌কা কলিজামে রস খেলে, ওহি সেকে।

১ম দর। আরে তু তো বড় রসিকা। তু কাহে নেহি আয়ি?

স্ত্রী। শুন—নিমকহারাম কি বাৎ? এ্যকেলি হাম আয়েগি! মরদ্ আর নেহি মিলে,— না? যা,—তোম্ দেল্ বিগ্‌ড়া দিয়া,— হাম চালে!

১ম দর। আরে যা,—ধাম্‌পাল রেণ্ডী হামারা বহুৎ মিলেগা!

২য় দর। শালী রেণ্ডী নেহি,—যেসা কুস্তীগির।

১ম দর। সাচ্ বোলা ভাই!

স্ত্রী। ক্যায়া খুবসুরৎ মরদ!—হনুমানজী নেঙ্গুর ছোড়কে আয়া!

১ম দর। তুমকা মাফিক তো রাবণকা বহিন নেহি।

স্ত্রী। তেরা এত্তা গুমোর!—হাম চালে।

২য় দর। কুচ বলো মাৎ,—তেরা শনি ছুটা।

[দরওয়ানীর প্রস্থান।

২য় দর। জনমমে এত্তা নিদ্ হাম কভি নেহি গিয়া! এত্তা বাদ্‌রভি কভি নেহি দেখা,— ক্যা আঁধি আগেয়ি!

১ম দর। আরে ল্যাড়্‌কাকো রোনা, শোনা, খেয়াল কিও—হুজুরমে খপর দেও। নিদিয়াকো ভারমে গির পড়া! যেসা পানি বর্ষা, ওইসা নিদ হামারা উপর আ গিয়া। খপর দিয়া,—ল্যাড়কা পয়দা ত' ভয়া!

২য় দর। হুজুরমে খপর গিয়া লেড়্‌কী পয়দা ভৈ। আভি বসুদেবজীকো ছাত্তিপর হাম দেখা, বাহারমে হাওয়া খিলাতা রহা; পিছে দেবকীজিকো ঘরমে ঘুস্ গিয়া!

১ম দর। আরে লেড়কী কিয়া। ল্যাড়্‌কা হোনেকো তো বাৎ থা।

২য় দর। আরে বাৎ তো থা।

১ম দর। আরে ঠিক বাৎ থা।

২য় দর। হাম ক্যায়া করে,—হামারা ক্যায়া কসুর!

১ম দর। আরে মহারাজজী খাপ্পা হোগা।

২য় দর। হামারা ত ভাই কসুর নেহি, যো একঠো ল্যাড়্‌কা পয়দা ক'রে বদল দে। তোমরা মস্তানীকো কহো, একঠো ল্যাড়কা পয়দা করে। খুব জবরদস্তি রেণ্ডী মিলা। মহারাজ আতেহে।

(পারিষদ্ সহ কংসের প্রবেশ)

কংস। এত দিনে নিশ্চিন্ত হ'ব।

পারি। আজ্ঞে, তা ঠিক হবেন।

কংস। কেন, বুঝেছ তো?

পারি। আজ্ঞে, কেন বুঝেছি।

কংস। ওহে, আছাড়,—আছাড়।

পারি। আজ্ঞে আছাড়—আছাড়।

কংস। শাণের উপর।

পারি। আজ্ঞে শাণের উপর।

কংস। কি বল দেখি,—বড় মজা!

পারি। আজ্ঞে কি বল্‌চি,—বড় মজা!

কংস। বুঝেছ?

পারি। আজ্ঞে বুঝেছি।

কংস। না,—বুঝ্‌তে পারনি।

পারি। আজ্ঞে না, বুঝ্‌তে পারিনি!

কংস। বুঝ্‌লে কি না,—দেবকীর,—

পারি। আজ্ঞে বুঝ্‌লুম কি না,—দেবকীর।

কংস। অষ্টম গর্ভের ছেলে,—বুঝ্‌লে?

পারি। আজ্ঞে, অষ্টম গর্ভের ছেলে বুঝলুম।

কংস। শাণে আছাড় দেব।

পারি। আজ্ঞে দেবেনই তো—দেবেনই তো! এই তো, এই তো বাৎ তো! মরদকি বাৎ তো হাতিকি দাঁত,—অষ্টম গর্ভের ছেলে, —আছাড় খেয়ে কুঁপোকাৎ?

কংস। এতক্ষণে তুমি বুঝলে।

পারি। আজ্ঞে হাঁ বুঝলুম।

কংস। এতক্ষণ বুঝ্‌তে পারনি?

পারি। আজ্ঞে না, পারিনি—পারিনি।

কংস। অষ্টম গর্ভের ছেলে মেরে, তবে আজ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবো।

পারি। আজ্ঞে হাঁ ঘুমুবেন—খুব ঘুমুবেন,—নাক ডাকিয়ে ঘুমুবেন,—সর্ষের তেল ঢেলে ঘুমুবেন!

২য় দর। জয় মহারাজকী জয়!

কংস। ওরে ওরে, একটা ল্যাড়কা হয়েছে নয়? যেন একটা দানার বাচ্ছা, নয়?

২য় দর। নেই মহারাজ,—একঠো লেড়কী হুয়া,—যেসে দানিকা বাচ্ছি!

কংস। লেড়কী কি রে ব্যাটা,—ল্যাড়কা হুয়া

পারি। চোপ ব্যাটা, পাজী ব্যাটা, মুখ সাম্‌লে কথা ক ব্যাটা! নচ্ছার ব্যাটা, বল ব্যাটা, —লেড়কা হুয়া বল ব্যাটা!

২য় দর। যো হুকুম মহারাজ!

পারি। বল ব্যাটা, ল্যাড়কা হুয়া বল্ ব্যাটা!

২য় দর। হুজুর!

কংস। হুজুর কি রে ব্যাটা! ল্যাড়কা হয়েছে কি লেড়কী হয়েছে, ঠিক ক'রে বল্ বেটা।

২য় দর। লেড়কী মাফিক ল্যাড়কা হুয়া মহারাজ!

পারি। ফের ব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা, গর্দ্দান যাবে ব্যাটা! বল ব্যাটা,—ল্যাড়কা হুয়া বল্ ব্যাটা!

২য় দর। হুজুর!

কংস। হাঁ রে, লেড়কী কি বল্‌ছিস? অষ্টমগর্ভে যে ল্যাড়কা হবে। নারদ ঋষি বলেছে,— এ কথা কি মিছে?

পারি। হাঁ, অবিশ্যি হোগা, আলবাৎ হোগা, অষ্টম গর্ভে ল্যাড়কা হোগা।

২য় দর। জী মহারাজ!

কংস। তুই দেখেছিস্?

২য় দর। মহারাজ!

কংস। কি দেখেছিস?

২য় দর। বসুদেবকা ছাত্তি'পর দেখা।

কংস। কি দেখেছিস? লেড়কী, না ল্যাড়কা?

২য় দর। মহারাজ যেসা হুকুম দি জিয়ে।

কংস। তুই কি দেখেছিস্—তাই বল্?

২য় দর। মহারাজ! লেড়কী কি মাফিক দেখা, —লেকেন ল্যাড়কাই হোগা!

পারি। আলবাৎ হোগা!

কংস। না—না বয়স্য—কথাটা ভাল নয়। আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। অষ্টম গর্ভে পুত্র-সন্তান হবে,—এইরূপ তো দৈববাণী শুনেছি।

পারি। শুনেছেনই তো,—শুনেছেনই তো,—

কংস। তবে এখন?

পারি। তাই তো এখন?

কংস। চল, দেখি গে ব্যাপারখানা কি?

পারি। দেখবেনই তো,—অবিশ্যি দেখবেন,— চলুন দেখি গে!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কারাগার।

(দেবকীর গীত)

নিদয় বিধাতা তোমার এই ছিল কি মনে মনে
পাষাণী জননী আমি, সন্তানে স'পি শমনে॥
প্রসবিনু সুকুমার,
রূপে আলো কারাগার,
এখনো আছে জীবন বিলাইয়ে এ রতনে॥
ঘোর ধারা বরিষণ,
ঘন ঘন ভূকম্পন,
বিসর্জ্জি হৃদয়-নিধি, এ দুর্য্যোগে পতিসনে॥

দেবকী। হায় হায়, আমার ন্যায় অভাগিনী কি ভূমণ্ডলে আর কেউ জন্মগ্রহণ ক'রেছে! বাঘিনী,—সিংহিনী,—আপন সন্তান রক্ষা করে! আমি আপনার সন্তানকে বার বার শমন-করে অর্পণ করি! ধিক্, অদৃষ্টকে ধিক্!—জন্ম-জন্মান্তরে কত অধর্ম্ম করেছি, কার অন্নে ছাই দিয়েছি, কার পুত্রের মুখে বিষ দিয়েছি,—সাপিনী হয়ে কার হৃদয়ে দংশন করেছি, নইলে কেন এ যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বো? আমার আলো-করা ধন বিলিয়ে দিলেম। দৈববাণী শুনেছিলেম, পুত্র আমার নারায়ণ, আহা! বাছা আমার অনাথ। মা হয়ে ঘোর দুর্য্যোগে সদ্যোজাত শিশুকে যমুনা-পারে পাঠালেম! হায়— হায়! প্রাণ এত কঠিন, এখনও বেরুল না।

(বসুদেবের প্রবেশ)

বসু। দেবকি—দেবকি! সন্তানকে নিরাপদে নন্দালয়ে রেখে এলেম বটে, কিন্তু আমার

অভাগিনী যশোদা-নন্দিনীর মুখপানে দেখ ! আমি বুকে ক'রে এনেছি, আমার তাপিত প্রাণ জুড়িয়েছে,—এ কমল-কলি কেমন ক'রে কংস-করে অর্পণ কর্‌বো ? আহা ! অভাগিনী যশোদার হৃদয়-বৃন্ত হ'তে এ কমলকলি ছিন্ন ক'রে এনেছি।—অসুর-করে এ কলিকা দলিত হবে !

(বসুদেবের গীত)

ভুবন-মোহিনী, নেহার নন্দিনী,
শমনে স'পিব কেমনে।
মুখপানে চায়, হৃদয় গলায়,
মৃদু হাসি শশি-আননে।
মরি মরি মরি, পরের ঝিয়ারী,
তাই বিলাইব হীনপ্রাণ ধরি,
ছি ছি এ কি এ কি, এ মুখ নিরখি॥
এ প্রাণ পাষাণ দেব বলিদান,
রব কেমনে হেমাঙ্গিনী তনয়ারতন বিহনে॥

দেবকী। আহা মরি মরি,—মুখ দেখে আমার স্তনে ক্ষীর ঝর্‌চে। আহা! কেন নাথ! একে কেন নিয়ে এলে? ক্রোধে কংস আমাদের বধ কর্‌তো, সেও ছিল ভাল। আহা! পরের বাছাকে কেন নিয়ে এলে?

বসু। দেবকি! দেব-মায়া কিছু বুঝতে পার্‌লেম না। যেমন কারাগারে প্রহরিগণকে অভিভূত দেখেছিলেম, সেইরূপ যমুনা পার হয়ে গোকুলে গিয়ে দেখি, শবের ন্যায় সবে নিদ্রিত। যেমন আমার কর-স্পর্শে কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছিল, সেইরূপ আমার করস্পর্শে নন্দালয়ের দ্বারও খুলে গেল। কোন বাধা নাই—সুতিকাগারে প্রবেশ কর্‌লেম,—কে যেন আমার পথ দেখায়ে নে গেল। আমি পুত্রকে যশোদার ক্রোড়ে অর্পণ ক'রে ভাব্‌লেম, ফিরে যাই—পুত্র-কন্যা যশোদার ক্রোড়েই থাকুক। অকস্মাৎ দৈববাণী হলো, "কন্যাটিকে লয়ে যাও। উনি যোগমায়া,—কংসের সাধ্য কি, ওঁকে বধ করে? দেবকার্য্য,—দেববাক্য অবহেলা ক'র না।" কন্যাটিও মৃদু হেসে,—বাহু প্রসারণ ক'রে, যেন আমাকে কোলে নিতে ইঙ্গিত কর্‌লে। আমি তাই নিয়ে এলেম।

দেবকী। আরে—আরে অভাগিনি! এ সর্পের বিবরে কেন এলি মা? ওরে, তোর মুখ দেখে আমি যে পুত্রশোক ভুলে যাই বাছা রে! কেন এলি? তোর চাঁদমুখ দেখে যে আমি আত্মহারা হয়েছি। কি হ'ল—কি হ'ল! মধুসূদন! বিপদে ত্রাণ কর,—আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

(পারিষদ সহ কংসের প্রবেশ)

কংস। তবে রে সর্ব্বনাশী! ছেলে বিয়িয়ে মেয়ে করেছ? ভোজবাজী শিখেছ? অষ্টম গর্ভে ছেলে হবে,—তুমি মিছামিছি মেয়ে বিয়িয়েছ? দে, তোর ছেলে কোথা দে!

দেবকী। দাদা! এই তো কন্যা দেখ্‌তে পাচ্ছ।

কংস। পাচ্ছি—পাচ্ছি; এখন ছেলে বের কর, নইলে এখনি তোরে বধ কর্‌বো।

পারি। মহারাজ! আগে মেয়েটাকে আছড়ান,—তার পর কথা। তার পর ভগ্নীপতিকে মার্‌বেন। তার পর কারাগারে আগুন ধরিয়ে দেবেন।—বস, আপদের শান্তি।

কংস। আচ্ছা, বেশ কথা,—দে, তোর মেয়ে দে!

দেবকী। দাদা!—অষ্টমগর্ভের পুত্র হ'তেই তোমার ভয়,—এটি কন্যা, এ হ'তে তো তোমার কোন আশঙ্কা নাই,—তবে একে কেন বধ কর্‌বে? অকারণ নারীহত্যা,—শিশুহত্যা কেন কর,—অকারণ কেন মহাপাপে লিপ্ত হও? দাদা, একবার করুণা-কটাক্ষে দেখ—ভুবনমোহনী হেমাঙ্গিনী নন্দিনী, দেখ, তোমার মুখপানে চেয়ে চেয়ে হাস্‌ছে দেখ। আমার সন্তান, তোমারও সন্তান,—সন্তান হত্যা কেন কর?

কংস। কেন করি?—আমার যম তুমি বিওবে,—আর আমি ছেড়ে দেব? ভগ্নীগিরী ফলাতে এসেছেন! আমি কালসাপ দুধ দে পুষ্‌বো, নয়? দে—মেয়ে দে! (বলপূর্ব্বক গ্রহণ) আয়—আয়—সঙ্গে আয়! কেমন আছড়ে মারি, দেখ্‌বি আয়।

দেবকী। দাদা—দাদা,—কি কর, কি কর? কেন সর্ব্বনাশ কর?—কৃপা ক'রে সন্তান-টিকে ভিক্ষা দাও। কন্যা হ'তে তোমার কোন ভয় নাই।

কংস। তুই কি জান্‌বি,—সাপের চেয়ে সাপি-নীর বিষ বড়।

বসু। দেবকি! বৃথা কেন অনুরোধ ক'চ্চ?—কংসরাজ কি মানা শুন্‌বেন?

কংস। শুন্‌বো না! এসো—এসো,—দেখবে এসো,—মেয়েটিকে একটু খাঁটী দুধ খাইয়ে তোমাদের কোলে দেব। এ কাল-সাপিনী, আমি চিনেছি।

পারি। চিনেছেনই তো, চিন্‌বেনই তো! কাল-সাপিনী তো! দেখবেন, যেন কামড়ায় না,—আলগোছা আছাড় দেবেন।

কংস। আয়, তোরা আয়!

[বলপূর্ব্বক বসুদেব ও দেবকীকে আকর্ষণ করিয়া কংসের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

বধ্যভূমি।

(কংস, পারিষদ, বসুদেব, দেবকী ও অনুচরবর্গ)

কংস। আজ হ'তে আমি নিরাপদে রাজ্যভোগ কর্ব্বো, আজ হ'তে আমি শত্রু-হীন। এই দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান,—এর নিপাতে আমার শত্রুক্ষয় হবে। সকলে জয়ধ্বনি কর।

সকলে। জয় মহারাজ কংসের জয়!

দৈববাণী। দুষ্ট কংস দৈত্যের ক্ষয়!

কংস। কে—কে এ কথা বল্‌লে? প্রহরী! এখনি ধৃত ক'রে বধ কর!

প্রহরী। কৈ মহারাজ! কারেও তো দেখতে পাচ্ছিনে।

কংস। এ কি দৈববাণী! বয়স্য! আমার হৃৎকম্প হ'চ্ছে।

পারি। হবেই তো।

কংস। আমার মস্তিষ্ক যেন ঘূর্ণমান,—চতুর্দ্দিকে যেন আমায় যমদূতে ঘেরেছে।

পারি। ঘেরবেই তো! ও যমের চারা, মেয়ে কোলে ক'রে রয়েছেন,—শাণে আছাড় লাগান,—রক্তের ফিন্‌কি দেখে যমদূত ছুটে পালাবে।

কংস। ঠিক বলেছ,—এই আমার শত্রু নিপাত করি।

(শিলায় নিক্ষেপ ও পক্ষী হইয়া কন্যার আকাশে উড্‌ডীন)

দৈববাণী। আরে মূঢ়,—অকারণে আমায় বধ কর্‌তে চাস্? তোরে যে বধ কর্‌বে, সে গোকুলে বর্দ্ধিত হচ্চে।

কংস। অঁা—অঁা! এ কি হ'ল!—এ কি সর্ব্ব-নাশ হ'ল! এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল! গোকুলে বাড়চে—ও কে ও—ও কে ও? ও কে গদা দিয়ে মার্‌তে আস্‌ছে? ও কি ও? চতুর্দ্দিকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, এখনি আমায় বধ ক'রবে! কোথায় যাব,—কোথা গেলে রক্ষা পাব? আমায় মের না—আমায় মে'র না।

[প্রস্থান।

পারি। বাপ্—বাপ্! মেয়ে চিল হয়ে উড়লো! আমাদেরও বরাত পুড়লো। সাবাস্ সাবাস্—দেবকীর গর্ভকে সাবাস্,—চিল্‌কে মেয়ে সাজালে বাবা! কি কারিকুরী! আর বাহা-দুরীতে কাজ নাই, সরি। দেবকি!—বসু-দেব! তোমাদের খুরে খুরে দণ্ডবৎ করি।

[প্রস্থান

প্রহরিগণ। বাপ্ রে—বাপ্ রে! কে ঘাড়ে ধ'রে পিঠে কীল মারে রে! পালা—পালা!

[দেবকী ও বসুদেব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(শূন্যে অষ্টভুজা মূর্ত্তির অবির্ভাব ও দেবদেবীগণের গীত)

যোগমায়া যশোদা-দুলালী শঙ্করীরূপ-ধারণা।
অষ্টভুজা অট্টহাসি ধরণী-ভার-হরণা।
শিশু-বিনাশ-বারণ-কারণ

পুলকিত ত্রিভুবন,
বিশ্বরূপা বিশ্বেশ্বরী,
কামনা পূর মা নানা রূপ ধরি,
বাসনাময়ী আদি বাসনা পূরাও ভকত-বাসনা॥

পঞ্চম দৃশ্য।

—:*:—

নন্দালয়।

(হিজড়াগণের গীত)

কেলে গোপাল দোলে কোলে।
কেলে ছেলে আলো দিচ্চে ঢেলে॥
হিজড়া নেবে ছেলের আলাই বালাই,
জীও খোকা কালীমায়ীর দোহাই ;
নেব জোড়া টাকা, নেব জোড়া শাড়ী,
না পেলে হিজড়া ফিরবে না বাড়ী,
খোকা নিয়ে বুকে, চাঁদমুখটি দেখে,
লাখে লাখে চুমো দে কেলে চাঁদের মুখে,
মার কোল জুড়ে খেলবে কেলে ছেলে॥

১ম হি। ভাগ্যবতী যশোমতি! এমন ছেলে কোলে পেলে, দেখলে আঁখি ভোলে। কেলে চাঁদ যেন খেলে! নন্দরাজ! হিজড়া বিদায় দে! - দে—দে—টাকা ঢেলে দে! শাড়ী দে,—কাপড় দে,—যশোমতীর গহনা দে,—তবে হিজড়া বিদায় হবে,—নয় তো নাচবে গাইবে—হিজড়া যাবে না।

নন্দ। উপানন্দ! ভাণ্ডার ভেঙ্গে দাও,—যে যা চায়,—দাও। দু'হাতে বিলাও। রোহিণী-দিদি!—রোহিণী-দিদি! আর একবার ছেলেটিকে নিয়ে এসো! উপানন্দ ডাকলে,—আমি ভাল ক'রে দেখতে পেলেম না। হ'লই বা সূতিকাগার, দাও।—একবার ছেলেকে কোলে দাও। আমি না হয় নেয়ে আসবো। দাও, দাও—রোহিণী-দিদি, ছেলেকে একবার কোলে দাও। আমার চোক-জুড়ানো ধন কোলে দাও। উপানন্দ—উপানন্দ! আর কি বলবো?

উপা। দাদা! এমন শিশু তো কখনও দেখি নি। দাদা! শুনছো,—চতুর্দ্দিকে যে সঙ্গীতধ্বনি হ'চ্চে। কোকিল ঝঙ্কার ক'চ্চে। ফুলকুল আমোদে ঢলে পড়েছে। গোকুল আজ আনন্দময়,—গোকুলে আজ চাঁদ উদয় হয়েছে!

২য় হি। আরে হিজড়া বিদায় কর। যেমন কেলে সোনা পেলে, তেমন হিজড়েকে সোনা ঢেলে দে।

উপা। আয়—আয়—তোরা যা চাস্, তা ঢেলে দিচ্চি।

[উপানন্দ ও হিজড়াগণের প্রস্থান।

নন্দ। দিদি! ঐ গোকুলবাসীরা আনন্দে নৃত্য ক'রতে ক'রতে সব আসছে। আজ কি আনন্দ—কি আনন্দ!

রোহিণী। নন্দরাজ! আজ আমার নয়ন সার্থক হ'ল, জীবন সার্থক হ'ল, যশোদার কোলে গোপাল দেখে আমার প্রাণ জুড়াল!

(গোপ-গোপিনীগণের প্রবেশ)

১ম গোপ। নন্দরাজের ঘরে গোকুলচন্দ্র উদয় হ'য়েছে। গোকুলবাসী, নাচ,—গাও,আমোদ কর। আজ মা যশোমতী পুত্রবতী।

১ম গোপিনী। আ মর্ মিন্‌ষে! চলতে পারে না; —আয় আয়,দেখবি আয়,—নন্দের গোপাল দেখবি আয়,—নয়ন জুড়াবে। আমি সাতবার দেখিছি, তবু ফিরে ফিরে দেখতে আসছি, তবু ফিরে ফিরে দেখতে আসছি। চাঁদ রে চাঁদ,—বুকে রাখলে বুক জুড়াবে।

(গোপগোপিনীগণের গীত)

দে ঢেলে দে হলুদে গুলে।
আমোদের ঢেউ উঠেছে গোকুলে॥
নন্দঘোষের ঘর ক'রে আলো,
দেখ দেখ কে কাল এলো,—
যশোমতীর কোল-জোড়া হোলো ;
গোকুলবাসী সবাই মিলে নাচি আর কুতূহলে,
নন্দের গোপাল থাকুক কুশলে,
দেখবে কে কালনিধি,
দেখলে যাই আপন ভুলে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—*—

নন্দের বাড়ী।

(রাখালবালকগণের গীত)

আয় রে গোপাল সকাল হ'য়েছে।
আয় রে আয় বাজিয়ে বেণু আয় নেচে নেচে॥
আকুল ধেনু তোরে না দেখে,
নীরবে চায় উঁচু-মুখে,
হাম্বা রবে তোরে ওই ডাকে,
ছুটোছুটি গোঠের খেলা
কাল তো বাকী রয়েছে॥

শ্রীদাম। মা! তোর গোপালকে পাঠিয়ে দে,—কাল্‌কের খেলা বাকী আছে। গোঠে গিয়ে তোর গোপালকে নিয়ে খেল্‌বো মা! তোর গোপাল রাখালের প্রাণ! দে মা, দে—তোর গোপালকে পাঠিয়ে দে।

যশোদা। না বাবা! আজ আমি গোপালকে পাঠাব না। নিষ্ঠুর কংসের চর নানা বেশ ধ'রে—আমার গোপালের অকল্যাণের জন্য ফিরছে। বাছা রে! আমার গোপালকে পাঠিয়ে দিয়ে—পথ পানে চেয়ে থাকি।

শ্রীদাম। মা, তুমি ভেবো না, গোপালকে পাঠিয়ে দাও। গোপালকে না দেখলে, গোপালের বেণু না শুনলে ধেনু বনে যাবে না, রাখালের খেলা হবে না। তোর কানাই বলাই না গেলে, কার গলায় কদম্বমালা দেব মা? মা যশোমতি! তুই ভাবিস্‌নি মা,—দেবদেবীরা তোর গোপালকে রক্ষা করে;—গোপালের কাছে আসে।

যশোদা। সে কি?—সে কি? কে আসে রে? দুষ্ট কংসের চর মায়া ক'রে আসে, আমি কখনও পাঠাবো না।

শ্রীদাম। মা মা, কংসের চর নয় মা। তাঁরা দেবতা, কানাই আমায় ব'লেছে মা,—[illegible]

ঐরাবতে আসে, কেউ রথে চ'ড়ে আসে, কেউ বৃষবাহন,—কেউ সিংহবাহিনী। মা, যে বৃষ চ'ড়ে আসে, তার বলাই দাদার মত বেশ শিঙ্গে আছে,—"বব বোম্‌—বব বোম্‌" গাল বাজায়। মা! দশভুজা কে রমণী জানিনি,—রূপের ছটায় যেন অরুণ উদয় হয়। সে তোর গোপালকে কোলে নিয়ে স্তনপান করায়। মা! তুই ভাবিস্‌নি, তুই তোর গোপালকে যেতে দে।

শ্রীকৃষ্ণ। মা! তুই যেতে দে মা! নইলে মা, খেলা হবে না। কাল বলাই দাদা হারিয়ে দিয়েছে মা,—আজ আমি তাকে হারাব। মা, ছেড়ে দে মা। আমি বেলা না যেতে যেতে ফিরে আস্‌বো।

নেপথ্যে। কানাই, কানাই! গোঠে যাবি আয়, বেলা হয়েছে কানাই!—আয়!

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

ফুকারে রাখাল কানু
কানু বলি ছোড়ি দে গো মাই।
কানু কানু বোলে শিঙ্গা
ফুকারি আসিবে দাদা বলাই॥
গোঠে খেলিব রাখাল সনে,
বনফল কত তুলিব গহনে,
বেণু বাজায়ে নাচিয়ে নাচিয়ে
বনে বনে কত ধাই॥
হুড়োহুড়ি কত সবে মিলি জুলি,
গগনে উঠিবে ঘন করতালি,
নাচি নাচি ফিরিবে গোধন গোঠে মাঠে খুল,
গোঠে মাঠে মা গো ফিরাতে
ধেনু গোপবালক যাই।

(নেপথ্যে শিঙ্গার ধ্বনি)

যশোদা। গোপাল! আর আমি তোরে ঘরে ধ'রে রাখতে পারবো না। ঐ শিঙ্গে বাজিয়ে বলা এলো। বাবা! দূর বনে যেও না; কারুর সঙ্গে বাদ ক'র না, ধটীতে ক্ষীর-নবনী বেঁধে দিয়েছি, ক্ষুধা পেলে খেও; রোদে ছুটোছুটি ক'র না, ছায়ায়

(যশোদার গীত)

হা রে রে রে বলার শিঙ্গা ডাক্‌ছে তোরে—
বলা তো মান্‌বে না কথা
নিয়ে যাবে তোকে ধোরে ॥
বলার কথা ঠেল্‌তে নারি,
তোরি বলাই তুই তো তারি,
জোর ক'রে বল রাখ্‌তে কি পারি,
মার কথা ক'রো না হেলা,
দূর-বনে ক'রো না খেলা,
শুন নীলমণি—
কাছে থেকো যেন বেণু-রব শুনি,—
এলে বলা, তোরে তারে স'পে দিই করে করে ॥

(বলরামের প্রবেশ)

বল। মা! তোমার গোপালকে এখনও গোষ্ঠে পাঠাও নি? আমি বলা—তোমার পাগলা ছেলে—তোমার গোপালকে কি ধ'রে রাখতে পার্‌বে মা?

যশোদা। বলাই—বাপধন! আমার অঞ্চলের নিধি তোর হাতে স'পে দিচ্ছি। দেখিস্‌ বাপ! কাঙ্গালিনীকে আবার ফিরিয়ে দিস্‌ বাপ রে! আমার কানাইকে গোঠে পাঠাতে সন্দ হয়। নিত্য নিত্য অসুরের দৌরাত্ম্যে গোকুল আকুল। বাপ রে গোপাল গোঠে গেলে আমি দশদিক্‌ শূন্য দেখি, আমি ঘন ঘন সূর্য্যের পানে চাই, স্তব করি,—শীঘ্র অস্ত যাও—আর আমার গোপাল ফিরে আস্‌বে। একদণ্ড গোপালকে না দেখলে আমার প্রাণ কেমন করে। বলাই! তোর হাতে আমার গোপালকে স'পে দিচ্ছি।

বল। মা, যশোমতি! বলা থাক্‌তে তোমার ভয় কি মা?

শ্রীকৃষ্ণ। মা, তবে আসি?

যশোদা। বাবা! আমি পথপানে চেয়ে রইলেম।

[প্রস্থান।

(রাখাল-বালকগণের গীত)

ছুটোছুটি খেলবো ঘোড়ায় লুটি।
যে হার্‌বে তার চড়বো ঘাড়ে ধোরে ঝুঁটি ॥
ভাঁটায় ভাঁটায় ঠুকোঠুকি,
গাছের আড়ে লুকোলুকি,
শোন তোরে বলি, খেল্‌বো দোলাদুলি,
নয় তো বল খেল্‌বো চোখ-ফুটোফুটি,
নেচে ছুটলো ধেনু চল পাশে ছুটি ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

(গোপ ও গোপিনী)

গোপ। মাগী কি আর থাক্‌তে পারে? কৃষ্ণের মুখ না দেখলে ওর প্রাণ ধড়ফড় করে। রাধার মত কুলের বার হ'ল বলে।

গোপিনী। ও কালাকে না দেখলে কি থাকতে পারে? মিন্‌ষেকে বারণ ক'রে পাল্লেম না।

গোপ। এই পথে কানাই যাবে, মাগী যেন মেতে আছে।

গোপিনী। তবে রে মিন্‌ষে! গাই দোয়া ছেড়ে এখানে এসেছ?

গোপ। তবে রে মাগী! কুট্‌নো কোটা ছেড়ে কালা দেখতে এসেছ?

গোপিনী। এসেছি, খুব করেছি, তোর কি?

গোপ। আমি এসেছি, খুব করেছি তোর কি?

গোপিনী। ভাল চাস্‌ তো মিন্‌সে ঘরে ফিরে যা!

গোপ। আর তুমি কি কর্ব্বে, কালাচাঁদকে বুকে ধর্‌বে?

গোপিনী। আমি এসেছি—দুটো শাক তুল্‌বো! তুলে সড়সড়ী কর্ব্বো। তুই কেন এলি মিন্‌ষে?

গোপ। আমি এসেছি, দুটো ঘাস ছিঁড়বো! গাভীন গাইকে খাওয়াবো। তুই কেন এলি মাগী?

গোপিনী। আমি এসেছি কৃষ্ণ দেখ্‌তে। তুই আমার কি কর্ব্বি?

তো ঘরে যা। গাই দু'গে,—নইলে ভাতের বদলে উনুনের পাশ বেড়ে দেবো!

গোপ। মাগী! তোরই দুটো চোক আছে, আমার তো চোক্ নেই,—কৃষ্ণ দেখতে সাধ নেই?

গোপী। পোড়া কপাল—আমি কৃষ্ণ দেখতে আসিনি,—আমি আমার কাজে এসেছি। তুই মিন্‌ষে আপনার কাজ ছেড়ে মাঠে মাঠে ফিরিস কেন বল্ তো?

গোপ। তুমি কি কাজে এসেছ আমার বুকের ধন! কৃষ্ণ দেখতে না—আর কি কত্তে এসেছ?

(গীত)

গোপ— তুই কেন এলি?
গোপী— তুই কেন এলি?
উভয়ে—বুঝি নন্দের কালা তোর দেখতে সাধ।
গোপ— তোর তো সে সাধ,
গোপী— তোর তো সে সাধ,
উভয়ে— সাধে কেন তবে সাধিস বাদ।
গোপ—দেখলে নন্দের কালা যাবি রান্না ভুলে,
গোপী—যাবিনি তুই তো আর ঘরে মূলে,
গোপ—তোরে করি মানা,
যেন কালার রূপে ম'জ না,
গোপী— তোরে করি মানা,
যেন কালার পিছু পিছু ফির না,
উভয়ে—শোন্ তোরে বলি, শোন্ তোরে বলি,
দেখলে কালাচাঁদ ঘটবে প্রমাদ॥

তৃতীয় দৃশ্য।

গোষ্ঠ।

(শ্রীকৃষ্ণ, বলাই ও রাখালগণ)

শ্রীদাম। দ্যাথ, দ্যাথ—কানাই দ্যাথ; বলাই দাদা মধুপানে মত্ত হয়ে, আপনার ছায়ার সঙ্গে ঝগড়া করছে দ্যাথ।

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা, কি কচ্ছো?

বলাই। দ্যাখ দেখি! এ কে এল বল দেখি? এ আমার সঙ্গ ছাড়ে না। এগুলে এগোয়, পেছুলে পেছোয়।

শ্রীকৃষ্ণ। ও যে তোমার ছায়া।

বলাই। না,তুই জানিস্ নি। ও ছল করে বলাই সেজে এসেছে। (ছায়ার প্রতি) বল্, তুই এগুবি, না পেছুবি? এই আমি এগিয়ে চল্লেম,খবরদার এগুস্‌নি! হ্যা দেখ, আবার এগোয়। আমি এই দাঁড়ালেম,—তুইও দাঁড়ালি। আচ্ছা এই আমি পেছুলেম,— তুইও পেছুলি। আচ্ছা দেখি, এই আমি বস্‌লেম। কানাই, এরে তাড়িয়ে দে ভাই! ব্রজে আবার বলাই আমি সইতে পার্‌বো না। দে—দে, কানু, এরে তাড়িয়ে দে। বেণু বাজাস্ নি, বেণু শুনলে যাবে না। ঐ দ্যাথ, আমি উঠেছি,—উঠেছে। আমি ছুটে ছুটে ওকে নাকাল কর্ব্বো; দেখি, আমি কত দৌড়িতে পারি, ও কত দৌড়িতে পারে। কে রে তুই বলাই! তোর মুখে ছাই।

(বলাইয়ের গীত)

কে কে রে, কে রে, কে-কে—কে-কে
কে রে আর কে রে বলা এলি।
কানু বলি বাজাই শিঙ্গা
সে শিঙ্গা কোথায় পেলি?
মোর পারা হেরি তুই আপনহারা,
কানু নেহি তেরা কানু মেরা,
যা রে যা রে যা পালা রে পালা,
ব্রজের বলাই আমা বিনা নাই,
ভাল যদি চাও, ব্রজে ছেড়ে যাও,
নহে এখনি মার খেলি॥

শ্রীকৃষ্ণ। ছায়া হ'তে সংসার ফুটেছে, আবার ছায়ায় ডুবে যাবে। মহামায়া ছায়ারূপিণী,—ঘোরা অজ্ঞান রজনীতে জীব নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছে। এ ছায়ারূপা মহামায়ার প্রভাবে দেহধারীমাত্রেই আবদ্ধ। জ্ঞানা-লোক ভিন্ন দিবা প্রকাশ পাবে না,—এ

মোহন-মুরলী-বাদন,
গগন গহন ছাদন
তান-তরঙ্গে, যমুনা নর্ত্তন-রঙ্গে,
ব্রজকুল আকুল, শাখী পাখী-কুল,
মধুর-তান হৃদে পশে চঞ্চল হোই॥

ললিতা। আর সই, হা হুতাশ ক'রে কি কর্ব্বে? এ বনে তো কালা নাই। চতুরের প্রেমে প'ড়ে তুই কেন আপনার সর্ব্বনাশ কর্‌লি? সে কারও নয়, সে চতুরালী জানে, প্রেম জানে না, পীরিতের ধার রাখালে কি ধারে?

(ললিতার গীত।)

তুঁহু সরলা নেহি বুঝ চতুরালী।
নিঠুর কপট শঠ বনমালী।
পিরীতি ফুল কাহে দেহ ডালী,
সার ভেল কলঙ্ক কালী,
না জানে পিরীতির রীতি রাখালী জানে,
বাঁশরী নিদান সখি নাহি ধর কানে,
ঝুর কার তরে,—নেহি চাহে তোরে
শ্যাম পিরীতি বুঝ সখি রীতি
কুলমান-লাজ জলাঞ্জলি খালি॥

রাধিকা। চল সই, ঐ দেখ গোধন চর্‌ছে। কালা হেথা কোথায় লুকিয়ে আছে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

যজ্ঞালয়।

(ন্যায়রত্ন, তর্কালঙ্কার, বাচস্পতি, শিরোমণি ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ।)

ন্যায়। নে নে—তুই বাচস্পতি খুড়োকে পুঁথি দে, তোর ব্যাকরণবোধ নাই, তোর মুখে আবৃত্তিই হয় না, তুই আবার পুঁথি ধর্‌বি?

তর্ক। কি বল্লি পাষণ্ড! আমি ব্যাকরণ জানি নি? কিলিয়ে তোর মাথা ভেঙ্গে দেবো জানিস্? আমি ঢের বাচস্পতি দেখেছি! দেখি দেখি, কে আমার আসনে এসে বসে!—এতে যজ্ঞ হয় হোক্ আর না হোক্।

বাচ। ওহে, চঞ্চল হয়ো না, চঞ্চল হয়ো না। বেদবিধিমত উচ্চারণ আবশ্যক। বিদ্যা চাই হে—বিদ্যা চাই। ধর্ম্ম-নিষ্ঠা চাই।

তর্ক। আর তোমার বিদ্যা জানা গেছে হে—জানা গেছে। তুমি পিতৃশ্রাদ্ধে মনসার ভাসান পড়াও। তোমার বিদ্যাও জানা গেছে—ধর্ম্মনিষ্ঠাও জানা গেছে।

বাচ। কি বল্লি!—তোর মত জ্যান্ত শামুক নিয়ে শালগ্রাম করিনি! সে দিন তুই ভৈরব ছত্রীদের বাড়ী জ্যান্ত শামুক নিয়ে শালগ্রাম ক'রে সিংহাসনে বসিয়েছিলি।

ন্যায়। সে কিরূপ খুড়ো,—সে কিরূপ?

বাচ। আরে, তা জান না বুঝি, ও পচা পুকুর হ'তে একটা শামুক তুলে নে ছত্রীদের বাড়ী যায়। সে শামুকরাজ, জল আর ফুল পেয়ে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। সে দিন ওরা ওটাকে খুনই ক'রে ফেল্‌তো, আমি যাই ছিলেম, তাই রক্ষে।

তর্ক। আমি তো আর শৌচের জল দেয়ালের গায়ে ঢেলে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা করি না, আর মাছ ভাত খেয়েও চণ্ডী পাঠ কর্‌তে যাই না।

বাচ। হা হ্যাপ, মুখ সাম্‌লে কথা ক। আমি মাছ-ভাত খাই, কিন্তু তোর জ্বালায় পুকুরে গুগ্‌লী থাক্‌বার যো নাই।

বিদ্যা। আরে কলহ রাখ, কলহ রাখ। হোমের সময় অতীত হয়।

(রাখাল-বালকগণের প্রবেশ ও গীত)

ক্ষুধায় আকুল কানাই বলাই অন্ন দুটি চায়
অন্ন নিতে এসেছি হেথায়॥
এ বনে নাইকো বন-ফল,
তাই ক্ষুধাতে বিকল,
জ্বলেছে জঠর-অনল,
দিয়ে অন্ন-জল, জঠর-অনল কর সুশীতল;
দেখ্‌বে এসো কানাই বলাই
দাঁড়িয়ে আছে পায় পায়॥

বাচ। এঁরা আবার কারা এলেন দেখ, আজ যজ্ঞে মহা বিঘ্ন দেখ্‌ছি! তোমরা কারা হে বাপু?

শ্রীদাম। আজ্ঞে আমরা রাখাল!

বাচ। তা বেশ।

শ্রীদাম। ঠাকুর! কানাই বলাই দুটি অন্ন চেয়ে পাঠিয়েছেন।

বাচ। খুব করেছেন।

শ্রীদাম। তবে দেন—দুটি অন্ন দেন।

বাচ। তাঁরা কে মাতব্বর বল্‌তো?

শ্রীদাম। ঠাকুর, কানাই আমাদের রাখাল-রাজা। বলাই দাদা বলে দিয়েছেন ত, যার উদ্দেশ্যে ধ্যান কচ্চো, যার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কচ্চো, সেই যজ্ঞেশ্বর আমাদের কানাই। কানাই বলেছে, বলাই দাদা অনন্তদেব।

বাচ। বুঝলেম। তোমার রাখালরাজ অন্ন চেয়েছেন। তোমরা গোনাগুষ্টি খাবে। গরুর জাব কেটে নে যেতে বলেন নি? বিচিলি কেটে পোল মেপে মাথায় ক'রে নিয়ে সব পৌছে দি।

শ্রীদাম। ঠাকুর! তা তো কৈ কিছু বলেন নি।

বাচ। বাপের ঠাকুর আমার, ঐটুকু মাপ করেছেন দেখ্‌ছি।

শ্রীদাম। ঠাকুর! দুটি অন্ন-ব্যঞ্জন দেবেন কি?

বাচ। দেব না।—গোয়ালার ব্যাটা!—ধেয়ানের নিধি। যজ্ঞেশ্বর চেয়ে পাঠিয়েছেন। এই ষোড়শোপচারে সাজিয়ে মাথায় ক'রে নে পৌছে দিচ্চি, তোমরা একটু এগোও।

শিরো। বাচস্পতি দা! কাদের সঙ্গে কথা কচ্চো?—এরা কারা?

বাচ। এঁরা গোয়ালা-ঠাকুরের সন্তান। এঁদের আবার রাখালরাজ আছেন। ওঁদের গোয়ালা কানাই যজ্ঞেশ্বর, ওঁরা যজ্ঞের অগ্রভাগ চান। আমাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে এসেছেন।

শিরো। ও, সেই নন্দের ব্যাটা, বৃন্দাবনে ননীচোরা ধন জান্‌লে বাচস্পতি দা? অমন বাথেরে আর দুটি নেই মাগীদের কাপড় চুরী করে নিয়ে পালায়। বাজারে লুট-পাট ক'রে ফল-মূল কেড়ে খায়, যে ননি-ছানা বেচতে যায়, তার আর নিস্তার নেই। দয়ের ভাঁড় ভেঙ্গে দেয়। বেরো বেটারা, বেরো।

শ্রীদাম। ঠাকুর! দুটি অন্ন দেবে না? আমরা ক্ষুধায় বড় ব্যাকুল হয়েছি।

বাচ। এগিয়ে গিয়ে গাছ-তলায় একটু জিরোও না, ভারে ভারে অন্ন-ব্যঞ্জন পৌছে দিচ্ছি, থাবায় থাবায় খাবে! আর দুগাম্‌লা যাবও কেটে নিয়ে যাচ্ছি। গোধনেরা চর্ব্বণ কর্ব্বে।

শ্রীদাম। ঠাকুর! রাম-কৃষ্ণকে অন্ন দেবে না?

বাচ। দেব বৈ কি! ব্রাহ্মণ-যজ্ঞে গোয়ালা ঠাকুরের বাচ্ছা আগে না খেলে কি আর যজ্ঞ হবে?

শ্রীদাম। ঠাকুর! তোমরা জান না, কানাই আমাদের যজ্ঞেশ্বর।

বাচ। আহা! তা আর জানি না? একটু গাছতলায় গিয়ে ঘুমোও গে।

সুবল। ও ভাই, এরা দেবে না।

বাচ। এর ভিতর তোমার কিছু আক্কেল আছে। এমনও বেল্লিক হয় রে? কে তোদের রাম-কেষ্টা?

সুবল। গর্গ মুনি কৃষ্ণ নাম দিয়ে ব'লেছেন, ইনি সাক্ষাৎ নারায়ণ; বলভদ্র সাক্ষাৎ অনন্তদেব। আপনারা ব্রাহ্মণ-জ্ঞানী, আপনারা কি আর জানেন না?

বাচ। অত জ্ঞান জন্মায় নি বাপধন! নন্দের ব্যাটা নারায়ণ, ব্রাহ্মণের ছেলে, কি ক'রে আর বল্‌বো বল? শাস্ত্র পড়েছি, বেদ অধ্যয়ন করেছি।

শিরো। বাচস্পত দা! তুমি কি পাগল হলে? তুমি ঐ বেল্লিক ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে বকাবকী কচ্চো?

বাচ। আরে ভায়া! জান না, ও এক ঢেউ উঠেছে—নন্দের ব্যাটা নারায়ণ। ছোঁড়া নাকি নানান ভেল্কী জানে শুনেছি। ভেল্কী দেখায় আর মেয়ে ভুলিয়ে ননি খায়, আর

ব্যাটা মাতালের ইষ্টি ;—মদ খেয়ে মাতাল হয়ে দিবা রাত্র চল্‌ছে। ব্যাটারা সব চোরের দল। তা দেখ বাপু! —ও রাখাল-রাজার সখা! এক কাজ কর, শুভ কর,—শ্রীদুর্গা ব'লে শুভ কর। এ বামুন-বাড়ী, এখানে আর কি হাতাবে বল? বড় একটা সুবিধে হবে না।

সুবল। ঠাকুর! আমরা রাখাল, আমাদের কেন কটু বল্‌ছেন? কৃষ্ণ-নিন্দে কেন কর্‌ছেন?

বাচ। বাপু! সকল সময় কি বুদ্ধির ঠিক থাকে? হ্যা দেখ, পায় পায় স'রে পড়।

শ্রীদাম। ঠাকুর! দুটি অন্ন দেবেন না?

বাচ। বাপু! এ কথাটি তে অনেকক্ষণ বুঝেছ। গোয়ালা-ঠাকুরের প্রসাদ করে কি খাবো? কোন হাড়ী-মুচির বাড়ীতে বে-থা হয়, সেখানে গিয়ে ঠাকুরগিরী জানিও।

শ্রীদাম। তবে ঠাকুর! আসি।

বাচ। বাপধন আমার, এসো।

[রাখালগণের প্রস্থান।

ন্যায়। তুই যে বড় লম্বা লম্বা বল্‌ছিস্?

তর্ক। তুই পাষণ্ড লণ্ডামার্ক! বিষ্ঠে খেকে তো হোম কর্‌তে বোস্।

ন্যায়। তোর সঙ্গে আমি নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে যাই। আমি এ স্থানে থাক্‌তে চাই না। এ বেল্লিকের স্থান।

তর্ক। দেখ ন্যায়রত্ন! মুখ সাম্‌লে কথা কোস্।

ন্যায়। তবে রে পাজী, যত বড় মুখ, তত বড় কথা! আমি তন্ত্র-মন্ত্র জানি না?

তর্ক। আয় তোকে দেখি—পাছাড় লড়ি আয়!

ন্যায়। আয়—আয়!

বাচ। আরে কি কর—কি কর? যজ্ঞ-ভঙ্গ হয় যে?

ন্যায়। গোল্লার যাক্।

তর্ক। আরে টিকি ছাড়—টিকি ছাড়, নইলে এক কিলে তোর দফা সার্‌বো।

বিদ্যা। কি! তুই তর্কালঙ্কারের গায়ে হাত দিস্?

[হুড়াহুড়ি করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

প্রাঙ্গণ।

(বিষ্ণুপ্রাণার গীত)

ধেয়ানে দেখিনু মোহন-মূরতি
তিরপিত নহে আঁখি।
নীল-সরোজে, মৃণাল-ভুজে,
হৃদি-পরে বাঁধি রাখি॥
মিলায়ে আদরে, অধরে অধরে,
ভাসিব বিলাস সাধ-সাগরে,
রাখিব ধ'রে জোরে, দিব না তারে কারে,
অনিমিখ আঁখি, বিরলে নিরখি,
অঞ্চলে রাখি ঢাকি॥

(রাখাল-বালকগণের প্রবেশ)

সুবল। ভাই, আমি তো আর ক্ষিদের কিছু দেখ্‌তে পাচ্চি নি। কানাই বল্লে, তাই ফিরে এলেম। বামুনঠাক্‌রুণরা কি অন্ন দেবে? আর যদি ঐ ধেড়ে বামুনটা দেখ্‌তে পায়, তা হ'লেই ফেরে ফেল্‌বে।

শ্রীদাম। মা ব'লে গিয়ে দাঁড়াই গে চল। বামুন-ঠাক্‌রুণরা দয়াবতী, ক্ষুধার্ত্ত শুন্‌লে অবিশ্যি অন্ন দেবে। মা—মা

(জনৈক ব্রাহ্মণীর প্রবেশ।

বিষ্ণু। কে বাবা তোমরা?

শ্রীদাম। মা, আমরা রাখালবালক। রাম-কৃষ্ণের সঙ্গে গোষ্ঠে এসেছিলেম। গোঠে মাঠে ফিরে তোমাদের রাম-কৃষ্ণ ক্ষুধায় আকুল। আমাদেরও ক্ষিদে পেয়েছে মা! রাম-কৃষ্ণকে দুটি অন্ন দেবে?

বিষ্ণু। কে রে?—আমার রাম-কৃষ্ণ এসেছে! অন্ন চাচ্চে? কোথায় আমার রাম-কৃষ্ণ?

ব্রাহ্মণী। এসো বাবা এসো! তোমরা আগে আগে পথ দেখিয়ে চল, আমরা অন্ন-ব্যঞ্জন নিয়ে আসচি।

[প্রস্থান।

বিষ্ণু। প্রভু! এত দিনে জান্‌লেম, তুমি দয়াময়। নিত্য অন্ন তোমাকে নিবেদন ক'রে দিয়ে চক্ষে ধারা বয়। মন-পূজায় প্রাণ তৃপ্ত হয় না। সাক্ষাৎ রাম-কৃষ্ণকে অন্ন দেব, কত যুগযুগান্তর কঠোর তপ করেছি, তাই রাম-কৃষ্ণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন।

সুবল। দেখ্‌লি ভাই, বামুনঠাকরুণরা কেমন দয়াবতী! আর সেই হুম্মুখো বামুনটার মুখ মনে পড়্‌লে বুক কাঁপে।

(ব্রাহ্মণীগণের পুনঃ প্রবেশ।)

(গীত)

আয় লো সাজিয়ে থালা, কুলবালা,
ত্বরাত্বরি আয় লো সবাই।
আয় লো আয় প্রাণস্বজনি,
দেখ্‌বি যদি ব্রজের কানাই।
মন-সাধ পূরবে সখি,
আয় লো আয় শ্যামে নিরখি,
হেরবো কানুর ঈষৎ হাসি খঞ্জন-আঁখি,
হেলা পাখা বাঁধা আঁকা,
বাঁশী-করে দাঁড়িয়ে যে বাঁকা,
গায় রাধা-নামে সাধা বাঁশী
কোথা প্রেমময়ী রাই।

বিষ্ণুপ্রাণা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(বাচস্পতির প্রবেশ।)

বাচ। বলি কোথায়? নেবরঙ্গিনী কোথায় চলেছ? বলি শ্যামরায় দেখ্‌তে চলেছ নাকি, বামুন ঠাক্‌রুণ? প্রেমময়ী রাধে কদ্দিন হলে? শুনেছি, রাধার কুঞ্জ আছে, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ আছে, আর নব-নাগরী বামুন-ঠাক্‌রুণরা নূতন কুঞ্জ করবেন। বলি অন্ন-ব্যঞ্জন লয়ে কোথায় গমন হচ্ছে, শুনি?

বিষ্ণু। প্রভু! আমি কৃষ্ণ-দর্শনে যাচ্চি, আমায় বাধা দিও না। কৃষ্ণ আমার প্রাণ, আমি আমার প্রাণ ছেড়ে কেমন ক'রে থাক্‌বো? ছেড়ে দাও— ছেড়ে দাও, বাধা দিও না, নইলে স্ত্রী-হত্যা হবে।

বাচ। ঘরে একটু গিয়ে বসো না, আমি কংস রাজার কাছ থেকে রথ সাজিয়ে আন্‌ছি সেই রথে তোমায় চড়িয়ে তোমার নাগর কানের কাছে নিয়ে যাব। গোল্লায় গেলি —গোল্লায় গেলি, শেষটা ভ্রষ্টা হলি?

বিষ্ণু। ছি ছি, কি কথা বল্‌ছো? আমি জগৎ-পতির পূজা কর্‌তে যাব, তুমি আমায় ভ্রষ্টা বল? তুমি কি চক্ষু থাক্‌তে অন্ধ? কি শাস্ত্র পড়েছ? রাম-কৃষ্ণকে যদি চেন না, তবে কি চিনেছ? তুমি স্বামী, তোমায় অধিক কি বল্‌বো, কৃষ্ণ নামে তোমার প্রাণ আকৃষ্ট হয় না, তবে তোমার তপ বিফল, জপ বিফল, তোমার যাগ-যজ্ঞ সকলই বিফল।

বাচ। মরি মরি মরি! আমার প্রেমময়ী প্রেম ব্যাখ্যা কচ্চেন! প্রেমময়ী রসে ভরাট কৃষ্ণ-রস উথ্‌লে পড়ছে। বেহায়া! তোর লজ্জা করে না?

বিষ্ণু। লজ্জা, ভয়, মান, মর্যাদা আমি সকলই কৃষ্ণপদে অর্পণ করেছি, কৃষ্ণের চরণে আমার দেহ, প্রাণ, মন অর্পিত। আমায় আর আমি নই, আমার আর লজ্জা-ভয় কি? আমি কাঙ্গালিনী, শ্যামপ্রেম-ভিখারিণী, কাঙ্গালিনীর আর লজ্জা কিসে? আমায় ছেড়ে দাও। কেন আর স্ত্রী-হত্যা কর? আমি কৃষ্ণ-দর্শনে যাচ্চি। আমায় আশায় নিরাশ করো না।

বাচ। রাখ নেকী! গীতে আর পীরিতে মানুষ মরে না।

বিষ্ণু। আমায় ছেড়ে দাও! আমার প্রাণ বড় আকুল হ'চ্ছে, আমার কণ্ঠাগত প্রাণ হয়েছে।

বাচ। এই যে, তোমায় কাঁধে ক'রে নিয়ে যাই (বৃক্ষের সহিত বন্ধন)। এইখানে ধ্যানে কৃষ্ণ দর্শন কর। দেখি, আর রসরঙ্গিণীরা কোথায় গেলেন? দেখি, ন্যায়রত্ন খুড়াকে গিয়ে বলি।

[প্রস্থান।

বিষ্ণু। হে দীননাথ! হে অনাথবন্ধু! অনাথিনীকে পায়ে ঠেল্লে? আমার যে বড় সাধ, তোমায় দর্শন করি। বাঞ্ছাকল্পতরু, আমায় কেন বঞ্চিত কর? আমি অন্ন-ব্যঞ্জন

সাজিয়ে এনেছি, এ অন্ন আমি কাকে দিব? তোমায় না দেখতে পেয়ে আমি কেমন ক'রে প্রাণ ধর্‌বো? হে নাথ! অবলার শিরে কেন বজ্রাঘাত কর? কত সইবো? তোমার বিরহে জরজর হয়েছি। আর যে বিরহ সয় না।

(গীত)

দাও হে দেখা যায় বুঝি এ প্রাণ।
সয় বলে আর কত সহে, নহি ত পাষাণ॥
পতি মম হয়ে অরি,
রাখিয়াছে বন্দী করি,
জগৎপতি তোমারে স্মরি,
নারী আমি যেতে নারি, এসো এসো হৃদবিহারী,
এ ঘোর দুরূহ বন্ধনে কাতরে কর হে ত্রাণ॥

চল প্রাণ! কৃষ্ণ-দর্শনে চল!

(মৃত্যু)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পথ

(ন্যায়রত্ন, বাচস্পতি, তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাবাগীশ)

ন্যায়। অ্যাঁ! বল কি বাচস্পতি খুড়ো? আমার ঘরে শ্যামসোহাগিনী? আজ খুনো-খুনি কর্ব্বো। স্ত্রী-হত্যা মান্‌বো না।

বাচ। আর বল্‌বো কি? ঢ'লে ঢ'লে প'ড়ে প্রেমের ঘোরে বিভোর হয়ে সব চল্‌ছে। আমার মাগীকে আমি গাছে বেঁধে রেখেছি। ফিরে গিয়ে জল-বিছুটী দিয়ে শাসিত কর্ব্বো। এখন চল, শ্যামরায়ের কান ধ'রে ঘোড়দৌড় করবে চল।

বিদ্যা। আরে বলিস্ কি রে? আমার ঘরে শ্যাম-সোহাগিনী? আমি বিদ্যাবাগীশ, আমি বাঘের বাচ্ছা, আমার ঘরে ঘোগের বাসা?

তর্কা। দাদা! ওদের ওপর রাগ করো না। সেই গোয়ালা ব্যাটা ভেল্কী জানে। ও রাখাল-ব্যাটাদের ঠেঙ্গে ধুলোপড়া দিয়েছিল। এই "কেনো" আর "বলা" দু-ব্যাটাকে বেঁধে নিয়ে কংসরাজের সভায় যাই চল।

ন্যায়। অ্যাঁ! আমার ঘরে শ্যামসোহাগিনী? আমার ব্রাহ্মণী, গোয়ালিনী রাধার মত হ'ল? এঁ্যা! কি সর্ব্বনেশে কথা! এঁ্যা, কি সর্ব্বনেশে কথা!

তর্ক। দাদা! রাগারাগি করো না। ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘরে নিয়ে এসো, নইলে জাত যাবে! ওই গোয়ালিনীদের মত কেলে ছোঁড়ার পেছু পেছু ফির্‌বে। ঘরে টিক্‌বে না, ভুলিয়ে ভালিয়ে বাম্‌নীদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। আর ঐ রাখাল ছোঁড়াদের আচ্ছা করে বিতিয়ে দাও।

বিদ্যা। হামকো নেহি জানতো, রাখালগিরী হামারা ঘরমে? খুনোখুনি করেগা। হাঁ, আমি বিদ্যাবাগীশ, বাঘ হয়ে কাম্‌ড়ায় গা। রাখালের ঘাড়ের রক্ত খাগা! বামনীকো খুন করেগা। আজ দেখ লেগা : দেখ লেগা।

সকলে। দেখ্ লেগা, দেখ লেগা।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

গোষ্ঠ।

(কৃষ্ণ ও বলরাম)

বলরাম। কানাই! দেখ দেখ, উন্মাদিনীর ন্যায় কে রমণী? ছিন্নবেশা, আলুলায়িত-কেশা, অঞ্চল ধূলায় লুণ্ঠিতা—অন্ন-ব্যঞ্জন নিয়ে ধেয়ে আস্‌চে। চক্ষু পলকহীন, দেহ ছায়াহীন, এ কি কোন দেবী? দেখ দেখ, কে এ পাগলিনী?

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা! ব্রাহ্মণী—আমাগতপ্রাণা। ও আমার কাছে আস্‌ছিল, ওর স্বামী ওকে আস্‌তে দেয় নি, বন্ধ করে রেখেছিল। আমার বিরহে প্রাণত্যাগ ক'রে সূক্ষ্ম-শরীরে আমার কাছে আস্‌ছে।

বল। হাঁরে কানাই, তুই কি নিঠুর, তোর বিরহযন্ত্রণায় ব্রাহ্মণী প্রাণত্যাগ করেছে, তুই কোন উপায় করিস্ নি? তুই গিয়ে

কেন একবার দেখা করিস্ নি? তা হ'লে তো ব্রাহ্মণীর এ দশা হ'ত না।

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা! ব্রাহ্মণী আমাগতপ্রাণা, কিন্তু কর্ম্মক্ষয় ব্যতীত আমায় কেউ পায় না। জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চিত পাপ-পুণ্য দুই-ই ছিল। দুইয়েরই ফলভোগ ব্যতীত জীবের মুক্তি হয় না। আমার নাম স্মরণ করেছে, আমি ওকে মুক্তি অপেক্ষা সারবস্তু দিয়েছি। ব্রাহ্মণী আজ ভক্তিময়ী সূক্ষ্মদেহধারিণী।

বল। ওর পাপ-পুণ্য ক্ষয় হ'লো কিসে?

শ্রীকৃষ্ণ। আমার স্মরণ, মনন, ধ্যানে যে আনন্দ, সেই আনন্দ উপভোগে ওর পুণ্যক্ষয় হয়েছে, আর আমার বিরহতাপে পাপ দগ্ধ হয়েছে, এখন এই ব্রাহ্মণী ধর্ম্মাধর্ম্ম-বর্জ্জিতা, আমার পরমাপ্রেমের অধিকারিণী।

(বিষ্ণুপ্রাণার প্রবেশ)

বিষ্ণু। ধর ধর, পূজা ধর, হৃদবিহারী হৃদয়েশ্বর! দাসীকে পায়ে রাখ। এত দিনে নাথ সদয় হ'লে! দাও দাও, আমার মস্তকে শ্রীচরণ দাও! আমার প্রাণ জুড়াও! বীর বলাই! তোমার কানাইকে আমায় দয়া করতে বল।

বল। দেবি! তুমি কৃষ্ণ-প্রাণা, আমি আর কি বল্‌বো?

বিষ্ণু। প্রভু! দয়াময়! সদয় হও। আমার পূজা ধর!

কৃষ্ণ। তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী,—প্রাণপ্রতিমা।

বিষ্ণু। প্রভু! আবার বল, আবার বল, আমি বিভোর হয়ে শুনি।

(ব্রাহ্মণীগণের প্রবেশ)

১ম ব্রাহ্মণী। মরি মরি, এই যে কানাই বলাই। দেখ দেখ, রূপে নয়ন ভোরে গেল, হৃদয় ভোরে গেল, জন্ম সফল হলো! এই নাও—অন্ন-ব্যঞ্জন নাও।

কৃষ্ণ। তোমাদের ভক্তিবারি-পানে পরিতৃপ্ত হয়েছি, বলাই দাদা পরিতৃপ্ত, রাখালগণ পরিতৃপ্ত।

শ্রীদাম। ভাই কানাই! আর কথা নাই। তোমার কি আনন্দ-লীলা! তোর ভক্তের সঙ্গে যে কি ভাব, তা দেবতাদেরও অগোচর।

১ম ব্রাহ্মণী। হাঁলা, তোকে তো বেঁধে রাখলে দেখলেম্, তুই সবার আগে কি ক'রে এলি?—কোন্ পথ দিয়ে এলি?

বিষ্ণু। দিদি! আমি পাপদেহ ছেড়ে চ'লে এসেছি। যে দেহে আমি কৃষ্ণ-দর্শনে বঞ্চিত হলেম, সে দেহে আমার প্রয়োজন কি? আমি মৃত্তিকার শরীর ত্যাগ ক'রে দিব্যদেহে দিব্যবস্তু গ্রহণ কত্তে এসেছি।

(ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ)

বাচ। এই যে, প্রেমময়ীরা সারি সারি দাঁড়িয়েছে, এঁ্যা! তুই কি ক'রে এলি? কে তোকে খুলে দিলে?

বিষ্ণু। আমি কৃষ্ণবিরহে তনু ত্যাগ করেছি, আর তুমি আমায় ধরে রাখতে পার্ব্বে না, আমি রাঙ্গা-পায় আশ্রয় লয়েছি।

বাচ। মরি মরি, কি অপূর্ব্ব মাধুরী! এ সত্যই কি নরদেহধারী গোলোকবিহারী হরি? সত্যই কি অনন্তদেব ধরাতলে বিরাজমান? সত্য—সত্য, আমার অন্তর বোল্‌ছে, সত্য। গায়ত্রী দেবী হৃদয়ে বল্‌ছে, সত্য। দশদিশি আনন্দধ্বনি করে বলছে, সত্য। তরু, লতা, ফল, বিহঙ্গরাজি বল্‌ছে, সত্য। পবন, তপন, গহন, কানন বল্‌ছে, সত্য। লীলাময়! নরদেহ-ধারী!—ভূভারহারী! আমি অজ্ঞান, বিদ্যাদম্ভে অন্ধ হয়ে তোমাকে কটু বলেছি, তুমি পতিতপাবন, পতিতকে পায়ে স্থান দাও। বলাই!—বলাই!—অনন্তদেব! তোমার অন্ত আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি করে পাব? প্রভু! অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা কর। পতিতকে পদে স্থান দাও।

(গীত)

নবীন-জলধর মান-বিভঞ্জন।
নয়ন-কিরণরাজি অরুণ-গঞ্জন॥
চাকচিকুর শিখিপাখা শোভা,

ঝলমল কুণ্ডল অনঙ্গ তরঙ্গ অঙ্গ ঢল ঢল,
পীতধটী-বেষ্টিত কটি,
চরণজ্যোতি নাশে অজ্ঞান-অঞ্জন ॥

(ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণের গীত)

পু— অজ্ঞান-আঁধার-হরণ হে।
স্ত্রী— প্রেমিক সরোজ হৃদি আসন হে ॥
পু— জয় মুরারি,
স্ত্রী— বনবিহারী,
পু— কলুষভঞ্জন,
স্ত্রী— রমণীরঞ্জন,
পু— গিরিধারী,
স্ত্রী— বনচারী,
পু— দৈত্যমর্দ্দন ভুবনছাদন হে।
স্ত্রী— কুঞ্জে গমন মোহন বাঁশরী-বাদন হে ॥
পু— তুষ্ট-দুষ্টদল-ত্রাসন হে,
স্ত্রী— রমানাথ রাধাভূষণ হে ॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—*—

আয়ানের বাটীর পার্শ্বস্থ কানন।

রাধা ও সখিগণ।

(সখিগণের গীত)

চল চল ব্রজের বালা ফুল তোলার ছলে।
বল ক'রে সই আন্‌বো ধোরে
দেখা তার পেলে ॥
অবলা ভুলিয়ে যেন না যায় আর চলে,
বল্‌বো ওহে মন-চোরা,
এবার পেয়েছি ধরা,
বুঝবো লো-তার চতুরালী নারীর মনহরা,
জোর ক'রে তায় বল্‌বো ছুটো,
দেখবো সে শঠ কি বলে।
তায় চতুরালী ব্রজে কি চলে ॥

রাধা। বল বল বল, প্রাণস্বজনি,
কোন্ বনে যাবে সই।
বিশাখা। কুঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে, ঢুঁরিব কালারে,
এস এস রসময়ি ॥
রাধা। কপটে কেমনে, ধরিব স্বজনি,
শঠ নট মন-চোর।
বিশাখা। কোথা সে পালাবে, ভুবন বেড়িবে,
গোপিকা-প্রেমেরই ডোর ॥
রাধা। কি বল না জানি, রাখালে স্বজনি,
ধারে কি প্রেমের ধার?
জানে সে কেবল, চরাতে গোধন,
জ্বালাতে প্রাণ রাধার ॥
বৃন্দা। ভেব না ভেব না, এসো না এসো না,
কালা এনে দিব তোরে।
বৃথা দোষ কেন দাও প্রাণসখি,
প্রেম কে শিখে লো জোরে?
ললিতা। পীরিতি জানে না, তারে প্রাণ দিলি,
কেমন পীরিতি এ লো?
শ্যামের পীরিতে মজেনি স্বজনি,
ব্রজে আছে হেন কে লো?
দেখ মেনে সই, শ্যামের পীরিতে,
মজেছে কে তোর মত?
রাধা। শ্যাম-কালিনী, নহ কি স্বজনি,
মিছে মোরে বল কত!
ললিতা। সত্যি সখি! তোর পীরিতে নূতন রীতি।
রাধা। পীরিতি নহে ত নূতন, যে পীরিতি, সেই পীরিতি। পীরিতির এই তো রীতি। যে পীরিতি করে, সেই তো মজে, কি পুরোনো নূতন বল; পীরিতি নিত্যি নূতন, নূতন রসে ঢল ঢল।
বৃন্দা। হ্যাঁ লো, তোর পীরিত এত?
রাধা। এক মুখে সই বল্‌বো কত?

(রাধিকার গীত)

পীরিতি-নগরে বসতি স্বজনি,
পীরিতে গঠিত অঙ্গ।
দিবানিশি সই হৃদে প্রবাহিত
পীরিতেরই তরঙ্গ ॥
পীরিতি নয়নে, পীরিতি বদনে;
পীরিতি প্রাণে মনে,

মজিব ভজিব, জ্বলিব স্বজনি,
পীরিতি-সুখ-দহনে;
শ্যামের পীরিতি, নাহি জান রীতি,
বিমোহিত অনঙ্গ,
ওলো রসবতী, শ্যামের পীরিতি,
অনঙ্গ মান-ভঙ্গ॥

[সকলের প্রস্থান।

(জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ)

জটিলা। হাঁ লো—হাঁ লো, ফুলের সাজি হাতে ক'রে, সখীর দলে চ'লে চ'লে বউ-ছুঁড়ী কোথা গেল বল্ তো?

কুটিলা। জল আন্‌তে পাঠাও, ফুল তুল্‌তে পাঠাও, ফল্‌বে তার ফল তো? এই নেচে নেচে বাঁশী বাজিয়ে গেল।

জটিলা। ও লো—কে লো? কে লো?

কুটিলা। আ মলো, মরণ আর কি! ন্যাকা মাগী! নন্দের কালা, আর কে?

জটিলা। ওমা! অবাক্ করেছে! এমন কে কোথায় আর দেখেছে! ও মা! কুলের বউ, কিছু তো বল্‌বে না কেউ? ঐ নন্দের কালার বাঁশী কেউ ভেঙ্গে দেয় না?

কুটিলা। মর মাগী! তোরে যমে নেয় না! বাঁশীর কি দোষ? তোমার বউয়ের যে রস, কালার পীরিতে টস্ টস্! আমি কি আর বাঁশী শুনি নি?—আমি সতী সাবিত্রী, ফিরেও চাই নি। নন্দের কালা মরে যদি, তা হ'লে ফিরেও এক ফোঁটা জল দিতে যাই নি।

জটিলা। হাঁ লো, তবে কোথা গেল?

কুটিলা। যেখানে নাগর সাঁসালো—রসালো।

জটিলা। আর তো শাসিত না কর্‌লে নয়, কোন্ দিন কুলে কালি দেবে।

কুটিলা। শাসিত কি করে কর্ব্বে? তোমার ব্যাটা কি তোমার কথা শুন্‌বে?

কুটিলা। সন্ধান করে দেখ্, আজ হাতে হাতে ধরিয়ে দেব।

জটিলা। সন্ধান কর্ব্বো?—তোর ব্যাটা কি বিশ্বাস্ কর্ব্বে? আমি কেবল গাল খেয়ে মর্ব্বো। আমি হার মেনেছি ব'লে ব'লে,
[illegible]

ব্রজের মাঝে সতী, কলঙ্কিনী রাই, ছি ছি, ঘেন্নার কথা, এমন কথায় কি থাক্‌তে আছে ছাই!

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। কুটিলে! তোমার মুখখানি বেশ চল্‌চলে।

কুটিলা। ও মা! একি বালাই—একি বালাই!

কৃষ্ণ। জটিলে! তুমি সরে যাও! কুটিলে! একবার বদন তুলে চাও!

কুটিলা। গোল্লায় যাও—গোল্লায় যাও!

কৃষ্ণ। দেখ, তোমায় না দেখ্‌লে বাঁচিনে, তাই খুঁজে খুঁজে এসেছি।

কুটিলা। ও মা! দ্যাখ, এ কি বলে গো! এর দেখ্‌ছি যে ভারী বাড়াবাড়ি। এর দেখ্‌ছি বুকের পাটা খুব বেশী।

কৃষ্ণ। এই দেখ, তোমার পায়ে রাখ্‌ছি বাঁশী। একবার ফিরে চাও রূপসী।

কুটিলা। মা—মা! আন্‌তো মুড়ো ঝাঁটা।

কৃষ্ণ। কুটিলে! তোমার প্রেমে এত কাঁটা?

কুটিলা। ওগো! এ কি ল্যাটা!

জটিলা। তবে রে কালামুখো নন্দের ব্যাটা! ঝাঁটার চোটে পিটে তোর কর্ব্বো গোটা!

কৃষ্ণ। আমি কিন্তু পড়ে থাক্‌বো কুটিলের পায়।

জটিলা। ওলো, তুই স'রে আয়,—ও লোক ভাল নয়; স'রে আয়।

কৃষ্ণ। বিধুমুখি! পায়ে ঠেল্‌লে?

জটিলা। আ মর কচুপোড়া খেলে!

কৃষ্ণ। তবে আস্‌তে আস্‌তে যাই চলে।

[কৃষ্ণের প্রস্থান।

কুটিলা। দমবাজী কর্‌তে এসেছিল, এখন রাধার কাছে গেল। আয় আয়, সন্ধান নিয়ে দাদার কাছে বল্‌বো গিয়ে।

জটিলা। না লো যাস্‌নি, ও ছোড়া বড় মন্দ।

কুটিলা। আ—মর! ব্রজের মাঝে আমি সতী, আমায় কচ্চেন সন্দ। এইবার ঠিক রাধিকাকে নিয়ে কুঞ্জে যাবে। আমি কুটিলে, আমার চোখে এড়ান পাবে? তুই দাদাকে ডেকে আন্, দেখ্‌বো কত পীরিতের কান, —হাতে দই, পাতে দই, আর না [illegible]

জটিলা। তুই ডেকে আন, আমি গুড়ি গুড়ি যাচ্চি, সন্ধান নিচ্চি; তার পর নাককান কেটে অমন পোড়াকাটাকে যমুনা পার কচ্চি।

কুটিলা। তুই বুড়ী—যাবি গুড়ী গুড়ী, ওরা ছুঁড়ী। আবার এই কেলে ছোঁড়া কোথা চলে যাবে দিয়ে তুড়ি। তুই ওদের নাগাল পাবি বুড়ী থু-থুড়ি? ঐ দাদা আস্‌চে, তুই কি দাদাকে বোঝাতে পার্ব্বি? আমিও হার মেনেছি, তুইও হার্‌বি।

জটিলা। পার্ব্বো না? না বোঝে, ওর রাধা নিয়ে থাকুক্, ঘর-দোর ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাব। ও মা! কলঙ্কিনীর হাতের রান্না খাব? গলায় দড়ী—গলায় দড়ী। দড়ী কিন্‌তে কি আর জুট্‌বে না কড়ি? যমুনায় গিয়ে ডুবেবো, আজ বুঝবো, রাধারই একদিন, কি আমারই একদিন! ও মা! কুলের বউ, নাগর নিয়ে নাচবে ধিন্ ধিন্!

(আয়ানের প্রবেশ)

কুটিলা। দাদা এসেছ, বেশ করেছ।

আয়ান। বেশ কর্ব্বো না তো কি? তুই বলিস্ কি?

জটিলা। তবে ঘরে চ'ল, রাধা ভাত বেড়ে দিক্, গপাগপ গেলো।

আয়ান। ওরে! তোরা অমন কচ্চিস্ কেন? মাথা খেয়ে বল্‌না কথাটা কি?

কুটিলা। তোমার রাধা ঘরে নাই, বাঁশী ডেকেছে পিঁ পিঁ।

আয়ান। দেখ, তুই মুখ সাম্‌লে কথা কোস্! তুই রোজ রাধার উপর ঠেস দিয়ে কথা বলিস্। ভাল চাস্ তো সাম্‌লে বলিস্। শ্যামাপূজোর ফুল তুল্‌তে যাবে, কাল আমায় বলেছে। ফুল তুল্‌তে গেছে, মায়ে ঝিয়ে উঠ্‌ছো নেচে।

কুটিলা। শ্যামাপূজোর ফুল তোলা, না শ্যামের কোলে দোল দোলা। একবার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মেটালে হয় ভাল; কুঞ্জবনে একবার দেখবে চলো। সঙ্গিনী রঙ্গিনী মিলে কেলি হচ্চে; আর চারিদিকে তোমার শ্যামা-পূজোর ফুল ঝর্‌ছে।

আয়ান। দেখ, যদি দেখাতে না পারিস্, যদি তোর মিথ্যেকথা হয়, মাথা ভাঙ্গবে হ্যাতাল ঠেঙ্গায়!

কুটিলা। একবার দেখে ত্রিভঙ্গিমে, তার পর দিও মাথা ভেঙ্গে! বাঁশী বাজবে রাধা নামে, তোমার রাধা দাঁড়িয়ে কালার বামে। তোমার দেখলে নয়ন জুড়োবে, তার পর তোমায় মা ব'লে মাথা ভাঙ্গবে।

আয়ান। তবে চল,—রাধার এত ছল,—আজ বুঝে নেব।

কুটিলা। শেষটা রাখতে পার; রাধার কথায় না ভোলো, তা হলে ভাল। একা রাধা নয়, তার সঙ্গে আবার চিকণ কালো।

জটিলা। হ্যারে, তুই কি ব্যাটা ছেলে? তোর নাই না পেলে বউটা কি এমন করে!

আয়ান। এই দ্যাখ মরে,—এই দেখ মরে দেখাতে পারিস্ তো দেখাবি আয়, নইলে এই লাঠিতে মা বেটীকে দেব সেরে। বেটী যদি মরে, শুদ্ধ হব তেরাত্রির শ্রাদ্ধ ক'রে।

কুটিলা। আর যদি দেখাতে পারি?

আয়ান। আগে দেখবো কেমন প্যারী! এক দিন আমারই কি তারই।

(গীত)

আয়ান— ঘুরিয়ে হ্যাতাল ঠেঙ্গা দেব ঝেড়ে।
কুটিলা— মেরো পায়ের গোছে।
আয়ান— কেত্তিয়ে দেব ঝেড়ে, ফেলবো পেড়ে।
জটিলা— যেন থাকে বেঁচে।
আয়ান— এত না ভালাকি, হাম সে চালাকি,
আজ ঠেকা-ঠেকি, ফাঁক ক'রে লাঠী ঠুকি
রোজ রোজ এত্তা ফাঁকি,
হাম লোক আজ কেত্তা চালাকী দেখি।
জটিলা— পড়ো না খুনের প্যাঁচে।
আয়ান— নই তো ভেড়ের ভেড়ে
আমি ষণ্ডা এঁড়ে।
কুটিলা— না মরে যেরো এঁচে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

কুঞ্জ।

(রাধিকা ও সখিগণ)

রাধা। সই! কৈ, আমার কালা কৈ? কৃষ্ণ তো কুঞ্জে নাই? সই, শ্যাম আমার কৈ? জল আনা ছল, ফুল তোলা ছল, সকলি আমার বিফল হ'লো, কালাচাঁদ আমার তো কুঞ্জে নাই? সই! এত জ্বলি, তবু তারে ভুলবো মনে করলে জগৎ আঁধার দেখি। সই! ভুলতে চাইনি, জ্বলতে চাই। এ কি হ'লো, আমার সুধার আশায় গরল উঠলো।

(গীত।

সই সাধে হৃদে আগুন জ্বেলেছি।
আদর ক'রে কালসাপিনী বুকে নিয়ে খেলেছি॥
নাহি জানি সুধার আশা,
পিয়াসে চাই পিয়াসা,
জ্বলে মরি তবু করি শ্যাম-প্রেমের আশা,
বিরহে যতন ক'রে, আশা জলে ফেলেছি॥

বিশাখা। সই! কমল ফুটলে মধুকর দূরে থাকে না। কুঞ্জবনে কমলিনী ফুটেছে, সৌরভে কাল-ভ্রমর এলো বলে সই! তুইও তার জন্যে যেমন ভাবিস্ সেও তোর জন্যে তেমনি ব্যাকুল। আমি সুবলের মুখে শুনেছি, সে চাঁপাফুল দেখে তোর বর্ণ মনে ক'রে ঢ'লে পড়ে। চাঁদ হেরে চক্ষের জলে ভেসে যায়। রাই! এক হাতে তালি বাজে না। রসিকে অরসিকে কখন মেলে না। তুমি ভেবো না, তোমার কালা এলো বলে।

ললিতা। ও লো! তুই হাল্কা হয়েই সব মজালি। পুরুষের কাছে আল্‌গা হলেই সেই পেয়ে বসে। সে আস্‌বেই আস্‌বে। আজ তারে একটু শিখিয়ে দিস্। একটু মুখ ঢেকে বসিস্, কথা কস্‌নি। ভাখ, সহজে রত্ন পেলে তার যত্ন থাকে না। তুই তারে দেখ্‌লেই মজে যাস্, সেও পেয়ে বসে।

রাধা। তোদের কথা শুনে আমার মনে হয়, আমি মান করি, কিন্তু আমার মান তো নাই। আমার মান-অভিমান তার পায়ে দিয়েছি। সে কাছে আস্‌বে, আমি কেমন ক'রে মুখ ঢেকে থাক্‌বো? সে কথা কইবে, আমি কথা না কয়ে কেমন ক'রে থাক্‌বো? সে সাধবে, আমি কেমন ক'রে প্রাণ বাঁধবো। আমি যার মানে মানী তার উপর মান কি সাজে সই?

বিশাখা। দেখ ভাই, আমিও কালারে ভালবাসি। তাকে দেখ্‌তে ভালবাসি। সাধ হয় যে, তার পায়ে লোটাই। কিন্তু সে কাছে এলে মনে হয়, ধিক্—নারীর জন্মই ধিক্। সে আমায় যখন চায় না, আমি কেন তাকে চাই? একবার মনে হয়, সে কথা না কইলে আমি কেন কথা কইবো? সে না সাধ্‌লে আমি কেন সাধবো, হ্যাঁ লা! এ সাধ কি তোর হয় না?

রাধা। ও লো, আমি আত্মহারা, আমি যে সব ভুলে যাই।

বিশাখা। না ভাই, আজ তাকে একটু শিখিয়ে দে।

ললিতা। ছি,—ছি! তোর পীরিতে ছি! একেবারে আল্‌গা হলি না? পীরিতের প্রধান অঙ্গ মান, নইলে নারীর মান থাকে না;—সখি! তুমি এ কথা কি জেনেও জান না?

রাধা। জানি সই! কিন্তু পারি কৈ? সে কি এত নিঠুর, এখনও এলো না? যা হবার হবে, তবে সই আর তার সঙ্গে কথা কব না। ছি—ছি! বার বার কেন মান খোয়াব?

ললিতা। সই! ঐ কালা আসছে।

রাধা। আসুক, আর আমার গঞ্জনা লাঞ্ছনা সয় না।

ললিতা। দোখস,সামলে থাকিস,যেন দু-নৌকায় পা দিস্ নি।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। রাধে, [illegible]

(সখীগণের গীত)

কালাচাঁদ লাজ কি হলো না।
পেয়ে অবলা বালা এত ছলনা॥
তোমার তরে কুঞ্জে ফিরে,
ভাসে রাই নয়ন-নীরে,
শয়নে স্বপনে রাই সদাই শিহরে;
বিরহে জরজর,
কালো সোনার কলেবর,
ছল জানে না কমলিনী সরলা ললনা,
কালো তার সকল কালো কিছু ভাল না॥

শ্রীকৃষ্ণ। কেন কেন, মান কেন রাই? আমি তো তোমার জন্য উন্মত্ত হয়ে ফির্‌ছি। শত শতবার বাঁশী বাজিয়ে তোমাকে ডাক্‌ছি। তোমার জন্য আয়ানের দ্বারে শতবার গিয়েছি। তোমার সন্ধান পাই নি, আমি বনে বনে কেঁদে বেড়াচ্চি। রাধে! আমায় চরণে স্থান দাও, কথা কও। তোমায় না দেখে আমার পলকে প্রলয় জ্ঞান হয়। রাখালের প্রাণে কেন শেল হেনেছ, অঞ্চলে কেন চন্দ্রানন ঝেপেছ?

(কৃষ্ণের গীত)

ওহে প্রেমময়ি,
অঞ্চলে ঢেক না হে বদন।
বুঝ না মনোবেদনা জানি না হবে এমন॥
কি মম মনোবেদনা, রাই কেন জেনে জান না,
দিবা-নিশি তব সাধনা,
বুঝে কি তোর মন বোঝে না,
প্যারী লো তোর মান সাজে না,
দিও না যন্ত্রণা, কর্‌য়ো না গঞ্জনা,
সয়েছি সহে যত,
তবু কি হ'ল না তোর মনের মতন॥

রাধা। কালাচাঁদ মান কি আমায় সাজে।
বন-মাঝে বাজাও বাঁশী হৃদয়-মাঝে বাজে॥
দেখ্‌তে সাধ কেমন তোমার মোহন বাঁশরী,
কেমনে বাজে বাঁশী হৃদয়-সাধ যায় ভরি॥
শিখতে সাধ মোহন-বাঁশীর নাদ।
সাধে সাধ সেধো না হে শিখাও কালাচাঁদ॥
না জানি মোহন-বাঁশী কি কাঁসী জানে।
যে নাদে কুলাঙ্গনা ভাসিয়ে দেয় মানে॥
কুলমান ভেসে যায় হে যে বাঁশীর রবে।
শিখলে বাঁশী, তোমায় বেঁধে রাখবে হে তবে॥
তোমার মোহন-বাঁশী মনোমোহিনী স্বর।
স্বরে প্রাণ উদাসিনী ভাসিয়ে দিছি ঘর॥
গহন গগন, পবন তপন, বাঁশীর রবে উদাসী।
বাজাতে শিখবো হে শ্যাম দাও তোমার বাঁশী

(বাঁশী কাড়িয়া লওন)

(গীত)

রাধা। মোহন-বাঁশরী কি গুণ জানে।
রবে জলাঞ্জলি কুল-মানে॥
কৃষ্ণ। তব বিরহ বাঁশরী সহিতে নারে,
রাধা রাধা বলি ঘন ফুকারে,
রাধা। রাধা ব'লে বাঁশী যেন বাজে না বাজে না,
ননদিনী তাপিনী কত সহি যাতনা করো মানা।
কৃষ্ণ। রাধা নাম করে মুরলী কামনা,
রাধা। কর মানা,
কৃষ্ণ। মানা মানে না,
উভয়ে। একি একি প্রেমে মানা কি মানে॥

ললিতা। রাই! আর তোর কথার ছলায় কাজ নেই। একবার তুই বামে দাঁড়া, দেখে আম্‌রা নয়ন সার্থক করি।
রাধা। ছি ছি, সই! তুই কি বলিস্‌?
ললিতা। অত কাজ নাই, আয় ভাই একবার চক্ষু জুড়াই, সপিভাবে মাধবকে দেখে প্রাণ জুড়াই।

(গীত)

দেখ্‌লো মাধবী সই মাধবের বামে,
নয়নে খর শর রাই হানে প্রাণে।
শ্যাম তো যেমন তেমন,
বাণ হানে কুটিল নয়ন,
এ রণে বোঝাবুঝি দেখ্‌বো লো কেমন,
নীরদে সৌদামিনী,
তমাল বেড়ে হেমাঙ্গিনী,
কুঞ্জবন আমোদিনী এ যুগল ঠামে॥

রাধা। সই—সই! তোরা স'রে যা। ঐ দে শমন সমান আয়ান আস্‌ছে। পাপি শাশুড়ী, সাপিনী ননদিনী—ঐ দেখ, কু

প্র কর্ব্বে। সই! তোরা স'রে যা,
আ[illegible]ার ঽ যা আছে, হবে।

ললিতা। [illegible]তারে ছেড়ে আমরা স'রে যাব?
রাই[illegible]রে, এমন বজ্রাঘাত কেন করিস্? কালাচাঁদ তোর কাছে, আমরা কালার সখী। যাঁর নাম নিলে বিপদ্‌ভঞ্জন হয়, সেই বিপদ্‌ভঞ্জন তোরে আলিঙ্গন ক'রে রয়েছে। সই! আমাদের আর ভয় কি? শত আয়ান এসে আমাদের আর কি কর্ব্বে জটিলা-কুটিলা এসে জটিলবুদ্ধিতে আপনারাই জড়িয়ে পড়বে। কলঙ্কভঞ্জন! আজ রাধার কলঙ্কভঞ্জন কর। মধুসূদন, আজ বিপদে শ্রীরাধায় পায়ে রাখ।

রাধা।—

দেখ র [illegible] ওহে শ্যাম।
শুন ঘন-গর্জ্জন আয়ান দুর্জ্জন,
আসে সত্বরে দম্ভ-ভরে,
শমন সমান, বধিতে এ প্রাণ
রাখ বিপদে শ্রীপদে গুণধাম॥
কুটিল কুটিলা মতি, জটিল জটিলা অতি,
পথ দেখায়ে, আসিছে ধেয়ে ধেয়ে,
রোষবশে আলুথাল কেশপাশে
লুণ্ঠিত অঞ্চল, [illegible]স থসে গরল,
রোষ-রঞ্জিত আয়ান বদনে,
হের হে বিপদ্-মর্দ্দন—
হে হৃদি-রঞ্জন, কলঙ্ক-ভঞ্জন,
বিধি মোরে বাম, না পূরিল কাম,
ডরে অন্তর কাঁপে অবিরাম॥

[illegible]। প্রেমময়ি রাধে! তুমি কেন চিন্তা কচ্চো? তোমার চন্দ্রবয়ান মলিন ক'রো না। শত আয়ানে তোমার ভয় কি? আজ কুঞ্জবনে আয়ান তোমার পূজা কর্ব্বে। প্রাণেশ্বরি! ভেবো না। জটিলা যতই জটিলা হোক, কুটিলা যতই কুটিলা হোক, জটিলতা-কুটিলতা আমি সুদর্শনে ছেদন করি। প্যারি—হৃদয়েশ্বরি! দুর্জ্জন আয়ানকে তোমার ভয় কি?

(গীত)

ভেবো না ভেবো না কমলিনী,
তুঁহু মম হৃদি-সরোবর-নলিনী।
হয়ো না হয়ো না মলিনী।
বাঁশরী হইবে করে অসি,
অধরে অট্টহাসি দিক্ প্রকাশি,
নরকরকিঙ্কিণী কটি-সুশোভিনী,
হের বরাঙ্গনা ঘোরা রণরঙ্গনা
কাননে সাজিব নৃমুণ্ডমালিনী॥

(জটিলা, কুটিলা ও আয়ানের প্রবেশ)

কুটিলা। দাদা! দেখ না—দেখ না, ঐ রসময়ী রাই শ্যামপ্রেমে ঢল ঢল, দেখ না। ঐ রঙ্গিণী সঙ্গিনী শ্যাম-কাঙ্গালিনী সব দেখ না; তুমি বল না যে, আমি ননদী, আমি মিছে কথা কই?

জটিলা। তুই বলিস্ না—আমি বউকাট্‌কী? এই চক্ষের উপর দেখ্। তোমার রাধা শ্যাম-, প্রেমের রসময়ী! আজ কুলের কালী ঘোচা আজ খুব শাসিত কর্! ও মা! ঘরে পরে লাঞ্ছনা আর সয় না।

কুটিলা। আ মর মুখপুড়ী! বক্‌ছিস্ কেন? আজ দাদা দেখুক। চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচুক, দেখুক, ওর রাই কেমন সতী।

আয়ান। আজ দেখে নেবো—দেখে নেবো। আজ হাতাল ঠেঙ্গা কেতিয়ে ঝাড়বো। রাধি!—খাঁদী বাঁদী! আর তোমার কথায় ফাঁদে পা দি! আজ হাতে হাতে ধরেছি, আর যাবি কোথা? সব তো সত্যিকথা, কুটিলা তো ঠিক বলে! তুই আমার ঘরণী, তোকে ভুলিয়ে আনলে নন্দের ছেলে! তোরেও সাবুবে', আর রাখালীও বার কর্ব্বো।

(শ্রীকৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি ধারণ)

বিশাখা। চুপ কর, চুপ কর। কালীপূজার ব্যাঘাত করো না।

আয়ান। কালীপূজো কি রে?

বিশাখা। দেখছো না, রণ-রঙ্গিনী শ্যামা কুঞ্জবনে বিহার কচ্চেন?

কুটিলা। ওমা—শ্যাম যে শ্যামা হয়েছে গো!

জটিলা। আর বলিসনে বাছা! আমার মাথা কচ্চে ভোঁ ভোঁ!

কুটিলা। ও মা, এ কি হলো!

জটিলা। আমার ঘাম বেরুচ্চে গলগল! আয়ান এখনি হাঁতাল ঠেঙ্গা ঝাড়বে, আর মায়ে ঝিকে বনের ভেতর পাড়বে।

কুটিলা। ও মা, একি হলো!

জটিলা। আর কি হলো, কপাল ফাটলো!

আয়ান। রাধে,—রাধে!

রাধা। শ্যামাপূজার ব্যাঘাত করো না, আমি ধ্যানে আছি।

কুটিলা। ও মা! একি ভোজবাজী—আমি গিছি গিছি।

আয়ান। দাঁড়াও, তোমায় তিন শোঁট লাগাচ্চি।

রাধা। স'রে যাও, স'রে যাও, আমি শ্যামাপূজা কচ্চি। ব্যাঘাত ক'রো না, আমার ধ্যান ভেঙ্গে যাবে।

আয়ান। দেখ রূপসী প্রাণপ্রেয়সি, তুমি ব'সে ধ্যান কর। আমি প্রণাম ক'রে চ'লে যাই। আজ এই বেটীকে, আর এই ছুঁড়ীকে—দুটোকে ক'সে সোঁটা লাগাই।

কুটিলা। ও মা! চল!—পালাই পালাই! নন্দের ব্যাটা অনেক ছল জানে।

জটিলা। বুড়োবয়সে না অপঘাতে মরি! এখন বাঁচলে হয় প্রাণে প্রাণে।

আয়ান। মা ব্রহ্মময়ী, ত্রিতাপহারিণী তারিণী—

শব-শিবাসনা দনুজ-দলনা।
ঈশ্বরী উমা উমেশ-ললনা॥
চরণাম্বুজদামিনীপ্রভা।
সাধক-হৃদয় শ্যামা মনোলোভা॥
অসিকরা চাহ করুণা-নয়নে।
আয়ানে রেখ মা রাজীব-চরণে॥

রাধে। তুমি আমার কুললক্ষ্মী। আমি অজ্ঞান, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। জটিলা, কুটিলা তোমার অকলঙ্ক নামে [illegible] অর্পণ করে। শ্রীমতি! আমার অক- [illegible]! তুমি কাননে নির্জ্জনে মা ত্রিলো- [illegible] পূজা কর। ভুবনমোহিনি—মন- আমোদিনি, আয়ানের নয়নানন্দদায়িনি জটিলা-মন্ত্রে, কুটিলা-তন্ত্রে আমি তোমা[য়] সন্দেহ করেছিলেম, আমার মার্জ্জনা কর।

বিশাখা। পূজার ব্যাঘাত হচ্চে, রূপ! ক'[রে] আপনারা স্থানান্তরে যান।

কুটিলা। মা! প্রাণ বড় ধন, যে দিকে পথ পা[য়] পালা, আমিও সট্‌কালুম।

জটিলা। বাবা রে! এখনি হাঁতাল ঠে[ঙ্গা] ঝাড়্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান

আয়ান। রাধে—রাধে! মা রণরঙ্গিণীকে ব'লে আমায় মার্জ্জনা করেন।

বিশাখা। তোমার ভয় নাই, তুমি নিশ্চিন্ত হ[য়ে] গৃহে যাও। রাধা এখন ধ্যানে আছে, পূজা সাঙ্গ করে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বে।

আয়ান। মা অভয়ে! অভয় দাও, আমি বা[ড়] অপরাধী!

বিশাখা। যাও—যাও, গৃহে যাও,
পূজার ব্যাঘাত ক'রো না।

[আয়ানের প্রস্থান

কৃষ্ণ। (নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক) শ্রীরাধে এখনো কি তোমার ধ্যানভঙ্গ হলো না?

রাধা। শ্যামের ধ্যান কি আমার শতজন্মে ভ[ঙ্গ] হবে?

কৃষ্ণ। আর কেন ভাণ? হৃদয়েশ্বরি! আমা[র] হৃদয়ে এসো। তোমার কলঙ্কভঞ্জন হয়েছে

রাধা। আমি তাতে সুখী নই। শ্যামকলঙ্কিনী নামের চেয়ে আমার প্রিয় নাম আর নাই

কৃষ্ণ। প্রাণেশ্বরি! এসো, তোমার চরণে পুষ্প- [া]ঞ্জলি দি।

রাধা। আমার হৃদয়ের কুসুমাঞ্জলি লয়ে তবে পুষ্পাঞ্জলি দিও। শ্যাম হে! তুমি কি জান না, তুমি রাধার সর্ব্বস্বধন?

বিশাখা। নে লো নে, হাত ধ'রে টানাটানি কচ্চে, ওঁর আর মন উঠে না।

রাধা। সখি! তোদের কথা তো ছাড়তে পার্‌বো না।

বিশাখা। ওঁর তো মন নয়, উনি শুধু আমাদে[র] [illegible]—তা

সই! একবার বামে দাঁড়া, আমরা দেখে জুড়ুই।

(যুগল-মূর্ত্তি)

(সখিগণের গীত)

যুগল চাঁদ হের পঙ্কজোপরে।
শতদলে শত চাঁদ বিহরে॥

কান্তি পঙ্কজ মুখ সুধাকর,
চাঁদে চাঁদে সুধা পিয়ে আঁখি-চকোর,
ভাব হেরি সই আপন পাসরি,
প্রেমিক প্রেমিকা খেলা হৃদয়-বিভোলা,
চাঁদে চাঁদে কুমুদিনী চিকুরে,
কৌমুদী হৃদয়-আঁধার হরে॥

যবনিকা-পতন।